



A collage of agricultural images arranged in a circular pattern. The images include: a lush green rice field under a blue sky; a close-up of coffee beans; a close-up of cashews; a close-up of corn cobs; a flooded rice field with a tractor; a close-up of various vegetables like carrots and sunflowers; and a close-up of solar panels.



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

১.	জনাব বলাই কৃষ্ণ হাজরা, অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যব: ও উপ: অনুবিভাগ)	সভাপতি
২.	জনাব মোসা: তাজকেরা খাতুন, যুগ্মসচিব (আইসি)	সদস্য
৩.	জনাব মো: আবু জুবাইর হোসেন বাবলু, যুগ্মসচিব (সম্প্রসারণ)	সদস্য
৪.	ফয়েজ আহম্মদ, যুগ্মসচিব (উপকরণ)	সদস্য
৫.	জনাব রেহানা ইয়াছমিন, যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	সদস্য
৬.	মো: মশিউর রহমান, যুগ্মসচিব (পিপিবি)	সদস্য
৭.	জনাব বিপুল চন্দ্র বিশ্বাস, যুগ্মসচিব (গবেষণা)	সদস্য
৮.	জনাব নাজিয়া শিরিন, যুগ্মসচিব (বাজেট ও মনিটরিং)	সদস্য
৯.	জনাব এ.টি.এম সাইফুল ইসলাম যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১)	সদস্য
১০.	জনাব মো: মনিরুজ্জামান, উপসচিব (সম্প্রসারণ-৩)	সদস্য
১১.	জনাব কাজী আব্দুর রায়হান, উপসচিব (প্রশাসন-৫)	সদস্য
১২.	জনাব শাহানারা ইয়াসমিন লিলি, উপসচিব (গবেষণা-১)	সদস্য
১৩.	জনাব উদয়ন দেওয়ান, উপসচিব (প্রশাসন-১)	সদস্য
১৪.	জনাব তাসলিমা আহমেদ পলি, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২)	সদস্য
১৫.	পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস	সদস্য
১৬.	আ. ফ. ম আলমগীর কবীর, সহকারী সচিব (উপকরণ-২)	সদস্য সচিব

প্রকাশকাল

১১ অক্টোবর ২০২২

মুদ্রণে

কৃষি তথ্য সার্ভিস

প্রকাশনায়

কৃষি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার





জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

‘বাংলাদেশে কেউ না খেয়ে মরবে না, সবাই এদেশে সুখী ও তৃপ্ত জীবনযাপন করবে।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান





মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কৃষিতে সাফল্য বাংলাদেশকে বিশ্বের রোল-মডেলে উন্নীত করেছে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা





মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বছরব্যাপী সামগ্রিক কার্যক্রমের প্রতিফলন হিসেবে প্রতি বছরের মতো এ বছরও বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়, এর অধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কৃষি খাতকে এগিয়ে নিতে কৃষিবিজ্ঞানী, সম্প্রসারণকর্মীসহ আপামর কৃষিজীবীদের জন্য এ প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অভিপ্রায়ে কৃষি উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর কৃষি উন্নয়নের এ ধারা বজায় রেখেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা কৃষকবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কৃষি খাতে সরকারের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা, নির্বিঘ্ন সার সরবরাহের ব্যবস্থা, কৃষিতে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান, ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ, কৃষি প্রণোদনা প্রদানসহ বিভিন্ন কৃষকবান্ধব নীতির কারণে বাংলাদেশ কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নয়নসহ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের জন্য আমদানিনির্ভর কৃষিপণ্য যেমন-কাজুবাদাম, কফি প্রভৃতি উৎপাদনের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতসহ কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাড়াতে উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। টেকসই কৃষিপণ্য রপ্তানির লক্ষ্যে স্থাপন করা হচ্ছে অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব ও আধুনিক প্যাকিং হাউজ। রূপকল্প ২০৪১সহ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ বাস্তবায়নের অভিপ্রায়ে নিবেদিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো।

গবেষণা খাতে সরকারের অব্যাহত প্রণোদনা ও উৎসাহে বাংলাদেশের কৃষি বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন উচ্চফলনশীল জাত, জিংকসমৃদ্ধ ধান, বিভিন্ন ফলের দেশের আবহাওয়া উপযোগী জাতসহ বিভিন্ন ফল ও ফসলের জাত উদ্ভাবন করছেন। নতুন উদ্ভাবিত জাতগুলো জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। ২০২৪ সালের মধ্যে পেঁয়াজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরই মধ্যে পেঁয়াজ উৎপাদন সাফল্য এসেছে এবং আমদানি নির্ভরতা অনেক কমে এসেছে। দেশে ভোজ্যতেলের আমদানি নির্ভরতা কমাতে তিন বছরমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ধানের উৎপাদন না কমিয়েই আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যে স্থানীয়ভাবে চাহিদার শতকরা ৪০ ভাগ তেল উৎপাদন করা হবে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ এর সফলতা কামনা করছি। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)





সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০১৯ অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি বছরের মতো এ বছরও বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদন একদিকে যেমন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি তেমনি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি অঙ্গীকার হিসেবেও পরিগণিত হয়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। এ লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১ এবং ডেল্টাপ্লান-২১০০ অর্জনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসারে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে কাজ করে চলেছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতার ফলে ধান, সবজি, ফলসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সারা বছর সবজি উৎপাদনসহ পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে ইউনিয়ন পর্যায়ে পুষ্টিবাগান স্থাপিত হয়েছে। শ্রমিক সংকট মোকাবিলা ও উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য ৫০-৭০% ভর্তুকিতে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে, ফলে কৃষি শ্রমিকের ঘাটতি পুষিয়ে দিয়ে আর্থিকভাবে কৃষক লাভবান হচ্ছেন। বাণিজ্যিক কৃষি পণ্যে বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য দেশে কাজুবাদাম ও কফির আবাদ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। পেঁয়াজ ও ভোজ্যতেলের আমদানি নির্ভরতা কমাতে এসব ফসলের উৎপাদন বাড়াতে রোডম্যাপ প্রণয়ন এবং প্রণোদনা প্রদানসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পরিবর্তিত জলবায়ু ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রয়াসে দেশের সামগ্রিক কৃষি উৎপাদনে অগ্রগতির ধারা বজায় রাখতে কৃষি মন্ত্রণালয় সর্বদা সচেষ্ট। অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বাংলাদেশের কৃষি এখন অনেক বেশি সমৃদ্ধ। সরকারের সময়োপযোগী নীতি, সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা, আর্থিক বরাদ্দ ও তার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে এই সমৃদ্ধি।

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার কার্যাবলি, উল্লেখযোগ্য সফলতা, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

(মোঃ সায়েদুল ইসলাম)



সূচিপত্র

১.	কৃষি মন্ত্রণালয়	১-৫১
২.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	৫২-৮২
৩.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	৮৩-১২৩
৪.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	১২৪-১৪৫
৫.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৪৬-১৬১
৬.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৬২-১৮২
৭.	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৮৩-১৯৫
৮.	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৯৬-২১০
৯.	বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট	২১১-২২৪
১০.	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	২২৫-২৩৭
১১.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	২৩৮-২৫১
১২.	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	২৫২-২৬৩
১৩.	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	২৬৪-২৭৫
১৪.	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	২৭৬-২৮৬
১৫.	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	২৮৭-৩০২
১৬.	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি	৩০৩-৩১০
১৭.	কৃষি তথ্য সার্ভিস	৩১১-৩১৯
১৮.	বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩২০-৩৩১
১৯.	হর্টেক্স ফাউন্ডেশন	৩৩২-৩৪১
২০.	কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন	৩৪২-৩৬৮
২১.	গণমাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়	৩৬৯-৩৮৫



নির্বাহী সারসংক্ষেপ

স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠনের পরপরই বঙ্গবন্ধু কৃষি উপকরণ, কৃষি গবেষণা, নতুন জাত উদ্ভাবন ও কৃষিখাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিয়ে কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন। কৃষিখাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে বাজেটে ৬০ ভাগ পল্লী এলাকায় উন্নয়নের জন্য ব্যয়ে ঘোষণা দেয়া হয়। তিনি বুঝেছিলেন বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি কৃষি। কৃষি ও কৃষকের কল্যাণে তিনি সর্বোচ্চ ভূমিকা রেখেছিলেন। স্বাধীনতার পর দেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য কৃষির উন্নতির কোন বিকল্প ছিলনা। যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশকে কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভরকরে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা, উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

কৃষিতে বঙ্গবন্ধুর ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপর সর্বাত্মক কৃষির উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করে। কৃষি গবেষণা, সেচ, বীজ, সার, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ক্রপ জোনিং, প্রণোদনা, পুনর্বাসন এবং ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কৃষক ও কৃষিকে সার্বিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সমৃদ্ধি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করাই ছিল বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারও দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই কৃষির সার্বিক উন্নতির জন্য কৃষিবান্ধব বাস্তবমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। ফলে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন এখন বিশ্বের রোল মডেল।

ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের সফলতাও বাড়ছে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) বেশ কয়েকটি জাত ছাড়াও এরই মধ্যে পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) বিজ্ঞানীরা মোট ১৩টি প্রতিকূল পরিবেশে সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এর মধ্যে লবণসহিষ্ণু নয়টি, খরাসহিষ্ণু দুটি ও বন্যাসহিষ্ণু চারটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন তারা। ২০১৩ সালে বিশ্বে প্রথমবারের মতো জিঙ্কসমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করেন বাংলাদেশের কৃষি গবেষকরা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে এতগুলো প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনের দিক থেকেও বাংলাদেশ বিশ্বে শীর্ষে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) ২০১৩ সালে সর্বপ্রথম জেনেটিকেলি মোডিফাইড ফসল বিটি বেগুনের চারটি জাত অবমুক্ত করে।

সরকার কৃষকদের সম্ভাব্য সব রকম উপকরণ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের প্রবর্তিত কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড দেশে ও বিদেশে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশের অনুসরণে ভারত সরকার কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে। দেশের ৩৫টি জেলায় ২৫ শতাংশ ভর্তুকিতে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, হারভেস্টারসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কার্যক্রমের আওতায় উফশী ও হাইব্রিড ধান (আউশ, আমন, বোরো), গম, ভুট্টা, সূর্যমুখী, বাদাম ও নারিকেলসহ তেল জাতীয় ফসল, পেঁয়াজ, ডাল জাতীয় ফসল, সবজি ইত্যাদি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ৪৮৬৩৪৭৭ জন কৃষককে উপকরণ সহায়তা হিসেবে বিনামূল্যে সার ও বীজ সরবরাহসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে; যা আগামীতেও ক্রমবর্ধমান হারে অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তায় 'টেকসই সেচ ব্যবস্থাপনা' গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বরোপ করে ভূগর্ভস্থ ও ভূউপরিষ্ক পানির টেকসই ব্যবস্থাপনায় অধিকতর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর দেশে প্রতি হেক্টর জমিতে দুই টন চাল উৎপাদিত হতো। এখন হেক্টরপ্রতি উৎপাদন হচ্ছে চার টনেরও বেশি। ধান ধরে হিসাব করলে তা ৬ টন। তাছাড়া হেক্টরপ্রতি ভুট্টা উৎপাদনে বিশ্বে গড় ৫ দশমিক ১২ টন। বাংলাদেশে এ হার ৬ দশমিক ৯৮ টন।

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অন্যতম উপাদান হলো সার। ইতোপূর্বের নজির হিসেবে সার ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা থেকে বর্তমান সরকারের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায়, সার কৃষকের নিকট সার্বিকভাবে সুলভ হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে উৎপাদিত সার এবং উন্নয়ন সহায়তার জন্য মোট ১৫১৭২৭৯.৯৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৬.৬৩ লক্ষ মে.টন ইউরিয়া সার ৭.৩৬ লক্ষ মে.টন টিএসপি, ৭.৯০ লক্ষ মে.টন এমওপি এবং ১৬.৮৫ লক্ষ মে.টন ডিএপি সার সাশ্রয়ী মূল্যে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি উন্নয়ন তথা কৃষি এবং কৃষকের কথা ভেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের জনগণের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্তির লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়নের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন লক্ষ্যে তিনি কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পুনঃসংস্করণ, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ অনেক নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন। কৃষি বিষয়ক বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামো ও কার্যক্রমের আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারের মাধ্যমে এবং প্রযুক্তি চর্চায় মেধা আকর্ষণের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।



কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থ ও ফাউন্ডেশনের ২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE)

২০২১-২২ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের (চাল-৩৮৯.৩৬+ গম-১১.৬৭৩+ ভুট্টা-৫৬.২৯৭) উৎপাদন হয়েছে ৪৫৭.৩৩ লক্ষ মে.টন, ডালজাতীয় ফসলের উৎপাদন হয়েছে ৮.৩৮৩ লক্ষ মে.টন, তেলজাতীয় ফসল উৎপাদন হয়েছে ১২.৩১৮ লক্ষ মে.টন, মসলাজাতীয় ফসলের উৎপাদন ৪৭.৬৮৩ লক্ষ মে.টন, আলু উৎপাদন হয়েছে ১১০.৫৮৩ লক্ষ মে.টন এবং পাট উৎপাদন হয়েছে ৮৪.৩২৪ লক্ষ বেল। উন্নতমানের ধান, গম, পাট এবং ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন ও ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষকপর্যায়ে বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের কলাকৌশল বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মানসম্পন্ন ভালবীজ ব্যবহারে কৃষকদেরকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল ও মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মীরা কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ (আলোক ফাঁদ, হলুদ/সাদা ফাঁদ, ফেরোমন ফাঁদ), পার্চিং, প্যাকিং, ব্যাগিং কৌশল ব্যবহার করে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। শস্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে দক্ষিণাঞ্চলে মুগ, খেসারি, বারি মসুর, ফেলনসহ বিভিন্ন ডাল ফসল সম্প্রসারণ কার্যক্রম ও বিভিন্ন রকম তৈলফসল বিশেষ করে তিল, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫ ইত্যাদি আবাদ উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে উক্ত ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ (প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, চাষি র্যালি, উদ্ভুদ্ধকরণ ভ্রমণ, প্রযুক্তি মেলা, কর্মশালা ইত্যাদি) এবং প্রতিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শতকরা ৩০ ভাগ কৃষাণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC)

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কৃষির অবদান অপরিসীম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য তিনি স্বাধীনতা-উত্তর দেশ পুনর্গঠনে কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিতে তিনি খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন। এজন্য তিনি কৃষি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পুনর্গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে কৃষি খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারও দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই কৃষির সার্বিক উন্নতির জন্য কৃষিবান্ধব বাস্তবমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। ফলে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন এখন বিশ্বের রোল মডেল।

দেশের কৃষি উন্নয়নের পথিকৃত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন। প্রতিষ্ঠানগত অর্থাৎ ১৯৬১-৬২ অর্থবছর থেকে বিএডিসি কৃষির তিনটি মুখ্য উপকরণ মানসম্পন্ন বীজ, সার ও সেচ সুবিধা সঠিক সময়ে সুলভ মূল্যে কৃষকের দৌড়গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। আলোচ্য ২০২১-২২ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক ২৩টি প্রকল্প ও ১৩টি কার্যক্রম/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ৮৬৬.৯০ কোটি টাকা, অবমুক্ত হয়েছে ৮৬৬.৯০ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ৮৬৫.২৫ কোটি টাকা। ফলে বিএডিসির অনুকূলে বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮১%। কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ১৭১.৯৭ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ১৭১.৯৫ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.৯৮%। বিএডিসি ২০২১-২২ অর্থবছরে ধান, গম, ভুট্টা, আলু, ডাল ও তৈলবীজ, পাটবীজ, মসলা ও সবজিবীজসহ বিভিন্ন ফসলের প্রায় ১.৪৯ লক্ষ মে. টন বীজ উৎপাদন এবং প্রায় ১.৪৮ লক্ষ মে. টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করেছে। একই সময়ে উদ্যান জাতীয় ফসলের ৪২৫.৯৮ লক্ষ চারা ও গুটি/কলম, ৩.৯৪ লক্ষ মে. টন শাকসবজি ও ফল উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়েছে। আলোচ্য বছরে বিএডিসি কর্তৃক ২৯,০০০ হেক্টর সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, ৯৮০ কিমি. খাল পুনঃখনন/সংস্কার, ৯৭২ কিমি. ভূউপরিষ্কার ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন, ০৩টি রাবার ড্যাম নির্মাণ, ০২টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ, ১৬০টি সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন, ৫৪৪টি শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, ৩৮৮টি সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন, ১০৮৫টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, ৯০টি সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল স্থাপন, ৩০টি ড্রিপ ইরিগেশন প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ০৫টি স্প্রিংকলার ইরিগেশন প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ০৯ কিমি. ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, ২০টি অফিস অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক ২০.০৩ লক্ষ মে. টন নন-নাইট্রোজেনাস সার আমদানি এবং ১৬.৮৬ লক্ষ মে. টন সার কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে বিএডিসির ২,৭০২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ, ২৯৪৪৫ জন কৃষক/ক্ষিম ম্যানেজার/ ফিল্ডম্যানেকে প্রশিক্ষণ, ৯১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ এবং ১১৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। বিএডিসি কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে মালয়েশিয়া ও শ্রীলঙ্কায় মোট ২,৫৪২ মে. টন আলু রপ্তানী করা হয়েছে। এছাড়া বিএডিসিতে গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিএডিসির নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে উচ্চ ফলনশীল জাতের ০১টি সবজি (বিএডিসি চেরি টমেটো-১) এবং রপ্তানিযোগ্য ও উচ্চ ফলনশীল আলুর ১০টি জাত (বিএডিসি আলু ১-১০) অবমুক্ত করা হয়েছে। বিএডিসি কর্তৃক উদ্ভাবিত এসব উচ্চ ফলনশীল আলুর জাত কৃষক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হলে বাংলাদেশে আলু উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে বলে আশা করা যায়। বিএডিসি জাতীয় সবজি মেলা-২০২২ এবং জাতীয় ফল মেলা-২০২২ এ প্রথম পুরস্কার অর্জন করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে Project Implementation Unit, BARC, NATP-2 এর আওতায় ১৯০টি Competitive Research Grant (CRG) উপপ্রকল্প বিভিন্ন নার্স প্রতিষ্ঠান, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সহযোগি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইউএসএইড এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়। প্রাথমিকভাবে ৬৯টি হস্তান্তরযোগ্য প্রযুক্তি (শস্য-৫১টি, প্রাণিসম্পদ-১০টি এবং মৎস্য-৮টি) নির্বাচন করা হয়েছে। ৬৯টি হস্তান্তরযোগ্য প্রযুক্তি হতে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ উপযোগী প্রযুক্তি ০৬টি ডিএই, ০৩টি ডিএলএস এবং ০২টি ডিওএফকে হস্তান্তর করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপক ও ইফাদ এর অর্থায়নে Program Based Research Grant (PBRG) এর মাধ্যমে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চাহিদা ভিত্তিক মৌলিক ও কৌশলগত ৩-৪ বছর মেয়াদি ৫১টি গবেষণা কার্যক্রম ১৯০টি কম্পোনেন্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৪০টি প্রকল্প ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। সিআরজি হতে ১৩ টি ও পিবিআরজি হতে ২৭টি প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ৪০ টি প্রযুক্তির মাঠ পর্যায়ে যাচাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শস্য, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য বিষয়ে নার্সভুক্ত বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে ৭৯টি ও বিদেশে ৬০টি পিএইচডি প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশে ৬ জন ও বিদেশে ১২ জন পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করেছেন। কৃষিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এবং কানাডার সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি (জিআইএফএস) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতার আলকে সাক্ষাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু রিসার্চ চেয়ার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং ঢাকায় বিএআরসি এর কার্যালয়ে জিআইএফএসের আঞ্চলিক অফিসের কার্যক্রম ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে শুরু হয়। বাংলাদেশে জিআইএফএস এর কার্যক্রম পরিদর্শনে আশা প্রতিনিধি দল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে জিআইএফএস ও বিএআরসি এর সম্মিলিত কার্যক্রমের ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করেন। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (Eight Five Year Plan) প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এনএটিপি-২ এর আওতায় পিবিআরজি উপপ্রকল্পের কর্মকাণ্ড সারা বছরব্যাপী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ৪র্থ শিল্প বিপবের (4IR) সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের কৃষি খাতকে এগিয়ে নিতে/গড়ে তুলতে একটি সমন্বিত খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) প্রকাশিত 100 Years of Agricultural Development in Bangladesh শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI)

বিএআরআই এ যাবৎ ১৫৭টি ফসলের হাইব্রিডসহ ৬২৫টি উচ্চফলনশীল, রোগ প্রতিরোধক্ষম ও প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল জাত এবং এগুলোর উন্নত চাষাবাদ বিষয়ক ৬১২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে সর্বমোট ২২১৬ জন বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত আছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৯৪ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। বিএআরআই এর অধীনে ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৬টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটে বাস্তবায়িত কর্মসূচিগুলোর অগ্রগতির হার যথাক্রমে ৯৯.৫১% ও ১০০%। বিএআরআই কর্তৃক কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ৪১৩৫ জনের দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বিদেশে ৫ জনকে উচ্চশিক্ষার (এমএস/পিএইচডি) অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বিএআরআই আশাবাদী যে, সকল প্রশিক্ষিত জনবল এবং প্রযুক্তিসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি উন্নয়ন এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন ঘটিয়ে সার্বিকভাবে দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব যা এসডিজি এর গোল-২ এ উল্লেখিত ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে খাদ্য উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করার নিমিত্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)

ব্রি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ধারাবাহিকতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে বোরো মৌসুমের উপযোগী ২টি (ব্রি ধান১০১, ব্রি ধান১০২) ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। জাত উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ায় ৪টি প্রস্তাবিত জাতের পরীক্ষা এবং ১১টি অগ্রগামী সারির উপযোগিতা পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। ব্রি উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদেরকে অবহিত করার জন্য ৫৬৮২ টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়াও উপকূলীয় অঞ্চলে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, ধানের ফসল সর্বাধিকরণে জৈব পদার্থ ও গৌণ উপাদানের প্রভাব নির্ণয় সংক্রান্ত দুটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ৪০৩৭ জন কৃষক ও ৩৭০ জন সম্প্রসারণ কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ব্রি ইতোমধ্যে Rice Vision 2050 এবং ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে Doubling Rice Productivity in Bangladesh নামে কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে



বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA)

২০২১-২২ অর্থবছরে বিনা বিভিন্ন ফসলের ৫টি নতুন জাত (বিনা ধান২৫, বিনামুগ-১১, বিনা খেসারি২, বিনা কুল১ ও বিনা সয়াবিন৭) এবং ৫টি ননকমোডিটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এছাড়াও বিনা ফসলের বিভিন্ন জাতের (প্রজনন ও মানসম্মত বীজ) ১১৭.৭২ মে. টন বীজ উৎপাদন ও ১০৭.১০ মে.টন বীজ বিতরণ করা হয়েছে। দেশের প্রায় ৫৫টি জেলায় বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ২৬০০টি ব্লক ও পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। তিন হাজার আটশত আশি জন কৃষক এবং কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পঁয়ত্রিশটি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ৬৫০টি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI)

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষি গবেষণা ইউইং ২০২১-২২ অর্থবছরে আঁশ ও বীজ ফসলের মোট ১১৮টি গবেষণা পরীক্ষণ বাস্তবায়ন করেছে। স্বল্পসময়ে ও স্বল্পখরচে পাট কর্তনের নিমিত্ত জুট হার্ভেস্টার উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং এর আধুনিকায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। সারাদেশে চাষাবাদ উপযোগী পুষ্টি সমৃদ্ধ মেস্তার একটি জাত বিজেআরআই মেস্তা-৪ (সবজি মেস্তা-২) উদ্ভাবন করা হয়েছে। পাট চাষাবাদে কৃষককে সহায়তা করার জন্য ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষ্যে বিজেআরআই-এর বিভিন্ন আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাট চাষিদের মাঝে ১৯৯০ (এক হাজার নয়শত নব্বই) কেজি বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। নতুন পাট পণ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়নের বিষয়ে ৪০টি গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে। পাট আঁশ Reinforcing Material এবং পলিয়েস্টার রেজিন ও এলোভেরা জেল (AVG) ম্যাট্রিক্স ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহার করে জুট কম্পোজিট তৈরি করা হয়েছে। তোষা পাট-৮ এর বিভিন্ন বয়সের (৪৫, ৬০, ৭৫ এবং ৯০ দিনের) পাটের আঁশের গুণাগুণ নির্ণয় করা হয়েছে যা দেখে ভবিষ্যতে কোন বয়সের পাট কোন পণ্যের জন্য উপযোগী তা নির্ধারণ করা সহজ হবে। পাট, কেনাফ ও আনারসের আঁশ দিয়ে থার্মোপ্লাস্টিক কম্পোজিট তৈরি করে তাদের গুণাগুণ নির্ণয় করা হয়েছে। প্রাকৃতিক আঁশের ডাটা ব্যাংক তৈরির লক্ষ্যে পাট, নারিকেল এবং বাঁশ আঁশের এর ৩টি গুণাগুণ নির্ণয় করা হয় এবং তা দিয়ে ডাটা বেস তৈরি করা হয়েছে যা থেকে প্রোডাক্ট তৈরির পূর্বে ডিজাইন প্যারামিটার নির্ণয় এবং নীতি-নির্ধারকগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে। প্রকল্পের আওতায় জিনোমভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে দ্রুতবর্ধনশীল, বিছাজাতীয় পোকা প্রতিরোধী, কাণ্ড পচা রোগ সহনশীল, পাটের ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ত সহনশীল এবং কম লিগনিন যুক্ত চাহিদাভিত্তিক পাট পণ্য উৎপাদনে সক্ষম পাটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিজেআরআই ২০২১-২২ অর্থবছরে পাটের শিল্প প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে ০১টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যা বাণিজ্যিকভাবে পাট উৎপাদনে এবং পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করে পরিবেশ উন্নয়ন ও জীব সংরক্ষণে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI)

উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ হলো: চিনির গুড়ার সাহায্যে মৌমাছির ভারোয়া মাইট দমন। আখের ক্ষতিকারক আগাছা দমনে আগাছানাশক গ্লাইসল (এস এল ৪১%) এবং সেনক্রো ৭০ ড্রিউজি ব্যবহার। তালের মাফিট উৎপাদন। আখের সাথে ২য় সাথীফসল হিসেবে সবুজ সারের আবাদ। বিএসআরআই মিনি MHAT (Mini Hot Air Treatment) প্লান্ট। পাহাড়ি এলাকায় চিবিয়ে খাওয়া আখের সাথে সাথীফসল চাষ। আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ। উন্নত পদ্ধতিতে চিনিফসল চাষাবাদ বিষয়ক ২৫০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। ২,৫০০টি তালের চারা, ৫,৫০০টি খেজুর ও ৫,৫০০টি গোলপাতার চারা রোপণ করা হয়েছে। উপরন্তু মাঠ দিবস, সেমিনার/ওয়ার্কশপ, কৃষি কর্মকর্তা/কর্মী প্রশিক্ষণ ও চাষি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (SRDI)

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মৃত্তিকা স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫০টি উপজেলার আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপসম্পন্ন করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেশের সবগুলো উপজেলার মাটির উর্বরতামান অনুযায়ী সুখম সার সুপারিশের লক্ষ্যে অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেডেশন সিস্টেমে ৩৫টি উপজেলার তথ্য উপাত্ত হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে রবি ও খরিফ মৌসুমে মোট ১১২টি উপজেলায় সরেজমিন মাটি পরীক্ষা করে মোট ৫,৭২১ জন কৃষককে তাদের চাহিদা মারফিক ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। অনলাইন সার সুপারিশ কার্যক্রমের মাধ্যমে এবং নির্দেশিকার ভিত্তিতে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে যথাক্রমে ৪০,২০৬টি ও ৫৪,০৭৭টি সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করা হয়েছে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর লবণাক্ত ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র, বটিয়াঘাটা, খুলনা কর্তৃক ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থ বছরে উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় ডিবলিং এবং চারা রোপন পদ্ধতিতে ভুট্টা চাষ, টপ সয়েল কার্পেটিং এর মাধ্যমে চিংড়ি ঘেরের পাড়ে বর্ষাকালীন তরমুজ চাষ প্রভৃতি নতুন প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়া টেকসই মৃত্তিকা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৬,০১৫ জন কৃষক, কৃষি কর্মী ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।



কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (DAM)

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ওয়েবসাইট (www.dam.gov.bd) ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রায় ২১০০০টি বাজার মূল্য, ৪১০০টি বুলেটিন ও ৩৩০টি প্রতিবেদন প্রচার ও প্রকাশ করা হয়েছে। কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০টি ফার্মাস মার্কেটিং গ্রুপ গঠন ও ২০,০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের অধীনে ৩২টি জেলায় ৫৬টি উপজেলায় বিদ্যমান ৭৯টি গুদামের মাধ্যমে ৩৯৮৯ জন কৃষকের ৩৯০২ মেট্রিক টন শস্য সংরক্ষণ এর বিপরীতে মোট ৫০১.৪৮ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে সরাসরি কৃষকের অংশগ্রহণে ঢাকাস্থ মানিক মিয়া এভিনিউসহ দেশের ৪২টি জেলায় কৃষকের বাজার চালু করা হয়েছে।

তুলা উন্নয়ন বোর্ড (CDB)

তুলার বিদ্যমান চাষ এলাকার পাশাপাশি দেশের স্বল্প উৎপাদনশীল জমিতে (লবণাক্ত, খরা, চর, বরেন্দ্র ও পাহাড়ি অঞ্চল) তুলা চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ মৌসুমে গবেষণার মাধ্যমে ‘সিডিবি তুলা-১৯’ নামে একটি উচ্চফলনশীল জাত ও ২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ২০২১-২২ মৌসুমে ৪৪৯৬৮ হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করে ১.৯৫ লক্ষ বেল আঁশতুলা উৎপাদিত হয়েছে। উক্ত মৌসুমে মোট ১২৮ মে. টন ভিভি ও মান ঘোষিত বীজ উৎপাদন করা হয়েছে এবং তা চাষীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিটি কটনের প্রবর্তনের লক্ষ্যে মাল্টিলোকেশন ফিল্ড ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে এবং অতিশীঘ্র অবমুক্ত করা হবে।

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BWMRI)

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত গমের ৩৬টি উচ্চফলনশীল জাত, ভুট্টার ২০টি হাইব্রিড জাত ও ৯টি ওপেন পলিনেটেড কম্পোজিট জাত উদ্ভাবিত হয়েছে যার মধ্যে ১টি সুইট কর্ণ, ২টি বেবি কর্ণ ও ১টি পপ কর্ণ এর জাত রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ডাব্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভুট্টা ২ নামে ভুট্টার ১টি জাত উদ্ভাবন করেছে। ‘গম-ভুট্টা-আমন ধান শস্য বিন্যাসে সংরক্ষণশীল চাষ পদ্ধতিতে ফসলের উৎপাদনশীলতা ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি’ সম্পর্কিত এবং অবমুক্ত বিডাব্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভুট্টা ২ জাতের কলাকৌশল সম্পর্কিত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়া কৃষকসহ সকল অংশীজনদের কাছে দ্রুত এবং ওয়ান স্টপ পরিষেবা প্রদানের জন্য একটি হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। অফিস প্রাঙ্গণের বঙ্গবন্ধু কর্ণার সংস্কার করা হয়েছে। গমের ৫০৭৩টি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে। ৩০৪৫ জন কৃষক/কৃষাণীদেরকে গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৮টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে ৩২৩২ জনকে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া ১৭টি মাঠ দিবসের মাধ্যমে ১২৫৭ জন কৃষককে গম ও ভুট্টার আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে ৪ টি প্রকাশনা এবং ১৭৯০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এ সময়ে গম ও ভুট্টার মোট ১০৩ মেট্রিক টন ব্রিডার ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BIRTAN)

পুষ্টি সম্পর্কিত বৈশ্বিক ও জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও প্রণয়নকৃত কর্মপরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে নিরলসভাবে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ সংশ্লিষ্ট ২৬টি গবেষণা প্রকল্প চলমান রয়েছে। চলতি অর্থবছরে ১২ হাজার ৬শত ৯৩ ব্যক্তিকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলিত পুষ্টি ও খাদ্যনিরাপত্তা বিষয়ক ১২টি সেমিনার/কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে, বাংলাদেশ বেতারে প্রচার করা হয়েছে ৩২টি বেতার কথিকা। বারটান জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা পরিচালিত মিটিং দ্য আন্ডারনিউট্রিশন চ্যালেঞ্জ (MUCH) প্রকল্প এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির ১৪২৫ জন সদস্যকে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি কাঠামো ২০২১-২০৩০ কর্মপরিকল্পনার উপর প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বারটান প্রধান কার্যালয় আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জে নির্মিত ১০০ একরের সুবিশাল প্রাঙ্গণে স্থানান্তরিত হয়েছে।



বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BMDA)

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উন্নয়নের ওপরই দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই কৃষির উন্নয়ন ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সাল থেকে প্রাথমিকভাবে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় সেচ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল (১৬টি) জেলায় ভূ-উপরিষ্ক ও ভূ-গর্ভস্থ পানির মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনাসহ উন্নত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ, পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ, সংযোগ সড়ক নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে গ্রামীণ জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে কর্তৃপক্ষ অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বরেন্দ্র অঞ্চলের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণসহ কার্যক্রম আরো বেগবান হওয়া প্রয়োজন।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (SCA)

২০২১-২০২২ সনে মোট ১১২টি নতুন উদ্ভাবিত সারির DUS (Distinctness, Uniformity and Stability) test এবং ২৬টি VCU (Value for Cultivation and Uses) test সম্পাদন করা হয়। উল্লেখিত DUS, VCU test এর সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ০৪টি জাত NSB (National Seed Board) কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়। এ সময়ে ৪৬,৯১৯ হেক্টর জমির মাঠ প্রত্যয়ন দেয়া হয় এবং মোট প্রত্যয়িত বীজের পরিমাণ ৯৩,৯৩২ মে. টন। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ধান, গম, আলু ও পাট এই ৪টি নোটিফাইড ফসলের ৪৩,২৯৫টি প্রজনন, ৮২,৩৮৬টি প্রাক-ভিত্তি, ৮০,৯৯,৬৪০টি ভিত্তি ও ১,২৪,৪৪,৯৩৮টি প্রত্যয়িতসহ মোট ২,০৬,৭০,২৫৯টি ট্যাগ বিতরণ করা হয়েছে। এ সময়ে মার্কেট মনিটরিং এর মাধ্যমে মোট ৬,১১৮টি নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা করা হয়।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (NATA)

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে ২০২১-২২ অর্থবছরের জুন/২০২২ পর্যন্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি প্রতিষ্ঠানের ৭৫০ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাকে ২৫টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৬ টি ব্যাচে মোট ৮৩২ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৩টি সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও নাটা এর নিজস্ব/অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের বাইরে স্পর্সরড প্রশিক্ষণ হিসেবে ৫৬৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর অর্থায়নে ২টি ব্যাচে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের ৭১ জন কর্মকর্তার এন-৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর অর্থায়নে ১টি ব্যাচে আন্তীকৃত কলেজসমূহের ৪০ জন কর্মকর্তার এন-১৭৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের ৭৩ জন কর্মকর্তার এন-৭৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ২টি ব্যাচ চলমান রয়েছে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (AIS)

কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে ঐতিহ্যবাহী মাসিক কৃষিকথা পত্রিকার ৭.০৬ লক্ষ কপি, মাসিক সম্প্রসারণ বার্তার ১৮ হাজার কপি, কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট, ফোল্ডার ইত্যাদির প্রায় ৫.৭২ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। এ অর্থবছরে কৃষি প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট এবং ১৯টি ফিল্ম/ফিলার নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হয়েছে। তাছাড়া ৬৭০টি ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ‘মাটি ও মানুষ’ অনুষ্ঠানের ৩৬০ পর্ব সম্প্রচার সহায়তা এবং ‘বাংলার কৃষি’ অনুষ্ঠানের প্রায় ৩৬২ পর্ব সম্প্রচারের যাবতীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।



হর্টেক্স ফাউন্ডেশন (HORTEX)

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ), সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০০৮ সালে সংস্থার যাত্রা শুরু হয়। কেজিএফ-বিকেজিইটির অর্থায়নে কৃষি গবেষণায় সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হতে একক বা যৌথভাবে গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান করে থাকে। ফলে স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি প্রকল্পসমূহের আওতায় কেজিএফ মোট ৯৯টি প্রকল্প বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সমাপ্ত করেছে এবং প্রকল্পগুলো থেকে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং মৎস্য অধিদপ্তর এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে Validation trial চলছে, বর্তমানে আরও ৬০টি প্রকল্প দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গবেষণা মাঠে চলমান আছে। মধ্যম-দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের আওতায় ৫টি প্রকল্প পরিচালিত হয়েছে যার মধ্যে ২টি প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত এবং ৩টির কার্যক্রম চলমান আছে। তাছাড়াও কেজিএফ স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি Capacity Enhancement Program এর অধীনে ৬টি প্রকল্প নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কেজিএফ আরও International Collaborative Program এর আওতায় ৬টি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে যেখানে দেশি-বিদেশি যৌথ অর্থায়নে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মধ্যে ৩টি প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত এবং ৩টির কার্যক্রম চলমান আছে। কেজিএফ প্রোগ্রামের আওতায় নতুন সংযোজিত হয়েছে কেজিএফ এর পাইলট এবং বানিজ্যিকীকরণ প্রকল্প যা চলমান আছে। তাছাড়া কৃষির সমসাময়িক উদ্ভূত বিষয়ের উপর স্বল্প বাজেটে স্বল্প মেয়াদি ১২ প্রকল্প খোক বরাদ্দের মাধ্যমে কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন আছে, যার মধ্যে ৬টি প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত এবং ৬টির কার্যক্রম চলমান আছে। সর্বোপরি কেজিএফ-বিকেজিইটি আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় এ যাবৎ সম্পাদিত প্রকল্পগুলো দেশের ফসল মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।





কৃষি মন্ত্রণালয়





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



ভূমিকা

আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কৃষির অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের উন্নয়নের ত্রিশ লাখ শহীদের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত এ বাংলাদেশকে সোনালি ফসলে ভরপুর দেখতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। সে কারণেই স্বাধীনতার পর তিনি ডাক দিয়েছেন সবুজ বিপ্লবের। বঙ্গবন্ধু প্রথম বাজেটে কৃষি খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর ২১ দফার প্রতিটা দফাই কোনো না কোনোভাবে কৃষি ও কৃষকের মঙ্গল নিশ্চিত করেছে তিনি। কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এছাড়া বন্যা ও খরার হাত থেকে কৃষককে রক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯ হতে অদ্যাবধি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত সরকারের বাস্তবসম্মত কৃষিনিতি এবং তদানুযায়ী বাজেট বরাদ্দসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ দেশকে কৃষি উন্নয়নের জন্য এক রোল মডেল হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। কৃষিতে ভর্তুকি, সার, বীজ ও সেচ ব্যবস্থাপনা, গবেষণায় প্রণোদনা, কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো ও রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন, উন্নত বীজের জন্য বিএডিসিকে শক্তিশালীকরণ প্রভৃতি কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছে। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় কৃষি মন্ত্রণালয় বর্তমান বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতিতেও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে জাতিকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করছে।

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান প্রাণশক্তি। জনসাধারণের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানেও কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে উন্নত ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন, নতুন জাত ও প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, প্রতি ইঞ্চি জমি আবাদের আওতায় আনা, সমলয় চাষাবাদ প্রবর্তন, উত্তম কৃষি চর্চা এবং বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষককে প্রণোদনা প্রদান এবং সারসহ কৃষি উপকরণে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আবাদি জমি হ্রাস এবং বাড়তি জনসংখ্যার চাপ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং কোভিড-১৯ মহামারির অভিঘাত সত্ত্বেও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত আছে। সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলে বর্তমানে বাংলাদেশ এখন দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রেখেছে। এছাড়া, বাংলাদেশ বিশ্বে চাল উৎপাদনে ৩য়, সবজি ও পেঁয়াজ উৎপাদনে ৩য়, পাট উৎপাদনে ২য়, চা উৎপাদনে ৪র্থ এবং আলু ও আম উৎপাদনে ৭ম স্থানে রয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরের গৃহীত উল্লেখযোগ্য সার্বিক কার্যক্রমের বর্ণনা এ বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে-

রূপকল্প (Vision)

টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি।

অভিলক্ষ্য (Mission)

ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্য বহুমুখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকায়নের মাধ্যমে কৃষিকে লাভজনক করা এবং জনসাধারণের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য

১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
২. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ;
৩. কৃষি ভূসম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
৪. কৃষিপণ্যের সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপণন ও রপ্তানিতে সহায়তা;
৫. কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন।



আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য

১. সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম;
- কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ;
- বীজ উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যয়ন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ;
- মৃত্তিকা জরিপ, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা ও সুপারিশ;
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ও বিপণন;
- কৃষিতে সহায়তা ও পুনর্বাসন;
- কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা;
- ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম;
- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা।

সাংগঠনিক কাঠামো

কৃষি মন্ত্রণালয় ৯টি অনুবিভাগ ও ১টি ইউনিট নিয়ে গঠিত। এগুলো হচ্ছে- প্রশাসন, পলিসি প্ল্যানিং অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন (পিপিসি), সম্প্রসারণ, গবেষণা, পরিকল্পনা, সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ, নিরীক্ষা, শৃঙ্খলা ও আইন (নবসৃষ্ট), বীজ অনুবিভাগ এবং কৃষি নীতি সহায়তা ইউনিট।

অনুবিভাগসমূহের অধীনে ১৯টি অধিশাখা ও ৪৭টি শাখা রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ৩৩২ জন (প্রথম শ্রেণি ৯৯ জন, দ্বিতীয় শ্রেণি ৭২ জন, তৃতীয় শ্রেণি ৮৭ জন ও চতুর্থ শ্রেণি ৭৪ জন)।

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

- কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা, পুষ্টিমান সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলা এবং লাভজনক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে জাতীয় কৃষি নীতিসহ কৃষি বিষয়ক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন এবং এর আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, গ্রহণ, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, পর্যালোচনা এবং বাস্তবায়ন তদারকি;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি পণ্যের বিপণন নিশ্চিতকরণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয়, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি, চার্টার, প্রটোকল ইত্যাদি বাস্তবায়ন ও সমন্বয়;
- জাতীয় পরিকল্পনা দলিলে বর্ণিত কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- বিভিন্ন গবেষণামূলক আবিষ্কার, উদ্ভাবন, খাদ্যশস্য, বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক ও ফসলের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত অবমুক্তকরণ ও অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন। বীজ শিল্প উন্নয়ন বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন, নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজ আমদানি ও রপ্তানি অনুমোদন;
- সার উৎপাদন/আমদানি/সংগ্রহ, বিপণন, বিতরণ ও মূল্য পরিস্থিতি মনিটরিং ও উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) ব্যবস্থাপনা;
- নতুন জৈবসারের মান নির্ধারণ ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান, আমদানিকৃত কীটনাশকের সক্রিয় উৎপাদন শুদ্ধমুক্ত ছাড়করণের নিমিত্ত প্রত্যয়ন;
- জাতীয় সার প্রমিতকরণ কমিটি এবং বালাইনাশক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি (পিটাক) কর্তৃক গৃহীত সুপারিশ বাস্তবায়ন;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য প্রণীত কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ছাড় ও তদারকি;
- ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য নতুন জাত এ্যাডপশন, সম্প্রসারণ এবং প্রগোদনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

- বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রশাসনিক/আর্থিক কার্যাদি সম্পাদন;
- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (নার্স) ভুক্ত কৃষি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রদান বিষয়ক কার্যাবলি সম্পাদন;
- মন্ত্রণালয়ের নতুন পদ সৃজন ও সংরক্ষণ/অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণবিষয়ক কাজ;
- মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়ন, অনুমোদন, পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতায় কার্যাবলি সম্পাদন;
- সেবা সহজীকরণ ও উদ্ভাবন এবং ডিজিটাল সেবা প্রদান বিষয়ক কাজ বাস্তবায়ন;
- কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অধীন সকল দপ্তর সংস্থার আর্থিক/প্রশাসনিক কার্যাবলির ওপর অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- বার্ষিক প্রতিবেদনসহ ও অন্যান্য প্রতিবেদন তৈরি, মুদ্রণ ও প্রেরণ।

জনবল

প্রশাসন অনুবিভাগ

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ৩ জন, উপসচিব ৫ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ২ জন, সহকারী সচিব ২ জন, সহকারী প্রোগ্রামার ৩ জন, লাইব্রেরিয়ান ১ জন এবং হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ১ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- মন্ত্রণালয়ের সাধারণ প্রশাসন;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যবস্থাপনা;
- প্রটোকল সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় সংসদে ভাষণের কৃষি বিষয়ক সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ;
- জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতকরণ;
- জাতীয় সংসদে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার বিষয়ক কার্যাবলি সম্পাদন;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃসংস্থা সমন্বয় সাধন;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ;
- পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ;
- পরিচালন বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম ব্যবস্থাপনা;
- বার্ষিক ও অন্যান্য প্রতিবেদন তৈরি;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় কার্যাবলি সম্পাদন;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন;
- সেবা সহজীকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং ডিজিটাল সেবা প্রদান।
- মামলা পরিচালনা ও রায় বাস্তবায়ন

পলিসি প্ল্যানিং অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন (পিপিএস) অনুবিভাগ

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ০১ জন, যুগ্মসচিব ০২ জন, উপসচিব ০৫ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ০১ জন এবং সহকারী সচিব ০১ জন কর্মরত রয়েছেন।



কর্মপরিধি

- জাতীয় কৃষিনীতির আওতায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
- জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতিতে বর্ণিত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী কৃষিবিষয়ক কার্যাবলির সমন্বয় পর্যালোচনা;
- জাতীয় পরিকল্পনা দলিলে বর্ণিত কৃষিবিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং পর্যালোচনায় কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- খাদ্যশস্য, অন্যান্য ফসল এবং উদ্যান ফসলের উৎপাদন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে কৃষিবিষয়ক সম্পাদিত চুক্তির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য দাতাসংস্থা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ওপর মন্তব্য প্রণয়ন;
- কৃষি সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন খাতের নীতিসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদান;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যাবতীয় কার্যক্রমের সমন্বয়;
- কৃষি বিষয়ক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন;
- আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয়ক সমন্বয় সাধন;
- প্রধান প্রধান ফসল (আমন, বোরো ও গম) প্রাক্কলন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ;
- খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- অর্থনৈতিক সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- ডল্লিউটিও সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন;
- কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলায় নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন;
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ; এবং
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপ্রতি কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত নীতিমালার উপর মতামত প্রদান;
- কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার সংক্রান্ত নীতি পর্যালোচনা, পুষ্টি নীতি সংক্রান্ত কার্যাবলি, আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কার্যাদি, প্রধান প্রধান ফসল প্রাক্কলন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন প্রেরণ;
- ন্যাশনাল টেকনিক্যাল কমিটি অন ক্রপ বায়োটেকনোলজির কার্যক্রম;
- জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা-২০২০ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি;
- বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মনিটরিং;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার উপর মতামত প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কৃষি ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম।

সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ অনুবিভাগ

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ১ জন, উপপ্রধান (কৃষি অর্থনীতিবিদ) ১ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ১ জন, সহকারী সচিব ১ জন, কৃষি অর্থনীতিবিদ ১ জন, গবেষণা কর্মকর্তা ৩ জন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ১ জন এবং পরিদর্শন কর্মকর্তা ১ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- সার ও বাল্যনাশক সম্পর্কিত আইন, নীতি ও বিধি প্রণয়ন এবং সংশোধন;
- নতুন সারের মাননির্ধারণ ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান;
- সার সংগ্রহ, বিপণন, বিতরণ ও মূল্য পরিস্থিতি এবং উৎপাদন মনিটরিং;
- সারের জন্য উন্নয়ন সহায়তা ব্যবস্থাপনা;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য প্রণীত কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ছাড়;



- ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রণোদনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- সার ও কীটনাশক সম্পর্কিত নীতি, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন;
- আমদানিকৃত কীটনাশকের সক্রিয় উপাদান শুদ্ধমুক্ত ছাড়করণের নিমিত্ত প্রত্যয়ন পত্র প্রদান;
- নতুন জৈবসার ব্যবহারের অনুমোদন ও মাননির্ধারণ;
- পিটাক কর্তৃক গৃহীত সুপারিশ অনুমোদন এবং নির্দেশনা প্রদান;
- জৈবসার, সার জাতীয় দ্রব্য ও কীটনাশক বিষয়ক যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন ও জাতীয় সার প্রমিতকরণ ও বাস্তবায়ন;
- বিএডিসি এবং বিএমডিএর প্রশাসনিক কার্যাবলি এবং সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

সম্প্রসারণ অনুবিভাগ

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ১ জন এবং উপসচিব ৪ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- বিসিএস (কৃষি) ডিএই অংশ, বিসিএস (কৃষি) এসআরডিআই অংশ এবং বিসিএস (কৃষি) কৃষি বিপণন অংশ ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রশাসনিক/আর্থিক কার্যাদি সম্পাদন;
- ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী আয়োজনসহ কৃষি বিষয়ক অন্যান্য মেলার আয়োজন;
- জাতীয় জৈব কৃষি নীতি প্রণয়ন;
- জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় গৃহীত কৃষিবিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ।

গবেষণা অনুবিভাগ

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ১ জন এবং উপসচিব ৩ জন কর্মরত রয়েছেন।

- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত (নার্স) কৃষি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মহাপরিচালক, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্য-পরিচালক নিয়োগ;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ এবং জনবল নিয়োগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম।

নিরীক্ষা অনুবিভাগ

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ১ জন এবং সহকারী সচিব ২ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

১। কৃষি মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সব দপ্তর সংস্থার আর্থিক, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির ওপর অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি সংক্রান্ত নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন:

- (ক) ব্রডসিট জবাব পর্যবেক্ষণ, সংশোধন, সংযোজন ও সুপারিশসহ অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ;
- (খ) প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণাদি সংযুক্তিকরণ;
- (গ) অডিট অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন তথ্যাদি, জবাব ও প্রমাণাদি প্রেরণ;
- (ঘ) নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে অবহিতকরণ।

২। অডিট আপত্তি সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অডিট অধিদপ্তর এবং কৃষি মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয়করণ।



- ৩। উত্থাপিত অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে প্রেরণ।
- ৪। কৃষি মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মচারীগণের সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক সভাকরণ।
- ৫। কৃষি মন্ত্রণালয়, আওতাধীন সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা ও অডিট অধিদপ্তরের সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা।
- ৬। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি দপ্তরসমূহের ১ম শ্রেণির (নবম থেকে প্রথম গ্রেড পর্যন্ত) কর্মকর্তাগণের পেনশন মঞ্জুরির ক্ষেত্রে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান।
- ৭। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা বাস্তবায়ন।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত ১ জন, যুগ্মসচিব ১ জন, উপসচিব ৭ জন এবং সিনিয়র সহকারী সচিব ১ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পুনঃমূল্যায়ন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রক্রিয়াকরণ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- মাসিক উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা সভা আয়োজন
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের ওপর কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রদান;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন ও অবমুক্তকরণ ইত্যাদি।

বীজ অনুবিভাগ

এ অনুবিভাগে মহাপরিচালক ১ জন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ ১ জন ও সহকারী বীজতত্ত্ববিদ ২ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- বীজ সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
- বীজ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা;
- জাতীয় বীজ বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন;
- নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত অবমুক্তকরণ ও অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন;
- বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন;
- নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজ আমদানি ও রপ্তানি অনুমোদন;
- বীজ শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

কৃষি নীতি সহায়ক ইউনিট

এ ইউনিটের প্রধান মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে মহাপরিচালক এর দায়িত্ব পালন করছেন। এতে ২ জন উপগবেষণা কর্মকর্তা প্রেষণে কর্মরত রয়েছেন।



মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র: নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট
১	গ্রেড ১-৯	০	০	৫১ জন	০	৫১ জন
২	গ্রেড ১০	২ জন	০	৬২ জন	০	৬৪ জন
৩	গ্রেড ১১-২০	৪ জন	০	৭৯ জন	০	৮৩ জন
মোট		৬ জন	০	১৯২ জন	০	১৯৮ জন

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র: নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১	গ্রেড ১-৯	০	০	৪২	৪২
২	গ্রেড ১০	০	০	০	০
৩	গ্রেড ১১-২০	০	০	০	০
মোট		০	০	৪২	৪২

২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ ও ব্যয় (জুন/২০২২ পর্যন্ত) সংক্রান্ত তথ্য

(হিসাব কোটি টাকায়)

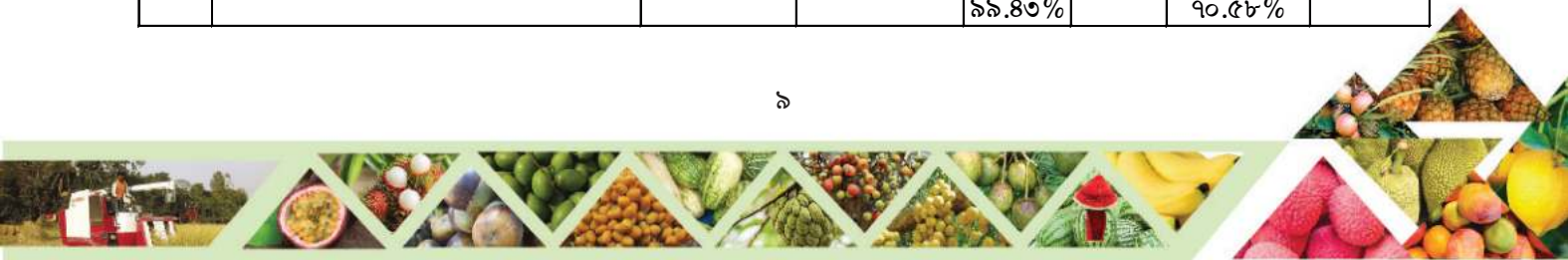
অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ			ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২০২১-২২ (আরএডিপি)	৮০টি	৩১২৩.৫৯	২৭৭০.০৮	৩৫৩.৫১	৩০৬১.৪৩ (৯৮.০১%)	২৭৫৩.৩৫ (৯৯.৪০%)	৩০৮.০৮ (৮৭.১৫%)

২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২১- ২২ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২২ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
কৃষি মন্ত্রণালয়-১টি							
১	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেইজ ২ প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর ২০১৫-জুন ২০২৩)	৯৭৬.০৮	১৬২.৭১	১৫৩.৯৭	৯৮%	৮৩৮.২৪	৮৬%
				৯৪.৬৩%		৮৫.৮৮%	
	(ক) পিএমইউ অঙ্গ	৭৫.১৬	১৩.৭৫	১২.৪৯	৯৫%	৪০.৯২	৮১%
	(খ) বিএআরসি অঙ্গ	২৯৩.৪৬	৪২.২৮	৯০.৮৪%	১০০%	৫৪.৪৪%	৮৮%
				৪০.৬৪		২৫৬.৬৫	
				৯৬.১২%		৮৭.৪৬%	

	(গ) ডিএই অঙ্গ	৬০৭.৪৬	১০৬.৬৮	১০০.৮৪	৯৮%	৫৪০.৬৭	৯০%
				৯৪.৫৩%		৮৯.০১%	
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)-২৯টি (অঙ্গ-৩)							
২	গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩) [লিড এজেন্সি: ডিএই]	৯৪.৯৫	১৪.৯০	১৪.৮৫	১০০%	৫৭.১৩	৬৫%
				৯৯.৬৬%		৬০.১৭%	
	(ক) ডিএই অঙ্গ	৭৩.১৭	১১.৯০	১১.৮৬	১০০%	৪২.২৬	৬০%
				৯৯.৬৬%		৫৭.৭৬%	
	(খ) এসআরডিআই অঙ্গ	২১.৭৮	৩.০০	২.৯৯	১০০%	১৪.৮৭	৬৯%
				৯৯.৬৭%		৬৮.২৭%	
৩	নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-মার্চ ২০২২) [লিড এজেন্সি ডিএই]	১৮.৮০	১.০৮	০.৯৩	৯৩%	১৮.৬৩	১০০%
				৮৬.১১%		৯৯.১০%	
	(ক) ডিএই অঙ্গ	৯.২৭	০.৭১	০.৬১	৯০%	৯.১৫	৯৯%
				৮৫.৯২%		৯৮.৭১%	
	(খ) এসআরডিআই অঙ্গ	৯.৫৩	০.৩৭	০.৩২	৯৫%	৯.৪৮	১০০%
				৮৬.৪৯%		৯৯.৪৮%	
৪	শ্মলহোল্ডার গ্রহিকালচার কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসপি) প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৪) [লিড এজেন্সী ডিএই]	৭৮০.৩৩	৯১.৮০	৯১.৩২	১০০%	৩৫৭.৩২	৫৯%
				৯৯.৪৮%		৪৫.৭৯%	
	(ক) ডিএই অঙ্গ	২৩৩.৪৮	৪৪.০০	৪৩.৮৮	১০০%	১২৫.৬১	৫৫%
				৯৯.৭৩%		৫৩.৮০%	
	(খ) বিএআরআই অঙ্গ	১৪.৫৮	১.৯৯	১.৯৯	১০০%	৮.০৬	৫৬%
				১০০.০০%		৫৫.২৮%	
	(গ) ডিএএম অঙ্গ	২০২.১১	১৪.৪৫	১৪.১৮	১০০%	৭৭.১২	৮০%
				৯৮.১৩%		৩৮.১৬%	
	(ঘ) বিএডিসি অঙ্গ	৩৩০.১৬	৩১.৩৬	৩১.২৭	১০০%	১৪৬.৫৩	৪৬%
				৯৯.৭১%		৪৪.৩৮%	
৫	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩) [লিড এজেন্সি: ডিএই]	৩২১.২২	৬৩.৯০	৩৭.৫৯	৯৬%	১০৪.০৯	৪৪%
				৫৮.৮৩%		৩২.৪০%	
	(ক) ডিএই অঙ্গ	১১৩.২৩	৯.৪০	৮.৮৫	৯৯%	৭৩.১৮	৬৬%
				৯৪.১৫%		৬৪.৬৩%	
	(খ) এলজিইডি অঙ্গ	২০৭.৯৯	৫৪.৫০	২৮.৭৪	৯২%	৩০.৯১	২২%
				৫২.৭৩%		১৪.৮৬%	
৬	ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৩) [লিড এজেন্সি : ডিএই]	৪.৮৭	২.৪৫	২.৩৮	১০০%	২.৯৫	৬৭%
				৯৭.১৪%		৬০.৫৭%	
	(ক) ডিএই অঙ্গ	১.৯৫	০.৯০	০.৮৩	১০০%	১.১০	৫৮%
			৯২.২২%		৫৬.৪১%		

	(খ) বিএআরআই অঙ্গ	২.০৭	১.০২	১.০২	১০০%	১.১৭	৬০%
				১০০.০০%		৫৬.৫২%	
	(গ) বিএমডিএ অঙ্গ	০.৪১	০.১৯	০.১৯	১০০%	০.৩৪	৭০%
				১০০.০০%		৮২.৯৩%	
	(ঘ) বিএডিসি অঙ্গ	০.৪৪	০.৩৪	০.৩৪	১০০%	০.৩৪	৮০%
				১০০.০০%		৭৭.২৭%	
৭	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প প্রকল্প (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) [লিড এজেন্সি : ডিএই]	২৭৮.২৭	৬৪.৫৬	৬৪.০২	১০০%	৭৪.৭৪	৩৮%
				৯৯.১৬%		২৬.৮৬%	
	(ক) ডিএই অঙ্গ	২২২.১৭	৫২.৬২	৫২.১২	১০০%	৫৭.৩৮	২৭%
				৯৯.০৫%		২৫.৮৩%	
	(খ) বিনা অঙ্গ	১৫.২২	৩.০৪	৩.০০	১০০%	৪.৩৯	৫০%
				৯৮.৬৮%		২৮.৮৪%	
	(গ) বিএডিসি অঙ্গ	২০.৪৪	৩.৮৫	৩.৮৫	১০০%	৭.০১	৪৪%
				১০০.০০%		৩৪.৩০%	
	(ঘ) বিএআরআই অঙ্গ	২০.৪৪	৫.০৫	৫.০৫	১০০%	৫.৯৬	৩২%
				১০০.০০%		২৯.১৬%	
৮	বহুব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২৩) [ডিএই]	৪৬০.২৮	৬৩.৪৯	৬৩.৪২	১০০%	৩৮০.৯০	৮৪%
				৯৯.৮৯%		৮২.৭৫%	
৯	সৌরশক্তি ও পানি শাস্ত্রীয় আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২৩) [ডিএই]	৮১.৭২	২৭.১৫	২৬.৯৬	১০০%	৫৭.৫০	৭১%
				৯৯.৩০%		৭০.৩৬%	
১০	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২২) [ডিএই]	১৮৩.৪৪	৪২.৪৬	৪২.৩০	১০০%	১৭৭.৪২	৯৮%
				৯৯.৬২%		৯৬.৭২%	
১১	উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২২) [ডিএই]	৩৫১.৯৪	৫৫.০০	৫৪.০৭	১০০%	৩০৭.৪১	৮৮%
				৯৮.৩১%		৮৭.৩৫%	
১২	নিরাপদ উদ্যানভিত্তিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২) [ডিএই]	২৯.২৭	৪.১৯	৪.১৭	১০০%	২৯.০৮	৯৯%
				৯৯.৫২%		৯৯.৩৫%	
১৩	বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩) [ডিএই]	৫৫.১০	১০.৫০	১০.৪৪	১০০%	৩৮.৮৯	৭২%
				৯৯.৪৩%		৭০.৫৮%	



১৪	বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠি, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরিয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩) [ডিএই]	১১১.৯১	১৪.৭২	১৪.৬৯	১০০%	৪০.০৭	৩৭%
				৯৯.৮০%		৩৫.৮১%	
১৫	নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩) [ডিএই]	৭৯.৮৪	২০.১৩	২০.১১	১০০%	৫৮.২৩	৭৫%
				৯৯.৯০%		৭২.৯৩%	
১৬	পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২৩) [ডিএই]	১৭২.১৩	৩২.১৮	৩২.০৭	১০০%	৯৮.১২	৬১%
				৯৯.৬৬%		৫৭.০০%	
১৭	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২) [ডিএই]	১৩৫.১০	৩৭.৪৮	৩৬.২৬	৯৯%	১২১.৩৮	৯০%
				৯৬.৭৪%		৮৯.৮৪%	
১৮	লেবু জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (মার্চ ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৩) [ডিএই]	১২৬.৪৪	২৬.৩৯	২৬.৩৮	১০০%	৮০.৪৪	৬৫%
				৯৯.৯৬%		৬৩.৬২%	
১৯	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (ফেব্রুয়ারি ২০১৯-জুন ২০২৩) [ডিএই]	২৬৯.৫৬	৫৩.৯০	৫৩.৬৮	১০০%	১৯৭.৯৮	৭৪%
				৯৯.৫৯%		৭৩.৪৫%	
২০	কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৩) [ডিএই]	১৫৬.৩২	৩৯.৭৫	৩৯.৭১	১০০%	৮৩.৪২	৫৫%
				৯৯.৯০%		৫৩.৩৬%	
২১	আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৪) [ডিএই]	১৪৭.০৩	৩১.৯৫	৩১.৮৯	১০০%	৯১.২৬	৬৫%
				৯৯.৮১%		৬২.০৭%	
২২	সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) [ডিএই]	৩০২০.০৭	৭৬৪.৯৯	৭৬২.১২	১০০%	৯৮৪.০৬	৩৪%
				৯৯.৬২%		৩২.৫৮%	
২৩	বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) [ডিএই]	১২৩.৬৬	৩০.০০	২৯.৮৬	১০০%	৩৪.৫০	৩০%
				৯৯.৫৩%		২৭.৯০%	
২৪	কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫) [লিড এজেন্সি : ডিএই]	২১১.৮৫	৩৯.৫৬	৩৯.২১	১০০%	৪১.৬৫	২০%
				৯৯.১২%		১৯.৬৬%	
	(ক) ডিএই অঙ্গ	১৫৮.৫৪	৩২.০০	৩১.৯৯	১০০%	৩৪.২১	২২%
				৯৯.৯৭%		২১.৫৮%	
	(খ) বিএআরআই অঙ্গ	৫৩.৩১	৭.৫৬	৭.২২	১০০%	৭.৪৪	১৮%
				৯৫.৫০%		১৩.৯৬%	



২৫	অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টিবাগান স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৩) [ডিএই]	৪৩৮.৪৭	৮০.১৫	৮০.০৬	১০০%	৯০.০০	২২%
				৯৯.৮৯%		২০.৫৩%	
২৬	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২৩) [ডিএই]	২১২.৩৬	১০০.০০	৮৫.৫৫	৮৮%	১৭.৮৮	৮৫%
				৮৫.৫৫%		৮.৪২%	
২৭	ক্লাইমেট-স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে খুলনা কৃষি অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (জুলাই ২০২১-জুন ২৪) [ডিএই]	৪৯.৭১	৫.৪৭	৫.৪১	১০০%	৫.৪১	১৫%
				৯৮.৯০%		১০.৮৮%	
২৮	কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে স্থাপিত উদ্ভিদ সংগনিরোধ ল্যাবরেটরীকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরীতে রূপান্তর প্রকল্প, অনুমোদিত, জিওবি (অক্টোবর ২০২১-জুন ২০২৪) [ডিএই]	১৫৬.৩৬	৩.৪৮	৩.৪১	৯৯%	৩.৪১	৫%
				৯৭.৯৯%		২.১৮%	
২৯	জগন্নাথপুর ও মোহনগঞ্জ উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬) [ডিএই]	৩৫৬.০৮	০.৬৮	০.৫২	১০০%	০.৫২	১%
				৭৬.৪৭%		০.১৫%	
৩০	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬) [ডিএই]	২০০.৫৪	০.৮৬	০.৮৫	১০০%	০.৮৫	১%
				৯৮.৮৪%		০.৪২%	
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-২০টি (অঙ্গ-৩)							
৩১	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূউপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৬-জুন ২০২২) [বিএডিসি]	১৬২.০৭	১৭.৬৯	১৭.৬৭	১০০%	১৬১.৭৪	১০০%
				৯৯.৮৯%		৯৯.৮০%	
৩২	বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৭-জুন ২০২২) [বিএডিসি]	১৪৫.২৮	২২.৩০	২২.২১	১০০%	১৪৪.৪৮	১০০%
				৯৯.৬০%		৯৯.৪৫%	
৩৩	বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৭-জুন ২০২২) [বিএডিসি]	১০৩.২৩	১৪.৪৫	১৪.৪৫	১০০%	১০২.৮৩	১০০%
				১০০.০০%		৯৯.৬১%	
৩৪	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (ডিসেম্বর ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২২) [বিএডিসি]	১৬৪.৫১	৪০.০০	৪০.০০	১০০%	১৫২.৬৯	৯৪%
				১০০.০০%		৯২.৮২%	
৩৫	ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২২) [বিএডিসি]	১৫৪.৫৮	৩৮.১৮	৩৮.১৭	১০০%	১৫১.৪৭	১০০%
				৯৯.৯৭%		৯৭.৯৯%	

৩৬	রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিষ্ক পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২২) [বিএডিসি]	১৬১.৬১	৪৫.৬৭	৪৫.৫১	১০০%	১৬১.২১	১০০%
				৯৯.৬৫%		৯৯.৭৫%	
৩৭	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩) [বিএডিসি]	২২০.০৩	৪৯.৭০	৪৯.৭০	১০০%	১৫৮.৫৪	৮০%
				১০০.০০%		৭২.০৫%	
৩৮	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২৩) [বিএডিসি]	৮২.৬৩	১৯.৩৯	১৯.৩৩	১০০%	৬০.৭৬	৭৫%
				৯৯.৬৯%		৭৩.৫৩%	
৩৯	বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২২) [বিএডিসি]	১৩৬.৭৩	২৩.৩৪	২৩.২৬	১০০%	৮৪.৪৯	৮০%
				৯৯.৬৬%		৬১.৭৯%	
৪০	কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪) [বিএডিসি]	৩২৫.৫৩	৯১.৭১	৯১.৭০	১০০%	১৬১.১২	৫২%
				৯৯.৯৯%		৪৯.৪৯%	
৪১	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪) [বিএডিসি]	২০০.৬০	৩২.০৭	৩২.০৭	১০০%	৭৭.৮৫	৪০%
				১০০.০০%		৩৮.৮১%	
৪২	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪) [বিএডিসি]	৫৬০.৫৩	৯৮.৮৭	৯৮.৫৭	১০০%	১৯৩.৪৯	৪২%
				৯৯.৭০%		৩৪.৫২%	
৪৩	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) [বিএডিসি]	২৩১.৩৩	৬২.৪১	৬২.১৩	১০০%	৮৬.৯১	৩৮%
				৯৯.৫৫%		৩৭.৫৭%	
৪৪	বিএডিসির উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২২) [বিএডিসি]	১১০.৫০	১৭.৪০	১৭.৩২	১০০%	১০২.৯৮	১০০%
				৯৯.৫৪%		৯৩.১৯%	
৪৫	বিএডিসির সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩) [বিএডিসি]	৩৯.৬০	৬.৩৫	৬.৩৪	১০০%	২৭.১৯	৯০%
				৯৯.৮৪%		৬৮.৬৬%	
৪৬	বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪) [বিএডিসি]	৩১১.০০	৫০.০০	৫০.০০	১০০%	১৩০.৮৭	৪৭%
				১০০%		৪২.০৮%	



৪৭	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪) [বিএডিসি]	৬৮৮.২১	১৫৫.০০	১৫৪.৯৬	১০০%	২৬২.২৩	৪৮%
				৯৯.৯৭%		৩৮.১০%	
৪৮	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প (এপ্রিল ২০-ডিসেম্বর ২৪) [বিএডিসি]	৪০.১৪	১২.৩৩	১২.৩৩	১০০%	২১.২৩	৬২%
				১০০.০০%		৫২.৮৯%	
৪৯	মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) [বিএডিসি]	৬০.৫০	২৪.৪৯	২৪.০৮	৯৯%	৩৩.৮৩	৫৮%
				৯৮.৩৩%		৫৫.৯২%	
৫০	জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৫) [বিএডিসি]	৭২.৩৫	১০.০০	৯.৯৯	১০০%	৯.৯০	২৫%
				৯৯.৯০%		১৩.৬৮%	
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)-০৩টি (অঙ্গ-১)							
৫১	বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২২) [ডিএএম]	২৭.৮৪	১৭.৭১	১৭.৪৬	১০০%	২৬.২৫	৯৫%
				৯৮.৫৯%		৯৪.২৯%	
৫২	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪) [ডিএএম]	১৬০.০০	১২.০০	১১.৯৯	১০০%	২৫.৩৪	৩৫%
				৯৯.৯২%		১৫.৮৪%	
৫৩	কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬) [ডিএএম]	২৫.২৬	০.৪৪	০.৪৪	১০০%	০.৪৪	১০%
				১০০.০০%		১.৭৪%	
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)-০৮টি (অঙ্গ-৪)							
৫৪	বাংলাদেশে তেলবীজ ও ডাল ফসলের গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২১) [বিএআরআই]	২৭.০২	২.৭৬	২.৭৬	১০০%	২৬.৮২	১০০%
				১০০.০০%		৯৯.২৬%	
৫৫	ভাসমান বেড়ে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ শীর্ষক (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২৩) [লিড এজেন্সি: বিএআরআই]	৭১.৫১	১২.২১	১২.২	১০০%	৫৭.৪৫	৯০%
				৯৯.৯২%		৮০.৩৪%	
	(ক) বিএআরআই অঙ্গ	৩৯.১৩	৬.১৬	৬.১৬	১০০%	৩২.২১	৮৩%
				১০০.০০%		৮২.৩২%	
	(খ) ডিএই অঙ্গ	৩২.৩৮	৬.০৫	৬.০৪	১০০%	২৫.২৪	৯৬%
				৯৯.৮৩%		৭৭.৯৫%	
৫৬	বাংলাদেশে শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবাহাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশকভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১) [লিড এজেন্সি: বিএআরআই]	২৯.৮৮	৪.৯৪	৪.৯০	১০০%	২৯.৮৮	১০০%
				৯৯.১৯%		১০০.০০%	
	(ক) বিএআরআই অঙ্গ	২০.৮৪	৩.৮২	৩.৮১	১০০%	২০.৮৪	১০০%
				৯৯.৭৪%		১০০.০০%	
	(খ) ডিএই অঙ্গ	৯.০৪	১.১২	১.০৯	১০০%	৯.০৪	১০০%
				৯৭.৩২%		১০০.০০%	

৫৭	বাংলাদেশে মসলা জাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৭-জুন ২০২২) [বিএআরআই]	১০০.৪০	২২.২৫	২২.২৪	১০০%	৮৫.৭৪	৮৬%
				৯৯.৯৬%		৮৫.৪০%	
৫৮	গোপালগঞ্জ জেলায় বিএআরআই এর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশ উপযোগী গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩) [বিএআরআই]	১৪৬.৫৭	১৮.৮৪	১৮.৮৩	১০০%	১০৯.০১	৭৫%
				৯৯.৯৫%		৭৪.৩৭%	
৫৯	আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩) [বিএআরআই]	৩৭.২৮	৯.১৪	৯.১৪	১০০%	১৮.০৫	৫০%
				১০০.০০%		৪৮.৪২%	
৬০	কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে অধিকতর লাভজনক করা প্রকল্প (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) [বিএআরআই]	৫৬.০০	৮.৬০	৮.৫৯	১০০%	১৩.১৩	২৫%
				৯৯.৮৮%		২৩.৪৫%	
৬১	আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র মাদারীপুরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চলে ডাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬) [বিএআরআই]	১৬৮.০০	২.৩২	২.২৯	৯৯%	২.২৯	২%
				৯৮.৭১%		১.৩৬%	
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই)-০২টি							
৬২	যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪) [বিআরআরআই]	৪৪.০০	৯.০০	৯.০০	১০০%	১৯.৪৯	৫২%
				১০০.০০%		৪৪.৩০%	
৬৩	অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬) [বিআরআরআই]	৪৭.৮১	৩.০০	৩.০০	১০০%	৩.০০	৭%
				১০০.০০%		৬.২৭%	
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)-০২টি							
৬৪	পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর ২০১০-জুন ২০২৩) [বিজেআরআই]	১৩৫.৪৬	৩.৮৪	৩.৪৩	১০০%	১২৮.৩১	৯৮%
				৮৯.৩২%		৯৪.৭২%	
৬৫	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২) [বিজেআরআই]	৪২.৪০	১৭.০৯	১৬.৯৭	১০০%	৩১.৯৮	৮০%
				৯৯.৩০%		৭৫.৪২%	



মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)-০২টি (অঙ্গ-২)							
৬৬	এসআরডিআই এর ভবন নির্মাণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সিসিবিএস) প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৩) [এসআরডিআই]	১৪৩.৩০	১৩.৪২	১৩.৩১	১০০%	১৫.৬৬	২০%
				৯৯.১৮%		১০.৯৩%	
৬৭	মৃত্তিকা গবেষণা ও গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ (এসআরএসআরএফ) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২২) [এসআরডিআই]	৭৩.৬০	১৯.৪৬	১৯.৪৩	১০০%	৫৯.৯৩	৮২%
				৯৯.৮৫%		৮১.৪৩%	
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)-০৫টি (অঙ্গ-১)							
৬৮	ভূউপরিষ্কৃ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৩) [বিএমডিএ]	১৭৫.৫৮	২৮.৮৬	২৮.৪৭	১০০%	৭০.৮৮	৪২%
				৯৮.৬৫%		৪০.৩৭%	
৬৯	পুকুর পুনঃখনন ও ভূউপরিষ্কৃ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচে ব্যবহার প্রকল্প (জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৩) [বিএমডিএ]	১২৮.১৯	৩২.০০	৩২.০০	১০০%	৬৫.৭৭	৬৩%
				১০০.০০%		৫১.৩১%	
৭০	ভূউপরিষ্কৃ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৪) [বিএমডিএ]	২৫০.৫৭	৩৬.৯৮	৩৬.৯৮	১০০%	৭৩.৭৭	৩৬%
				১০০.০০%		২৯.৪৪%	
৭১	ভূ-উপরিষ্কৃ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (অক্টোবর ২০২০-জুন ২০২৫) [বিএমডিএ]	২৫১.১৫	৫০.০০	৫০.০০	১০০%	৫৪.৯৪	২৩%
				১০০.০০%		২১.৮৮%	
৭২	বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) [বিএমডিএ]	১৭.৩৪	৩.৩৫	৩.৩৫	১০০%	৪.৮৬	৩৩%
				১০০.০০%		২৮.০৩%	
কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)-০১টি							
৭৩	কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২২) [এআইএস]	১০৯.৯১	১১.০৪	১০.৮২	১০০%	৫৮.১৪	৭০%
				৯৮.০১%		৫২.৯০%	
তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সিডিবি)-০৩টি							
৭৪	সম্প্রসারিত তুলাচাষ (ফেজ-১) প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১৪-জুন ২০২৩) [সিডিবি]	১৪৩.৫০	১৭.২৫	১৭.১৬	১০০%	১১০.৫৬	৮৭%
				৯৯.৪৮%		৭৭.০৫%	
৭৫	এনহেলিং ক্যাপাসিটি ইন কটন ভ্যারাইটিস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২) [সিডিবি]	৮.৫৫	০.৫০	০.৪৮	৯৭%	১.০৪	১৩%
				৯৬.০০%		১২.১৬%	

৭৬	তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) [সিডিবি]	৬৩.৫৫	১২.০০	১১.৮৮	৯৯%	১৫.২৮	২৭%
				৯৯.০০%		২৪.০৪%	
বীজ প্রত্যয়ন এজিসি (এসসিএ)-০১টি							
৭৭	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩) [এসসিএ]	৭৯.২২	২৯.৫৯	২৮.৫১	৯৯%	৫০.৯২	৭০%
				৯৬.৩৫%		৬৪.২৮%	
বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডব্লিউএমআরআই)-০১টি							
৭৮	গমের ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা এবং নতুন জাতের গমের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২১-অক্টোবর ২০২৩) [বিডব্লিউএমআরআই]	২.৩০	১.৭৫	১.৭৫	১০০%	১.৮৫	৮৬%
				১০০.০০%		৮০.৪৩%	
বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)-০২টি							
৭৯	কৃষক পর্যায়ে আখের রোগমুক্ত পরিচ্ছন্ন বীজ উৎপাদন ও বিস্তার (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৪) (বিএসআরআই)	২৫.৬৩	৪.০০	৩.৯৯	১০০%	৩.৯৯	২০%
				৯৯.৭৫%		১৫.৫৭%	
৮০	আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে ডাল, মসলা ও সবজি জাতীয় ফসল উৎপাদন (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৪) (বিএসআরআই)	১৪.৮৬	২.০২	২.০২	১০০%	২.০২	১৮%
				১০০%		১৩.৫৯%	
সর্বমোট:		১৬১৮১.৩৪	৩১২৩.৫৯	৩০৬১.৩৮	১০০%	৭৮৪৬.০৮	৫৯%
				৯৮.০১%		৪৮.৪৯%	

২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে সম্ভাব্য সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

সেক্টর : কৃষি

সাব সেক্টর: ফসল ও সেচ

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: কৃষি মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মন্তব্য
১।	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই/১৭-জুন/২২)	ডিএই	
২।	বাংলাদেশ শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা (জানুয়ারি/১৮-জুন/২২) বারি অংগ (লিড) ডিএই অংগ	বারি	
৩।	নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) প্রকল্প (১ম সংশোধিত), ডিএই খামারবাড়ি, ঢাকা। (জুলাই/১৮-মার্চ/২২) ডিএই অংগ (লিড) এসআরডিআই অংগ	ডিএই	

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মন্তব্য
৪।	বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (অক্টোবর/২০১৮-জুন/২০২২)	ডিএএম	
৫।	বাংলাদেশে তেলবীজ ও ডাল ফসলের গবেষণা ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০২১)	বারি	
৬।	ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২২)	বিএডিসি	
৭।	রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিষ্ক পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২২)	বিএডিসি	
৮।	বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন (অক্টোবর ২০১৭-জুন ২০২২)	বিএডিসি	
৯।	বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন (অক্টোবর ২০১৭-জুন ২০২২)	বিএডিসি	
১০।	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-পরিষ্ক পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৬-জুন ২০২২)	বিএডিসি	
১১।	বিএডিসির উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২২)	বিএডিসি	

২০২১-২২ অর্থবছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	সংস্থার নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১	কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে স্থাপিত উদ্ভিদ সংগনিরোধ ল্যাবরেটরিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরিতে রূপান্তর প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২১- জুন, ২০২৪)	ডিএই	১৫৬৩৫.৮৯	১৫৬৩৫.৮৯		
২	জগন্নাথপুর এবং মোহনগঞ্জ উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) স্থাপন প্রকল্প (০১-০৭-২০২১ থেকে ৩০-০৬-২০২৬)	ডিএই	৩৫৬০৮.১০	৩৫৬০৮.১০		
৩	ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে খুলনা কৃষি অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প (জুলাই, ২০২১- জুন, ২০২৪)	ডিএই	৪৯৭১.০০	৪৯৭১.০০		
৪	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৬)	ডিএই	২০০৫৪.৩৯	২০০৫৪.৩৯		

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	সংস্থার নাম	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৫	ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৬)	ডিএই	১০৬.০৭৭৪	২১.২৭৭৪	৮৪.৮০	
৬	স্মার্ট কার্ড ও ডিজিটাল কৃষি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৬)	ডিএই	১০৭৯২.১৬	১০৭৯২.১৬		
৭	মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৭)	ডিএই	১১৯৫০.২০	১১৯৫০.২০		
৮	রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৭)	ডিএই	৪৭০৮.০০	৪৭০৮.০০		
৯	আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৭)	ডিএই	১৭১৩২.৬৩	১৭১৩২.৬৩		
১০	জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২০- জুন, ২০২৬)	বিএডিসি	৭২৩৫.১৬	৭২৩৫.১৬		
১১	Pilot Research Project on Irrigation Water Management and Web-based Agricultural Information System for Bangladesh (WEB-AIS) শীর্ষক কারিগরী প্রকল্প (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৬)	বিএডিসি	৭৩২৩.৬৭	৬১৩৪.৯০	১১৮৮.৭৭	
১২	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে টেকসই কৃষির জন্য বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫)	বিএডিসি	৪৩৮৯৩.৯১	৪৩৮৯৩.৯১		
১৩	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০২১- জুন ২০২৪)	বিএডিসি	৪৮৭	৪৮৭		
১৪	কৃষক পর্যায়ে আখের রোগমুক্ত পরিচ্ছন্ন বীজ উৎপাদন ও বিস্তার (জুলাই, ২০২১- জুন, ২০২৪)	বিএসআরআই	২৫৬২.৬	২৫৬২.৬		
১৫	আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে ডাল, তেল, মসলা ও সবজি জাতীয় ফসল উৎপাদন (জুলাই, ২০২১- জুন, ২০২৪)	বিএসআরআই	১৪৮৬.০০	১৪৮৬.০০		
১৬	অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন (০১-০৭-২০২০ থেকে ৩০-০৬-২০২৫)	ব্রি	৪৭৮০.৬৬	৪৭৮০.৬৬		

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	সংস্থার নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১৭	আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র মাদারীপুরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চলে ডাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি (০১-০৭-২০২০ থেকে ৩০-০৬-২০২৫)	বারি	১৬৮০০.০০	১৬৮০০.০০		
১৮	সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প ০১-০১-২০২২ থেকে ০১-১২-২০২৬	বিএমডিএ	৩২২৯৮.৭১	৩২২৯৮.৭১		
১৯	ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং পরীক্ষামূলক স্প্রিংকলার ও ডিপ সেচ পদ্ধতির প্রচলন প্রকল্প (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬)	বিএমডিএ	৩২৯০১.৮০	৩২৯০১.৮০		
২০	কৃষক পর্যায়ে পৈঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০২১- জুন, ২০২৪)	ডিএএম	১৩২৫০.০০	১৩২৫০.০০		

২০২১-২২ অর্থবছরের দপ্তর/সংস্থাওয়ারী কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২২) এর হিসাব বিবরণ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদ কাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-০৬টি												
১.	নোয়াখালী জেলার কবিরহাট কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচি	জুলাই/১৯ -জুন/২২	৯২৪.০০	২৮৭.০০	২৮৭.০০	২৮৬.৯৯	১০০%	১০০%	১০০%	৯২৩.৯৬	১০০%	১০০%
২.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় ভূপরিষ্কার পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি	জুলাই/১৯ -জুন/২২	৯৫৬.০০	৩৭৫.২০	৩৭৫.২০	৩৭৫.১০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৪১.১৫	৯৮%	১০০%
৩.	খুলনা জেলার ডাকাতিয়া বিল জলাবদ্ধতা নিরসন ও ক্ষুদ্রসেচ কর্মসূচি	জুলাই/১৯ -জুন/২২	৪৫৮.৫০	২৫১.৯৪	২৫১.৯৪	২৫১.৯০	১০০%	১০০%	১০০%	৪৫৮.১০	১০০%	১০০%

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদ কাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
					মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৪.	চট্টগ্রাম জেলার গুমাই বিলসহ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সেচ উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কর্মসূচি	জুলাই/২০ -জুন/২৩	৭৫৩.০০	৪৩৫.৮০	৪৩৫.৮০	৪৩২.৯৪	৯৯%	৯৯%	১০০%	৪৬৯.৬৩	৬২%	৭৫%
৫.	সুনামগঞ্জ জেলার দেয়ারাবাজার উপজেলায় চিলাই নদীতে নির্মিত রাবার ড্যামের উজানে পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তীর সংরক্ষণ ও গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	জুলাই/২০ -জুন/২২	৮০০.০০	৬৯৯.০০	৬৯৯.০০	৬৯৮.৭০	১০০%	১০০%	১০০%	৭৯৯.৩০	১০০%	১০০%
৬.	মধুপুর হটিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি	জুলাই/২০ -জুন/২৩	২৩৭.৯০	১৪৮.৯০	১৪৮.৯০	১৪৮.৯০	১০০%	১০০%	১০০%	১৪৮.৯০	৬৩%	৭০%
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)-০৪টি												
৭.	ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী ও নারায়নগঞ্জ জেলায় উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফল এবং সবজি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ কর্মসূচি।	জুলাই/১৯ -জুন/২২	২৫৪.০০	১২২.৭৫	১২২.৭৫	১২২.৭৫	১০০%	১০০%	১০০%	২৫৪.০০	১০০%	১০০%
৮.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সদর দপ্তর এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের লাইব্রেরি সংস্কার, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি।	জুলাই/১৯ -জুন/২২	৭৮১.০০	৩০৮.০৩	৩০৮.০০	২৮২.৯৪	৯২%	৯২%	১০০%	৭২১.৮২	৯২%	১০০%
৯.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুমসমূহের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ এর মাধ্যমে রিপোর্টিং ও মনিটরিং কার্যক্রম ডিজিটলাইজেন কর্মসূচি	জুলাই/২০ -জুন/২২	১৯৫.৩২	১৬৩.৪২	১৬৩.৪১	১৬৩.০৯	১০০%	১০০%	৯৮%	১৯৪.৯৭	১০০%	১০০%
১০.	বাংলাদেশের অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় ফল (আতা, শরিফা, বিলিম্বি অরবরই, করমচা, গাব, বিলাতী গাব, বিচিকলা, গোলপজাম, ডেওয়া, আঁশফর, জামরুর, বেল, কদবেল, চালতা, তিতিজাম ইত্যাদি ফল) উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি	জুলাই/২০ -জুন/২৩	২৫০.৯৩	১২৬.৩৭	১২৬.৩৭	১২৬.৩৬	১০০%	১০০%	১০০%	১৪২.৫০	৫৭%	৫৭%



ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদ কাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)-৬টি												
১১.	চর, উত্তরাঞ্চল ও পাহাড়ি এলাকার উপযোগী ফসলের লাভজনক শস্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি	জুলাই/১৯-জুন/২২	৩৫৫.০০	৯২.০০	৯২.০০	৮৬.৮৩	৯৪%	৯৪%	১০০%	৩৪৪.০৯	৯৭%	১০০%
১২.	পারমানবিক ও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্যানতান্ত্রিক ফসলের গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোড়াদারকরণ কর্মসূচি	জুলাই/১৯-জুন/২২	৩৩০.০০	১৪০.০০	১৪০.০০	১৪০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৩২৯.৯৪	১০০%	১০০%
১৩.	বিনার জীব প্রযুক্তি (টিস্যু কালচার ও অ্যান্টিবায়োটিক গবেষণা উন্নয়নের জন্য গবেষণাগার আধুনিকীকরণ কর্মসূচি	জুলাই/২০-জুন/২৩	৩৩২.৬০	১৬৯.৬০	১৬৯.৬০	১৬৯.৬০	১০০%	১০০%	১০০%	১৬৯.৫৯	৫১%	৫০%
১৪.	মিউটেশন ব্রিডিং ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধানের ব্লাস্ট প্রতিরোধী মিউট্যান্ড/লাইন সনাক্তকরণ গবেষণা কর্মসূচি	জুলাই/২০-জুন/২৩	১৪০.০০	৮০.০০	৮০.০০	৭৩.৭৯	৯২%	৯২%	৮৭%	৭৩.৭৯	৫৩%	৫২%
১৫.	জৈব-ছত্রাকনাশকের গবেষণার উন্নয়ন, ফরমুলেশন এবং কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মসূচি	জুলাই/২১-জুন/২৪	১৭৫.০০	১৪.৭৫	১৪.৭৫	১৪.৭৩	১০০%	১০০%	১০০%	১৪.৭৩	৮%	৮%
১৬.	পরমাণু শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আলুর বাদামি পঁচা রোগমুক্ত রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদন গবেষণা কর্মসূচি	জুলাই/২১-জুন/২৪	১৯০.০০	৩০.০৮	৩০.০৮	৩০.০৮	১০০%	১০০%	১০০%	৩০.৭০	১৬%	১৫%
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)-০৬টি												
১৭.	জোয়ার ভাটা প্রবণ দক্ষিণাঞ্চলের পতিত জমিতে উদ্যানতান্ত্রিক ফসলের উপযোগিতা যাচাইপূর্বক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি	জুলাই/১৯-জুন/২২	১৭৮.৯৪	৭১.৮৪	৭১.৮৪	৭১.৮৪	১০০%	১০০%	১০০%	১৭৮.৯৪	১০০%	১০০%

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদ কাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৮.	নিরাপদ ফল ও সবজির উৎপাদন এবং তাদের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি	জুলাই/১৯-জুন/২২	৬০৯.৩০	১৪৫.০০	১৪৫.০০	১৪৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৬০৯.৩০	১০০%	১০০%
১৯.	বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে চাষকৃত গুরুত্বপূর্ণ ফল, পান, সুপারি ও ডাল ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় সনাক্তকরণ ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি	জুলাই/১৯-জুন/২২	২৩৫.১৭	৬৯.১০	৬৯.১০	৬৯.১০	১০০%	১০০%	১০০%	২৩৫.১৭	১০০%	১০০%
২০.	বাংলাদেশ গ্রীষ্মকালীন টমেটোর অভিযোজন, পরীক্ষা, উৎপাদন ও কমিউনিটি বেসড পাইলট প্রোডাকশান প্রোগ্রাম শীর্ষক কর্মসূচি	জুলাই/২০-জুন/২৩	৫০০.৫৫	২২৫.০০	২২৫.০০	২২৫.৫০	১০০%	১০০%	১০০%	২২৯.৯২	৪৬%	৪৮%
২১.	রোপা আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে চাষযোগ্য কেনোলা জাতীয় সরিষার জাত উদ্ভাবন কর্মসূচি	জুলাই/২১-জুন/২৪	৭৫০.০০	৪৮.৯৪	৪৮.৯৪	৪৮.৯৪	১০০%	১০০%	১০০%	৪৮.৯৪	৭%	৭%
২২.	কচু ফসলের জিন পুল সমৃদ্ধ, গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নত জাত বিস্তারের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ কর্মসূচি	জুলাই/২১-জুন/২৪	৬৫২.২৩	৩২.৪৬	৩২.৪৫	৩২.৪৫	১০০%	১০০%	১০০%	৩২.৪৫	৫%	৫%
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)- ০৮ টি												
২৩.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এ্যাক্রিডিটেড গবেষণাগারে উন্নীতকরণ ক্ষিম	জুলাই/১৯-জুন/২২	৯০৬.০০	৩৭.৯০	৩৭.৯০	৩৭.৯০	১০০%	১০০%	১০০%	৯০৬.০০	১০০%	১০০%
২৪.	পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান রোগবালাই (ব্লাস্ট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ক্ষিম	জুলাই/১৯-জুন/২২	৫৮৪.৫০	১১৪.৫০	১১৪.৫০	১১৪.৫০	১০০%	১০০%	১০০%	৫৮৪.৫০	১০০%	১০০%



ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদ কাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
২৫.	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধান ভিত্তিক কামার বিন্যাস উন্নয়নের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ	জুলাই/২০-জুন/২৩	১৮১.৩০	১০০.৯০	১০০.৯০	১০০.৯০	১০০%	১০০%	১০০%	১০৬.৯০	৫৯%	৭০%
২৬.	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ধান চাষে কীটনাশক ও আগাছা নাশকের ব্যবহার হ্রাসকরণ এবং ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপণ	জুলাই/২০-জুন/২৩	৫৪৬.৯০	৩১৭.৯০	৩১৭.৯০	৩১৭.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৩১৯.৯০	৫৮%	৬৩%
২৭.	উপকূলীয় বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে পানি সম্পদ ও মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ	জুলাই/২০-জুন/২৩	৪২২.০০	২২২.০০	২২২.০০	২২২.০০	১০০%	১০০%	১০০%	২২৭.৫০	৫৪%	৬০%
২৮.	নতুন প্রজন্মের ধান (সি ফোর রাইস) গবেষণা অব্যাহত রাখা এবং গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি	জুলাই/২১-জুন/২৪	৮০৮.০৫	১১.০০	১১.০০	১১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১১.০০	১%	৫%
২৯.	ব্রি'র আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লার গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি	জুলাই/২১-জুন/২৪	৬৮৫.০০	৮৫.০০	৮৫.০০	৮৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৮৫.০০	১২%	১৫%
৩০.	ব্রি'র আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনীর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ও টেকসই ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন কর্মসূচি	জুলাই/২১-জুন/২৪	৪৮৪.০০	১২৪.০০	১২৪.০০	১২৪.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১২৪.০০	২৬%	৩০%
বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)-০৫টি												
৩১.	সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খরাপ্রবণ এবং চরাঞ্চলে চিবিয় খাওয়া ইক্ষু বিস্তার কর্মসূচি	জুলাই/১৯-জুন/২২	২৬১.৬০	৮৮.০০	৮৮.০০	৮৮.০০	১০০%	১০০%	১০০%	২০৯.৫০	৮০%	৯২%



ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদ কাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৩২.	পুষ্টি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মধু ও মোচাষ গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ	জুলাই/২০-জুন/২৩	৩৯৪.০০	৩২২.৯৬	৩২২.৯৬	২৮১.৭৫	৮৭%	৮৭%	১০০%	২৯৬.৩৫	৭৫%	৬০%
৩৩.	উন্নতমানের তাল ও খেজুরের চারা উৎপাদন ও বিতরণ কর্মসূচি	জুলাই/২০-জুন/২৩	২০০.০০	১১৪.৭০	১১৪.৭০	১১৪.৭০	১০০%	১০০%	১০০%	১১৮.৭০	৫৯%	৬০%
৩৪.	অধিক ফলনশীল নতুন ইক্ষু জাত বিস্তারের মাধ্যমে ইক্ষুর ফলন বৃদ্ধি কর্মসূচি	জুলাই/২০-জুন/২৩	৯২.২৫	৪৭.০৪	৪৭.০৪	৪৭.০৪	১০০%	১০০%	১০০%	৫১.৭০	৫৬%	৬৫%
৩৫.	টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে স্টেভিয়ার চারা উৎপাদন, মাঠ মূল্যায়ন ও স্টেভিওসাইড নিষ্কাশন কর্মসূচি	জুলাই/২১-জুন/২৪	২২৫.০০	২৬.৫৫	১০.০০	১০.০০	১০০%	৩৮%	১০০%	১০.০০	৪%	২%
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)-০৩টি												
৩৬.	জেলা পর্যায়ে 'কৃষকের বাজার' স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাকসবজির বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি	জুলাই/২০-জুন/২৩	২০০.০০	১১৬.০০	১১৬.০০	১১২.৬০	৯৭%	৯৭%	১০০%	১১৯.৬০	৬০%	৭০%
৩৭.	অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি	জুলাই/২০-জুন/২৩	১৫৪.৪০	১০৬.৬০	১০৬.৬০	১০৬.১৭	১০০%	১০০%	১০০%	১০৬.১৭	৬৯%	৬৫%
৩৮.	রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটো সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি	জুলাই/২১-জুন/২৪	৫০১.১৪	২.৫০	২.৫০	২.৪৮	৯৯%	৯৯%	১০০%	২.৪৮	০%	১০%
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)-০৩টি												
৩৯.	বরেন্দ্র অঞ্চলের অগ্নীয় মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই ফসল উৎপাদন ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রযুক্তি ব্যবহার কর্মসূচি	জুলাই/২০-জুন/২৩	৩৫.০০	১৭.৭৭	১৭.৭৭	১৭.৭৭	১০০%	১০০%	১০০%	২৯.০০	৮৩%	৮৩%
৪০.	দূর-অনুধাবন পদ্ধতি ও উপজেলা নির্দেশিকা ব্যবহার করে বিভিন্ন ফসলের আবাদকৃত জমির আয়তন নির্ধারণ	জুলাই/২০-জুন/২৩	৪৫২.২৩	৩১৩.৯৫	৩১৩.৯৫	২৪৬.০৬	৭৮%	৭৮%	৯০%	২৫৮.০৭	৫৭%	৭৯%
৪১.	নবসৃষ্ট তিনটি গবেষণাগার জোরদারকরণ কর্মসূচি	জুলাই/২১-জুন/২৪	৬০৬.১০	২৯২.১০	২৯২.১০	২৮৩.৯১	৯৭%	৯৭%	১০০%	২৮৩.৯১	৪৭%	১০০%



ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদ কাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি					জুন/২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়			
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (এসসিএ)-০১টি												
৪২.	নিম্ন উৎপাদনশীল ধান ও গম জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষণ কর্মসূচি	জুলাই/২০ -জুন/২৩	২৪৭.৫৮	২১৭.৮৯	২১৭.৮৯	২৫.৭৯	১২%	১২%	৪০%	২৫.৭৯	১০%	৪০%
বাংলাদেশ গম ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডরিউএমআরআই)-০১টি												
৪৩.	অপ্রচলিত প্রতিকূল এলাকায় আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে নতুন জাতের গম উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ	জুলাই/২০ -জুন/২৩	১০৯.৮	৬৪.৭০	৬৪.৭০	৬৪.৭০	১০০%	১০০%	১০০%	৭২.২৬	৬৬%	৭৪%
৪৪.	ফল আর্মিওয়ার্ম পোকা দ্বারা ভুট্টা ফসলের ক্ষতি নিরূপন এবং এর পরিবেশবান্ধব দমন ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচি	জুলাই/২১ -জুন/২৪	৩৬২.৬	৯২.২০	৬৭.৪৫	৬৭.৪৫	১০০%	৭৩%	১০০%	৬৭.৪৫	১৯%	১০০%
৪৫.	রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে নতুন জাতের গম ও ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি	জুলাই/২১ -জুন/২৪	৪৫০	৬৮.৮৭	১৭.২১	১৭.২১	১০০%	২৫%	১০০%	১৭.২১	৪%	১০০%
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট												
৪৬.	পাট ও পাটতুল্য মিশ্রিত কাপড়ের উপর রিয়ার্স্টিভ ডাই এবং বিভিন্ন প্রকার প্রিন্টের (পিগমেন্ট, রাবার, ফয়েল) প্রযুক্তি উদ্ভাবন কর্মসূচি	জুলাই/২১ -জুন/২৩	১৬৫	৮২.৫০	৫৮.৫০	৫৮.২৯	১০০%	৭১%	১০০%	৫৮.২৯	৩৫%	৫০%
মোট কর্মসূচি: ৪৬টি			১৯১৩৩.৮৯	৭০২৪.৭১	৬৯০৭.৬৬	৬৫৫৩.৮৬	৯৫%	৯৩%				
মোট বিএডিসির বীজ সংক্রান্ত ০৭টি সাব-কার্যক্রম			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১০০%	১০০%				
সর্বমোট: ৪৬টি কর্মসূচি এবং ০৭টি সাব-কার্যক্রম			৩৪১৩৩.৮৯	২২০২৪.৭১	২১৯০৭.৬৬	২১৫৫৩.৮৬	৯৮%	৯৮%				

বিএডিসির বীজ সংক্রান্ত ৭টি সাব কার্যক্রমের ২০২১-২২ অর্থবছরের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২২) এর হিসাব বিবরণী

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	সাব-কার্যক্রমের নাম	মেয়াদ কাল	সাব-কার্যক্রমের মোট বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থবছরের সাব-কার্যক্রমসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১.	পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম	জুলাই ২১-জুন২২	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৮০০.০০	১০০%	১০০%
২.	এগ্রোসার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম	জুলাই ২১-জুন২২	৫৫০.০০	৫৫০.০০	৫৫০.০০	৫৫০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৫৫০.০০	১০০%	১০০%
৩.	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম	জুলাই ২১-জুন২২	৯৬৪০.০০	৯৬৪০.০০	৯৬৪০.০০	৯৬৪০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৬৪০.০০	১০০%	১০০%
৪.	বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানা শস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	জুলাই ২১-জুন২২	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১৯০০.০০	১০০%	৯৮%
৫.	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নত মানের দানা শস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	জুলাই ২১-জুন২২	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	১০০%	১০০%	৯৮%	৬০০.০০	১০০%	৯৮%
৬.	বীজের আপত্বেকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	জুলাই ২১-জুন২২	৯০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯০০.০০	১০০%	১০০%
৭.	জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	জুলাই ২১-জুন২২	৬১০.০০	৬১০.০০	৬১০.০০	৬১০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৬১০.০০	১০০%	১০০%
মোট: সাব-কার্যক্রম ৭টি			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১০০%	১০০%		১৫০০০.০০	১০০%	১০০%

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	২০২১-২২ অর্থবছর		
	সংশোধিত বাজেট	৪র্থ প্রান্তিক পর্যন্ত ব্যয়	ব্যয়ের হার (%)
১	২	৩	৪
১. সাধারণ কার্যক্রম			
সচিবালয়	৫৪৭০.৩০	৪০০০.১০	৭৩.১২%
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৮৬২৬৮.৮৬	১৭৬৫১৭.৫৯	৯৪.৭৬%
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	৩৬৯৮.৮৭	৩২০৮.১৫	৮৬.৭৩%
কৃষি তথ্য সার্ভিস	১৯৯৬.০০	১৭৫৯.৯৪	৮৮.১৭%
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	৩৮১৪.৭৯	৩৫৫৬.০৮	৯৩.২২%
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	৬৭১০.৪৬	৬২৫৯.০৩	৯৩.২৭%
তুলা উন্নয়ন বোর্ড	৪৯৭৭.৭৯	৪১৯৪.৬৪	৮৪.২৭%
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি	১১৩৯.০০	৯৭৭.৫৯	৮৫.৮৩%
মোট সাধারণ কার্যক্রম	২১৪০৭৬.০৭	২০০৪৭৩.১২	৯৩.৬৫%

বিবরণ	২০২১-২২ অর্থবছর		
	সংশোধিত বাজেট	৪র্থ প্রান্তিক পর্যন্ত ব্যয়	ব্যয়ের হার (%)
১	২	৩	৪
২. বিশেষ কার্যক্রম			
i. কৃষি ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা	১৫৩০৯১৪.৮০	১৫১৭২৭৯.৯৮	৯৯.১১%
ii. কৃষি গবেষণা কর্মসূচি	৪২৫.০০	৪২৫.০০	১০০.০০%
iii. কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা	৪০০০০.০০	৩৯৯৯৮.৩৯	১০০.০০%
iv. উন্নয়ন মেলা	০.০০	০.০০	০.০০%
v. প্রদর্শনী এবং এ্যাডপশন	৭৫০০.০০	৬৮৪২.৯৩	৯১.২৪%
vi. কৃষি মেলা ও প্রদর্শনী	২৫০.০০	১৮৫.৬২	৭৪.২৫%
vii. সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঋণ	৪৫১.৮২	৫.১৩	১.১৪%
viii. আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা	৪৯৬.০০	৭১.৯২	১৪.৫০%
ix. বঙ্গবন্ধু গবেষণা চেয়ার	১৭০.০০	১৬৭.০০	৯৮.২৪%
মোট বিশেষ কার্যক্রম	১৫৮০২০৭.৬২	১৫৬৪৯৭৫.৯৭	৯৯.০৪%
৩. সহায়তা কার্যক্রম			
১. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	৪৮২৫০.০০	৪৫৬৩০.০০	৯৪.৫৭%
২. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	২৯৬৯১.৫০	২৯১৯৬.১৮	৯৮.৩৩%
৩. বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩৭৭০.৫০	৩৬২৫.৩০	৯৬.১৫%
৪. বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫২২৪.৫০	৫২১১.৩০	৯৯.৭৫%
৫. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	৩২৫৬.৬১	৩১৬০.৬৭	৯৭.০৫%
৬. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১১২১৪.৯৯	১১২১২.২৬	৯৯.৯৮%
৭. বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫৭৩৩.০০	৪৯৪৯.৯৮	৮৬.৩৪%
৮. বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট	২০২৮.৬১	১৯০০.৯৬	৯৩.৭১%
৯. বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	২০৮১.৭০	১৫০৪.৪৪	৭২.২৭%
মোট সহায়তা কার্যক্রম	১১১২৫১.৪১	১০৬৩৯১.০৯	৯৫.৬৫%
মোট পরিচালন বাজেট (১+২+৩)	১৯০৫৫৩৫.১০	১৮৭১৮৪০.১৮	৯৮.২২%

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি
২০২১-২২ অর্থবছরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
							সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫ (৩+৪)	৬	৭	৮	৯	১০ (৫-৮)	১১
১.	কৃষি মন্ত্রণালয় (সচিবালয় অংশ)	২০	০৭	২৭	৩৮৭২.৯২	২৭	১০	৩২৮০.৩৩	১৭	৩৪৩৬.৫৩
২.	বিএডিসি	৫২৪৫	৭১	৫৩১৬	৮৯৩৮৪১.৬৮	৪৯১৫	২৮৪	২৩১৪৫.৯৭	৫০৩২	৮৭০৬৯৫.৭১

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
							সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫ (৩+৪)	৬	৭	৮	৯	১০ (৫-৮)	১১
৩.	ডিএই	৩৬২	১৭৯	৫৪১	৪৭৭.২২	৫২৪	২৪৭	২০৭.৩২	২৯৪	২৬৯৯০.৮৮
৪.	বিজেআরআই	৪৬	৩৫	৮১	৩৫৪২.৯২	৮১	৩৪	১০২৬.২০	৪৭	২৫১৬.৭২
৫.	বিএআরআই	৭৯	৭৮	১৫৭	১২১৬৫.৬৪	১৫৭	৪৮	২৮৭৭.৫০	১০৯	৯২৮৮.১৪
৬.	বিআরআরআই	৩১	২০	৫১	৪৪০৩.১৪	৫১	২০	৮৪৪.৭৪	৩১	৩৫৫৮.৪
৭.	বিএসআরআই	৪৫	১৪	৫৯	১৩১০.২২	২৯	১০	৭৮.২২	৪৯	১২৩২.০০
৮.	বিআইএনএ	২২	১৭	৩৯	১১৬৯.১৮	২৯	১৭	২৬৮.৮৫	২২	৯০০.৩৩
৯.	এসআরডিআই	৪৬	১৬	৬২	২৩৫৮.৫৭	৬২	০৩	২৪.৩৫	৫৯	২৩৩৪.২২
১০.	বিএআরসি	০৪	১০	১৪	১৪১.৭৩	০৩	০৩	৫.১৭	১১	১৩৬.৫৬
১১.	সিডিবি	১৭	০৯	২৬	৮৫৮.২১	২৬	০৭	২০.৮৬	১৯	৮৩৭.৩৫
১২.	ডিএএম	৩২	০৫	৩৭	১০৮৬.৭৫	৩৭	১৫	৩৬৮.৯০	২২	৭১৭.৮৫
১৩.	এআইএস	০৫	২২	২৭	৪৮৮.৪৭	১৪	০২	১.৭৫	২৫	৪৮৬.৭২
১৪.	এসসিএ	২৪	১০	৩৪	১৮৯.১৯	১৬	০৮	৩৯.৪১	২৬	১৪৯.৭৮
১৫.	বিএমডিএ	২২৩	৫১	২৭৪	২৮১৪৯.৫৩	২৭৪	৩৪	৩৬১৬.৫১	২৪০	২৪৫৩৩.০২
১৬.	বারটান	১৬	১০	২৬	৫৩৯৮.৫৮	২৬	১৩	১৮০২.৫৮	১৩	৩৫৯৬
১৭.	হর্টেক্স ফাউন্ডেশন	০৩	০০	০৩	৩.৫৯	০৩	০০	০.০০	০৩	৩.৫৯
১৮.	এনএটিপি *	২৭	০৬	৩৩	৯৫৫.৩৬	৩৩	১২	৫৬.৬	২১	৮৯৮.৭৬
১৯.	নাট	১১	০০	১১	১৯৭.৯৩	১১	১০	৫৪.২১	০১	১৪৩.৭২
মোট		৬২৫৮	৫৬০	৬৮১৮	৯৬০৬১০.৮৩	৬৩১৮	৭৭৭	৩৭৭১৯.৪৭	৬০৪১	৯৫২৪৫৬.২৪

* বি.দ্র. এনএটিপি-১ (ফেইজ-১) এর ০৪টি আপত্তি ৪০.৭২ লক্ষ টাকা অক্টোবর, ২১ সালের অডিট প্রতিবেদন থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। কারণ এই আপত্তিগুলো সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান হতে ফলোআপ করা হচ্ছে। ফলে, প্রারম্ভিক জের এ ০৪টি আপত্তি ব্যতীত দেখানো হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সারের উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয় ও ব্যবহারের তথ্য

ক্রমিক নং	সারের নাম	উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)	আমদানি (লক্ষ মে.টন)	বিক্রয়/ব্যবহার (লক্ষ মে.টন)
১	ইউরিয়া	১০.১০	১৭.০৪	২৬.৬৩
২	টিএসপি	০.৮৮	৭.৩৮	৭.৩৬
৩	ডিএপি	১.০২	১৮.০৭	১৬.৮৫
৪	এমওপি	০	৯.০৪	৭.৯০

কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কার্যক্রম

ক্র. নং	বিবরণ	কর্মসূচির আওতায় মোট জেলা	কর্মসূচির আওতায় জমির পরিমাণ	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ/ছাড়কৃত অর্থ	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা (জন)
১.	রোপা আমন/২০২১-২২ মৌসুমে বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আগাম প্রস্তুতি হিসেবে খরিপ-২ মৌসুমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে রোপা আমন ধানের নাবি জাতের বীজ সরবরাহের জন্য বিনামূল্যে বীজ সহায়তা প্রদান। জি.ও- ১২৯, তারিখ ১৩/০৭/২০২১।	২৯ টি	৩৪০০০ বিঘা বা ৪৫৪২.৫১ হেক্টর	১২৫.৬০ লক্ষ (১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬০ হাজার) টাকা	৩৪০০০ (৩৪ হাজার) জন

ক্র. নং	বিবরণ	কর্মসূচির আওতায় মোট জেলা	কর্মসূচির আওতায় জমির পরিমাণ	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ/ছাড়কৃত অর্থ	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা (জন)
২.	(১) ২০২১-২২ অর্থবছরে খরিপ/২০২১-২২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ বৃদ্ধির নিমিত্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ প্রদান। জি.ও- ২৫৯, তারিখ ১৯/০৮/২০২১। (২) ২০২১-২২ অর্থবছরে খরিপ/২০২১-২২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ বৃদ্ধির নিমিত্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ প্রদান। জি.ও-২৬০ তারিখ ১৯/০৮/২০২১	১৮	১৮০০০ বিঘা (২৪০৫ হেক্টর)	(১) ১৫৭৮.৬০ (২) ২৬৭.০০০০০(প্রশিক্ষণ) মোট: ১৮৪৫.৬০০০০	১৮০০০ (আঠার হাজার) জন
৩.	(১) ২০২১-২২ অর্থবছরে খরিপ/২০২১-২২ মৌসুমে উচ্চফলনশীল পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে নাবি পাটবীজ উৎপাদন প্রদর্শনী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচি বাবদ অর্থ ছাড়করণ জি.ও- ২৬৬, তারিখ ২৫/০৮/২০২১। (২) ২০২১-২২ অর্থবছরে খরিপ/২০২১-২২ মৌসুমে উচ্চফলনশীল পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে নাবি পাটবীজ উৎপাদন প্রদর্শনী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচি বাবদ অর্থ ছাড়করণ জি.ও- ২৬৬, ২৬৭ তারিখ ২৫/০৮/২০২১	৫৩ জেলা	২,০০,০০০ শতক (৬৬৬৬.৬৭ বিঘা)	(১) ৩৮৫.০০ (২) ২৯০.২৮ (প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবস) মোট : ৬৭৫.২৮ লক্ষ	১০০০০ (দশ হাজার) জন
৪.	২০২১-২২ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ প্রদান বাবদ অর্থ ছাড়করণ প্রসঙ্গে। জি.ও- ২৯০, তারিখ ০৭/০৯/২০২১।	৩৫ জেলা	৫০০০০ বিঘা বা ৬৬৮০ হেক্টর	৩৪৫.০০ লক্ষ (০৩ কোটি ৪৫ লক্ষ) টাকা	৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) জন
৫.	রবি/২০২১-২২ মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, শীতকালীন পেঁয়াজ, মুগ, মসুর ও খেসারি ফসলের আবাদ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ বাবদ অর্থ ছাড় জি.ও- ৩৩৫, তারিখ ০৬/১০/২০২১।	৬৪ জেলা	১৩০০০০০ বিঘা বা ১৭৩৩৭২ হেক্টর	১৩১৪৪.৩০০ লক্ষ (১৩১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৩০ হাজার) টাকা	১৭,০০,০০০ (সতের লক্ষ) জন।
৬.	২০২১-২২ বিতরণ বর্ষের রবি মৌসুম বোরো ফসল আবাদ বৃদ্ধির নিমিত্ত (বিএডিসি) এর অনুকূলে বোরো বীজ বিক্রয়ের সহায়তা প্রদান জি.ও- ৩৯১ তারিখ ০২/১১/২০২১	৬৪	-	২০৪৯.৫৭৭৫১ লক্ষ টাকা	-
৭.	২০২১-২২ রবি মৌসুমে দেশের ৬১টি জেলায় বোরো ধানের সমলয়ে চাষাবাদ (বুহপযৎডুহরুব ঈষংরাধংরডুহ) এর জন্য ১০০ টি ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের নিমিত্ত কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাবদ টাকার অর্থ ছাড় জি.ও- ৩৯৪ তারিখ ০৪/১১/২০২১	৬১	১৫০০০ বিঘা ২০২৪.২৯ হেক্টর	১৩৬৪.৫০ লক্ষ	১৫০০০ জন



ক্র. নং	বিবরণ	কর্মসূচির আওতায় মোট জেলা	কর্মসূচির আওতায় জমির পরিমাণ	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ/ছাড়কৃত অর্থ	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা (জন)
৮.	২০২১-২২ অর্থবছরে রবি মৌসুমে বোরো ধানের হাইব্রিড জাতের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ সহায়তা প্রদান কর্মসূচির আওতায় বোরো হাইব্রিড ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ছাড় জি.ও- ৩৯৬ তারিখ ০৭/১১/২০২১	৬৪	১৫,০০,০০০ বিঘা ২০০৪০০ হেক্টর	৬৯৩০.০০ লক্ষ	১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ) জন
৯.	২০২১-২২ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে বোরো ধানের উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাতের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ সহায়তা প্রদান কর্মসূচির আওতায় বোরো হাইব্রিড ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য টাকা ছাড় জি.ও- ৩৯৭ তারিখ ০৭/১১/২০২১	৬৪	৬০০০০০ বিঘা ৮০১৬২ হেক্টর	৩৪৫০.০০ লক্ষ	৬০০০০০ (ছয় লক্ষ) জন
১০.	২০২১-২২ অর্থবছরে রবি/২০২১-২২ মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, শীতকালীন পেঁয়াজ, মুগ, মসুর ও খেসারি ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ কর্মসূচিতে আনুষঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয় বাবদ খাতে টাকার অর্থ ছাড়করণ ও প্রসঙ্গে। স্মারক নং-৭৩, তারিখ-১৩/০২/২০২২ ৯টি ফসলের আনুষঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয় বাবদ	৬৪	-	১৭৭.৪০ লক্ষ (এক কোটি সাতাত্তর লক্ষ চল্লিশ হাজার)	-
১১.	২০২১-২২ অর্থবছরের খরিপ-১ মৌসুমে উফশী আউশ ধান আবাদ বৃদ্ধির নিমিত্ত বীজ সহায়তা প্রদান বাবদ টাকা ছাড় (বিএডিসি) স্মারক নং-১৭৬, তারিখ-১৩/০৩/২০২২	৬৪		২৪৪.৫৫৩১০ লক্ষ	
১২.	২০২১-২২ অর্থবছরে খরিপ-১/২২-২৩ মৌসুমে আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণের জন্য টাকা ছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি মঞ্জুরি আদেশ। স্মারক নং-১৭৭, তারিখ-১৪/০৩/২০২২	৬৪	৫৬২৬৫০ বিঘা ৭৫০২০ হেক্টর	৪৩৯৫.৬৮১ লক্ষ	৫৬২৬৫০
১৩.	২০২১-২২ অর্থবছরে খরিপ/২০২২-২৩ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ বৃদ্ধির নিমিত্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ রাসায়নিক সার ও অন্যান্য উপকরণ বিতরণ। স্মারক নং-১৬৯, তারিখ-১০/০৫/২০২২	১৮	১৮০০০ বিঘা (২৪০০ হেক্টর)	১৫৭৬.৪০	১৮০০০
১৪.	২০২১-২২ অর্থবছরে এমডি-২ সুপার সুইট জাতের আনারসের চারা ব্যবহারের মাধ্যমে আনারসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চারা সহায়তা প্রদান প্রণোদনা কর্মসূচি বাবদ টাকা ছাড়করণ ও অগ্রীম উত্তোলনের সরকারি মঞ্জুরি আদেশ। জিও ৩৩৬, তারিখ ২৪/০৫/২০২২	২	১২৭ বিঘা (১৬.৯৩৩ হেক্টর)	৪৯৬.৫৮ লক্ষ ১২৭	৪৯৬.৫৮ লক্ষ ১২৭
১৫.	২০২১-২২ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে উফশী আমন ধান আবাদ বৃদ্ধির নিমিত্ত বিএডিসির অনুকূলে বীজ সহায়তা প্রদান বাবদ টাকা ছাড়।	৬৪	-	৯৯৭.৪৩ লক্ষ	-



ক্র. নং	বিবরণ	কর্মসূচির আওতায় মোট জেলা	কর্মসূচির আওতায় জমির পরিমাণ	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ/ছাড়কৃত অর্থ	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা (জন)
১৬.	২০২১-২২ অর্থবছরে খরিপ মৌসুমে আমন ধানের উফশী জাতের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সহায়তা প্রদান কর্মসূচির অর্থ ছাড়করণ প্রসঙ্গে।	৬৪	৩৫৫৭০০ বিঘা ৪৭৪২৬.৬৬ হেক্টর	২১৭৮.৬৬২৫০ লক্ষ	৩৫৫৭০০
১৭.	রোপা আমন/২০২১-২২ মৌসুমে বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আগাম প্রস্তুতি হিসেবে রোপা আমন ধানের নাবী জাতের বীজ ও সার সহায়তা প্রদান কর্মসূচির অর্থ ছাড়করণ প্রসঙ্গে।	৪টি		৩.৪৩৫৮৯ লক্ষ টাকা	
সর্বমোট ছাড় =			৪৮৬৩৪৭৭ বিঘা	৪০০০০.০০	৪৮৬৩৪৭৭

প্রণীত আইন/ বিধিমালা/নীতিমালার চলমান কার্যক্রম

- খসড়া 'জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২২' প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।
- খসড়া পুষ্টি সংবেদনশীল কৃষি বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।
- জিটুপি পদ্ধতিতে উপকারভোগীকে ক্যাশ বিতরণের জন্য অর্থবিভাগ-এর Strengthening Public Budget Management Unit (SPBMU) MIS এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের DAE MIS এর মধ্যে ডাটাসেট /তথ্য উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর কার্যক্রম চলমান।
- জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।
- কৃষি ক্ষেত্রে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব (4IR) এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।

মামলা পরিচালনা ও ঘোষিত রায় বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা-১৩১ টি, নিষ্পত্তিকৃত মামলা-১৭৬টি এবং বর্তমানে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মোট মামলা-১৭৮৪ টি।
- দায়েরকৃত মামলাসমূহ মহামান্য আদালতের সর্বোচ্চ ধাপ পর্যন্ত যথাযথভাবে মোকাবেলা করা হয়েছে।
- মামলার বিষয়ে আদালত, অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস, সলিসিটরের অফিস, মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়পূর্বক মামলা পরিচালনা/মোকাবেলার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- সর্বোচ্চ আদালতে রায়/আদেশ দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।



২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার চলমান মামলার তথ্য

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার নাম	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মোট চলমান মামলার সংখ্যা
১	কৃষি মন্ত্রণালয়	-	২	৫২
২	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	২২	৬১	৭৫০
৩	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	৮৭	৮৩	৬৮১
৪	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৯	২৪	১৫৯
৫	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৪	-	৫৮
৬	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	২	২	১৫
৭	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	১	-	১৬
৮	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	১	৩	১১
৯	কৃষি তথ্য সার্ভিস	১		৯
১০	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	১	১	১০
১১	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	-	-	৭
১২	বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট	১	-	৬
১৩	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	-	-	-
১৪	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	২	-	৫
১৫	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী	-	-	-
১৬	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	-	-	২
১৭	বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট	-	-	২
১৮	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	-	-	১
	সর্বমোট =	১৩১	১৭৬	১৭৮৪



Global Institute for Food Security (GIFS)

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) এবং Global Institute for Food Security (GIFS) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ১২ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভারুয়ালি ঢাকায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) প্রাঙ্গণে Global Institute for Food Security (GIFS), Canada এর আঞ্চলিক অফিস উদ্বোধন করা হয়।

৩৬তম Regional Conference for Asia and the Pacific (APRC) শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

০৮-১১ মার্চ, ২০২২ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকায় ৩৬তম Regional Conference for Asia and the Pacific (APRC) শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়। FAO এর মহাপরিচালকসহ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সদস্যভুক্ত ৪৬টি দেশের উচ্চপর্যায়ের প্রায় ১২০০ প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারুয়ালি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।



৩৬তম Regional Conference for Asia and the Pacific (APRC)
শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
[১০ মার্চ, ২০২২ বিআইসিসি, ঢাকা]

আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন

বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২১

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশে বিগত ১৬ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকায় উদযাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠান ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ, ভালো উৎপাদনে ভালো পুষ্টি আর ভালো পরিবেশেই উন্নত জীবন’।



বিগত ১৬ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২১’ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভার্চুয়ালি উদ্বোধন অনুষ্ঠান

সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বক্তব্যে বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অভিপ্রায়ে যেমনি কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন তেমনি বঙ্গবন্ধুর কৃষি উন্নয়নের এ ধারা বজায় রেখেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা কৃষকবান্ধব জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী উল্লেখ করেন, দেশে পুষ্টির খাবারের অভাব না থাকলেও বেশির ভাগ মানুষ তা কিনতে পারে না। কারণ মানুষের আয় সীমিত। সেজন্য মানুষের আয় বাড়াতে হবে। আর এটি করতে হলে কৃষিকে লাভজনক ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষিজীবী বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবনমানকে উন্নত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও প্রক্রিয়াজাতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি ও উচ্চমূল্যের অর্থকরী ফসল উৎপাদনে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের মামলা পরিচালনার জন্য প্যানেল এডভোকেট নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম

কৃষি মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে চলমান মামলার সংখ্যা প্রায় ১৭৮৪। সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য প্যানেল আইনজীবীগণের সম্মানী ব্যয় নির্ধারণে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে শীঘ্রই ৩ জন বেসরকারি প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা হবে।

বেদখলীয় জমি উদ্ধার সংক্রান্ত কার্যক্রম

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বেহাত-বেদখল জমিজমা উদ্ধার সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সভা দুই মাস অন্তর হয়েছে। উক্ত সভায় কেস টু কেস আলোচনা করে পরবর্তী করণীয় সিদ্ধান্ত/পরামর্শ প্রদান করা হয়।
- অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও দপ্তর/সংস্থাকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
- সরকারের বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার মধ্যে চলমান জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিজিটাল সেবা

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ই-নথি, উদ্ভাবনী উদ্যোগ, ডিজিটাল সার্ভিস, সেবা সহজীকরণ বাস্তবায়নে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে নীতি সংশ্লিষ্ট সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা সংক্রান্ত কার্যক্রম

নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য সহজলভ্য করণের সাথে সাথে মানবস্বাস্থ্য সুরক্ষা, কৃষকের স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ পরিবেশ ও জীব নিরাপত্তা সংরক্ষণে বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ এর ইংরেজি ভার্সন প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০২২ প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নে অতিরিক্ত সচিব (পিপি) জনাব মো: রুহুল আমিন তালুকদার ও আহবায়ক, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটির সভাপতিত্বে মোট ৯টি সভার মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কর্মপরিকল্পনা খসড়াটি নির্ধারিত স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভায় অনুমোদিত হয়েছে।



‘বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০’ বাস্তবায়নের নিমিত্ত গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির অনুষ্টেয় ২য় সভায় জুম প্লাটফর্মে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় [৯ জানুয়ারি ২০২২]

নীতিমালা বাস্তবায়নে মাননীয় মন্ত্রীর সদয় উপস্থিতিতে ও সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্টেয় স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তমতে, কৃষি গবেষণা কাউন্সিলকে স্কিমওয়ার হিসেবে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল সার্টিফিকেশন বডি (BACB) হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে GAP ইউনিট গঠন করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া ও সার্টিফিকেশন কমিটি এবং টেকনিক্যাল কমিটি সভা করা হচ্ছে। ৬৪ জেলায় ৬৪টি GAP বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা রয়েছে। স্কিমওয়ার কতৃক লোগো চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং লোগো ব্যবহারের নীতিমালা খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। এছাড়াও GAP বিষয়ক ০৫টি মডিউল (২৪৮টি অনুশীলন চর্চাসমূহ) চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করা আছে।



কৃষিতে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মকৌশল এর ২য় পর্বের কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২৬ এর আলোকে প্রণীত কৃষি মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মকৌশল সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২৬ মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা ক্লাসটারের লিড খাদ্য মন্ত্রণালয়ে সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে।

খসড়া 'জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি-২০২২ প্রণয়ন : গত ৩০ মার্চ, ২০২২ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তর 'জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি-২০২১' এর খসড়া সংশোধনপূর্বক "জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি-২০২২" প্রেরণ করেছে। খসড়া 'জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি-২০২২' এর উপর মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/অংশীজনের নিকট মতামতের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

বায়োটেকনোলজি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

১. Pro-vitamin A সমৃদ্ধ GR2E BRRI dhan 28 গোল্ডেন রাইসের ৬৮টি ট্রান্সজেনিক কৌলিক সারি বোরো এবং BRRI dhan 49 ও BRRI dhan 62 এর ২৪টি ট্রান্সজেনিক কৌলিক সারি রোপা আমণ ব্রির সংরক্ষিত স্ট্রিন হাউজে Contained test (CT) স্থাপনের বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন পাওয়া গেছে।

২. উচ্চ Fe ও Zn সমৃদ্ধ ব্রি ধান ২৮-ট্রান্সজেনিক রাইস এর IRS1030-031, IRS1030-039 এবং IRS1027-059 ইন্ডেন্টভুক্ত ১১টি কৌলিক সারি বোরো ২০২১ সারি ০৮টি স্টেশনে (গাজীপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, রাজশাহী, রংপুর, সাতক্ষীরা এবং সোনগাজী) নিয়ন্ত্রিত মাঠ পরীক্ষা (Confined field trial) স্থাপনের বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন পাওয়া গেছে।

৩. লেইট ব্লাইট (নাবী ধসা) রোগ প্রতিরোধী ট্রান্সজেনিক 3R-জিন সমৃদ্ধ আলুর DIA-MSU-UB015 এবং DIA-MSU-UB0255 লাইন দুটির Confined field trial এর বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল টেকনিক্যাল কমিটি অন্তর্গত বায়োটেকনোলজি (NTCCB) কোর কমিটির মতামত/সুপারিশ আলোকে (NCB) এর অনুমতি প্রদানের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের এর নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়।

৪. ন্যাশনাল টেকনিক্যাল কমিটি অন্তর্গত বায়োটেকনোলজি এর সভাপতিত্বে ১৬/০৬/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মতে বিটি তুলার JKCH 1947 Bt, JKCH 1050 নামীয় হাইব্রিড দুটি মাঠ পর্যায়ে অবমুক্তির অনুমোদনের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ

দক্ষ, লাভজনক ও বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থার উত্তরণে এবং টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা খসড়া প্রণীত হয়েছে। জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০ এর জন্য কৃষক, উদ্যোক্তা, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, প্রস্তুতকারক প্রতিনিধির সমন্বয়ে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে। 'সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ' প্রকল্পের সহায়তায় প্রস্তুতকৃত কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০ এর আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের অংশ হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপির সদয় উপস্থিতিতে ও সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৭/০৫/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত Promoting Agriculture Mechanization বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মতে, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধাসহ অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে একটি হেল্প ডেস্ক স্থাপন/নির্ধারণ করা হয়েছে।





কৃষি যান্ত্রিকীকরণ স্টেকহোল্ডার সভায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ

১. আম রপ্তানি

আম রপ্তানিবৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে মোট ০৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সদয় উপস্থিতিতে ও সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তমতে আম উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কতৃক জমি প্রস্তুতি থেকে মুকূল আসা তথা উৎপাদনের শুরুর দিন হতে Good Agricultural Practices (GAP) এর নির্দেশনা প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। আম রপ্তানি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও হটেক্স ফাউন্ডেশনের সমন্বয়ে মন্ত্রণালয়ে একটি এক্সপোর্ট সেল গঠন করা হয়েছে। আম চাষি ও রপ্তানিকারকদের উন্নয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ সভার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আম রপ্তানি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে জাপানস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের চাহিদানুযায়ী বাংলাদেশে আম উৎপাদনের Pest Risk Analysis (বালাই ঝুঁকি বিশ্লেষণ) রিপোর্ট ও পেস্টলিস্ট প্রস্তুতপূর্বক জাপান দূতাবাসে প্রেরণ করা হয়েছে। কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিও লক্ষ্যে প্রণীত রোডম্যাপটিতে আম রপ্তানি রোডম্যাপ সংযুক্ত করা হয়েছে।

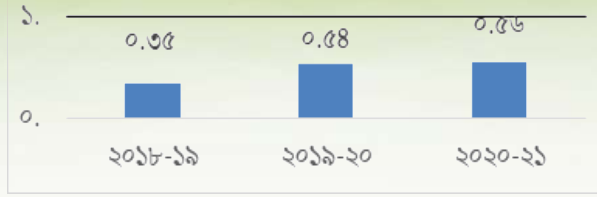


আম রপ্তানি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ১৮/০৭/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায়
কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়

২. আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আলু রপ্তানি

আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সদয় উপস্থিতিতে ও সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা হয়েছে। আলু ফসলকে সরকার De-notified crop ঘোষণা করার ফলে ভালো আলুর জাত প্রাপ্তি সহজলভ্য হওয়ায় আলু প্রক্রিয়াজাতকরণে উপযুক্ত জাতসমূহ সম্প্রসারণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে। আলুর জাত উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ রোগবালাইসহ বিবিধ সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত Starch এর গুণগতমান বিশ্বের অন্যান্য দেশে উৎপাদিত Starch এর তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ/যাচাই এ সমমানের হলে আমদানিকৃত Starch এর শুদ্ধতার পুনর্বিবেচনাপূর্বক এ পণ্য বিকাশে উদ্যোগ নিতে সম্প্রসারণ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছে। আলু রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে মোট ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রেক্ষিতে আলু রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে প্রণীত রোডম্যাপ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

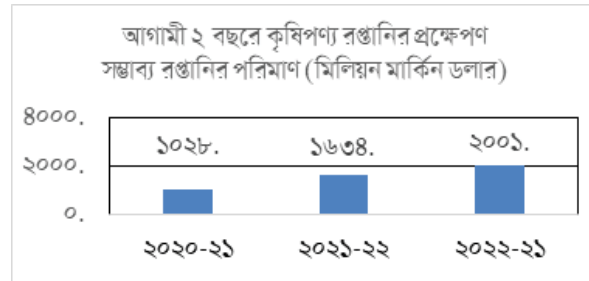
রপ্তানি (লক্ষ মে:টন)



আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ক ০৫/০৯/২০২১ তারিখে
অনুষ্ঠেয় সভায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়

৩. শাকসবজি ও অন্যান্য পণ্য রপ্তানি

শাকসবজিসহ কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সদয় উপস্থিতিতে ও সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে মোট ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মতে, কৃষি পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া রোডম্যাপটি অনুমোদন করা হয়।



কৃষি পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত রোডম্যাপটিতে কৃষিপণ্য রপ্তানির প্রেক্ষাপট, আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্য রপ্তানির সম্ভাবনা যাচাই, আগামী দুই বছরে কৃষিপণ্য রপ্তানির প্রক্ষেপণ, সম্ভাবনা যাচাই, আগামী দুই বছরে কৃষি পণ্য রপ্তানির সতেজ ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রপ্তানির প্রধান সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও এ রোডম্যাপটিতে আম, শাকসবজি, ফলমূল, আলু মসলাপণ্য, সুগন্ধিচাল, পান, অপ্রচলিত পণ্য হিসেবে কাজুবাদাম, পাটজাত পণ্য, পাটকাঠি ও নারকেল হতে উৎপন্ন চারকোল পণ্য রপ্তানির রোডম্যাপ সংযুক্ত করা হয়েছে।



কৃষিগণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত খসড়া রোডম্যাপ চূড়ান্তকরণ
বিষয়ক ১৮/০৫/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

এগ্রিবিজনেস, এগ্রোপ্রসেসিং ও রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ

- এগ্রোপ্রসেসিং ও রপ্তানি প্রমোটিং ত্বরান্বিতকরণে পলিসি-৫ কে হেল্প ডেস্ক হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
- এগ্রিবিজনেস, এগ্রোপ্রসেসিং ত্বরান্বিতকরণে স্টেকহোল্ডার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- নেদারল্যান্ড, জার্মানি, জাপান, থাইল্যান্ড সহ বিভিন্ন দূতাবাসের সাথে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কৃষি সেক্টরে PPP (Public Private Partnership)

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সানুগ্রহ উপস্থিতিতে কৃষি সেক্টরে PPP (Public Private Partnership) এর মাধ্যমে কার্যক্রমের সূচনা হয়েছে। কৃষি উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন; বীজ উৎপাদন ও রপ্তানি করা; মলিকুলার ব্রিডিং; পেস্টিসাইড উৎপাদন ও রপ্তানি; এগ্রো-প্রসেসিং ও এক্সপোর্ট সুবিধা বৃদ্ধি এবং টার্মিনাল মার্কেট প্রতিষ্ঠা; গ্যাস হাউজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন; কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও সার্ভিসিং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা; জয়েন্ট রিসার্চ প্রতিষ্ঠা করা; কুল চেইন প্রতিষ্ঠা করা; পোস্ট হারভেস্ট লস কমাতে স্টোরেজ/সংরক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি; কৃষিযন্ত্র/যন্ত্রাংশ আমদানি বিকল্প প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে আগ্রহী প্রাইভেট উদ্যোক্তাগণকে Unsolicited proposal কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে আনুরোধ করা হয়েছে।





PPP (Public Private Partnership) এর মাধ্যমে কৃষি সেক্টরে কি কি কার্যক্রম/প্রকল্প গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে ১৪/০৬/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষিখাতে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে কার্যক্রম

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ১৬-১৮ মে, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে Report for SDGs Implementation Review (SIR) ২০২২ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত রিপোর্টে জানুয়ারি, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়কালে কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও একই সাথে এসডিজি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ফ্রেমওয়ার্ক অনুসারে সার্বিক অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে অতিরিক্ত সচিব (পিপিএস) SDG অর্জন সম্পর্কিত একটি power point presentation উপস্থাপন করেন।



দ্বিতীয় SIR ২০২২ সম্মেলনে জনাব মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

উল্লেখ্য যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ সূচকসমূহ পরিধারণে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

Agriculture Innovation Mission (AIM) for Climate Initiative

যুক্তরাষ্ট্র ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কৃষি সংশ্লিষ্ট একটি যৌথ উদ্যোগ। এ উদ্যোগে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয়েছে। এ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে Low Carbon Growth গড়ে তোলা এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক দ্রুত, কার্যকর, বিজ্ঞান ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এ উদ্যোগের ফলে টেকসই খাদ্য উৎপাদন, জীবনমান উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও অভিযোজন সহায়তা বৃদ্ধি পাবে এবং বৈশ্বিক গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস পাবে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে Dubai তে আয়োজিত AIM for Climate সংক্রান্ত ১ম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। এর পূর্বে যুক্তরাজ্যের গ্লাসগোতে ৩১ অক্টোবর-১২ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে COP-26 এ কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে অতিরিক্ত সচিব (পিপিএস) কৃষি মন্ত্রণালয় অংশগ্রহণ করেন।



Global Methane Pledge (GMP)

Global Methane Pledge (GMP), যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় কমিশনের একটি যৌথ উদ্যোগ। এ উদ্যোগ/অঙ্গীকার-এ সমর্থন ও অংশগ্রহণের বিষয়ে মতামত/প্রতিবেদন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে কৃষি মন্ত্রণালয় সতর্কতার সাথে উক্ত অঙ্গীকারে অংশগ্রহণের বিষয়ে নিজস্ব অবস্থান স্পষ্ট করেছে। কেননা, বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর অর্থনীতির দেশ। এখানে কৃষি ও প্রাণীসম্পদ সেক্টরসমূহে মিথেন গ্যাস নির্গমন হয়ে থাকে। মিথেন গ্যাস নির্গমন হ্রাসের সাথে সংশ্লিষ্ট সেক্টরসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উক্ত অঙ্গীকারের আওতায় অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ ২০৩০ সালের মধ্যে ২০২০ সালের তুলনায় কমপক্ষে ৩০ শতাংশ বৈশ্বিক মিথেন নির্গমন সম্মিলিতভাবে হ্রাস করার বিষয়ে একসাথে কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা ২০৫০ সালের মধ্যে ০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বৈশ্বিক উষ্ণতা দূর করতে সক্ষম হবে। এ প্রতিশ্রুতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বৈশ্বিক মিথেন নির্গমন হ্রাস উদ্যোগগুলোকে আরও বেগবান ও জোরদার করা এবং দেশসমূহের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত এবং পলিসিগত সহযোগিতা বৃদ্ধিকরা।

Mujib Climate Prosperity Plan Decade 2030 (MCP2030)

Mujib Climate Prosperity Plan Decade 2030 এর বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মতামতসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- Government priority is to address Climate Change impact in agricultural sector including adoption of climate resilient varieties of crop and salinity intrusion in coastal area must be accommodated as an adaptation measure.

Mujib Climate prosperity Plan (MCP2030) হলো সরকারের দশকব্যাপী বাস্তবায়িতব্য ও বিস্তৃত একটি পরিকল্পনা দলিল যার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিকল্পে Financing tools and models এর ব্যবহার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। MCP2030 এর Action and milestone সমূহ Delta Plan ২১০০ এর সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত যে তা ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

NDC Review and Update এ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ইনপুট প্রণয়ন

Nationally Determined Contributions (NDC) Review and Update বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের Updated NDC প্রণয়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যতম মতামত নিম্নরূপ:

Considering the food security of the nation and practical field situation, Ministry of Agriculture thinks that for updating NDC, Bangladesh should give more focus on climate change adaptation rather than mitigation particularly in agriculture Sector.

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, ভূউপরিস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার, প্রতিকূল জলবায়ু সহিষ্ণু ও পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়নে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ২৬-২৭ মে ২০২২ Bangladesh Delta Plan 2100 International Conference: Issues and Challenges of Implementation শীর্ষক সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অতিরিক্ত সচিব (পিপিএস) কৃষি মন্ত্রণালয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান ২১০০ বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা এবং গুরুত্ব তুলে ধরেন।





বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নে Internatioanl Conference : Issues and Challenges of Implementation শীর্ষক সেমিনারে [২৬-২৭ মে, ২০২২] মাননীয় কৃষি মন্ত্রী



BDP 2100 International Conference : Issues and Challenges of Implementation শীর্ষক সেমিনারে [২৬-২৭ মে, ২০২২] জনাব মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তীর্ণের ফলে কৃষি খাতে অভিঘাত মোকাবিলা

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের (LDC Graduation) ফলে কৃষিখাতে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়নে কমিটি গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, WTO এর আওতায় Agreement on Agriculture, SPS-TBT ইত্যাদি চুক্তির মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে কৃষি সেক্টরে প্রাপ্ত সুবিধা (কৃষি বাণিজ্য, IPR প্রভৃতি ক্ষেত্রে) উন্নয়নশীল দেশে উত্তীর্ণ হওয়ায় আর প্রযোজ্য হবে না। এজন্য সম্ভাব্য অভিঘাত নিরূপণ ও তা মোকাবিলায় কৃষি সেক্টরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। LDC Graduation এর ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সংক্রান্ত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে গঠিত উপকমিটিতে কৃষি মন্ত্রণালয় সদস্য হিসেবে কাজ করছে এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির জন্য ধান/গম উৎপাদন খরচ নিরূপণ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (FPMU) জন্য আমন, বোরো ও গম মৌসুমে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ধান/চাল ও গম ক্রয়ের জন্য সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণের নিমিত্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের নীতি-৪ শাখা হতে আমন, বোরো ও গম ফসলের উৎপাদন ব্যয়ের প্রতিবেদন তৈরি করে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।



জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত-০৩টি উন্নয়ন প্রকল্প ১) বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) ফান্ডের অর্থায়নে বিএমডিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বরেন্দ্র অঞ্চলের খরাপ্রবণ এলাকায় দীঘি, জলাশয় পুনঃখননপূর্বক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সম্পূরক সেচ প্রদান’ শীর্ষক প্রকল্প, ২) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘পরমাণু কৌশলের মাধ্যমে হাওর, চরাঞ্চল, লবণাক্ত ও পাহাড়ি এলাকা উপযোগী জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জাত ও লাভজনক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযোজন’ শীর্ষক প্রকল্প, ৩) ‘প্রতিকূলতা সহিষ্ণু দানাশস্য বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ (৫ম পর্যায়)’ শীর্ষক প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প ০৩টি অনুমোদিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রণয়নে ইনপুট প্রদান

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২ এর বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ প্রণয়নে দপ্তর সংস্থা হতে কৃষি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব সংকলন করত তৈরিকৃত প্রতিবেদন অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সমীক্ষায় ২০২০-২০২১ অর্থবছর এবং ফেব্রুয়ারি ২০২২ সাল পর্যন্ত সময়ের খাদ্যশস্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও আমদানি, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার, সেচকৃত জমির পরিমাণ, বছরভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতির পরিমাণ ও লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

অনুবিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০২২-২৩ অর্থবছরের পিপিসি অনুবিভাগের পারফরম্যান্স সংশ্লিষ্ট সূচক নির্ধারণসহ বিভিন্ন শাখার কার্যাবলি মনিটরিং ও রিপোর্টিং শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের খসড়া নীতিমালার উপর মতামত

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত খসড়া নীতিমালার মতামত প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম :

- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পৃক্ত প্রস্তাবিত আমদানি নীতি আদেশ (২০২১-২৪), প্রস্তাবিত রপ্তানি নীতি (২০২১-২৪), Trade Facilitation Agreement (TFA), Regional Trade Agreement (RTA), Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA) এর উপর মতামত প্রেরণ করা হয়েছে।
- WTO এর Trade Monitoring Report সংক্রান্ত বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেলে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ম্যানেজড একুইফার রিচার্জ এর খসড়া জাতীয় কৌশলপত্র এর উপর মতামত প্রদান।
- ‘শেখ হাসিনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২২’ এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান।
- বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ‘জরিপ দিবস’ বা Survey Day ঘোষণাকরণ বিষয়ে মতামত প্রদান।
- পায়রা-কুয়াকাটা Comprehensive Master Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহের উপর মতামত প্রদান।
- কৃষি ক্ষেত্রে পাথর উত্তোলনের ফলে সৃষ্ট বিরূপ প্রভাব ও উত্তোলন বন্ধের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে।
- ‘ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২২’ এর খসড়ার উপর কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রদান।
- ‘ফার্মেসি আইন-২০২১’ এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান।
- প্রস্তাবিত Railways (Amendment) Act 2021’ এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান।
- ‘জাতীয় শিল্পনীতি-২০২০’ -এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান।
- প্রস্তাবিত ‘লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০২২’ এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান।
- ‘জাতীয় লবণনীতি-২০২০’ এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান।



এফএওর মহাপরিচালক কিউ দোংয়ু ভিডিও বার্তার মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, কোভিড মহামারীর বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে খাদ্য দিবস পালিত হচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বিশ্বব্যাপী মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি রেজিলিয়েন্ট, ইনক্লুসিভ ও সাসটেইনেবল কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মেসবাহুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন খাদ্যসচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশনের (গেইন) নির্বাহী পরিচালক ড. লরেন্স হাদ্দাদ। প্রবন্ধে বলা হয় কোভিডের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী অপুষ্টি, দারিদ্র্য ও খাদ্যপণ্যের দাম উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। করোনার কারণে অপুষ্টিতে ২০২২ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ১২ মিলিয়ন খর্বাকৃতি শিশু ও ১৩ মিলিয়ন কৃশকায় শিশু যুক্ত হতে পারে। অথচ করোনার আগে দুটোই ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল।



‘বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২১’ এ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী
(বিগত ১৬ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা)

সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর

- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) ও ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়েশিয়া (টচগ) এর মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে সহযোগিতার নিমিত্ত গত ১১/১০/২০২১ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়।
- Pesticide Risk Reduction in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় FAO, Bangladesh এর সহিত সহযোগী সংস্থা হিসেবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চুক্তি পত্র স্বাক্ষরের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (SRDI) ও ICCO Cooperation (নেদারল্যান্ডভিত্তিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা) এর মধ্যে গত ০৯ আগস্ট ২০২১ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE) ও Solidaridad Network Asia Limited (SNAL) এর মধ্যে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE) ও Asian Pacific Association of Agricultural Research Institutions (APAARI) এর মধ্যে গত ১০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE) ও Syngenta Bangladesh Ltd. এর মধ্যে গত ২০ মার্চ ২০২২ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।



7th D-8 Ministerial meeting on Agriculture and Food Security

বিগত ১৩/১/২০২২ তারিখে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এর সভাপতিত্বে 7th D-8 Ministerial meeting on Agriculture and Food Security (কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা শীর্ষক ডি-এইট এর কৃষিমন্ত্রী পর্যায়ের সপ্তম সভা বাংলাদেশে) কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডি-এইট দেশসমূহের কৃষিমন্ত্রীগণ কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং 'ঢাকা ইনিসিয়েটিভ' অনুমোদন করেন। স্বাগতিক দেশ হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয় এই সভা ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে আয়োজন করেছে। উক্ত সভায় মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এর নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সরাসরি সভায় অংশগ্রহণ করেন। আটটি মুসলিম দেশ তথা বাংলাদেশ, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান ও তুরস্ক থেকে কৃষিমন্ত্রী/তাদের প্রতিনিধিসহ ৫০ জন কর্মকর্তা দুই দিনব্যাপী সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভার প্রথম দিন (১২/১/২০২২) ডি-এইট দেশসমূহের উচ্চপর্যায়ের কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ 'ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন : ডি-এইট সদস্য দেশসমূহে এ সংক্রান্ত সমস্যা ও সম্ভাবনা' (Promoting Climate Smart Agriculture: Key issues in D-8 Member States) শীর্ষক আলোচ্য বিষয়ে ডি-এইট সদস্য দেশসমূহের মধ্যে ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর/সম্প্রসারণ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং 'ঢাকা ইনিসিয়েটিভ' এর খসড়া চূড়ান্ত করেন। কৃষি সচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম দিনের সভায় ড. মোঃ হারুনুর রশীদ, পরিচালক, পিআইইউ-বিএআরসি এনএটিপি-২, 'ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি : বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এর অভিজ্ঞতা, সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রথম দিনের High Level Official Meeting এ আটটি দেশের প্রতিনিধি দলের সদস্যসহ এফএও, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, আইএফএডি, ইরি ও সিমিট এর প্রতিনিধিগণও অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ওআইসিভুক্ত ৮টি উন্নয়নশীল মুসলিম দেশের মধ্যে কৃষিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ডি-এইট প্রতিষ্ঠিত হয়। ডি-এইট এর সচিবালয় তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অবস্থিত। বাংলাদেশ, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান ও তুরস্ক ডি-এইট এর সদস্য রাষ্ট্র।



7th D-8 Ministerial meeting on Agriculture and Food Security

সংক্রান্ত ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে আটটি মুসলিম দেশ বাংলাদেশ, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান ও তুরস্ক থেকে কৃষিমন্ত্রী/তাদের প্রতিনিধিসহ ৫০ জন অংশগ্রহণকারী



বিগত ১৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত 7th D-8 Ministerial meeting on Agriculture and Food Security/ ডি-৮ সম্মেলনে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত Dubai এক্সপোতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

০১ অক্টোবর ২০২১ হতে ৩১ মার্চ ২০২২ সময়ে চলমান World Expo Dubai 2020 তে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতি ও সাফল্যসহ রপ্তানি সম্ভাবনা তুলে ধরার নিমিত্ত কৃষি সম্পর্কিত বিষয়ের উপর নির্মিত ১০টি ভিডিও বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে প্রদর্শনের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এক্সপো কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। এছাড়া মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর নেতৃত্বে কৃষি, খাদ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধিদল দুবাই এক্সপোতে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রতিনিধিদল বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার আয়োজন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে সভা করেন।

Foreign Office Consultation (FOC) সভায় যোগদান

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইন্দোনেশিয়া, চীন, ক্রনাইসহ ইত্যাদি দেশের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Foreign Office Consultation (FOC) সভায় যোগদান করা হয়েছে। উক্ত সভাসমূহে কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা, কৃষির উন্নয়ন, সম্প্রসারণ প্রভৃতি সহযোগিতামূলক আলোচনা হয় এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

ইনপুটস, প্রস্তুতাবনা, মতামত প্রভৃতি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সাউথ সুদান, কেনিয়া, উগান্ডা, রুয়ান্ডা, মিসর, বুরুনাই, ইরাক, মালদ্বীপ, রাশিয়া, জার্মানি, থাইল্যান্ড, উজবেকিস্তান, কঙ্গো, সৌদি-আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, তুরস্ক, জাপান ও কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক ইনপুটস/প্রস্তুতাবনা/মতামত যথারীতি প্রেরণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক কার্যক্রম নেওয়া হচ্ছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সাথে বিভিন্ন দেশের মাননীয় মন্ত্রী/মান্যবর রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনারদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

সাউথ সুদানের কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক মাননীয় উপমন্ত্রী, নেপাল প্রতিনিধিদল, USAID (U.S. Agency for International Development) প্রতিনিধিদল, Asian Development Bank (ADB) প্রতিনিধিদল, কানাডা, নেদারল্যান্ড, রাশিয়া, ডেনমার্ক, ইরাক, মালদ্বীপসহ বিভিন্ন দেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনারদের সাথে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাৎকালে উভয় দেশের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষীয় সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ কৃষিতে অভাবনীয় সম্ভাবনা ও সাফল্য নিয়ে আলোচনা করা হয়।

Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP)

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) এর সহায়তায় এবং Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP)-এর অর্থায়নে (মোট ২৩ মিলিয়ন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য ২০ (বিশ) মিলিয়ন এবং FAO এর জন্য ০৩ (তিন) মিলিয়ন) 'Diversified and Resilient Agriculture for Improved Food and Nutrition Security (DRAIFNS)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের জন্য একটি প্রকল্প দলিল প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে।

বিশ্ব ব্যাংকের PARTNER Program

বিশ্ব ব্যাংকের ইফাদসহ দাতাসংস্থার আনুমানিক ৫৪৩.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Employment and Residence/ PARTNER শিরোনামে প্রকল্পের পুনর্গঠিত PDPP পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিএই, বিআরআরআই, বিএআরআই, বিএডিসি, বিএআরসি, ডিএমএম এবং বিএমডিএ সম্মিলিতভাবে এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করবে। ডিএই লিড এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে। প্রকল্পের PDPP এর বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন নীতিগত সম্মতি প্রদান করেছে। প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১০/০২/২০২২ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।



আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন Accredited Laboratory স্থাপনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকার অদূরে পূর্বাচলে বরাদ্দকৃত ২৩ (তেইশ) একর জমিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে EU সহ পশ্চিমা বিশ্বের চাহিদা মোতাবেক কৃষিপণ্য (বিশেষত শাকসবজি ও ফলমূল) রপ্তানি ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন Accredited Laboratory স্থাপনের নিমিত্ত FAO এর কারিগরি সহায়তা মোবিলাইজ করত ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এবং ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Local Consultative Group-Agriculture, Food Security and Rural Development (LCG-AFSRD) ওয়ার্কিং গ্রুপের ১৪তম ত্রৈমাসিক সভা :

Local Consultative Group মূলত বাংলাদেশ সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের একটি প্লাটফর্ম যেখানে বাংলাদেশের সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় উন্নয়ন সহযোগীদের কার্যক্রমের সমন্বয় করা হয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সম্মানিত সচিব মহোদয় এবং বাংলাদেশ জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী LCG মূল কমিটির যৌথ সভাপতিত্ব করেন। LCG-AFSRD (কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়ন) সাব-গ্রুপের কমিটির সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় এবং FAO রিপ্রেজেন্টেটিভের যৌথ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থা, সরকারি বিভাগ, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণে বছরে সাধারণত ০৩ বার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের পলিসি ডকুমেন্টগুলোতে উন্নয়ন সহযোগী পার্টনারসমূহ কি কি সহায়তা করবে বা করছে যাতে ওভারল্যাপিং না হয় এবং যদি এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে কোনো গ্যাপ থাকে তা এনালাইসিস করা হয় এবং উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। এবারের 14th LCG-AFSRD সাব-গ্রুপ সভায় পরবর্তীতে সকল উন্নয়ন সহযোগীদের স্ট্র্যাটেজিক/কৌশলগত পরিকল্পনা ধাপে ধাপে সভায় উপস্থাপন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়াও FAO এর উদ্যোগে খাদ্য মন্ত্রণালয়, বিএআরসি ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে প্রাকৃতিক/মানব সৃষ্ট দুর্যোগ এর ঝুঁকি হ্রাসে Technical assistance এর Position Paper তৈরির সিদ্ধান্ত হয়।



14th LCG-AFSRD ওয়ার্কিং গ্রুপ সভায় সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিনিধিগণ (৮ জুন, ২০২২ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা)



14th LCG-AFSRD ওয়ার্কিং সভায় সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় মহোদয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেন, এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে সবুজায়ন বৃদ্ধি এবং জলবায়ু সহনশীল ও ডিজিটাইজড কৃষি নিশ্চিত করাই বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চলমান জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) ৩৬তম এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলনের লক্ষ্য। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে কৃষিখাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তরে উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও ডিজিটাইজেশন এবং দেশভিত্তিক অগ্রাধিকার নিয়ে সদস্যসমূহের মন্ত্রীগণ সম্মেলনে আলোচনা করেন।



৩৬তম Regional Conference for Asia and the Pacific (APRC)
শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন, Ministerial Session এ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী
[১০-১১ মার্চ, ২০২২ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা]



৩৬তম Regional Conference for Asia and the Pacific (APRC)
শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন, Senior Officers Session এ সচিব মহোদয়
[৮-৯ মার্চ, ২০২২ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা]

জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব ও কোভিড মোকাবিলা করে টেকসই কৃষিখাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গবেষণার মাধ্যমে ফসলের নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা সম্প্রসারণে একসাথে কাজ করবে। টেকসই কৃষিখাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে ফসলের নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা সম্প্রসারণকরণসহ সম্মেলনে ৪৬টি দেশ এ বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ও সফলতার আলোকে মতবিনিময় করছে এবং প্রযুক্তি বিনিময় করে। সম্মেলনে এপিআরসির সদস্য ৪৬টি দেশ ডিজিটাল হাব স্থাপন, গবেষণার জন্য বিশেষ ফান্ড গঠন, সবুজায়ন বৃদ্ধি, জলবায়ু সহনশীল কৃষি, টেকসই কৃষি খাদ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং মানুষ, প্রাণী ও পরিবেশের স্বাস্থ্যকে সমান গুরুত্ব ও আন্তর্নির্ভরশীল হিসেবে বিবেচনা করে ওয়ান হেলথ অ্যাপ্রোচকে অগ্রাধিকার দিয়ে চূড়ান্ত রিপোর্ট গ্রহণ করেছে। কৃষিতে গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য একটি ‘বিশেষ ফান্ড’ গঠনের জন্য বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

‘7th International Horticultural Exhibition Expo 2022’, Almere, the Netherlands-এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

১৪ এপ্রিল-০৯ অক্টোবর ২০২২ সময়কালে নেদারল্যান্ডসের Almere তে চলমান 7th International Horticultural Exhibition Expo 2022 এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে নেদারল্যান্ডসে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত সরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ধাপে ধাপে অংশগ্রহণসহ যাবতীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। লিড এজেন্সি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং নেদারল্যান্ডসে বাংলাদেশ দূতাবাসের সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় গত ০৩ জুলাই ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশ ডে’ তে অংশগ্রহণের নিমিত্ত মাননীয় কৃষিমন্ত্রীসহ মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ীবৃন্দ নেদারল্যান্ডস সফর করেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী নেদারল্যান্ডস সফরকালে নেদারল্যান্ডসের Wageningen University এর বিভিন্ন কৃষি বিজ্ঞানীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং নেদারল্যান্ডসসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বাংলাদেশের উৎপাদিত আমসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বাজার সৃষ্টির বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এছাড়া লিড এজেন্সি কর্তৃক বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে আগত দর্শনার্থীদের নিকট বিক্রয়ের নিমিত্ত প্যাভিলিয়নে বিভিন্ন পাটপণ্য বিক্রয় কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।



গত ০৩ জুলাই ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশ ডে’ তে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন অনুষ্ঠান



7th International Horticultural Exhibition Expo 2022’-এ ‘বাংলাদেশ ডে’ তে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীসহ মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ীবৃন্দ

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী নেদারল্যান্ডস সফরকালে নেদারল্যান্ডসের Wageningen University-এর বিভিন্ন কৃষি বিজ্ঞানীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং নেদারল্যান্ডসসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বাংলাদেশের উৎপাদিত আমসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বাজার সৃষ্টির বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এছাড়া লিড এজেন্সি কর্তৃক বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে আগত দর্শনার্থীদের নিকট বিক্রয়ের নিমিত্ত প্যাভিলিয়নে বিভিন্ন পাটপণ্য বিক্রয় কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।



২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত

মন্ত্রণালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ফলাফল অর্জনে কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি করা হয়ে থাকে। ১৮ জুলাই ২০২১ খ্রি. তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া ২৮ জুন ২০২১ খ্রি. তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে অধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্বাক্ষরিত চুক্তিতে ৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে ৪৫টি কর্মসম্পাদন সূচক রয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থবছরের (জুলাই/২১-জুন/২২) অর্জন মূল্যায়ন করে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এপিএ প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করছে। দপ্তর/সংস্থা, এপিএ টিম ও বিশেষজ্ঞ পুল এ কার্যক্রমে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ৩য় স্থান অর্জন করার স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সম্মানপত্র প্রদান করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত

মন্ত্রণালয়ের এবং দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কৃষ্ণলা বজায় রাখার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ফলাফল অর্জনে কর্মকাণ্ড পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা ও ফরম্যাট অনুসারে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার উপকমিটি এবং দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত নৈতিকতা কমিটি জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। একইভাবে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার ৩টি কার্যক্রমের বিপরীতে ১৭টি সাব-কার্যক্রম সূচক রয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় নির্ধারিত সাব-কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থবছরের (জুলাই/২১-জুন/২২) অর্জন মূল্যায়ন করে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করছে। দপ্তর/সংস্থা, শুদ্ধাচার উপকমিটি ও নৈতিকতা কমিটি এ কার্যক্রমে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করছেন।

বীজ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বীজ আইন ২০১৮ এর ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে;
- জাতীয় বীজ নীতি, ২০২২ প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন;
- ন্যাশনাল সিড ভিশন, ২০৩০ প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন;
- উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২২ প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন;
- ইক্ষুর জাত উন্নয়ন মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতি-২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ইক্ষুর বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির গাইডলাইন ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- বীজ সংক্রান্ত বিভিন্ন ফি পুননির্ধারণ ও গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে;
- সিড রেগুলেটরি রিফর্ম কমিটি, ২০২২ গঠন ও গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে;
- সারাদেশে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত ৫,০২৩ জন ব্যক্তি ব প্রতিষ্ঠানকে বীজ ডিলার হিসাবে নিবন্ধন/নবায়নের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়েছে;
- বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য উচ্চফলনশীল ইনব্রিড ধানের ৪টি জাত (ব্রি ধান১০১, ব্রি ধান১০২, বিনা ধান২৫ ও ব্র্যাক ধান২) ছাড়করণ করা হয়েছে;
- বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য হাইব্রিড ধানের ৫টি জাত (ব্যাগরো হাইব্রিড ধান২, লাল তীর হাইব্রিড ধান৩, ন্যাশনাল এগ্রিকেলার হাইব্রিড ধান৫, সুপ্রিম হাইব্রিড ধান১২ ও পেট্রোকেম হাইব্রিড ধান৫) নিবন্ধন করা হয়েছে;
- আমন মৌসুম চাষাবাদের জন্য হাইব্রিড ধানের ১টি জাত (তিনপাতা হাইব্রিড ধান৪) নিবন্ধন করা হয়েছে;



- হাইব্রিড ভুটুর ৫৯টি জাত নিবন্ধন করা হয়েছে;
- আলুর ৩৫টি জাত; পেঁয়াজের ৪টি জাতসহ সবজি ফসলের মোট ১৬৮টি জাত নিবন্ধন করা হয়েছে;
- ডাল ফসলের ৪টি জাত নিবন্ধন করা হয়েছে;
- তেল ফসলের ১১টি জাত;
- ফলমূলের ২৫টি জাত নিবন্ধন করা হয়েছে;
- মিষ্টি আলুর ৪টি জাত নিবন্ধন করা হয়েছে;
- অন্যান্য ফসলের ১৪টি জাত নিবন্ধন করা হয়েছে;
- ১০,৬১৩ মে.টন হাইব্রিড ধান বীজ; ১০,৪৫৭ মে.টন ভুট্টা বীজ; ১২,২০৭ মে.টন বীজ আলু; ৩২ মে.টন পেঁয়াজ বীজ; ২,৪৬৫ মে.টন ধনিয়া বীজ; ১৯০ মে.টন সূর্যমুখী বীজ ও অন্যান্য প্রায় ৭,১৭২ মে.টন বীজ আমদানি অনুমোদন দেয়া হয়েছে;
- ৪৫০ মে.টন হাইব্রিড ধান বীজ রপ্তানি অনুমোদন দেয়া হয়েছে;

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরে তথ্য প্রদানের জন্য ৩টি আবেদন পাওয়া গেছে এবং এর মধ্যে ২টি আবেদনের তথ্য প্রদানের মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি আবেদনের তথ্যমূল্য চেয়ে আবেদনকারীকে পত্র প্রেরণ করা হলেও মূল্য পরিশোধ না করায় সংগৃহীত তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। এছাড়াও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে ৩টি প্রচার কার্যক্রম ও ৩টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০২১-২২ অর্থবছরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মোট ১৪৫টি অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রচলিত পদ্ধতিতে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। মোট ৩৭টি অভিযোগ অন্য দপ্তরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার বিষয়ে সময়ে সময়ে মন্ত্রিপরিষদ এবং সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা সঠিকভাবে পালন করা হয়েছে।

ইনোভেশন উদ্যোগ

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর আওতায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে ৪টি অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।



ময়মনসিংহ জেলার ঢোলাদিয়া উপজলোয় বিএডিসি ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের খাল পুনঃখনন কাজ পরিদর্শন করেন জনাব বলাই কৃষ্ণ হাজরা, অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ অনুবিভাগ)



কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য

www.dae.gov.bd

ক) ভূমিকা

বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণ এর ব্যাপ্তি অর্ধশতাব্দীর মত হলেও এর পেছনে শতাধিক বর্ষের ঘটনাবল্ল ইতিবৃত্ত রয়েছে। ১৮৬২-৬৫ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য দুর্ভিক্ষ কমিশন প্রথম কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে যার ফলশ্রুতিতে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অংশ হিসেবে কৃষি বিভাগের জন্ম হয়। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সময়ে ঢাকায় মনিপুর (বর্তমান জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায়) কৃষি খামারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়; যা ১০০০ একর জমি নিয়ে বিস্তৃত। খামারটি কৃষি বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯০৯ সালে উক্ত খামারে কৃষি গবেষণার জন্য একটা ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। ১৯১৪ সালে তৎকালীন প্রতিটি জেলায় একজন করে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়। এদের মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানে ড্রানসম্পন্ন কোন কর্মকর্তা ছিলেন না। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালে সর্ব প্রথম বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করা গ্রাজুয়েটগণ কৃষি বিভাগে যোগদান করেন এবং তখন থেকেই বাস্তবিকপক্ষে কৃষি সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়।

১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (ভিএআইডি) প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সম্প্রসারণ শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে উদ্ভিদ সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১৯৬১ সালে বিএডিসি, ১৯৬২ সালে এআইএস, ১৯৭০ সালে ডিএইএম এবং ডিএআরই সৃষ্টি হলেও কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে তেমন কোন পরিকল্পিত সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড, হার্টিকালচার বোর্ড এবং ১৯৭৫ সালে কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন), কৃষি পরিদপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নামে ফসলভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু একই কৃষকের জন্য বিভিন্নমুখী/ রকম সম্প্রসারণ বার্তা ও কর্মকাণ্ড মাঠ পর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা যথা ডিএ (ইএন্ডএম), ডিএ (জেপি), উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর, হার্টিকালচার বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড এবং সার্ডি একত্রিভূত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। কৃষি বিভাগ ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রবর্তিত 'প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন (টিএন্ডভি)' পদ্ধতির মাধ্যমে এবং ১৯৯০ সালের পর হতে অদ্যাবধি দলীয় সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের কৃষি ও কৃষককে অত্যন্ত সফলতা ও সুনামের সাথে সেবা প্রদান করছে। অত্র অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামার বাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা -১২১৫।

রূপকল্প (Vision)

টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি।

অভিলক্ষ্য (Mission)

শস্য বহুমুখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, বিপণন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং লাভজনক কৃষির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
২. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি
৩. কৃষি ভূসম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ
৪. কৃষি পণ্যের সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন
৫. কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কার্য পদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
২. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
৪. দক্ষতার ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা



কার্যাবলি

- কৃষকের মাঝে উন্নত ও প্রচলিত লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- কৃষি উপকরণের (সার, বীজ ও বালাইনাশক) সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ এবং কীটনাশক, রাসায়নিক সার ইত্যাদির মান নিয়ন্ত্রণ ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সারের (কম্পোস্ট, ভার্মি কম্পোস্ট, সবুজসার) উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন এবং ভূউপরিষ্ক পানির (Surface Water) ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ;
- কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
- কৃষি তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন, উত্তম কৃষি কার্যক্রম প্রবর্তন ও নিরাপদ উৎপাদনক্ষম কৃষির জন্য IPM/ICM দল গঠন;
- কৃষি উন্নয়নে নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি;
- উদ্যান ফসল সম্প্রসারণে ফল ও সবজির চারা/কলম উৎপাদন ও বিতরণ, উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং কৃষিপণ্য আমদানি ও রপ্তানীকরণে মাননিয়ন্ত্রণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কৃষকদের প্রয়োজনীয় কৃষি প্রযুক্তি ও ঘাতসহিষ্ণু জাত সম্প্রসারণ, কৃষিক্ষেত্রে প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা দান, দুর্যোগ মোকাবিলা ও কৃষি পুনর্বাসন;
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণ ও উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে যন্ত্রপাতি বিতরণ।

খ) জনবল

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে রয়েছেন মহাপরিচালক। দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ৮টি উইং রয়েছে। সরেজমিন উইংয়ের আওতায় সারাদেশে ১৪টি অঞ্চল, ৬৪টি জেলা, ৪৯২টি উপজেলা, ১৫টি মেট্রোপলিটন অফিস ও ১৪০৩২টি ব্লক পর্যায়ে অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত রয়েছে। প্রশিক্ষণ উইংয়ের আওতায় ১৮টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), হার্টিকালচার উইংয়ের আওতায় ৭৬টি হার্টিকালচার সেন্টার ও একটি মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট রয়েছে। উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংয়ের আওতায় ৩০টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পূর্ণগঠিত সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট পদ সংখ্যা ২৬,৪৩৫। ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে ৪৮৫ জন কর্মকর্তা ও ২১৮ জন কর্মচারী পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৬৫০ জন কর্মকর্তা ১৭৯ জন কর্মচারী (আউটসোর্সিং) নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। নিম্নের ছকে গ্রেড অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের জনবলের বিবরণ প্রদান করা হলো-

জনবল সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড ১	১	০	১	
২	গ্রেড ২	৮	৮	০	
৩	গ্রেড ৩	৪৭	৪১	৬	
৪	গ্রেড ৪	-	-	-	
৫	গ্রেড ৫	৩৩৭	৩২৭	১০	
৬	গ্রেড ৬	১২৭২	৭২১	৫৫১	
৭	গ্রেড ৭	-	-	-	
৮	গ্রেড ৮	-	-	-	
৯	গ্রেড ৯	১৫৪২	৯৫৭	৫৮৫	
১০	গ্রেড ১০	১৫৪৭৭	১১৭৭৪	৩৭০৩	
১১	গ্রেড ১১	৬	৫	১	
১২	গ্রেড ১২	৬	৬	০	
১৩	গ্রেড ১৩	৩৫০	৭১	২৭৯	
১৪	গ্রেড ১৪	৮৬২	৫৯৭	২৬৫	
১৫	গ্রেড ১৫	১	১	০	

১৬	গ্রেড ১৬	১৯৩৯	১০৮৯	৮৫০	
১৭	গ্রেড ১৭	১৯	১৮	১	
১৮	গ্রেড ১৮	৫০২	২৫৭	২৪৫	
১৯	গ্রেড ১৯	১৭	১৬	১	
২০	গ্রেড ২০	৩৭২১	২৮৭৮	৮৪৩	
আউট সোর্সিং		৩২৮	০	৩২৮	
মোট =		২৬,৪৩৫	১৭,৭৬৬	৭,৬৬৯	

গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৪ বছরমেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে ১৮ টি সরকারি এটিআই ২০২১-২২ অর্থবছরে ২য় পর্বে ২৭৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। ৪র্থ পর্বে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২২৯৯ জন, ৬ষ্ঠ পর্বে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৩৪৬ জন, ৮ম পর্বে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৮৫০ জন মোট ৯২৬৯ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত। নিম্নের ছকে প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়নের তথ্য প্রদান করা হল:

প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৪১০১	-	৩৯০	-	৪৪৯১	
২	গ্রেড ১০	১৯০৭০	-	৪১০	-	১৯৪৮০	
৩	গ্রেড ১১-২০	৬৬৩	-	১২৭০	-	১৯৩৩	
মোট		২৩৮৩৪	-	২০৭০	-	২৫৯০৪	

ছক-২ (খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চ শিক্ষা)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				
		পিএইচডি	এমএস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
মোট		-	-	-	-	

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
মোট		-	-	-	-	

ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত আধুনিক কলাকৌশল কৃষকের নিকট সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য শস্য উৎপাদন। নিম্নে ২৮টি ফসলের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন প্রদত্ত হলো।



ক্রমিক নং	ফসলের নাম	২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ মেট্রিক টন)	২০২১-২২ অর্থবছরের উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)	মন্তব্য
১	ক) আউশ	৩৪.৮৩৬	৩০.০০৮	ডিএই ও বিবিএস সমন্বয়কৃত
	খ) আমন	১৫০.৪৬৫	১৪৯.৫৮৪	ডিএই ও বিবিএস সমন্বয়কৃত
	গ) বোরো	২০৯.৫১৩	২০৯.৭৬৮	বিবিএস এর সাথে সমন্বয় চূড়ান্ত হয়নি
	মোট চাল	৩৯৪.৮১৪	৩৮৯.৩৬	বিবিএস এর সাথে সমন্বয় চূড়ান্ত হয়নি
২	গম	১২.২৬৪	১১.৬৭৩	বিবিএস এর সাথে সমন্বয় চূড়ান্ত হয়নি।
৩	ভুট্টা	৫৮.৭৫০	৫৬.২৯৭	ডিএই কর্তৃক প্রাক্কলিত
৪	আলু	১০৬.৫১৬	১১০.৫৮৩	বিবিএস এর সাথে সমন্বয় চূড়ান্ত হয়নি।
৫	মিষ্টিআলু	৭.০৫৪	৬.২৬৬	ডিএই কর্তৃক প্রাক্কলিত
৬	পাট	৮৬.১০৬	৮৪.৩২৪	ডিএই ও বিবিএস সমন্বয়কৃত
৭	সবজি	২০০.১৯০	২১৬.৭০৩	ডিএই কর্তৃক প্রাক্কলিত
তৈল জাতীয় ফসল				
৮	সরিষা	৮.২১৭	৮.২৪৩	ডিএই কর্তৃক প্রাক্কলিত
৯	চীনাবাদাম	১.৭২৪	১.৭০২	"
১০	তিসি	০.০২০	০.০১২	"
১১	তিল	০.৮৮১	০.৭৬৩	"
১২	সয়াবিন	১.৩৯০	১.৪৩৯	"
১৩	সূর্যমুখি	০.২৬১	০.১৫৯	"
মোট তৈল		১২.৪৯২	১২.৩১৮	
ডালজাতীয় ফসল				
১৪	মসুর	২.৬০০	২.০৭৬	"
১৫	ছোলা	০.০৫৯	০.০৪৯	"
১৬	মুগ	৩.৩৬৭	২.৮৩৪	"
১৭	মাসকলাই	০.৪৩২	০.৭০৬	"
১৮	খেসারি	৩.০১৫	২.৬৩৩	৯৩৭ হেক্টর গোখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
১৯	মটর	০.১৫৮	০.১২৪৭৯	ডি এই কর্তৃক প্রাক্কলিত
২০	অড়হর	০.০০৬	০.০০৩৪৯	"
২১	ফেলন	০.৫২০	০.৩৫৭০৬	"
মোট ডাল		১০.২০৯	৮.৩৮৩	
মসলাজাতীয় ফসল				
২২	পিঁয়াজ	৩৫.০৪২	৩৬.৪০৯	"
২৩	রসুন	৮.১৯০	৭.৭০২	"
২৪	ধনিয়া	০.৬৩৩	০.৬৪২	"
২৫	মরিচ	৩.২৩৭	২.৯৮৪	"
২৬	আদা	২.০৭১	-	"

২৭	হলুদ	১.৭৯১	-	"
২৮	কালিজিরা	০.১২৯	০.১২৬	"
মোট মসলা		৫১.০৯৩	৪৭.৬৮৩	

- পাটের উৎপাদন লক্ষ বেলে

২০২১-২২ অর্থবছরে গৃহীত প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

- রোপা আমান/ ২০২১-২০২২ মৌসুমের বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আগাম প্রস্তুতি হিসেবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে নাবী জাতের রোপা আমান ধানের বীজ সরবরাহের জন্য বিনামূল্যে বীজ সহায়তা প্রদান নিমিত্ত বাংলাদেশের ২৯টি জেলায় ৩৪০০০ জন কৃষকের মাঝে সর্বমোট ১২৫.৬০০০০ লক্ষ টাকার আপদকালীন কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২০২১-২০২২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের ১৮টি জেলায় ১৮০০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সর্বমোট ১৫৭৮.৬০০০০ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২০২১-২০২২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের ১৮টি জেলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সর্বমোট ২৬৭.৫০০০০ লক্ষ টাকার কর্মসূচি।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে খরিপ/২০২১-২০২২ মৌসুমে উচ্চফলনশীল পাট বীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বাংলাদেশের ৫৩টি জেলায় ১০০০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সর্বমোট ৩৮৫.৫০০০০ লক্ষ টাকার নাবী পাট বীজ উৎপাদন বাস্তবায়ন কর্মসূচি।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে খরিপ/২০২১-২০২২ মৌসুমে উচ্চফলনশীল পাট বীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বাংলাদেশের ৫৩টি জেলায় নাবী পাট বীজ উৎপাদন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সর্বমোট ২৯০.২৮০০০ লক্ষ টাকার কর্মসূচি।
- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৩৫টি জেলায় ৫০০০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সর্বমোট ৩৪৫.৫০০০০ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ সহায়তা প্রদানের জন্য কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।
- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে রবি/২০২১-২২ মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, শীতকালীন পেঁয়াজ, মুগ, মসুর ও খেসারি ফসলের আবাদ ও উপাদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ১৩০০০০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সর্বমোট ১৩১৪৪.৩০০০০ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীজ, সার সরবরাহ ও নগদ অনুদান সহায়তা প্রদানের জন্য কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।
- ২০২১-২২ রবি মৌসুমে বোরো ধানের সমলয়ে চাষাবাদ (Synchronize Cultivation) ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের নিমিত্ত বাংলাদেশের ৬১টি জেলায় ১৫০০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সর্বমোট ১৩৬৪.৫০০০০ লক্ষ টাকার কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে রবি মৌসুমে বোরো ধানের হাইব্রিড জাতের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ১৫০০০০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সর্বমোট ৬৯৩০.৫০০০০ লক্ষ টাকার কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে রবি মৌসুমে বোরো ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ৬০০০০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সর্বমোট ৩৪৫০.০০০০০ লক্ষ টাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সহায়তা প্রদান কর্মসূচি।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে রবি/২০২১-২২ মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, শীতকালীন পেঁয়াজ, মুগ, মসুর ও খেসারি ফসলের আবাদ ও উপাদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ কর্মসূচিতে আনুষঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয় বাবদ খাতে ১৭৭.৪০০০০ লক্ষ কর্মসূচি।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে খরিফ-১/ ২০২২-২৩ মৌসুমে উফশী আউশ ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ৫৬৫৬৫০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সর্বমোট ৪৩৯৫.৬৮১০০ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ কৃষি প্রণোদনা (বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ) কর্মসূচি।



আপৎকালীন পরিস্থিতিতে টেকসই ও লাভজনক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

- হাওরভুক্ত জেলাসমূহে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বোরো মৌসুমে বোরো আবাদের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৫২ হাজার ১ শত ৩৮ হেক্টর। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও শতভাগ ধান কর্তন করে কৃষকের ঘরে আনা হয়েছে।
- আউশ ধানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- কৃষিতে করোনা ভাইরাসের প্রভাব এড়াতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহে খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- করোনা সময়কালে ও এর পরবর্তী সময়ে যাতে দেশের মানুষের খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রদানকৃত ২১ দফা নির্দেশনা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে কাজ চলমান আছে।
- প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা ও বিভিন্ন সময়ের প্রদানকৃত নির্দেশনা মোতাবেক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার নিমিত্ত যাতে কোন জমি পতিত না থাকে এবং আবাদযোগ্য জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় সে জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট মাঠ নির্দেশনা রয়েছে।
- কৃষকের উৎপাদিত ধান বিক্রয়ের সুবিধার জন্য প্রতি ইউনিয়নে ২৬৭৩ টি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

সার জাতীয় পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদারকরণ

- ২০২১-২২ অর্থবছরে ‘সার আমদানি ও বাজারজাতকরণ’ নিবন্ধন সনদ -৩৯৯টি, ‘সার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ’ নিবন্ধন সনদ -১০টি (জৈবসার-৭টি), ‘সার পরিবেশক’ নিবন্ধন সনদ -৩৪৩টি প্রদান করা হয়েছে।
- ইউরিয়া সারের ব্যবহার হ্রাস, জৈবসারের ব্যবহার বৃদ্ধি ও সুষম সার ব্যবহারের মাধ্যমে জমির স্বাস্থ্য রক্ষা ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উদ্যান ফসলের সম্প্রসারণ

- ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৬টি হার্টিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে ১৯৩১৯৫৮টি ফলের চারা, ১১০৮৮৭৭টি ফলের কলম, ৪১৪৮৮৭ টি মসলার চারা, ৩৩২৪২০১টি গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজির চারা, ৯৫১৯৭টি ওষধি চারা, ১৮৮৬৮টি নারিকেল চারা উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। মাশরুম উন্নয়ন ইনসিটিউট কর্তৃক মাশরুম স্পন উৎপাদিত হয়েছে ১৯৯ কেজি। যা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে ফল-সবজির চারা/কলমসহ বিভিন্ন বীজ ও অন্যান্য চারা/কলম ও দ্রব্যাদির বিক্রয় বাবদ হার্টিকালচার সেন্টার সমূহের মাধ্যমে মোট রাজস্ব আয় অর্জিত হয়েছে ৬,০১,৮৩,৩৪৭ টাকা, যা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন কার্যক্রম

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ব্রি হাইব্রিড-২: ৮৯০হে., ব্রি হাইব্রিড-৪: ৬০৫ হে., ব্রি হাইব্রিড-৬: ১৪১ হে., ব্রি হাইব্রিড-৫০১১০৫ হে., ব্রি ধান-৫১: ২৪০১২০ হে., ব্রি ধান-৫২: ৩১৫১১০ হে., ব্রি ধান-৬২: ১৮১১০ হে., ব্রি ধান-৬৪: ১১৩ হে., ব্রি ধান-৭০: ১১০৬ হে., ব্রি ধান-৯২: ২৩০১১৩ হে., ব্রি ধান-৯৪: ৫২০ হে., ব্রি ধান-৮১: ১০৫ হে., ব্রি ধান-৮৯: ১০৬ হে., জমিতে আবাদ হয়েছে।
- উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় ব্রিধান-৪৭, ব্রিধান-৫৩, ব্রিধান-৫৪, ব্রিধান-৬১, বিনা ধান-৮ ও বিনা ধান-১০ সম্প্রসারণ, বন্যাপ্রবণ এলাকায় ব্রিধান-৫১, ব্রিধান-৫২ এবং খরা এলাকায় বিনা ধান-৭ ও ব্রিধান-৩৩, ব্রিধান-৩৯, ব্রিধান-৫৬, ব্রিধান-৫৭, কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয়করণ ও সফলভাবে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
- গমের তাপসহিষ্ণু জাত বারি গম-২৬, বারি গম-২৭, বারি গম-২৮, বারি গম-৩০ এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত বারি গম-২৫ সম্প্রসারণের ফলে গমের একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।



- দুর্যোগ, ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বা খাপখাওয়ানোর নিমিত্ত আধুনিক লাগসই কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি ও মসলা চাষ সম্প্রসারণ করে সবজি ও মসলা উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে যা world heri:age হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ঢাকা ও অন্যান্য শহরে ছাদ বাগান স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

উন্নয়ন সহায়তা বা ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় জুলাই/২০২০ থেকে জুন/২০২৫ মেয়াদে ৩০২০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পের আওতায় ৫ বছরে ১২ ক্যাটাগরির ৫১৩০০টি যন্ত্র ভর্তুকিমূল্যে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হবে। ভর্তুকির পরিমাণ হাওর ও উপকূলীয় এলাকার জন্য যন্ত্র মূল্যের ৭০% এবং দেশের অন্যান্য এলাকার জন্য ৫০%। এই প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত কম্বাইন্ড হারভেস্টার (ধান ও গম)- ৪৩৮৯টি, রিপার-৬০২টি, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার- ৪৪টি, সিডার-৩২টি পাওয়ার থ্রেসার- ৫১৪টি, ড্রায়ার-০৯টি, পাওয়ার স্প্রেয়ার- ৮৪৩টি, মাইক শেলার- ১৬১টি, পটেটো ডিগার-১৬টি মোট ৬৬১০টি কৃষিযন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানি

- মানসম্পন্ন কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৪০০টি উদ্যান ফসল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এর নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে বালাইনাশক রেজিট্রেশন ফি, আমদানি লাইসেন্স, ফরমুলেশন লাইসেন্স, হোলসেল লাইসেন্স, রিপ্যাকিং লাইসেন্স, বাজারজাতকরণ লাইসেন্স, পেস্ট কন্ট্রোল লাইসেন্স ফি, কীটনাশক পরীক্ষা ফি, রেজিট্রেশন এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ মোট ৬.৯৪,৯৬,৩২০/- রাজস্ব আয় হয়েছে। যা সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানির জন্য আমদানি অনুমতিপত্র (Import permit) প্রদান ও রপ্তানির জন্য উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সনদ পত্র (Phytosanitary Certificate) প্রদান বাবদ মোট আমদানি ও রপ্তানি আয় হয়েছে ১০৫,৩৬,৫৮,৫২৫/-টাকা, যা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।
- সংগনিরোধ উইং এর সকল কার্যক্রম অটোমেশন সিস্টেমের আওতায় In:ernational Finance Corpora:io (IFC) এর তত্ত্বাবধানে Syness It (Information technology) এর সহযোগিতায় অটোমেশন কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে এবং Managed Service Model এর কার্যক্রম চলছে। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরসমূহে Release order প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে।
- কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য ফল ও শাকসবজি উৎপাদনের জোরদার মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে।
- এখন পর্যন্ত ফসলের ওপর ১৬টি, বালাই ঝুঁকি বিশ্লেষণ এর ওপর ৩টি সহ মোট ১৯টি (PRA) কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪ বছর মেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে ১৮টি (সরকারি) এটিআই-এ ৯২৬৯ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছিল।
- কৃষি বহুমুখীকরণ ও নিবিড়করণ, চাষি পর্যায়ে মানসম্মত বীজ প্রাপ্তি, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা, বছরব্যাপি ফল উৎপাদনে পুষ্টি উন্নয়ন, নগর কৃষি উন্নয়ন,পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন, অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বা খাপখাওয়ানোর নিমিত্ত ৩২টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাণিজ্যিক কৃষি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মধুসহ বিভিন্ন ফলের জ্যাম, জেলি, আচার, জুস ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে কৃষক, কৃষক সংগঠন ও বেসরকারি উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিত করার জন্য প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ পর্যন্ত ১৫৩৬ জন চাষিকে ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



এই প্রকল্পের আওতায় রাঙামাটি জেলার নানিয়ারচর হার্টিকালচার সেন্টারে ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রে আনারস প্রক্রিয়াজাত করে আনারস থেকে চিপস (ড্রাই ফুট) উৎপাদনের কাজ শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে কাঁঠাল ও মিষ্টি আলু থেকেও চিপস তৈরি করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাশরুম, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে দুই মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রায় ৮৪০ জন বেসরকারি উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে উদ্যোক্তাগণ মাশরুম তাজা, শুকনা, পাউডার আকারে বাজারজাত করছেন। তাছাড়া মাশরুমজাত পণ্য যেমন মাশরুমের স্যুপ, মাশরুমের জ্যাম, জেলি, আচার, চিপসসহ বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে বাজারজাত করছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রতি বছরই ফলমেলা, সবজীমেলা, মধুমেলা ও খাদ্যমেলার আয়োজন করা হয়। বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ কৃষিজাত পণ্যে প্রক্রিয়াজাত করে যেমন জ্যাম, জেলি, আচার ইত্যাদি মেলায় বাজারজাত করে থাকে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন 'কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম দেশের পার্বত্য অঞ্চল ও অন্যান্য উপযোগী এলাকায় কফি ও কাজুবাদাম চাষ, সম্প্রসারণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং আর্থসামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আধীনে দশ লক্ষ কাজুবাদাম ও কফির চারা রোপণ করা হয়েছে। আগামী ৩/৪ বছরের মধ্যে এগুলোর ফলন পাওয়া যাবে। এছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষি বাণিজ্যিকীকরণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো হচ্ছে Crop Commercialization and Productivity Improvement Project, ঢাকা অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প এবং মধুপুর ট্রান্সি অঞ্চলে উদ্যান ফসল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প ইত্যাদি। প্রস্তাবিত মধুপুর ট্রান্সি অঞ্চলে উদ্যান ফসল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত আনারস, কফি, কাজুবাদাম ও কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনের জন্য মধুপুরে একটি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট অবকাঠামো ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট স্থাপন করা হবে। এছাড়াও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্টের নিকটেই Vapor Heat treatment Plant (VHT) স্থাপন করা হবে।

নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন

- বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দেশের কৃষক পরিবারের প্রায় ৩০% নারীকে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে কৃষিকাজে সম্পৃক্ত করেছে।
- সকল ধরনের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর কার্যক্রমে শতকরা ৩০ ভাগ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষাণী ও নারী উদ্যোক্তাদের কৃষি উৎপাদন, খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধান ও আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে আয়বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছেন ১,২৭,৭০৮ জন কৃষাণী।
- ভার্মিকম্পোস্ট, ট্রাইকো কম্পোস্ট ও কম্পোস্ট পিট, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, ছাদবাগান, বীজ সংরক্ষণ ও বিপণন প্রভৃতির মাধ্যমে নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রমে উৎসাহিত করা হচ্ছে। প্রতি ইউনিয়নে ১টি করে ৪৫০০ এসএমই চালু রয়েছে; প্রতি এসএমই ৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত যার মধ্যে ১ জন নারী সদস্য আবশ্যিক করা হয়েছে।

কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

- কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডধারী কৃষকের সংখ্যা- ২,০৫,৯৯,৮৬৯ জন তন্মধ্যে পুরুষ কৃষকের সংখ্যা- ১,৯২,৩৪,৬৩৯ জন এবং মহিলা কৃষকের সংখ্যা- ১৩,৬৫,২৩০ জন এবং ১০ টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংখ্যা- ১,০৫,০৫,৩৬৬টি তন্মধ্যে পুরুষ কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংখ্যা-৯৮,৭৫,৭৩৯টি এবং মহিলা কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ৬,২৯,৬২৭টি। বর্তমানে সচল ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা-৯৪,০৫,৫৫১টি তন্মধ্যে পুরুষ কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংখ্যা- ৮৮,২৮,৬৯২টি এবং মহিলা কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংখ্যা- ৫,৭৬,৮৫৯টি।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক স্মার্ট কৃষি কার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট) প্রকল্প নামক একটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয় এপ্রিল, ২০২২-জুন ২০২৫ মেয়াদে। এই প্রকল্পের আওতায় যে সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

স্মার্ট কৃষিকার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট) প্রকল্পে ১ (এক) কোটি ৬২ (ষাষটি) লক্ষ কৃষকের ডিজিটাল প্রোফাইল তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা জুন, ২০২৫ সালে সম্পন্ন হবে। কৃষকের ডিজিটাল প্রোফাইল এর ডেটাবেজ ব্যবহার করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি/কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে দৈততা পরিহার করা সম্ভব হবে। ডিজিটাল উপায়ে ১ (এক) কোটি ৬২ (ষাষটি) লক্ষ কৃষকের সাথে সম্প্রসারণকর্মী ও কৃষি বিশেষজ্ঞগণের যোগাযোগ, তথ্যের আদান প্রদান ও এলাকাভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

ই-কৃষি সম্প্রসারণ

- কৃষির আধুনিকায়নে ডিজিটাল সেবাসমূহ (লক্ষণ দেখে রোগবালাই নির্ণয়, নিরাপদ বালাইনাশক ব্যবহার, অনলাইন বা অফলাইন সার সুপারিশ, কৃষি কল সেন্টার) কৃষককে প্রদান করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।
- সারাদেশে ১৬২১টি কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (ফিয়াক) স্থাপন ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘কৃষি বাতায়ন’ এবং ‘কৃষকবন্ধু’ ফোন সেবার মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক সব ধরনের তথ্য প্রদান চলমান আছে।
- মাঠপর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের উদ্ভাবিত ৩৭টি উদ্ভাবন রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন।

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

- ২০২১-২২ অর্থবছরে রবি মৌসুমে ৬১টি জেলায় ৫০০০ একর জমিতে বোরো ধানের সমলয় চাষাবাদের ১০০টি ব্লক প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কৃষি উৎসব ৬৪টি জেলায় ৭৮টি ইউনিয়নে একযোগে এ উৎসব শুরু হয়ে বছরব্যাপী সকল ইউনিয়নে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিজস্বভাবে সীমিত আকারে ৬৭২টি কৃষি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে পারিবারিক সবজি ও পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে ১ লক্ষ ৭৭ হাজারটি। এছাড়াও ‘অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্প’ এর আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১,০১,৩৮৯টি পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে।
- কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রথমবারের মত ‘কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০’ প্রদান করা হয়েছে। কৃষি বিভাগী, উদ্যোক্তা, উৎপাদনকারী, বাণিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপনকারী, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী ও কৃষি সংগঠকদের মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচন করে প্রতি বছরে এই সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। এ বছর কৃষির উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য ১৩ জনকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।
- ১ লাখ ২০ হাজার বর্গমিটার বা ১২ লাখ ৯২ হাজার বর্গফুট ক্যানভাসে সোনালী ও গাঢ় বেগুণী রং এর ধান গাছ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি যা গ্রিনিজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে অফিসিয়ালি নথিভুক্ত করা হয়েছে।
- ‘মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার কৃষি হবে দুর্বীর’ শিরোনামের ভিডিওটি ডিএই এর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা হয়েছে এবং ডিএইর আওতাধীন কার্যালয়সমূহের ওয়েব পোর্টালের ইউটিউব গ্যালারিতে ভিডিওর আপলোড করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৬৪টি নিরাপদ কৃষকের বাজার স্থাপন করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

- Back to the Jute, Back to the Nature শ্লোগানকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো এককভাবে আন্তর্জাতিক মেলা Florida Expo-২২ এ অংশগ্রহণ করে। মেলা শুরু হয় ১৪ এপ্রিল, ২০২২ এবং শেষ হবে ৯ অক্টোবর, ২০২২। ছয় মাসব্যাপী দীর্ঘ এ মেলা যজ্ঞে বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন ১০১ এ নৌকা, পাট ও পাটজাত পণ্য ছাড়াও আছে জাতীয় ফুল শাপলা। উল্লেখ্য দশ বছর অন্তর অন্তর আয়োজিত এ মেলা এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে, Almere, Netherlands এ। বাংলাদেশ সহ ৩২টি দেশ অফিসিয়াল পার্টনার হিসাবে মেলায় অংশগ্রহণ করছে।
- শস্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে দক্ষিণাঞ্চলে মুগ, খেসারি, বারি মসুর, ফেলনসহ বিভিন্ন ডাল ফসল সম্প্রসারণ কার্যক্রম ও বিভিন্ন রকম তৈল ফসল বিশেষ করে তিল, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫ ইত্যাদি আবাদ উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে উক্ত ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।



- কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃ অর্থায়ন এবং নভেল করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় শস্য ও ফসল খাতে ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋত প্রদান ক্ষমিসমূহ বাস্তবায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্পৃক্ততা, সহযোগিতা ও তদারকি এবং উপজেলা কৃষি অফিসসমূহের করণীয় সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রেরণ করা হয়েছে। কৃষি কাজে নিয়োজিত সকল ধরনের কৃষককে সহজ শর্তে ডাল, তেল, মসলা ও ভূট্টাসহ ১২৪টি শস্যের ওপর ৪% হারে কৃষি ঋত দেয়া হচ্ছে।
- বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে আম উৎপাদনে ৭ম এবং প্রতি বছর ১৬ শতাংশ হারে আমের উৎপাদন বাড়ছে। দেশী ফলের উন্নত জাত সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদেশী ফল যেমন ড্রাগন, অ্যাভোকাডো, আরবী খেজুর, রামবুটান, পার্সিমন এর চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে ১১০০০টি মিশ্রফল বাগান, ৪৫০০টি বানিজ্যিক ফলবাগান, ১৭০০০টি বসতবাড়ি বাগান স্থাপন এবং কৃষক প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন করা হয়েছে।
- সারাদেশে নারিকেল, তাল ও খেজুর চাষ বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান। এরই মধ্যে ৭ লাখ খাটো জাতের নারিকেল চারা, ৩০ লাখ তালের চারা, ১০ হাজার খেজুরের চারা রোপণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের অপ্রচলিত ও বিদেশী ফল চাষে উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।
- ভোজ্যতেলে আমদানি নির্ভরতা হ্রাসে তিন বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা (২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম, ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন ত্রাণ কার্যক্রমে আলুসহ অন্যান্য সবজি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ফলে কৃষক তাঁর উৎপাদিত পণ্যের ভালো দাম পেয়েছে।
- করোনাকালীন পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক রাখা হয়েছে ফলে শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসল দ্রুত বাজারসমূহে বাজারজাতকরণ নিশ্চিত হয়েছে।
- ‘এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনা মোতাবেক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে যাতে কোন জমি পতিত না থাকে এবং আবাদযোগ্য জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় সেজন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৬) উন্নয়ন প্রকল্প

২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কৃষি বহুমুখীকরণ ও নিবিড়করণ, চাষী পর্যায়ে মানসম্মত বীজ প্রাপ্তি, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা, খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা, ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের সৃষ্টি ব্যবহার, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনে পুষ্টি উন্নয়ন, লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, কন্দাল ফসলের উন্নয়ন, আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ, ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন, অঞ্চলভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈষম্য দূরীকরণ, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বা খাপখাওয়ানোর নিমিত্ত আরএডিপিভুক্ত ৩১টি প্রকল্প এবং আরএডিপি বহির্ভূত ১টি প্রকল্পসহ মোট ৩২ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান/বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩১টি প্রকল্পের মোট আরএডিপিতে বরাদ্দ ১৭০৯.৪৪০ কোটি টাকা, তন্মধ্যে মোট ব্যয় হয়েছে ১৬৮১.২১৮ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৯৮.৩৫%। এছাড়া ২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বহির্ভূত ১টি প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ০.৮৫৬৭ কোটি টাকা, তন্মধ্যে মোট ব্যয় ০.৮৫৪৭৭ কোটি টাকা।

১। ন্যাশনাল গ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম -২য় পর্যায় (এনএটিপি-২)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রধান প্রধান ফসলের (ধান, গম, আলু, টমেটো ও কলা ইত্যাদি) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। সিআইজি গঠন ও নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, মানসম্পন্ন ফলের চারা/কলম উৎপাদন। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বাজার প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিস্তার ও গ্রহণে কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ সেবা এবং কৃষকের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ফসল কর্তনোত্তর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস। ভ্যালু চেইন ও বাজার সংযোগ কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যমান/নবগঠিত কৃষক গ্রুপ ও প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (PO) সমূহের স্থায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : অক্টোবর/১৫-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬০৭৪৬.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৫৭টি জেলার ২৭০টি উপজেলা ও ২৭১৫টি ইউনিয়ন।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১০৬৬৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ১০০৮৩.৮৪ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : মাঠ দিবস- ৬১০২টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ৭৭৫ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ২৭ ব্যাচ, প্রদর্শনী স্থাপন- ৩২৯১০টি, আঞ্চলিক কর্মশালা- ৮টি।

২। উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রাতিষ্ঠানিক কৃষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, ১০৬টি উপজেলায় কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ও ২০টি ইউনিয়ন কৃষক সেবা কেন্দ্র নির্মাণ, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষকের পরিকল্পিত, বাস্তবধর্মী ও হাতেকলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন, সম্প্রসারণ কর্মীদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি গবেষণা লব্ধ ফলাফল ও মাঠ পর্যায়ের ফলাফলের মধ্যে ফলন পার্থক্য কমানো।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জানুয়ারি/১৮-ডিসেম্বর/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৫১৯৪.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের সকল জেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৫৪০৬.৫৯ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ- ৫১৮ ব্যাচ, মাঠ দিবস- ১৬৯টি, খামার প্রদর্শনী- ৪৬৯টি, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৪ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৮ ব্যাচ।

৩। বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আধুনিক ও টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি, সামগ্রিক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ সেবা ও মানব সম্পদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, সকল শ্রেণির কৃষক পরিবারের পুষ্টিগত অবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ পদ্ধতির সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রকল্প কার্যক্রমে ৩০% মহিলা সম্পৃক্তকরণ।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৮-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৫০৯.৫২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : যশোর অঞ্চলের ৬টি জেলা ও ৩১টি উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১০৫০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ১০৪৪.৩১ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ- ১২৫ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৬ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৩ ব্যাচ, মাঠ দিবস- ১০৯টি, আঞ্চলিক কর্মশালা- ১টি, প্রদর্শনী- ১৪৪০টি।

৪। নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বিদ্যমান বাড়ির ছাদ, স্কুল কলেজ প্রাঙ্গণের অনাবাদি জায়গা এবং সহজলভ্য সম্পদের সদ্ব্যবহার এর মাধ্যমে নগর কৃষি উন্নয়ন, পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং সবুজায়ন, সর্বোপরি নগর পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন।

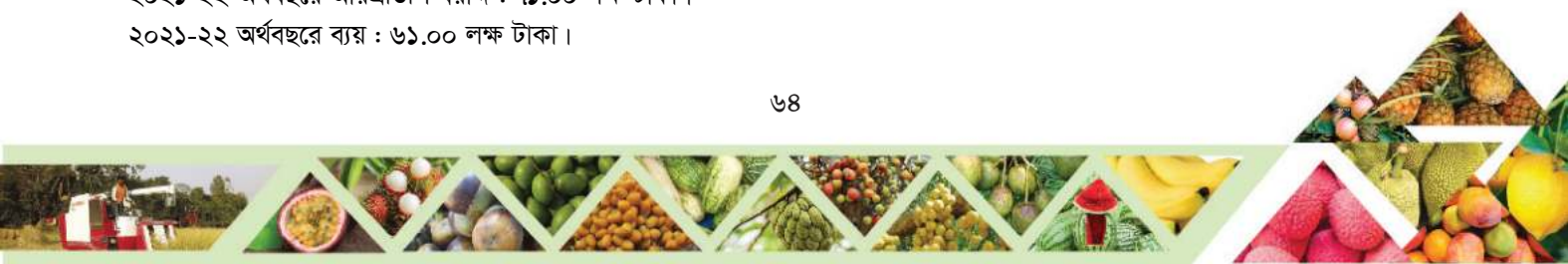
প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৮-মার্চ/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯৩০.১৮০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ঢাকা জেলার ৬টি মেট্রোপলিটান কৃষি অফিস ৬টি ও সাভার পৌরসভা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৭১.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৬১.০০ লক্ষ টাকা।



৫। গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, উপযুক্ত শস্য জাত, মানসম্পন্ন বীজ, যথাযথ মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, জৈবসার ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষি ফসলের গড় ফলন পার্থক্য হ্রাস, আয়বর্ধক কাজে ৫% মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৮-জুন/২৪

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭৩১৭.৩৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৫টি জেলার সকল উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১১৯০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ১১৮৫.৯১৫ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ- ২৬২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ১০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৩ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৪৬২৩টি, মাঠ দিবস- ৪১৬টি, আঞ্চলিক কর্মশালা-১টি।

৬। নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ উদ্যান ফসল উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও মূল্য সংযোজন, দক্ষতা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি তথা দারিদ্র বিমোচন, মহিলাদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন ইত্যাদি।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৮-জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৯৪০.৫৮৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ২৭টি জেলার ৫২টি উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৪১৯.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৪১৬.৮৬ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ- ৫২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ১০ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৩০৯টি, মাঠ দিবস- ৫৪টি।

৭। ক্লাইমেট-স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে খুলনা কৃষি অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৪

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ ফসলের বৈচিত্র্যায়ণ।

ক) ক্লাইমেট-স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার ও পতিত জমি চাষের আওতায় আনার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ফসলের নিবিড়তা ১৭০% থেকে ১৭৫% উন্নীতকরণ; খ) পানি ব্যবস্থাপনা, মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও উচ্চমূল্যের আধুনিক জাতের ফল এবং সবজি আবাদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন ৮%-১০% (সবজি ৯.৫২-১০.৫০ লক্ষ মে.টন এবং ফল ৩.৪১-৩.৭৫ লক্ষ মে.টন) বৃদ্ধিকরণ; গ) স্থানীয় অভিঘাত সহনশীল টেকসই জাত সম্প্রসারণ ও অভিযোজন কৌশলের মাধ্যমে ফসলের বৈচিত্র্যায়ণ ;

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/২১-জুন/২৪

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৯৭১.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৪টি জেলার ৩০টি উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৫৪৭.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৫৪১.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : আঞ্চলিক কর্মশালা-১টি, জেলা অবহিতকরণ কর্মশালা-৪টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ১৬৬ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৬ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ১৫০০টি, মাঠ দিবস- ১৫০টি।

৮। নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রমাণিত প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, পতিত জমি চাষের আওতায় আনা এবং একক ও বহুবিধ ফসলের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন ও



উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, মাঠ পর্যায়ে কার্যকরী সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য কৃষিকর্মী ও কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, কৃষি উৎপাদন কার্যক্রমে মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৮-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭৯৮৩.৭৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৫টি জেলার সকল উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ২০১৩.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ২০১০.৬৯ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : প্রদর্শনী- মাঠ দিবস- ১৯৮টি, আঞ্চলিক কর্মশালা- ২টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ২৫৫ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-৪ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ২২ ব্যাচ।

৯। কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে স্থাপিত উদ্ভিদ সংগনিরোধ ল্যাবরেটরিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরিতে রূপান্তর প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : উদ্ভিদ সংগনিরোধ কার্যক্রমে বালাই শনাক্তকরণ আন্তর্জাতিকমানের ল্যাবরেটরি স্থাপনের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজের বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করা এবং কৃষিপণ্য রপ্তানি ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্যপ্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

ক) উদ্ভিদ সংগনিরোধের জন্য আন্তর্জাতিক মানের Accredited ল্যাবরেটরী স্থাপনের মাধ্যমে আমদানিকারক দেশের আমদানি শর্তানুযায়ী ২৫-৩০% রপ্তানি বৃদ্ধি করা; খ) বালাই নির্ণয় ও সনাক্তকরণের সক্ষমতা অর্জনসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উপযোগী প্রায় ৪০ জন দক্ষ জনবল তৈরি করা যাহা কৃষিপণ্য আমদানি ও রপ্তানি কাজ চলমান রাখবে; গ) কৃষি পণ্যের আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপনের মাধ্যমে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে Market Access নিশ্চিত করা;

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : অক্টোবর' ২০২১-জুন২০২৪

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৫৬৩৫.৮৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ১টি উদ্ভিদসংগনিরোধ ল্যাবরেটরি

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৩৪৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৩৪১.২৩ লক্ষ টাকা।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : জাতীয় কর্মশালা-১টি।

১০। বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : দেশের ৩টি পাহাড়ি জেলাসহ অন্যান্য জেলার অসমতল ও পাহাড়ি জমি এবং উপকূলীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের অব্যবহৃত জমি ও বসতবাড়ির চার পাশের জমিকে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের আওতায় এনে উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সমতল ভূমিতে অন্যান্য মাঠ ফসলের উৎপাদনের সুযোগ অক্ষুণ্ন রাখা। দেশীয় ও রপ্তানিযোগ্য ফসলের ক্লাস্টার/ক্লাবভিত্তিক উৎপাদন বিদ্যমান হার্টিকালচার সেন্টারসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং প্রস্তাবিত নতুন হার্টিকালচার স্থাপনের মাধ্যমে মানসম্পন্ন ও নতুন জাতের চারা/কলম উৎপাদন বৃদ্ধি। প্রদর্শনী ও অন্যান্য টেকসই পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্যান ফসলের আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ চাষী পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা, নারীর ক্ষমতায়ন, আয় বৃদ্ধি এবং উদ্যান বিষয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জুলাই/১৫- জুন/২৩।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৬০২৮.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ৪৮টি জেলার ৩৮৮টি উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ৬৩৪৯.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়: ৬৩৪২.৭০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ- ৫টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ১৫৩৬ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ১০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৪ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৪৮০৩টি, মাঠ দিবস- ১৬৪টি।



১১। কৃষক পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ইউনিয়ন ভিত্তিক বীজ এসএমই স্থাপনের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজ নিশ্চিতকরণ, উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি। ডাল, তেল ও মসলা আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়। মৌ চাষের মাধ্যমে ফসলের ফলন বৃদ্ধি এবং গ্রামিন কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সুসম মাত্রায় ডাল, তেল ও মসলা সরবরাহ করে মানব স্বাস্থ্যের পুষ্টি নিশ্চিত করা। উন্নত মানের বীজ ব্যবস্থাপনায় ও মৌ চাষে মহিলাদের অংশ গ্রহণে গ্রামিণ দারিদ্র হ্রাস। শস্য বিন্যাসে ডাল, তেল ও মসলা ফসল অন্তর্ভুক্ত করে পানি সাশ্রয় ও মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৮৩৪৪.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের সকল জেলার সকল উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৪২৪৬.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৪২৩০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : মাঠ দিবস- ৪৭৩১টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ-৬৪টি, জাতীয় কর্মশালা-২টি, আঞ্চলিক কর্মশালা-২৮টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ৫৭ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৫৭ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ১৮ ব্যাচ, প্রদর্শনী ৯৩৮৪টি।

১২। সৌর শক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সেচ কাজে সৌরশক্তি ব্যবহার করে জ্বালানি তেল/বিদ্যুৎ সাশ্রয় (৯৫-১০০%)। আধুনিক পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে সেচ দক্ষতা উন্নয়ন। ভূউপরিষ্ক পানির নূন্যতম ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূউপরিষ্ক পানি ব্যবহারেও উৎসাহিত করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা এবং সেচ খরচ কমানো। আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা ও পানি ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং সচেতন করে তোলা। সমন্বিত সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্রামিণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮১৭১.৫৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৪১টি জেলার ১০০টি উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ২৭১৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ২৬৯৬.২৯ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ- ১৫৩ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৪ ব্যাচ, মাঠ দিবস- ১৬৮টি।

১৩। ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (ডিএই অংগ)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভাসমান কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত ভাসমান কৃষির উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তি সমূহের বিস্তার ঘটানো এবং কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করা। ভাসমান কৃষির মাধ্যমে বারি/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত সবজি ও মসলা ফসলের আধুনিক জাতের বিস্তার ঘটানো। জলমগ্ন অবস্থায় ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে বহুমুখীকরণ এবং ভাসমান পদ্ধতিতে শাকসবজি ও মসলা চাষে ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎসাহিত করা। মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঞ্চালিত করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে কৃষি কাজে নিয়োজিত করা। চাষকৃত জমির অপ্রতুলতা রয়েছে এমন স্থানে জলমগ্ন জমিতে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কচুরিপানা যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৬৬৫.৫৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ২৪টি জেলার ৪৬টি উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৬০৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৬০৪.৯৭ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ- ২১১ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৬ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-৩ ব্যাচ, মাঠ দিবস- ১৬৪টি, প্রদর্শনী-৩১০৫টি।



১৪। বাংলাদেশে শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (ডিএই অংগ)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনে বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত জৈব বালাইনাশকভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সমূহ সম্প্রসারণ করা। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত কার্যকরী প্রযুক্তিসমূহের সম্প্রসারণের জন্য ব্লক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাকরণ। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ওপর কৃষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। রাসায়নিক বালাইনাশকের বিকল্প হিসেবে উদ্ভাবিত জৈব বালাইনাশকসমূহকে মাঠ পর্যায়ে সহজলভ্য করা। শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের গুণগতমান ও উৎপাদন বাড়ানোর ও বহির্বিশ্বে রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জানুয়ারি/১৮-জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯০৪.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১১২.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ১০৯.৬১৮ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : ব্লক প্রদর্শনী- ৫৫টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ৫৩ ব্যাচ, মাঠ দিবস- ২১টি।

১৫। কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আবহাওয়া এবং নদনদীর সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কিত উন্নতমানের এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য কৃষকের কাছে পৌঁছানোর এবং এ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের উন্নত পদ্ধতি ব্যবহারে ডিএইর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কৃষি উৎপাদন টেকসই করার লক্ষ্যে কৃষকের কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে দেয়া এবং আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব সমূহের সাথে কৃষকের খাপখাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি প্রচলন করা এবং যথোপযুক্ত তথ্যউপাত্ত প্রণয়ন করা। কৃষি ক্ষেত্রে আবহাওয়া সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কৃষি আবহাওয়া এবং নদনদীর সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি কৃষকের উপযোগী ভাষায় তৈরি বিভিন্ন সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়া। কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণের মাধ্যমে ডিএইর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৬-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২১২৩৭.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৬৪টি জেলার ৪৮৭টি উপজেলা, ৪০৫১টি ইউনিয়ন পরিষদ।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৮৫৫৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : জাতীয় প্রশিক্ষণ- ৬৪৭ ব্যাচ, জাতীয় সেমিনার/ওয়ার্কশপ - ৫টি,

১৬। জগন্নাথপুর এবং মোহনগঞ্জ উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) স্থাপন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (ক) সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় এবং নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) স্থাপন, (খ) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন চার বছর মেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সের আওতায় ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, (গ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অন্যান্য কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) এর ন্যায় প্রতিটিতে শিক্ষা ও প্রশাসনিক ভবন, ছাত্রাবাস (২০০ জন) ও ছাত্রীনিবাস (২০০ জন), অধ্যক্ষের জন্য বাসভবন, কর্মকর্তাদের জন্য ডরমিটরি, কর্মচারীদের জন্য ডরমিটরি, অতিথিশালা, মাল্টিপারপাস হলরুমসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ, (ঘ) চার বছর মেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা, (ঙ) কৃষিতে খামার যান্ত্রিকীকরণে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/২১- জুন/২৬

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৫৬০৮.১০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ২ টি জেলার ২টি উপজেলা

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৬৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৫১.৮৭ লক্ষ টাকা।



১৭। বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠী, বরগুনা, মাদারিপুর ও শরীয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পতিত জমি চাষের আওতায় আনা এবং একক ও বহুবিধ ফসলের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি করণ, আধুনিক ও এলাকা উপযোগী প্রযুক্তির মাধ্যমে ফলনের তারতম্য কমিয়ে এবং কৃষি সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে অভিযোজনের মাধ্যমে সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি এবং উপযোগী ফসল ও জাত সম্প্রসারণ।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৮- জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১১৯১.৩০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৭ টি জেলার ৪৫টি উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১৪৭২.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ১৪৬৯.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কর্মশালা- ১টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ২১৯ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ১১ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৬৫৭টি।

১৮। পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কৃষকের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা, প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণিত আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : অক্টোবর/১৮- জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭২১৩.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৭৬১টি জেলার ৩১৭টি উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৩২১৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৩২০৬.৬৮ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ- ৫ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৬২২৪টি, মাঠ দিবস- ২০৭৪টি।

১৯। স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস (এস এ সি পি) প্রজেক্ট

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো জলবায়ুর পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্যের বহুমুখিকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৮- জুন/২৪

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৩৩৪৮.০৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ১১টি জেলার ৩০টি উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৪৪০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৪৩৮৮.০৪ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : প্রদর্শনী- ২৩৫০টি, মাঠ দিবস- ৪৭০টি, কর্মশালা- ৬টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ১৭২৫ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৬ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৬ ব্যাচ, ওয়ার্কশপ -৭টি।

২০। রংপুর বিভাগ কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : রংপুর বিভাগে দারিদ্র বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৮- জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১৩২২.৯২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : রংপুর বিভাগের সকল জেলা ও উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৯৪০.০০ লক্ষ টাকা।



২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৮৮৪.৮০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক গ্রুপ ফরমেশন-৩০০০টি, টিওটি প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-১০ ব্যাচ, পরিকল্পনা কর্মশালা-১টি, কৃষক প্রশিক্ষণ-৬০০ ব্যাচ, মটিভেশনাল ট্যুর (কৃষক)-১৬ ব্যাচ, মটিভেশনাল ট্যুর (কর্মকর্তা)- ৩, মটিভেশনাল ট্যুর (এসএএও)-৩ ব্যাচ, রিভিউ ওয়ার্কশপ-১ টি, ফলজ বৃক্ষরোপণ ১ লক্ষ টি।

২১। কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং অবকাঠামো ও সুবিধাদি উন্নয়নের মাধ্যমে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন কৃষি ডিপ্লোমাদারী জনবল তৈরি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৮- জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৫০৯.৫০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : সকল কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৩৭৪৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৩৬২৫.৯৪ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-১০ ব্যাচ, আবাসন মেরামত-১৬টি, সীমানা প্রাচীর মেরামত-৮২২৫ রা. মিটার, ভূমি ও খামার উন্নয়ন-৩৩০৫০ ঘনমিটার, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ৬৭৭০ রানিং মি:।

২২। লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় লেবুজাতীয় ফল চাষ নিবিড়করণ ও ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, মাল্টা ও কমলা উৎপাদনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়, লেবুজাতীয় ফলের মাতৃবাগান স্থাপন, প্রকল্প এলাকায় মহিলা কৃষকদের আয় বৃদ্ধিকরণ, প্রকল্প এলাকার বাহিরের কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : মার্চ/১৯- ডিসেম্বর/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১২৬৪৩.৫০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৩০টি জেলার ১২৩টি উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ২৬৩৯.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ২৬৩৮.২০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : জাতীয় কর্মশালা-২টি, আঞ্চলিক কর্মশালা-৭টি, কৃষক প্রশিক্ষণ-৪৫২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৩১ ব্যাচ, প্রদর্শনী-১১৮৭০টি, মাঠ দিবস-১২১টি, ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন-৪৫টি।।

২৩। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম, ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সঠিক সময়ে সঠিক মূল্যে সঠিক জাতের উন্নতমানের ধান, গম ও পাটবীজ সহজলভ্য করে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানসম্পন্ন ধান, গম ও পাটবীজ চাষি পর্যায়ে উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। চাষি পর্যায়ে এলাকাভিত্তিক লাগসই নুতন জাত সম্প্রসারণ করা। উন্নতমানের বীজ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ দারিদ্র নারীদের ক্ষমতায়ননের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : ফেব্রুয়ারি/১৯-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৬৯৫৬.৬১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৬১টি জেলার ৪৬৭টি উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৫৩৯০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৫৩৬৮.২০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : আঞ্চলিক কর্মশালা-১১টি, কৃষক প্রশিক্ষণ-৫৬১০ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৪০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-৪০ ব্যাচ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ-১৩ ব্যাচ, প্রদর্শনী (বোরো ধান)-৩০৫০টি, আউশ ধান-১৪০০টি, গম-৭০০টি, নাবী পাট-৩৭০টি, মাঠ দিবস- ৬৯৫টি।



২৪। কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এ ধরনের ফসলের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত আলু, মিষ্টিআলু, ওলকচু, মুখিকচু, পানিকচু, লতিকচু, কাসাভা ও গাছআলুর প্রমাণিত জাতসমূহ সম্প্রসারণ করা। সুবিধাবঞ্চিত ও সিডর আক্রান্ত এলাকায় প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ, প্রদর্শনী কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, কন্দাল ফসলের আবাদ বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান উন্নয়ন করা। বিদেশে কন্দাল ফসল রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : মার্চ/১৯-ডিসেম্বর/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৫৬৩১.৮৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৬০টি জেলার ১৫০টি উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৩১৭৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৩৯৭৩.৬৮৯ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ- ২১০৬ ব্যাচ, এএএও প্রশিক্ষণ-১৬ ব্যাচ, স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ-১০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-৫ ব্যাচ, প্রদর্শনী (আলু)-৬০০টি, মিষ্টিআলু-১৫০০টি, গাছআলু-১১০০টি, কাসাভা-৫০০টি, মুখিকচু-১০০০টি, পানিকচু-১৩৬০টি, ওলকচু-১২০০টি, লতিকচু-১২৫৩টি, আঞ্চলিক কর্মশালা-৫টি, মাঠ দিবস-৭৯৭টি, জাতীয় কর্মশালা-১টি।

২৫। আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় শস্য নিবিড়তার হার ২৩৭% হতে ২৪২% এ উন্নীতকরণ। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত ফসলের উৎপাদন ১০-১৫% বৃদ্ধিকরণ; তন্মধ্যে ধান-১২%, গম-১০%, ভুট্টা-১০%, ডাল ফসল-১২%, তেল ফসল-১২%, মশলা-১৩%, সবজি-১৫% এবং ফল-১৪%। প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা। কৃষকদের আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ব্যয় কমানো।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০-ডিসেম্বর/২৪

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৪৭০২.৮৫০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলার সকল উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৩১৯৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৩১৮৯.১৬৭ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : উপজেলা পর্যায়ে কৃষক প্রশিক্ষণ-৭৮২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৫২ ব্যাচ, স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-১০ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৪৮ ব্যাচ, প্রদর্শনী ৫৩৯৭টি, জাতীয় কর্মশালা-১টি।

২৬। সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি করে ফসলের ১০%- ১৫% অপচয় রোধ এবং চাষাবাদে ৫০% সময় ও ২০% অর্থ সাশ্রয় করা। সমন্বিতভাবে সমজাতীয় ফসল চাষাবাদ করে কৃষি যন্ত্রপাতির ৫০% কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। কৃষি উৎপাদন ব্যয় হ্রাসকরণ এবং ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে পোস্ট হারভেস্ট ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাসকরা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/২০-জুন/২৫

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩০২০০৬.৯০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৬৪টি জেলার সকল উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৭৬৪৯৯.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৭৬২১২.৩২ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে কম্বাইন হারভেস্টার-৩৯৭৫টি, রিপার-৬৬৯টি, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার-২২টি, সিডার ২৪৯৬টি, পাওয়ার থ্রেসার ১৭৭৭টি, মেইজ শেলার ২০৮টি, ড্রায়ার ১১টি, পাওয়ার স্প্রেয়ার ২০টি, জাতীয় কর্মশালা-১টি, আঞ্চলিক কর্মশালা-২টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ৫২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-২০০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ১৬ ব্যাচ।



২৭। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য প্রকল্প এলাকার শস্যের গড় নিবিড়তা ২০৮% থেকে ২-৩% বৃদ্ধি। বহুমুখী শস্য আবাদ এলাকা ১২,৮৯,৬৯৪ হেক্টর থেকে ২-৩% বৃদ্ধি।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/২০-জুন/২৫

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১২৩৬৫.৫৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ৬টি জেলার ৬০টি উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ২৯৮৬.৪৩ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ-৩০০ ব্যাচ, এএএও প্রশিক্ষণ-৫ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ, প্রদর্শনী ৩৫০৭টি, মাঠ দিবস-৫২০টি।

২৮। তেলজাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : তেলজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে ভোজ্যতেলের চাহিদাপূরণ ও আমদানি ব্যয় হ্রাস করা। প্রচলিত শস্যবিন্যাসে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রমাণিত স্বল্পমেয়াদি তেল ফসলের আধুনিক জাত অন্তর্ভুক্ত করে বর্তমান তেল ফসলের আবাদি এলাকা ৭.২৪ লক্ষ হেক্টর থেকে ১৫-২০% বৃদ্ধি করা। বিএআরআই ও বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত তেল ফসলের আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং মৌচাষ অন্তর্ভুক্ত করে তেলজাতীয় ফসলের হেক্টর প্রতি ফলন ১৫-২০% বৃদ্ধি করা। ব্লক ভিত্তিক কৃষক গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে তেল ফসলের আবাদ সম্প্রসারণ এবং টেকসই করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/২০-জুন/২৫

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২২২১৬.৮৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৬৪টি জেলার ২৫০টি উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৫২৬২.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৫২১২.০৩ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ-২০৫ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৬০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৮ ব্যাচ, আঞ্চলিক কর্মশালা-৭টি, প্রদর্শনী ৫০৩৭টি, মাঠ দিবস-৩০৯ টি।

২৯। ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এ ধরনের ফসলের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত আলু, মিষ্টিআলু, গুলকচু, মুখিকচু, পানিকচু, লতিকচু, কাসাভা ও গাছআলুর প্রমাণিত জাতসমূহ সম্প্রসারণ করা। সুবিধাবঞ্চিত ও সিডর আক্রান্ত এলাকায় প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ, প্রদর্শনী কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, কন্দাল ফসলের আবাদ বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান উন্নয়ন করা। বিদেশে কন্দাল ফসল রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/২০-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৯৪.৯৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ১৫টি জেলার ২৩টি উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৯০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৮৩.৪৯ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ-৫০ ব্যাচ, প্রদর্শনী ১৮টি।



৩০। অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টিবাগান স্থাপন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনাবাদি পতিত ও অব্যাহত বসতবাড়ি চাষের আওতায় আনা, বছরব্যাপী ৫০৩১৬০টি কৃষক পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য সবজি ও মসলা জাতীয় ফসল উৎপাদন, ১৭৭১২০ জন কৃষককৃষাণী এবং ৫৭৬০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জানুয়ারি/২১- ডিসেম্বর/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৩৮৪৭.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৬০টি জেলার ৪৯২টি উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৮০১৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৮০০৫.৮৯ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ-১৬১৭ ব্যাচ, এএএও প্রশিক্ষণ-৭২ ব্যাচ, পারিবারিক সবজি পুষ্টি বাগান স্থাপন- ৯৩০২৫টি, স্যাঁতসেঁতে জমিতে কচু জাতীয় সবজি উৎপাদন- ২৪৫০টি, ছায়াযুক্ত জমিতে আদা/হলুদ উৎপাদন- ২৪৫৫টি, বিষয় ভিত্তিক সেমিনার ২০টি।

৩১। কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কাজুবাদাম ও কফির জাত ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন ৫০% বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান উৎপাদন এলাকা ২০০০ হেক্টর হতে ৬০০০ হেক্টর বৃদ্ধি করা, উৎপাদিত কাজুবাদাম ও কফির দেশের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি করা, প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দারিদ্র বিমোচন ও পুষ্টি উন্নয়ন সহায়তা করা, পাহাড়ী এলাকায় পতিত জমি কাজে লাগিয়ে স্বল্প পুজিতে আগ্রহী ও অগ্রগণ্য কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত কাজুবাদাম ও কফি প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জানুয়ারি/২১-ডিসেম্বর/২৫

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৫৮৫৪.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৭টি বিভাগের ১৯ জেলার ৬৬ উপজেলা ও ৩০টি হার্টিকালচার সেন্টার।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৩২০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৩১৯৯.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ-৬০১ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৩ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৪০০০টি।

আরএডিপি বহির্ভূত প্রকল্প

১। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১) আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও ফসলের জাত মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ করে কৃষি উৎপাদনশীলতা ১০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করে কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। ২) সিলেট অঞ্চলে ৭১,২৭২ হেক্টর পতিত জমি আবাদের অন্তর্ভুক্তকরণ। ৩) ফসলের উন্নত জাত, মানসম্মত বীজ, মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, জৈবসার ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যা, সেচ ব্যবস্থাপনা এবং শস্যের বহুমুখীকরণ চর্চার মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের গড় ফলন পার্থক্য ৫% হ্রাস করা। ৪) আয়বর্ধক কার্যক্রমে ন্যূনতম ৫% মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে কৃষকের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২২-ডিসেম্বর/২৬

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০০৫৪.৩৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৪টি জেলার ৪০টি উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৮৫.৬৭ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ৮৫.৪৭৭ লক্ষ টাকা।



২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ-৪০ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৪ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ১ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৭০টি, কম্পিউটার-২টি, ফটোকপিয়ার- ১টি, এসি-১টি, জাতীয় কর্মশালা -১টি ।

চ. রাজস্ব বাজেটে কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৪টি কর্মসূচি চলমান/বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৭.২০৫৬৬ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ৬.৯৫১৫০কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতি বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৬.৪৭%। কর্মসূচিগুলো হলো:

১। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কন্ট্রোলরুমসমূহের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ এর মাধ্যমে রিপোর্টিং ও মনিটরিং কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ১৪টি অঞ্চলের কন্ট্রোল রুম সংস্কার ও আধুনিকীকরণ করা, রিপোর্টিং ও মনিটরিং কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন এর মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে সঠিক ও বাস্তবসম্মত রিপোর্ট।

কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/২০-জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৯৫.৩১৬ লক্ষ টাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১৬৩.৪১৬ লক্ষ টাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ১৬৩.০৯৫লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন-১৬টি, ১টি সার্ভাসহ ১৪টি নেট ওয়ার্টিং সিস্টেম সম্পন্ন, জাতীয় কর্মশালা-১টি।

২। বাংলাদেশের অপ্রচলিত ও বিলুপ্ত প্রায় ফল উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি (আতা, শরিফা, বিলিশি, করমচা, গাব, বিলাতী গাব, বিচিকলা, গোলাপজাম, ডেউয়া, আঁশফল, জামরুল, বেল, কদবেল, চালতা, তিতিজাম ইত্যাদি)

কর্মসূচির উদ্দেশ্য: কর্মসূচি এলাকায় অপ্রচলিত ও বিলুপ্ত প্রায় নতুন মিশ্র ফল বাগান স্থাপনের মাধ্যমে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিতসহ বিলুপ্তপ্রায় ফল গাছ সংরক্ষণ করে ভিশন ২০৪১ ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/২০-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৫০.৯৩ লক্ষ টাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১২৬.৩৭লক্ষ টাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ১২৬.৩৬ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ-২৮ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৩০২টি ।

৩। ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ জেলায় উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফল এবং সবজি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : কর্মসূচি এলাকায় উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ ফল ও সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাত ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৯ -জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৫৪.০০ লক্ষ টাকা ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১২২.৭৫ লক্ষ টাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ১২২.৭৫ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : প্রদর্শনী-২৬২টি, কৃষক প্রশিক্ষণ-১৩২ ব্যাচ, জাতীয় কর্মশালা-১টি।



৪। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সদর দপ্তর এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের লাইব্রেরি সংস্কার, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : নিরাপদ ও মানসম্পন্ন ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্য সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ কর্মীসহ সকল শ্রেণির মানুষের জন্য তা সহজলভ্য করা, ডাটাবেজ, আর্কাইভস এবং ডকুমেন্টেশন হিসেবে ব্যবহার করা।

কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৯-জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭৮১.০০ লক্ষ টাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৩০৮.০৩ লক্ষ টাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় : ২৮২.৯৫ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ইন্টারনাল ডেকোরেশন (ফলস্ সিলিং ও স্পট লাইটিং)-১টি, মেইন ডোর (পাসিং কেবল বক্সসহ) সম্পন্ন।

ব্যয়- ২

বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন অর্থনৈতিক কোডওয়ারি অনুন্নয়ন ব্যয়

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : ১৪৩ কৃষি মন্ত্রণালয়
অধিদপ্তর/পরিদপ্তর : ১৪৩০২ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

(হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	প্রাক্কলিত ব্যয়				মোট বাজেট বরাদ্দ/প্রাক্কলিত ব্যয় ২০২১-২২	মন্তব্য
		প্রথম কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার	চতুর্থ কোয়ার্টার		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
প্রধান কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২৭৪৩০০	২৩৯৯১৫	২৫৪৪১২	৫৩৪৪৪৮	১৩০৩০৭৫	প্রাক্কলিত ব্যয়
	প্রকৃত	২৭২৩৩৫	২৬২৯৭০	১৯৫১৩৭	৪৫২৪৮০	১১৮২৯২২	৯০.৭৮%
অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়সমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২৭৫৬১৩	২৫৮৭৩৮	২৭৯১৩৬	৪৫৫৩২১	১২৬৮৮০৮	প্রাক্কলিত ব্যয়
	প্রকৃত	৫৫১৩২	৪৭৭২০	৪৬২৪১	৮৮৭৫২	২৩৭৮৪৫	৯২.২৯%
উপপরিচালকের কার্যালয়সমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন ব্যয়							

	প্রাক্কলিত ব্যয়	২৭৫৬১৩	২৫৮৭৩ ৮	২৭৯১৩৬	৪৫৫৩২১	১২৬৮৮০৮	
	প্রকৃত	৩০৮৩৪০	২৫৫০১ ৩	২৭৭৯৭৭	৩২৭১৭৮	১১৬৮৫০৮	৯২.০৯%
উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়সমূহ অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৩৯৩৬৩৪	২৮০৩৩ ৮০	২৯৬৮৭৮০	৪৬১৩০৩৩	১৩৭৭৮৮২৭	প্রাক্কলিত ব্যয়
	প্রকৃত	৩৬৭৩১১৭	২৭৮৯৫ ৬৩	২৯০৬৩৬৭	৩৮৫২২৭৫	১৩২২১৩২২	৯৫.৯৫%
মেট্রোপলিটন থানা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহ অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৫৬০৫২	৪৭৩০৯	৪৭৮০৩	৮১১৯৩	২৩২৩৫৭	
	প্রকৃত	২২৪০৬০	১৯০৪০৮	২১২৪৮৭	২৭৩৫০৭	৯০০৪৬২	৯২.০৩%
হার্টিকালচার সেন্টার সমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২১৮২৩৩	২০৬৮৩ ৯	২১৫২২৫	৩৩৮০৯২	৯৭৮৪৮৯	
	প্রকৃত	২২৪০৬০	১৯০৪০৮	২১২৪৮৭	২৭৩৫০৭	৯০০৪৬২	৯২.০৩%
উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৪৩৮৭	৩৪৯৩৪	৩৬১৫৪	৬৪৯০৩	১৭০৩৭৮	
	প্রকৃত	৩৭৭০৪	২৭৩৬৩	৩৩৬২৩	৪৯৭২৫	১৪৮৪২৪	৮৭.১১%
কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	১৫৫১৯০	১২৭১৮৮	১৪১৩২০	২১৩৫৪৭	৬৩৭২৪৫	
	প্রকৃত	১৩৮০৮৯	১১৩১৭৮	১২৮৬৮৯	১৯৭১৬২	৫৭৭১১৮	৯০.৫৬%



বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রামত সমন্বিত প্রতিবেদন
অর্থনৈতিক কোডওয়ারি অনুন্নয়ন ব্যয়

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়
অধিদপ্তর/পরিদপ্তর : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

(হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	লক্ষ্যমাত্রা				মোট বাজেট বরাদ্দ/প্রাক্কলিত ব্যয় ২০২১-২২	মন্তব্য
		প্রথম কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার	চতুর্থ কোয়ার্টার		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সর্বমোট							
	লক্ষ্যমাত্রা	৪৪৬২৬২০	৩৭৬৭২৬৪	৩৯৯৩৪৩৯	৬৪০৩৫৬৩	১৮৬২৬৮৮৬	
	প্রকৃত	৪৭৬৬৭০১	৩৭৩১৪১৩	৩৮৪৩৫৭৪	৫৩১০০৭১	১৭৬৫১৭৫৯	৯৪.৭৬%

ক) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- ২০২১-২২ অর্থবছরে বোরো ধান উৎপাদনের পরিমাণ ২০৯.৭৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ০.২৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে আলু উৎপাদনের পরিমাণ ১১০.৫৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ৪.০৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে পেয়াজ উৎপাদনের পরিমাণ ৩৬.৪০৯ লক্ষ মেট্রিক টন যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১.৩৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে সবজি উৎপাদনের পরিমাণ ২১৬.৭০৩ লক্ষ মেট্রিক টন যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১৬.১৯০ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি।

এ৩) উপসংহার

দেশের ক্রমবিকাশমান অর্থনীতির ধারাকে আরো বেগবান করার জন্য বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের নির্দেশনা ও জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮ বাস্তবায়নের নিমিত্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ‘আমার গ্রাম আমার শহর’, ‘কৃষিকে আধুনিকীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ’, ‘নিরাপদ ফসল উৎপাদন’, ‘কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ’ ইত্যাদি নিশ্চিতকরণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুধামুক্ত দেশ থেকে বাংলাদেশ আজ পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশের দিকে এগুচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ভিশন হলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে পুরোপুরি দারিদ্র্যমুক্ত করে অর্জিত উন্নয়ন টেকসই করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদি পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে স্বয়ংপূর্ণতা অর্জনের টেকসই রূপ দিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম



নেদারল্যান্ড এক্সপোর স্থিরচিত্র



তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় ভোলা সদরে কৃষিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের সূর্যমুখীর গ্রাম প্রদর্শনী পরিদর্শন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম



নেদারল্যান্ড এক্সপোর স্থিরচিত্র



সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় কৃষি সচিব ও ডিজি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহেদয়ের প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন



কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম



ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলায় সমলয়ে চাষাবাদের জন্য প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত প্রদর্শনী



সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় রিপার যন্ত্র দিয়ে ধান কর্তন



কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম



তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় সূর্যমুখীর গ্রাম প্রদর্শনী



ভাসমান বেড়ে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় ভাসমান বেড়ে মসলা ফসল উৎপাদন প্রদর্শনী



কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম



কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিনাইদহ জেলার বিনাইদহ সদর উপজেলায় কন্দাল ফসল উৎপাদন প্রদর্শনী



সুনামগঞ্জ জেলার বড়লেখা উপজেলায় ধান, গম, পাটবীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর মার্চ দিবস





বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষিভবন, দিলকুশা, ঢাকা

www.badc.gov.bd





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

www.badc.gov.bd

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলী সংস্থা। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ সরবরাহ, কৃষি অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বিএডিসি গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ, ভূউপরিষ্কৃত ও ভূগর্ভস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং মানসম্পন্ন সার আমদানি ও বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট : কৃষকদের নিকট কৃষি উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে এবং দেশের সেচ এলাকা সম্প্রসারণের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ১৯৫৯ সনের ১৬ জুলাই খাদ্য ও কৃষি কমিশন গঠন করে। এ কমিশন দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কৃষি উপকরণ কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬১ সনের ১৬ অক্টোবর ৩৭নং অধ্যাদেশবলে ইস্ট পাকিস্তান গ্রহীকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ইপিএডিসি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নামে পরিচিত।

রূপকল্প (Vision)

মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ যোগান ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

১. উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ বৃদ্ধি;
২. সেচ প্রযুক্তির উন্নয়ন, ভূউপরিষ্কৃত পানির সর্বোত্তম ব্যবহার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, সেচ দক্ষতা ও সেচকৃত এলাকা বৃদ্ধি;
৩. কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন নন-নাইট্রোজেনাস সার সরবরাহ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ;
২. ভূউপরিষ্কৃত পানির সর্বোত্তম ব্যবহার;
৩. নন-নাইট্রোজেনাস সার সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ এবং
৪. গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি কৃষকের নিকট সহজলভ্যকরণ।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
২. কর্ম সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

প্রধান কার্যাবলি (Functions)

১. মানসম্পন্ন ভিত্তি, প্রত্যাশিত ও মানমোষিত বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
২. প্রতিকূলতা সহিষ্ণু তথা লবণাক্ততা, খরা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাতের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
৩. উদ্যান ফসল, চারা-কলম, শাকসবজি, ফল উৎপাদন ও সরবরাহ;
৪. গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি কৃষকের নিকট সহজলভ্যকরণ;
৫. সেচ দক্ষতা, সেচ এলাকা ও আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সুলভ মূল্যে সেচ সুবিধা প্রদান;
৬. সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও কৃষক পর্যায়ে সহজলভ্যতা বৃদ্ধি;
৭. খালনালা পুনঃখনন করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদি জমির আওতা বৃদ্ধি;
৮. ভূউপরিষ্কৃত পানির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ;
৯. নন-নাইট্রোজেনাস (টিএসপি, এমওপি, ডিএপি) সার আমদানি, সংরক্ষণ ও সময়মত নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ;
১০. নন-নাইট্রোজেনাস সারের বাফার স্টক সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে সার সহজলভ্যকরণ ও সারের বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ;
১১. কৃষির উন্নয়নে প্রায়োগিক গবেষণা (Adaptive Research) কার্যক্রম পরিচালনা।

ছক-১: প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড ১	১	১	০	
২	গ্রেড ২	২০	১২	৮	
৩	গ্রেড ৩	৭	৪	৩	
৪	গ্রেড ৪	১০৭	১০৬	১	
৫	গ্রেড ৫	২৫০	২১৭	৩৩	
৬	গ্রেড ৬	৬০	৫৫	৫	
৭	গ্রেড ৭	০	০	০	
৮	গ্রেড ৮	০	০	০	
৯	গ্রেড ৯	৩৮৯	২৭৩	১১৬	
১০	গ্রেড ১০	৮৬৯	৭১৭	১৫২	
১১	গ্রেড ১১	৯৯২	৩৩৩	৬৫৯	
১২	গ্রেড ১২	৭৮৮	২১৮	৫৭০	
১৩	গ্রেড ১৩	৫৩৫	৩৮২	১৫৩	
১৪	গ্রেড ১৪	৯৮৮	২৯০	৬৯৮	
১৫	গ্রেড ১৫	৬৭	১০	৫৭	
১৬	গ্রেড ১৬	১৩	৩	১০	
১৭	গ্রেড ১৭	১৮	১২	৬	
১৮	গ্রেড ১৮	০	০	০	
১৯	গ্রেড ১৯	১৬৯৬	৩০০	১৩৯৬	
২০	গ্রেড ২০	০	০	০	
মোট =		৬৮০০	২৯৩৩	৩৮৬৭	

ছক-২: (ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ (জন)					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৮০	১৮	৮৭৩	১৩৯	১১১০	
২	গ্রেড ১০	৫০	-	৩২৩	-	৩৭৩	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	১২১৬	০৩	১২১৯	
মোট =		১৩০	১৮	২৪১২	১৪২	২৭০২	

ছক-২: (খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ (জন)				মন্তব্য
		পিএইচডি	এমএস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	০৫	০২	০১	০৮	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
মোট =		০৫	০২	০১	০৮	



ছক-২: (গ) বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ/এক্সপোজার ভিজিট			মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	১৮	১৮	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	
মোট =		-	১৮	১৮	

ছক-৩: ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য

(মে. টন)

ক্র. নং	ফসলের নাম	২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (এপিএ)	২০২১-২২ অর্থবছরের উৎপাদন	২০২১-২২ অর্থবছরের বিতরণ	মন্তব্য
১.	আউশ	৪৫০০	৪৭৯১.৮৩	৪৮০২.৫৫	
২.	আমন	২৫০০০	২৪৮৭১.৩৬	২৩৪১৬.০৩	
৩.	বোরো	৬১০০০	৬৪৪৩২.৫৬	৬৩৬১১.৯৩	
৪.	বোরো হাইব্রিড	৯০০	৮৮৩.৩৫	১৩৭৯.৮১	
মোট ধান বীজ =		৯১,৪০০	৯৪,৯৭৯.১০	৯৩,২১০.৩২	
৫.	গম	১৩৩০০	১৫৮০০.৮১	১৬৩০২.৮২	
৬.	ভুট্টা	৬০	৫৬.১৫	৩৯.৩৭	
মোট দানাশস্য বীজ =		১,০৪,৭৬০	১,১০,৮৩৬.০৬	১,০৯,৫৫২.৫১	
৭.	আলু বীজ	৩৬৫০০	৩৩৩৫১.৬৩	৩৩৮৫১.২৩	
৮.	ডাল বীজ	১৮০০	১৯২০.০০	১৮৫৬.৪৭	
৯.	তেল বীজ	১৬০০	১৪৯৯.১৫	১৪৭৯.৪৩	
১০.	পাট বীজ	১০০০	১৩০০.৭৭	৯১০.৫৯	
১১.	সবজি বীজ	১১৫	১২০.০০	১১১.৫৯	
১২.	মসলা বীজ	২২৫	২৮৪.৯০	৩৫৫.০৭	
সর্বমোট =		১,৪৬,০০০	১,৪৯,৩১২.৫১	১,৪৮,১১৬.৮৯	

➤ সার আমদানি ও বিতরণ বিষয়ক তথ্য

(লক্ষ মে. টন)

ক্র. নং	সারের নাম	আমদানি	সরবরাহ	মন্তব্য
১	টিএসপি	৪.৬৪	৩.৭২	
২	এমওপি	৫.০২	৪.৮৯	
৩	ডিএপি	১০.৩৭	৮.২৫	
মোট =		২০.০৩	১৬.৮৬	

➤ সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ বিষয়ক তথ্য

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	একক	অর্জন (২০২১-২২)	মন্তব্য
১	সেচ এলাকা বৃদ্ধি/সম্প্রসারণ	হেক্টর	২৯০০০	
২	খাল পুনঃখনন	কি মি.	৯৮০	
৩	ভূউপরিষ্কার ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন	কি মি.	৯৭২	

৪	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১০৮৫	
৫	রাবার ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	০৩	
৬	হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	০২	
৭	শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	৫৪৪	
৮	সৌরশক্তিচালিত সেচযন্ত্র স্থাপন	সংখ্যা	১৬০	
৯	সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল	সংখ্যা	৯০	
১০	সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন	সংখ্যা	৩৮৮	
১১	ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ	কি. মি.	০৯	
১২	ড্রিপ ইরিগেশন প্রদর্শনী প্লট	সংখ্যা	৩০	

বিএডিসি কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

(কোটি টাকায়)

প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	অগ্রগতি
২৩	৮৬৬.৯০	৮৬৬.৯০	৮৬৫.২৫	৯৯.৮১%

১. নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তেলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প

১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় স্থাপিত খামার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ এবং গুণগত মানসম্পন্ন ডাল, তেল ও অন্যান্য বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে চর এলাকার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ;
- সুবর্ণচরে স্থাপিত খামার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে ডাল ও তেলবীজ ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাতসমূহের ৫০০ মে. টন মানসম্মত বীজ উৎপাদনসহ অন্যান্য ফসলের ৭১০ মে. টন বীজ ২০২৪ সালের মধ্যে উৎপাদন নিশ্চিতকরণ;
- চুক্তিবদ্ধ চাষি, এনজিও কর্মী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ ১৮০০ জনকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করে খামার ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ;
- খামার ও প্রকল্প এলাকায় প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে বীজ প্রযুক্তি, বাগান তৈরি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিপরিবেশ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও কৃষি বাণিজ্যের উপর কৃষক ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

১.২. কার্যক্রম এলাকা : ০৮টি বিভাগ, ১৯টি জেলা, ২১টি উপজেলা

১.৩ প্রকল্পের মেয়াদ	: এপ্রিল ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪
১.৪ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৪০.১৪ কোটি টাকা
১.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ১৩.৭১ কোটি টাকা (জিওবি ১২.৩৩; নিজস্ব ১.৩৮)
১.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ১৩.৭১ কোটি টাকা
১.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ১৩.৭১ কোটি টাকা
১.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	: ১০০%
১.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	: ১০০%

১.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
চাষি প্রশিক্ষণ	জন	১৮০০	৪২০	৪২০	১০০
ভিত্তি বীজ উৎপাদন	মে. টন	৭৫০	১৪৯	১৪৯	১০০
বীজ সংগ্রহ	মে. টন	৫০০	১১৫	১১৫	১০০
বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ	মে. টন	১২৫০	২৫৪	২৫৪	১০০

নার্সারিতে চারা উৎপাদন	সংখ্যা	১৯১৬০০	৩৮৩২০	৩৮৩২০	১০০
প্রাণি পালন	সংখ্যা	৮০	৮০	৮০	১০০
ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন	মে. টন	১০১	২৩	২৩	১০০
জার্মপ্লাজম সংগ্রহ	সংখ্যা	১৫০০	৩০০	৩০০	১০০
ভূমি অধিগ্রহণ	একর	৫০.০০	৩৭.৭৫	৩৭.৭৫	১০০
ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি.	৫০৬০০	৪৪০	৪৪০	১০০
শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	বর্গ মি.	৮০০	২৫০	২৫০	১০০
পাকা রাস্তা নির্মাণ	রা. মি.	২০০০	৯৬০	৯৬০	১০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা. মি.	১৬০০	২৯২	২৯২	১০০
সুইস গেট নির্মাণ	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০

২. মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প

২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- কৃষকদের মাঝে মানসম্পন্ন বীজ আলু সরবরাহের মাধ্যমে বাংলাদেশে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- সারা দেশের কৃষকদের নিকট সরবরাহের জন্য রোগ মুক্ত উন্নতমানের আধুনিক জাতের বীজ আলু উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- বীজ আলু সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নতুন হিমাগার স্থাপন এবং হিমাগারে সংরক্ষিত বীজ আলুর গুণগত মান বজায় রাখার স্বার্থে বিদ্যমান হিমাগারগুলি আধুনিকায়নের ব্যবস্থা করা;
- চুক্তিবদ্ধ চাষি, বীজ ডিলার, বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারী, এনজিও ও সাধারণ কৃষকদের আধুনিক আলু চাষের কলাকৌশলের উপর জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- আলুর নতুন জাত জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রদর্শনী পুট স্থাপন, মাঠ পরিদর্শন ও মাঠ দিবসের আয়োজন করা এবং বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করে প্রচারণা চালানো;
- বীজ আলু সার্টিং, গ্রেডিং এবং প্যাকেজিং কার্যক্রমে গ্রামের মানুষ বিশেষ করে নারীদের নিয়োজিতকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আলুর রোগমুক্ত বীজ এবং নতুন জাত কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ;
- হিমাগারের বিদ্যুৎ খরচ শাসয়ের লক্ষ্যে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন করা।

২.২ প্রকল্প এলাকা : ০৮টি বিভাগ, ৪২টি জেলা, ১৭৮টি উপজেলা

২.৩ প্রকল্পের মেয়াদ	:	সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৪
২.৪ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৬৮৮.২১ কোটি টাকা
২.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২৪১.৫০ কোটি টাকা (জিওবি ১৫৫; নিজস্ব ৮৬.৫০)
২.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	২৪১.৫০ কোটি টাকা
২.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২৪১.৪৬ কোটি টাকা
২.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	৯৯.৯৮%
২.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

২.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বীজআলু উৎপাদন	মে. টন	১২৪৪০.৮৪	২৪০৬.১৩	২৫৫১.১২	১০৬
অন্যান্য বীজ উৎপাদন	মে. টন	১৩০০	২৬০.০০	৩২৭.৬৯	১২৬
প্লান্টলেট উৎপাদন	সংখ্যা	২৫০০০০	৫০০০০	৫০০০০	১০০

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
স্থানীয় প্রশিক্ষণ	জন	৮৪০০	৩৩৬০	৩৩৬০	১০০
জিপ ক্রয়	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
মটরসাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	৯৪	০৩	০৩	১০০
বস্ত্র ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	৬৭.৪৮	১৬.৪৭	১৬.৪৭	১০০
ত্রিপল ক্রয়	সংখ্যা	৪০০০	৮১০	৮১০	১০০
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয়	সংখ্যা	৫৮৮	১৫৪	১৫৪	১০০
অন্যান্য (গ্যারেজ, গেইট, ইমপ্লিমেন্ট শেড নির্মাণ)	সংখ্যা	২৩	০৩	০৩	১০০
খামারে ভূমি উন্নয়ন	হেক্টর	৫৩	১৭.১২	১৭.১২	১০০
সিটিং শেড নির্মাণ	ব. মি.	২০০০০	৩০০০	৩০০০	১০০
অফিস ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ কাজ (প্রত্যেকটি ১৫০ ব.মি.)	সংখ্যা	০৩	০১	০১	১০০
সীমানা প্রাচীর	রা. মি.	২০০০	৬৬০	৬৬০	১০০
প্রেসিং ফ্লোর	ব. মি.	৮০০	৪০০	৪০০	১০০
সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন	সংখ্যা	০২	০১	০১	১০০

৩. বিএডিসির উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প

৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- কৃষক ও সকল ভোক্তা পর্যায়ে গুণগতমানসম্পন্ন বিভিন্ন রকমের ফলমূল, শাকসবজি, ফুল, অর্কিড, শোভাবর্ধনকারী গাছ, ঔষধি গাছ, শাকসবজির উন্নতজাতের চারা, গ্রাফটিং, গুটি-কলম ও বীজ উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রদর্শনী প্লটে প্রদর্শন, উৎপাদন ও বিতরণ;
- বিভিন্ন উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি বিষয়ে প্রকল্প এলাকার চাষি, নার্সারি মালিক এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উদ্যান ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, প্রতিকূলতা সহনশীল জাতের উদ্যান ফসলের চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং টিস্যুকালচারের মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত মাতৃগুণাশুন সম্পন্ন উচ্চমূল্যের উদ্যান ফসলের চারা উৎপাদন ও বিতরণ;
- মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধসহ সমগ্র জনগোষ্ঠীর নিকট ফলমূল, শাকসবজি, মসলা ইত্যাদি উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ;
- কৃষি যন্ত্রপাতি, টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি, অফিস ভবন, খামার উন্নয়ন, বিভিন্ন স্থাপনা, যানবাহন ও উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

৩.২ প্রকল্প এলাকা : ০৫ বিভাগ, ১১টি জেলা, ৬৩টি উপজেলা ও ০৪টি সিটি কর্পোরেশন

৩.৩ প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২
৩.৪ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১১০.৩৩ কোটি টাকা
৩.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১৯.৫১ কোটি টাকা (জিওবি ১৭.৪০; নিজস্ব ২.১১)
৩.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	১৯.৫১ কোটি টাকা
৩.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	১৯.৪৩ কোটি টাকা
৩.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	৯৯.৫৯%
৩.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

৩.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
কৃষক/ উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ/ আরবান স্টেকহোল্ডার/ প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্বুদ্ধকরণ সফর/ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ/ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	জন	৩২৮৩৭	৮৯১০	৮৯১০	১০০
বীজ নারিকেল, সবজি বীজ, মসলার চারা, ফুল ও শোভাবর্ধনকারী গাছের কাটিং বাড়িং, ফলের চারা, সুপারির বীজ ইত্যাদি ক্রয় ও সংগ্রহ	লক্ষ সংখ্যা	৫২.৭৮	৭.৩২	৭.৩২	১০০
	কেজি	১৭২০০	৪৬০০	৪৬০০	১০০
বিভিন্ন প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	১০৩৮	১৬৫	১৬৫	১০০
সিসি রোড নির্মাণ	রা. মি.	৮৮৯০	৩৯৮.১৪	৩৯৮.১৪	১০০
মোটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	১৬	০৪	০৪	১০০
ওয়াই সেকশন বারবেড ওয়ার ফেন্সিংসহ সীমানা প্রাচীর মেরামত	মিটার	৩৮০৪	৩৮০৪	৩৮০৪	১০০
গাইডওয়ালাসহ পুকুর সংস্কার	রা. মি.	৪৬৭	৪৬৭	৪৬৭	১০০
মেইন গেট নির্মাণ	সংখ্যা	০৩	০১	০১	১০০
সিসি ক্যামেরা স্থাপন	সংখ্যা	৭৮	৬৪	৬৪	১০০

৪. মানসম্পন্ন মসলাবীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্প

৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- মানসম্পন্ন মসলাবীজ ও চারা/ কলম সহজলভ্য করা এবং পর্যায়ক্রমে মসলার আমদানি ব্যয় ৭-১২% হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মসলাবীজ উৎপাদনকারী চুক্তিবদ্ধ কৃষকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্টোকহোল্ডারদের সক্ষমতা অর্জন, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি;
- মানসম্পন্ন মসলাবীজ উৎপাদনের জন্য ভূমি উন্নয়নের মাধ্যমে বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মানউন্নয়ন, বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের ভৌত অবকাঠামোসহ অন্যান্য উচ্চ প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।
- আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল না হয়ে ২টি গ্রিনহাউজের মাধ্যমে সারাবছর ব্যাপী মসলাসহ অন্যান্য ফসলের বীজ/কলম উৎপাদন নিশ্চিত করা।

৪.২ প্রকল্প এলাকা : বিভাগ ০৫টি, ১৫ জেলা, ১৪টি উপজেলা ও ০৪টি সিটি কর্পোরেশন

৪.৩ প্রকল্পের মেয়াদ	: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৪
৪.৪ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৬০.৫০ কোটি টাকা
৪.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ২৪.৪৯ কোটি টাকা
৪.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ২৪.৪৯ কোটি টাকা
৪.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ২৪.০৮ কোটি টাকা
৪.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	: ৯৮.৩৩%
৪.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	: ৯৯%

৪.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
কৃষক প্রশিক্ষণ	জন	২০০০	৯০০	৯০০	১০০
কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ	জন	৩৬০	১২০	১২০	১০০
বীজ ডিলার প্রশিক্ষণ	জন	৩০০	১৫০	১৫০	১০০

উৎপাদিত মানঘোষিত বিভিন্ন প্রকার মসলা বীজ ক্রয়	মে. টন	১০০০	২৫১.২৫	২১১.৬১	৮৪
বালু ছেডিং মেশিন	সংখ্যা	০২	০২	০২	১০০
মরিচের বীজ ছাড়ানো যন্ত্র	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
রসুনের কোয়া পৃথককরণ যন্ত্র	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
রসুনের সাইজ সার্টিং মেশিন	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
সিড ফিল্ম কোটিং মেশিন	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
সিড ফিল্ম কোটার উইথ ইন্টিগ্রেটেড ড্রাইয়ার	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
ভূমি উন্নয়ন	ঘ.মি.	১৬০৪২৬.৪৬	৩৮৪০০	৩৮৪০০	১০০

৫. বিএডিসির সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- জাতীয় সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খামার ও চাষি পর্যায়ে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ;
- সবজি উৎপাদনের একর প্রতি ফলন বাড়ানোর মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের পুষ্টিকর খামার গ্রহণের মাত্রা সমৃদ্ধকরণ;
- বিভিন্ন প্রকারের ও জাতের হাইব্রিড সবজি বীজের মাতৃ-পিতৃ সারি সংগ্রহপূর্বক বীজ উৎপাদন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এই খাতের আমদানি হ্রাসকরণ;
- সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাইব্রিড বীজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবহার বাড়ানো;
- কৃষক, বেসরকারি বীজ উৎপাদক, বীজ ডিলার ও এনজিওদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত বীজ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ।

৫.২ প্রকল্প এলাকা : বিভাগ ০৮টি, ২৪টি জেলা, ৯৫টি উপজেলা ও ০৯টি সিটি কর্পোরেশন

৫.৩ প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩
৫.৪ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৯.৬০ কোটি টাকা
৫.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৭.৮২ কোটি টাকা (জিওবি ৬.৩৫; নিজস্ব ১.৪৭)
৫.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৭.৮২ কোটি টাকা
৫.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৭.৮১ কোটি টাকা
৫.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	৯৯.৮৭%
৫.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

৫.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বিভিন্ন জাতের হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন (হাইব্রিড টমেটো, হাইব্রিড বেগুন, হাইব্রিড করলা, হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া)	কেজি	৫১১৫	২১০০.০০	২০০০.০০	৯৫
প্রদর্শনী (মাঠ প্রদর্শনী, ব্লক প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস)	সংখ্যা	৬৫০	৭৭	৭৭	১০০
ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি.	১৫০০০	৬০০০	৬০০০	১০০
নেট হাউজ (প্রতিটি ১৫০ বর্গমি.)	সংখ্যা	১২	০১	০১	১০০
পলি হাউজ	সংখ্যা	০৫	০২	০২	১০০
বাউন্ডারি ওয়াল (আরসিসি পিলার সহ)	রা. মি.	৫০০০	৩৩৪	৩৩৪	১০০
ফিল্ড সরঞ্জাম	সংখ্যা	৩১	০৩	০৩	১০০
প্রসেসিং ল্যাব সরঞ্জাম	সেট	১১	০৪	০৪	১০০

৬. তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)

৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- গবেষণা, মূল্যায়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে ধানভিত্তিক শস্য বিন্যাসে তেল ফসল অন্তর্ভুক্তিপূর্বক তেল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিএডিসির ডাল ও তেলবীজ বিভাগের ভিত্তি বীজ উৎপাদন খামারে এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতজাতের ধানবীজ, পাটবীজ, মসুরবীজ ও তেলবীজ উৎপাদন;
- জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএডিসির ডাল ও তেলবীজ বিভাগের বিদ্যমান অবকাঠামোর মাধ্যমে গুণগতমানসম্পন্ন ১০৫২.৩২ মে. টন আমন, বোরো, আউশ ধানবীজ, পাটবীজ, মসুরবীজ ও তেলবীজ উৎপাদন;
- তেলবীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের মাধ্যমে বিদ্যমান অবকাঠামোগত সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ;
- প্রক্রিয়াজাতকৃত ও সংরক্ষিত বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

৬.২ প্রকল্প এলাকা : ০৫টি বিভাগ, ২০টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা

৬.৩ প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫
৬.৪ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২০.৪৪ কোটি টাকা
৬.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩.৮৫ কোটি টাকা
৬.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৩.৮৫ কোটি টাকা
৬.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩.৮৫ কোটি টাকা
৬.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	১০০%
৬.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

৬.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
মসুরবীজ ও তেলজাতীয় ফসলের ভিত্তি/মানঘোষিত বীজ উৎপাদন/সংগ্রহ	মে. টন	২১০.৭৮	৪০.০০	৪০.০০	১০০
বোরো, রোপা আমন, আউশ ও পাটের ভিত্তি/মানঘোষিত বীজ উৎপাদন/সংগ্রহ	মে. টন	৮৪১.৫৩	২০০.০০	২০০.০০	১০০
ক্লিনার কাম গ্রেডার ক্রয়	সংখ্যা	০২	০২	০২	১০০
ফিউমিগেশন শিট ক্রয়	সংখ্যা	২৫	২৫	২৫	১০০

৭. জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প

৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বিদ্যমান তিনটি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরিতে ২০২৫ সালের মধ্যে আলুর ২০ লক্ষ অনুচারা (Plantlet) উৎপাদন করে আলুবীজ বিভাগে সরবরাহ করা এবং এ প্রক্রিয়ায় দেশের বীজআলুর চাহিদা মিটিয়ে আমদানি নির্ভরতা কমানো ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা;
- ২০২৫ সালের মধ্যে উদ্যান জাতীয় ফসলের ৫০ হাজার অনুচারা উৎপাদন করে বিএডিসি'র বিদ্যমান উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও এথো সার্ভিস সেন্টারে সরবরাহ করা;
- ২০২৫ সালের মধ্যে সিড হেলথ ও মলিকুলার ল্যাবরেটরিতে (Seed Health & Molecular Laboratory) বীজের রোগব্যাপি শনাক্তকরণ ও বিএডিসির বিভিন্ন ফসলের ৫০টি কৌলিসম্পদ বিশ্লেষণ, বিশুদ্ধকরণ, উন্নয়ন ও জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ;
- ২০২৫ সালের মধ্যে জীবপ্রযুক্তি (Biotechnology), টিস্যু কালচার, ফসল উৎপাদনের কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে সর্বাধুনিক এবং সর্বশেষ প্রযুক্তির বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের ৩০০ জন কর্মকর্তা ও ৫৩১০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

৭.২ প্রকল্প এলাকা : ০৮টি বিভাগ, ৩৪টি জেলা, ৫৭টি উপজেলা

৭.৩ প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২১ হতে জুন ২০২৫
৭.৪ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৭২.৩৫ কোটি টাকা

৭.৫	২০২১-২২	অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১০.০০ কোটি টাকা
৭.৬	২০২১-২২	অর্থবছরে অবমুক্ত	:	১০.০০ কোটি টাকা
৭.৭	২০২১-২২	অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৯.৯৯ কোটি টাকা
৭.৮	২০২১-২২	অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	৯৯.৯০%
৭.৯	২০২১-২২	অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

৭.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
আলু ও উদ্যান জাতীয় ফসলের প্লান্টলেট উৎপাদন	সংখ্যা	২০৫০০০০	৫১০০০০	৬১০০০০	১২০
ল্যাবরেটরি ক্যামিক্যাল সংগ্রহ	আইটেম	৬৯	৫১	৫১	১০০
ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট ও গ্লাসওয়ার সংগ্রহ	আইটেম	৬৯	৩০	৩০	১০০
ভূমি উন্নয়ন	ঘ. মি.	১৮২৮৮০	৪১০৬৭	৪১০৬৭	১০০
অস্থায়ী নেট হাউজ ও গ্লাস হাউজ নির্মাণ ও স্থাপন (প্রতিটি ৪৫০ ব.মি.)	সংখ্যা	০৩	০২	০২	১০০
কালচার র‍্যাক নির্মাণ	সংখ্যা	৬০	১০	১০	১০০
স্থানীয় প্রশিক্ষণ ব্যয় (স্টাফ, চুক্তিবদ্ধ কৃষক, ডিলার, এনজিও ইত্যাদি)	জন	৫৩১০	১৬২০	১৬২০	১০০
কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	জন	৩০৯	৯১	৯১	১০০
প্রদর্শনী প্লট	সংখ্যা	১০৪২	২১১	২১১	১০০
মাঠ দিবস	সংখ্যা	২০০	৬০	৬০	১০০

৮. বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

৮.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে বিএডিসির সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের নন-নাইট্রোজেনাস সার সংরক্ষণ ক্ষমতা বর্তমান পর্যায়ের চেয়ে ৫০% বৃদ্ধির মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় সার সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- গুদাম, অফিস রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৮.২ প্রকল্প এলাকা: ০৮ বিভাগ, ৫৯টি জেলা, ১২৮টি উপজেলা ও ০৮টি সিটি কর্পোরেশন

৮.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪
৮.৪	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩১১.০০ কোটি টাকা
৮.৫	২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৫০.০০ কোটি টাকা
৮.৬	২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৫০.০০ কোটি টাকা
৮.৭	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৫০.০০ কোটি টাকা
৮.৮	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	১০০%
৮.৯	২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

৮.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/ পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	১১০	১০	১০	১০০
বিদ্যমান গুদাম রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	১৩২	১৪	১৪	১০০
আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ	বর্গ মি.	১০০৪	৩৪০	৩৪০	১০০
প্রি ফেব্রিক্যাটেড স্টীল গুদাম নির্মাণ	বর্গ মি.	১০০০০০	১৩৮০০	১৩৮০০	১০০
আনসার সেড/ গ্যারেজ/ লোডিং আনলোডিং সেড	সংখ্যা	১০০	৩৫	৩৫	১০০
আরসিসি সড়ক	বর্গ মি.	২৫০০০	৮৫০০	৮৫০০	১০০
সীমানা প্রাচীর	রা.মি.	১৬৫৭০	৪৮০০	৪৮০০	১০০
প্যালাসাইটিং/রিটেইনিং ওয়াল	রা.মি.	১০০০	১৫০	১৫০	১০০
ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি.	১২৫০০০	২২০০০	২২০০০	১০০

৯. বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল/নালা পুনঃখনন, লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ২৭,৮০০ হেক্টর জমিতে ভূউপরিষ্কৃ পানি নির্ভর আধুনিক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত ১,২৫,১০০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- প্রকল্পের আওতায় ভূউপরিষ্কৃ পানিনির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সবজিসহ অন্যান্য ফসল চাষে সম্পূরক সেচ প্রদান করা;
- প্রকল্প এলাকায় ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত 'বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও টেকসইকরণ;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচদক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

৯.২ প্রকল্প এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৩০টি উপজেলা

৯.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২
৯.৪	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৩৬.৭৩ কোটি টাকা
৯.৫	২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২৩.৩৪ কোটি টাকা
৯.৬	২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	২৩.৩৪ কোটি টাকা
৯.৭	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২৩.২৬ কোটি টাকা
৯.৮	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	৯৯.৬৬%
৯.৯	২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

৮.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ইউনিট অফিস পুনঃনির্মাণ	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
খাল-নালা পুনঃখনন	কিমি.	৩৫০	৮৪.৮০	৮৪.৮০	১০০
২ কিউসেক এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (১০০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট)	সংখ্যা	১২৫	২০	২০	১০০

৫ কিউসেক এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ (১০০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট)	সংখ্যা	৫০	০৮	০৮	১০০
২ কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপ ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ (৬০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট)	সংখ্যা	১০০	০৭	০৭	১০০
০.৫ কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (৮০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট)	সংখ্যা	১০	০৩	০৩	১০০
বড় আকারের পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ (বক্স কালভার্ট, পাইপ কালভার্ট, ফুট ব্রীজ, সাইফন, ক্যাটল ক্রসিং ও ফিল্ড আউটলেট)	সংখ্যা	১০	০১	০১	১০০
মাঝারি আকারের পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ (বক্স কালভার্ট, পাইপ কালভার্ট, ফুট ব্রীজ, সাইফন, ক্যাটল ক্রসিং ও ফিল্ড আউটলেট)	সংখ্যা	৫০	১২	১২	১০০
ছোট আকারের পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ (বক্স কালভার্ট, পাইপ কালভার্ট, ফুট ব্রীজ, সাইফন, ক্যাটল ক্রসিং ও ফিল্ড আউটলেট)	সংখ্যা	১০০	০৫	০৫	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (ট্রান্সফর্মার ও অন্যান্য মালামাল সরবরাহসহ)	সংখ্যা	১৪৫	২১	২১	১০০

১০. নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ভূউপরিষ্ক পানির পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতি বছর ২২,০৭৩ হেক্টর জমির কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে ১৪,৮৭৫.০০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৯৯,১৬৬.৫০ মে. টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা;
- মেঘনা মোহনার মিষ্টি পানি ব্যবহার করে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে অধঃপতিত জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
- পরিবেশবান্ধব সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ভূউপরিষ্ক পানির ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন;
- জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে ২০০০ হেক্টর জমি চাষাবাদের আওতায় আনয়ন এবং
- সেচ কাজে টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ও ফলন পার্থক্য কমিয়ে আনা।

১০.২ প্রকল্প এলাকা : ০১ বিভাগ, ০৩টি জেলা, ২০টি উপজেলা

১০.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	ডিসেম্বর ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২২
১০.৪	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৬৪.৫১ কোটি টাকা
১০.৫	২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৪০.০০ কোটি টাকা
১০.৬	২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৪০.০০ কোটি টাকা
১০.৭	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৪০.০০ কোটি টাকা
১০.৮	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	১০০%
১০.৯	২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

১০.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
নোয়াখালী ও ফেনী রিজিওনাল/জোনাল ক্যাম্পাসে সাইট উন্নয়ন	ঘ. মি.	২১০০০	৬০০০	৬০০০	১০০
নোয়াখালী জেলায় তিন তলা বিশিষ্ট আঞ্চলিক অফিস ভবন কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও রেস্ট হাউজ নির্মাণ (প্রতিটি ৯০০০ ব.ফু.)	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০

ফেনী সদর, লক্ষ্মীপুর সদর ও নোয়াখালী সদর ও সুবর্ণচর উপজেলায় দুই তলা বিশিষ্ট জোনাল/ইউনিট অফিস ও রেস্ট হাউজ কাম গুদাম নির্মাণ (প্রতিটি ৫০০০ ব.ফু.)	সংখ্যা	০৫	০২	০২	১০০
খাল/নালা পুনঃখনন	কিমি.	২৫০	৬৮	৬৮	১০০
খাল/নালা পুনর্বাসন/সংস্কার	কিমি.	২৫০	৬৭	৬৭	১০০
সোলার অপারেটিং সিস্টেমসহ পাতকুয়া খনন	সংখ্যা	১০	০২	০২	১০০
১০-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত লেভে বেইজড/ বার্জ মাউন্টেড ভাসমান পাম্পের ভূগর্ভস্থ সেচনালা ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ লাইন নির্মাণ	মিটার	২০৩০০	২৬০০	২৬০০	১০০
৫-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১২০০ মিঃ)	সংখ্যা	৩০	০২	০২	১০০
২-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিঃ)	সংখ্যা	৯৫	৩৪	৩৪	১০০
১-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৮০০ মিঃ)	সংখ্যা	৫০	০৩	০৩	১০০
১-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপি জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৮০০মিঃ)	সংখ্যা	১০	০৪	০৪	১০০
বড় আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (ক্রস ড্যাম/সাবমার্জড ওয়্যার/কালভার্ট)	সংখ্যা	১৬	০২	০২	১০০
মাঝারি আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (ক্রস ড্যাম/সুইস গেইট/ কালভার্ট)	সংখ্যা	৭০	১৯	১৯	১০০
ছোট আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (ক্রস ড্যাম/ফুট ব্রিজ)	সংখ্যা	৯০	১৯	১৯	১০০
এলএলপির জন্য পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১৭৫	৮৯	৮৯	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (ট্রান্সফরমার ও আনুষঙ্গিক মালামালসহ)	সংখ্যা	১৬৫	২০	২০	১০০

১১. বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

১১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ১৮৬৯৬.৮৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৪৬৭৪২ মে. টন অতিরিক্তসহ মোট ১০২৮৩২.৭০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।
- প্রকল্প এলাকায় খাল/নালা খনন/পুনঃখননের মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানি নির্ভর সেচব্যবস্থার উন্নয়ন ও পানি নিষ্কাশন ত্বরান্বিতকরণ
- সেচ কাজে On Farm Water Management Technology এবং Alternate Wetting and Drying (AWD) প্রযুক্তির বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং ফলন পার্থক্য (Yield Gap) কমানো;
- প্রকল্প এলাকায় ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা;
- প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

১১.২ প্রকল্প এলাকা : ০২ বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৪৭টি উপজেলা

১১.৩ প্রকল্পের মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২২
১১.৪ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১০৩.২৩ কোটি টাকা
১১.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১৪.৪৫ কোটি টাকা
১১.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	১৪.৪৫ কোটি টাকা
১১.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	১৪.৪৫ কোটি টাকা
১১.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	১০০%
১১.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%



১১.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল/নালা পুনঃখনন	কিমি.	২৬২	১২	১২	১০০
ছোট আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৯০	৩০	৩০	১০০
মাঝারি আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	১৩০	১০	১০	১০০
বড় আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	০৫	০১	০১	১০০
৫ কিউসেক এলএলপি ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (১২০০ মি.) প্রতিটি	সংখ্যা	১৫	০৫	০৫	১০০
২ কিউসেক এলএলপি ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (১০০০ মি.) প্রতিটি	সংখ্যা	৭১	১৬	১৬	১০০
০.৫ কিউসেক সোলার এলএলপি ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (৬০০ মি.) প্রতিটি	সংখ্যা	১২	০২	০২	১০০
২ কিউসেক গভীর নলকূপের ভূগর্ভস্থ সেচনালা সম্প্রসারণ কাজ (৪০০ মি.) প্রতিটি	সংখ্যা	৭০	২৫	২৫	১০০
এলএলপি পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১১৫	৩০	৩০	১০০
সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন	সংখ্যা	৯৩	০৮	০৮	১০০

১২. কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

১২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন, এলএলপি স্থাপন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ২৩,৭২৫ হেক্টর জমিতে বোরো ফসলের পাশাপাশি টি-আমন এ সম্পূরক সেচ এবং শাকসবজির জমিতে ভূউপরিষ্কৃ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর ১,১৮,৬২৩ মে. টন খাদ্য শস্য উৎপাদন;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি (ড্রিপ, স্প্রিংকলার, বারিড পাইপ, সেনিগা ইত্যাদি) প্রয়োগ ও কৃষক/কৃষাণীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সেচ কাজে নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষক/কৃষাণীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

১২.২ প্রকল্প এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০৩টি জেলা, ৩৪টি উপজেলা

১২.৩ প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪
১২.৪ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৬৫.৪৬ কোটি টাকা
১২.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৯১.৭১ কোটি টাকা
১২.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৯১.৭১ কোটি টাকা
১২.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৯১.৭০ কোটি টাকা
১২.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	৯৯.৯৯%
১২.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

১২.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	আরডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১টি জোন ও ১৩টি ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	০৫	০৫	১০০
সেচ ও নিষ্কাশনযোগ্য খাল পুনঃখনন	কিমি.	৬৩০	১৯৮	১৯৮	১০০

সৌরশক্তি চালিত ডাগওয়েল নির্মাণ	সংখ্যা	৩০	১০	১০	১০০
ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ	কিমি.	৪০	৮.৯৭	৮.৯৭	১০০
বিভিন্ন ধরনের সেচ অবকাঠামো (বড়/মাঝারি/ছোট/ওয়াটার পাস) নির্মাণ	সংখ্যা	১৪৩৮	৬০৩	৬০৩	১০০
১-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপি পাম্প স্থাপন এবং প্রতিটি ১০০০মিটার ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সেট	৫০	৩০	৩০	১০০
১,২,৫-কিউসেক বৈদ্যুতিক এলএলপি স্কিমে ইউপিভিসি ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সেট	১৬৯	৪৫	৪৫	১০০
কর্মসূচির মাধ্যমে স্থাপিত ২/৫-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ/এলএলপির ইউপিভিসি ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ (প্রতিটি ৪০০ মিটার)	সংখ্যা	২৫৩	৪০	৪০	১০০
পুরাতন গভীর নলকূপের কূপ উন্নয়ন, কমিশনিং ও পাম্প হাউজ পুনঃনির্মাণ	সংখ্যা	৮০	৫১	৫১	১০০
১,২,৫-কিউসেক নতুন বৈদ্যুতিক এলএলপি স্কিমের পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১৬৯	১৫	১৫	১০০
স্প্রিংকলার (০৬টি) ও ড্রিপ (৩০টি) সেচ পদ্ধতির প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	৩৬	১৫	১৫	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৬৯	৫৪	৫৪	১০০

১৩. সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সৌরশক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ২,২০০ হেক্টর জমিতে ভূউপরিষ্কৃ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ১১,০০০ মে. টন খাদ্য শস্য ও শাকসবজি উৎপাদনের মাধ্যমে প্রায় ৬,৬০০ কৃষক পরিবারকে উপকার করা;
- সেচকাজে সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুতের সাশ্রয় এবং বিদ্যুৎ সুবিধা নেই এমন এলাকায় সৌরশক্তি নির্ভর সেচসুবিধা সম্প্রসারণ;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচন।

১৩.২ প্রকল্প এলাকা : ০৮টি বিভাগ, ৩৪টি জেলা, ১৪১টি উপজেলা

১৩.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩
১৩.৪	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৮২.৬৩ কোটি টাকা
১৩.৫	২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১৯.৩৯ কোটি টাকা
১৩.৬	২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	১৯.৩৯ কোটি টাকা
১৩.৭	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	১৯.৩৩ কোটি টাকা
১৩.৮	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	৯৯.৬৯%
১৩.৯	২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

১৩.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সোলার প্যানেল ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ১-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি ক্রয়	সংখ্যা	২৭	২৭	২৭	১০০
সোলার প্যানেল ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ০.৫-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি ক্রয়	সংখ্যা	২৩	২৩	২৩	১০০

১-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	২২	২২	২২	১০০
০.৫-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	২০	২০	২০	১০০
১-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৮০০ মি.)	সংখ্যা	২২	২২	২২	১০০
০.৫-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৬০০ মি.)	সংখ্যা	২২	২২	২২	১০০
সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল নির্মাণ (গড় গভীরতা ৩৫-৪০মি., ডায়ামিটার ৪০-৫০ ইঞ্চি)	সংখ্যা	১০	১০	১০	১০০
ডাগওয়েল স্কিমে ড্রীপ ইরিগেশন (পানি বিতরণ ব্যবস্থাসহ)	সংখ্যা	১০	১০	১০	১০০

১৪. বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১৪,২৩৪ হেক্টর জমিতে ভূউপরিষ্ক পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতিবছর অতিরিক্ত ৫৬,৯৩৬ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি;
- প্রকল্প এলাকায় আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

১৪.২ প্রকল্প এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০৭টি জেলা, ৪৬টি উপজেলা

১৪.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২২
১৪.৪	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৪৫.২৮ কোটি টাকা
১৪.৫	২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২২.৩০ কোটি টাকা
১৪.৬	২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	২২.৩০ কোটি টাকা
১৪.৭	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২২.২১ কোটি টাকা
১৪.৮	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	৯৯.৬০%
১৪.৯	২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

১৪.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/ পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
২ ও ৫-কিউসেক এলএলপির জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা সম্প্রসারণের জন্য মালামাল ক্রয় (প্রতিটি ৬০০ মিটার)	সেট	১৭০	০৭	০৭	১০০
১-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার পাম্প স্থাপন, কমিশনিং	সেট	১০	০৫	০৫	১০০
অফিস ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	০৪	০১	০১	১০০
খাল পুনঃখনন	কিমি.	৩০০	০৮	০৮	১০০
২-কিউসেক এলএলপির জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১২০০ মিটার)	সংখ্যা	১৪০	০৮	০৮	১০০
১-কিউসেক এলএলপির জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	সংখ্যা	১০০	২০	২০	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা সম্প্রসারণ (প্রতিটি ৬০০ মিটার)	সংখ্যা	১৭০	১৩০	১৩০	১০০
বড় আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	২৫	০৩	০৩	১০০

মাঝারি আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৫৪	০৪	০৪
ছোট আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	২০০	১৩	১৩
২- কিউসেক এলএলপিতে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১১০	০৮	০৮
১- কিউসেক এলএলপিতে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১২০	২০	২০

১৫. স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)

১৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- জলবায়ু সহনশীল ভূউপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা;
- ভূউপরিস্থ পানির টেকসই ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;

১৫.২ প্রকল্প এলাকা : ০৩ বিভাগ, ১১টি জেলা, ৩০টি উপজেলা

১৫.৩ প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪
১৫.৪ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৩০.১৬ কোটি টাকা
১৫.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩১.৩৬ কোটি টাকা
১৫.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৩১.৩৬ কোটি টাকা
১৫.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩১.২৭ কোটি টাকা
১৫.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	৯৯.৭১%
১৫.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

১৫.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ফসল রক্ষা বাধ নির্মাণ	কিমি.	৫৫	৬.৫	৬.৫	১০০
খাল/ নালা পুনঃখনন	কিমি.	৪৮৪	৮২	৮২	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কিমি.	২৫০	১২	১২	১০০
ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	২৬৩	৪২	৪২	১০০
রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ	সংখ্যা	২০২৪	১৩২	১৩২	১০০

১৬. পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রকল্প এলাকায় খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সেচযন্ত্র পরিচালনার মাধ্যমে ৫৩,৪০০ হেক্টর জমিতে ভূউপরিস্থ পানিনির্ভর আধুনিক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রতি বছর অতিরিক্ত ১,৩৩,৫০০ মে. টন ফসল উৎপাদন;
- সেচের পানির অপচয় রোধে আধুনিক ও স্থানীয় সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেচকাজে ন্যূনতম পানির ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- প্রকল্প এলাকায় ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।

১৬.২ প্রকল্প এলাকা : ০১ টি বিভাগ, ০৩টি জেলা, ২৫টি উপজেলা

১৬.৩ প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪
১৬.৪ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৫৬০.৫৩ কোটি টাকা

১৬.৫	২০২১-২২	অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৯৮.৮৭ কোটি টাকা
১৬.৬	২০২১-২২	অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৯৮.৮৭ কোটি টাকা
১৬.৭	২০২১-২২	অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৯৮.৫৭ কোটি টাকা
১৬.৮	২০২১-২২	অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	৯৯.৭০%
১৬.৯	২০২১-২২	অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

১৬.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল/নালা পুনঃখনন	কিমি.	৪৮০	২০০	২০০	১০০
৫ কিউসেক এলএলপি স্কিমে বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কিমি.	১৩৫	১৮	১৮	১০০
১ কিউসেক এলএলপি স্কিমে বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কিমি.	৩০০	৬৫	৬৫	১০০
২ কিউসেক পুরাতন গনকূর বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কিমি.	১০০	২৫	২৫	১০০
২ কিউসেক পুরাতন গনকূর বারিড পাইপ লাইন বর্ধিতকরণ	সংখ্যা	৬০০	১৯৬	১৯৬	১০০
সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল নির্মাণ	সংখ্যা	৩০০	১২	১২	১০০
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (ছোট)	সংখ্যা	১৫০	১২	১২	১০০
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (মাঝারি)	সংখ্যা	৬০	১৬	১৬	১০০
সেচযন্ত্রে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৫	১২৯	১২৯	১০০

১৭. মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ২২০ কিমি. খাল/নালা পুনঃখনন, ১৩০টি বিদ্যুৎ/ সৌরশক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ২৭,৫৮০ হেক্টর জমিতে ভূউপরিষ্ক পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত ৬৫,৬২০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমিয়ে ভূউপরিষ্ক পানি নির্ভর সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে শেষের নিবিড়তা (Cropping Intensity) ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
- মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষাকরণ ও টেকসইকরণ;
- সেচ কাজে নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার;
- প্রকল্প এলাকায় আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

১৭.২ প্রকল্প এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০৩টি জেলা, ১৩টি উপজেলা

১৭.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫
১৭.৪	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৩১.৩৩ কোটি টাকা
১৭.৫	২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৬২.৪১ কোটি টাকা
১৭.৬	২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৬২.৪১ কোটি টাকা
১৭.৭	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৬২.১৩ কোটি টাকা
১৭.৮	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	৯৯.৫৫%
১৭.৯	২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

১৭.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল নির্মাণ	সংখ্যা	১৩০	২৬	২৬	১০০
খাল পুনঃখনন	সংখ্যা	২২০	৫৫	৫৫	১০০
স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী স্থাপন	সংখ্যা	০২	০১	০১	১০০
পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	৯০	৩৬	৩৬	১০০
৫-কিউসেক এলএলপির ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ	সংখ্যা	২৫	১১	১১	১০০
৫-কিউসেক এলএলপির ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা বর্ধিতকরণ	সংখ্যা	২৫	০৮	০৮	১০০
৫-কিউসেক এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা পুনঃনির্মাণ	সংখ্যা	১৫	১০	১০	১০০
২-কিউসেক এলএলপির ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ (২৫০ মিমি ব্যাস ও ১২০০ মিটার দৈর্ঘ্য)	সংখ্যা	৫০	২৯	২৯	১০০
২-কিউসেক অচল/অকেজো ফোর্সমোড পাম্পসেট উত্তোলন ও পুনঃস্থাপনকৃত সেচযন্ত্রের ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১৫০০ মিটার)	সংখ্যা	৪৮	১৬	১৬	১০০
২-কিউসেক ফোর্সমোড সেচযন্ত্র/ এলএলপির ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা বর্ধিতকরণ (২৫০ মিমি ব্যাস ও ৬০০ মিটার দৈর্ঘ্য)	সংখ্যা	২০০	২৩	২৩	১০০
১-কিউসেক এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	সংখ্যা	৩০	১৫	১৫	১০০
০.৫ কিউসেক সোলার পাম্প এর জন্য ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ (১০০ মিমি ব্যাস ও ৮০০ মিটার দৈর্ঘ্য)	সংখ্যা	২৫	১০	১০	১০০
বড় আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১৫	০২	০২	১০০
মাঝারি আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১২০	২৭	২৭	১০০
ছোট আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৩০০	২৮	২৮	১০০

১৮. বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)

১৮.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল/নালা পুনঃখনন, এলএলপি স্থাপন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ২০,২৯০ হেক্টর জমিতে ভূউপরিষ্ক পানিনির্ভর সেচসুবিধা সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত ৯১,৩০৫ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- প্রকল্পের আওতায় ভূউপরিষ্ক পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সবজিসহ অন্যান্য ফসল চাষে সম্পূরক সেচ প্রদান করা;



- প্রকল্প এলাকায় ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত 'বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও টেকসই করণ;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের আধুনিক সেচ প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ;

১৮.২ প্রকল্প এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০৫টি জেলা, ২৯টি উপজেলা

১৮.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪
১৮.৪	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২০০.৬০ কোটি টাকা
১৮.৫	২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩২.০৭ কোটি টাকা
১৮.৬	২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৩২.০৭ কোটি টাকা
১৮.৭	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩২.০৭ কোটি টাকা
১৮.৮	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	১০০%
১৮.৯	২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

১৮.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১ কিউসেক এলএলপির জন্য ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৮০০ মিটার)	কিমি.	২৪	১৪.৪	১৪.৪	১০০
২ কিউসেক এলএলপির জন্য ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ পাম্প হাউজসহ (প্রতিটি ১২০০ মিটার)	কিমি.	১৭২.৮	৬৬	৬৬	১০০
৫ কিউসেক এলএলপির জন্য ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ পাম্প হাউজসহ	কিমি.	৪.৮	৩.৬	৩.৬	১০০
২ কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপের বিদ্যমান সিসি পাইপের সেচনালা ভূগর্ভস্থ ইউপিভিসি পাইপ সেচনালায় রূপান্তর (প্রতিটি ১২০০ মিটার)	কিমি.	১৩২	৪৩.২	৪৩.২	১০০
২ কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপের ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ	কিমি.	৩০	১৫	১৫	১০০
সেচ ও নিষ্কাশন খাল/নালা পুনঃখনন	কিমি.	৩৫০	৫০	৫০	১০০
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৫১০	৫৭	৫৭	১০০
বৈদ্যুতিক মোটর ও পাম্প ক্রয়	সংখ্যা	১৭৮	১৭৮	১৭৮	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৮৮	৪৩	৪৩	১০০

১৯. ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প

১৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে স্বল্প দক্ষ, স্বল্প উৎপাদনশীল ও অপচয়মূলক পানি ব্যবস্থাপনা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক প্রণোদনা তৈরির ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণে সহায়তাকরণ;

- ০৫টি (পাঁচ) অঙ্গভিত্তিক (পানির পরিমানভিত্তিক সেচ চার্জ, স্মার্ট কার্ড, প্রযুক্তি, পানি সরবরাহ দক্ষতা, কমিউনিটিভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনার) প্রস্তাবিত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিএমডিএ ও বিএডিসি এর গভীর নলকূপ এলাকায় সেচে ব্যবহৃত পানির সাশ্রয়, দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ;
- অগভীর নলকূপ এবং বেসরকারি খাতে গভীর নলকূপ সেচের উপর সমীক্ষা পরিচালনা করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ সকল ক্ষেত্রে কিভাবে সেচ পানির বাজারকে আরো দক্ষ ও উৎপাদনশীল করা যায় তা নিরূপণ করা।

১৯.২ প্রকল্প এলাকা : ০৭টি বিভাগ, ১২টি জেলা, ২৩টি উপজেলা

১৯.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩
১৯.৪	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	০.৪৪ কোটি টাকা
১৯.৫	২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	০.৩৪ কোটি টাকা
১৯.৬	২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	০.৩৪ কোটি টাকা
১৯.৭	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	০.৩৪ কোটি টাকা
১৯.৮	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	১০০%
১৯.৯	২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

১৯.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
২৫০ মি.মি. ডায়া ইউপিভিসি পাইপ দিয়ে ভূগর্ভস্থ সেচনালা সম্প্রসারণ	মিটার	২০০০	২০০০	২০০০	১০০
আউটলেট স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	২০	২০	২০	১০০
প্রিমেইড মিটারে ব্যবহারের জন্য চাষি কার্ড ক্রয় ও সরবরাহ	সংখ্যা	৪০০	৪০০	৪০০	১০০

২০. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূউপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

২০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রকল্পের আওতায় ১০টি ড্যাম (৮টি রাবার ড্যাম ও ২টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম) নির্মাণ করে ১১,১৫০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে ৫০,১৭৫ মে. টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন করা।

২০.২ প্রকল্প এলাকা : ০৪টি বিভাগ, ০৮টি জেলা, ১০টি উপজেলা

২০.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২২
২০.৪	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৬২.০৭ কোটি টাকা
২০.৫	২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১৭.৬৯ কোটি টাকা
২০.৬	২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	১৭.৬৯ কোটি টাকা
২০.৭	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	১৭.৬৭ কোটি টাকা
২০.৮	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	৯৯.৮৯%
২০.৯	২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

২০.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
রাবার ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	০৮	০৩	০৩	১০০
ওয়াটার রিটেনশন স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	০২	০২	১০০
নদী/ খাল খনন / পুনঃখনন	কিমি.	৫০	২০	২০	১০০
ইরিগেশন ইনলেট/ আউটলেট/ ইউ ড্রেন নির্মাণ	মিটার	৮০০	২০০	২০০	১০০

২১. ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ১৬,১৮২ হেক্টর জমিতে ভূউপরিষ্ক পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে প্রায় ৮০,৯১০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- প্রকল্প এলাকায় ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত 'বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকার কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।

২১.২ প্রকল্প এলাকা : ০২টি বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৫৬টি উপজেলা

২১.৩ প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২
২১.৪ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৫৪.৫৮ কোটি টাকা
২১.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩৮.১৮ কোটি টাকা
২১.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৩৮.১৮ কোটি টাকা
২১.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৮.১৭ কোটি টাকা
২১.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	৯৯.৯৭%
২১.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

২১.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল/নালা পুনঃখনন	কিমি.	২৫০	৪৩	৪৩	১০০
৫ কিউসেক এলএলপি স্কিমে বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কিমি.	৭০	১০	১০	১০০
২ কিউসেক এলএলপি স্কিমে বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কিমি.	২০০	৪৪	৪৪	১০০
২ কিউসেক গভীর নলকূপ স্কিমে বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কিমি.	১২০	৫২	৫২	১০০
সৌরশক্তি চালিত ডাগওয়েল খনন	সংখ্যা	৬০	২২	২২	১০০
পানি নির্গমন ব্যবস্থা নির্মাণ	সংখ্যা	২৮০	৬৮	৬৮	১০০
এলএলপি স্কিমে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	২৩০	৩১	৩১	১০০

২২. রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিষ্ক পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১৭,৮৯৭ হেক্টর জমিতে ভূউপরিষ্ক পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতিবছর প্রায় ৮০,৫৩৬.৫ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ;
- পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও ফলন পার্থক্য হ্রাসকরণ;
- প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

২২.২ প্রকল্প এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০৪টি জেলা, ২৮টি উপজেলা

২২.৩ প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২
২২.৪ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৬১.৬১ কোটি টাকা
২২.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৪৫.৬৭ কোটি টাকা
২২.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৪৫.৬৭ কোটি টাকা
২২.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৪৫.৫১ কোটি টাকা
২২.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	৯৯.৬৫%
২২.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

২২.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি ক্রয়	সেট	১২৫	২৫	২৫	১০০
সৌরশক্তি চালিত ০.৫-কিউসেক এলএলপি ক্রয়	সেট	৫০	২৫	২৫	১০০
খাল পুনঃখনন	কিমি.	২০০	১৬	১৬	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	২২৫	৬৫	৬৫	১০০
১-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০মিটার)	সংখ্যা	১০০	২৫	২৫	১০০
২-কিউসেক সাবমার্সিবল পাম্পের ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০মিটার)	সংখ্যা	২২০	৬৭	৬৭	১০০
২-কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপের ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ (প্রতিটি ৫০০মিটার)	সংখ্যা	২০০	৩০	৩০	১০০
০.৫-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৬০০মিটার)	সংখ্যা	৫০	০৮	০৮	১০০
এলএলপির জন্য পাম্প হাউজ নির্মাণ (বিদ্যুৎ চালিত ১০০টি, সৌরশক্তি চালিত ৫০টি)	সংখ্যা	১৫০	৯০	৯০	১০০
বড় আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	০৮	০৫	০৫	১০০
মাঝারি আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	৩৩	৩৩	১০০
ছোট আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৬০	৩৮	৩৮	১০০

২৩. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প

২৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বিএডিসির বিদ্যমান পুরাতন অফিস ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকায়ন এবং নির্মাণের মাধ্যমে কাজের পরিবেশ উন্নয়নপূর্বক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ও অবকাঠামোসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- মাঠ পর্যায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন অফিস ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করে ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রম তদারকি জোরদারকরণ;
- সীমানা প্রাচীর সংস্কার ও নির্মাণ করে বিএডিসির সম্পদ অবৈধ দখলমুক্ত রাখা ও সংরক্ষিত সেচ যন্ত্রপাতি সুরক্ষা করা;
- খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা, নিবিড় পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ, অগ্রগতি তদারকি সহজীকরণ এবং সেচ নীতিমালা বাস্তবায়ন করা;
- মাঠ পর্যায়ের ক্যাম্পাসসমূহের সৌন্দর্য বর্ধন ও যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে পুকুর সংস্কার, বৃক্ষ রোপণ ও আনুষঙ্গিক কাজ এবং
- কৃষকদের প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন।

২৩.২ প্রকল্প এলাকা : ০৮টি বিভাগ, ৬৩টি জেলা, ১৬৫টি উপজেলা

২৩.৩ প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩
২৩.৪ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২২০.০৩ কোটি টাকা
২৩.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৪৯.৭০ কোটি টাকা
২৩.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৪৯.৭০ কোটি টাকা
২৩.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৪৯.৭০ কোটি টাকা
২৩.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	১০০%
২৩.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

২৩.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
অফিস ভবন সংস্কার	সংখ্যা	৫৮	০৪ ও ১০ (চলমান)	০৪ ও ১০ (চলমান)	১০০
সীমানা প্রাচীর সংস্কার	রা.মি.	৬৩২৩	৩২৩	৩২৩	১০০
গুদাম সংস্কার	সংখ্যা	৩৪	০৪	০৪	১০০
অভ্যন্তরীণ রাস্তা সংস্কার/উন্নয়ন	ব.ফু.	২৪৩০০০	১৮১৮১	১৮১৮১	১০০
মিরপুরস্থ স্টাফ কোয়ার্টার সংস্কার	সংখ্যা	০১	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১০০
প্রধান কার্যালয় আধুনিকীকরণ	সংখ্যা	০১	০১ (চলমান)	০১ (চলমান)	১০০
ঢাকাস্থ সেচ ভবন আধুনিকীকরণ	সংখ্যা	০১	০১ (চলমান)	০১ (চলমান)	১০০
অফিস ভবন কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	সংখ্যা	৫৭	৩৭ (আংশিক)	৩৭ (আংশিক)	১০০
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমিটরী নির্মাণ	সংখ্যা	০৬	০৬ (আংশিক)	০৬ (আংশিক)	১০০
রেস্টহাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	০১	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১০০
বিদ্যমান ভবন উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ	সংখ্যা	০৩	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১০০
গেট নির্মাণ	সংখ্যা	৩৭	১০	১০	১০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	১৬৩৩০	১২২৮	১২২৮	১০০

বিএডিসি কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম/কর্মসূচিসমূহ

(কোটি টাকায়)

কর্মসূচি/কার্যক্রমের সংখ্যা	বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	অগ্রগতি
১৩	১৭১.৯৮	১৭১.৯৮	১৭১.৯৫	৯৯.৯৮%

ফসল সাব-সেক্টরে কার্যক্রম/কর্মসূচি

১. বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

১.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের লক্ষ্যে মৌল বীজ হতে প্রয়োজনীয় ভিত্তি বীজ পরিবর্ধন;
- হাইব্রিড (F1) ধান বীজ উৎপাদন এবং চাষিদের মাঝে বিতরণ করে হাইব্রিড ধান বীজের চাহিদা মেটানো;
- হাইব্রিড (F1) ধান বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশে হাইব্রিড ধান বীজের আমদানি নির্ভরতা কমানো;
- খামার ব্যবস্থাপনা ও বীজ উৎপাদনের উপর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বেসরকারি উৎপাদকগণকে বীজ উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক/উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন দক্ষ জনবল সৃষ্টি;
- সংগঠিত বীজ উৎপাদনকারীর নিকট ভিত্তিবীজ সহজলভ্যকরণ;
- চাষিদের নিকট হাইব্রিড (F1) ধান বীজের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণ;
- অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বর্ধিত ভিত্তিবীজ উৎপাদন কার্যক্রমের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

১.২. কার্যক্রম এলাকা : ০৮টি বিভাগ, ১৯টি জেলা, ২১টি উপজেলা

১.৩ কার্যক্রমের মেয়াদ : জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২

১.৪ কার্যক্রমের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮৪.৫০ কোটি টাকা



১.৫	২০২১-২২	অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৮৪.৫০ কোটি টাকা (জিওবি ১৯.০০; নিজস্ব ৬৫.৫০)
১.৬	২০২১-২২	অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৮৪.৫০ কোটি টাকা
১.৭	২০২১-২২	অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৮২.৮৬ কোটি টাকা
১.৮	২০২১-২২	অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	৯৮.০৬%
১.৯	২০২১-২২	অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	৯৮%

১.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

(মে.টন)

কাজের নাম	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
আউশ	৭১০.০০	৭১০.০০	৭৩০.৭৩	১০৩
আমন	৪২৫০.০০	৪২৫০.০০	৪৩৪৪.৪৫	১০২
বোরো	৩৯০০.০০	৩৯০০.০০	৩৮০০.০০	৯৭
হাইব্রিড ধান	৯৩১.০০	৯৩১.০০	৯২০.০০	৯৯
আলু	১৪২৪.০০	১৪২৪.০০	১০৭৬.৮৫	৭৬
গম	৫৩০.০০	৫৩০.০০	৪৫৪.৯৮	৮৬
ভুট্টা	৪০.০০	৪০.০০	৬.০০	১৫
ডাল/অন্যান্য	১৫.০০	১৫.০০	১১.৩০	৭৫
মোট=	১১,৮০০.০০	১১,৮০০.০০	১১,৩৪৪.৩১	৯৬%

২. চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

২.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত মৌলবীজ এবং বিএডিসির খামার হতে প্রাপ্ত ভিত্তিবীজ হতে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন ভিত্তি/ প্রত্যাযিত/ মানঘোষিত বীজ উৎপাদন;
- হাইব্রিড ধান/ ভুট্টা বীজের প্যারেন্টাল লাইন সংগ্রহ করে প্রশিক্ষিত চুক্তিবদ্ধ চাষির মাধ্যমে F1 বীজ উৎপাদন করা;
- জোন এলাকার বীজ উৎপাদক চাষিদের সংগঠিত করে বীজ প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- নতুন জাত বা কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের নিকট পরিচয় করিয়ে দেয়া ও প্রসার ঘাঁনো;
- চুক্তিবদ্ধ চাষিদেও বীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তিবীজ/ মৌল বীজ নির্ধারিত মূল্যে সময়মত সরবরাহ করা;
- বীজ শিল্প উন্নয়নের জন্য বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারীদেও সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

২.২. কার্যক্রম এলাকা: ০৬টি বিভাগ, ১৫টি জেলার সকল উপজেলা

২.৩	কার্যক্রমের মেয়াদ	:	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২
২.৪	কার্যক্রমের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৪.০০ কোটি টাকা
২.৫	২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১৪.০০ কোটি টাকা (জিওবি ৬.০০, নিজস্ব ৮.০০)
২.৬	২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	১৪.০০ কোটি টাকা
২.৭	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	১৩.০৭
২.৮	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	৯৩.৩৬%
২.৯	২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	৯৯%



২.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

(মে. টন)

কাজের নাম	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
আউশ	২৪৮৮.০০	২৪৮৮.০০	২৪৭৫.০০	১০০
আমন	১১৭২৮.০০	১১৭২৮.০০	১১৪৮৫.০০	৯৮
বোরো	৩২৪১৯.০০	৩২৪১৯.০০	৩২৪১৯.০০	১০০
গম	৮০৬০.০০	৮০৬০.০০	৮০০০.০০	৯৯
মোট=	৫৪,৬৯৫.০০	৫৪,৬৯৫.০০	৫৪,৩৭৯.০০	৯৯%

৩. উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম

৩.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষকপর্যায়ে বিপণন করে অধিক ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- বিএডিসির মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন বীজ প্রকল্প/ কর্মসূচির মাধ্যমে উৎপাদিত দানাশস্যের ভিত্তি, প্রত্যায়িত, মানঘোষিত বীজ, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে সংগ্রহ করে মাননিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করা;
- সংগৃহীত বীজগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করার পর বিতরণ মৌসুমে প্যাকেটজাত করে আঞ্চলিক বীজ গুদামে প্রেরণ করা এবং আঞ্চলিক বীজ গুদাম ও বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে ডিলারদের মাধ্যমে তা বিতরণ/বিক্রয় করা। এছাড়া বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদেরকে চাহিদা মোতাবেক ভিত্তিবীজ সরবরাহ করা;
- ১৬টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের বীজ স্থানীয় পরীক্ষাগারে গুণগত মান পরীক্ষা করা এবং চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারে নমুনা বীজ পরীক্ষা করে বীজের গুণগতমান নিশ্চিত করা;
- দেশব্যাপী একটি সুনিয়ন্ত্রিত ডিলার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজ বিতরণ ব্যবস্থায় কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য ডিলারদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- বীজ প্রযুক্তির উপর নিয়মিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিএডিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যাতে দেশে একটি দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে ওঠে;
- বেসরকারি বীজ শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উৎপাদকদের উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং বিপণন কাজে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও স্বনির্ভরতা অর্জনে দেশকে সহায়তা করা।

৩.২. কার্যক্রম এলাকা : ০৭টি বিভাগ, ১৬টি জেলা, ১৬টি উপজেলা

৩.৩ কার্যক্রমের মেয়াদ	: জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২
৩.৪ কার্যক্রমের প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৪২৬.৪০ কোটি টাকা
৩.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৪২৬.৪০ কোটি টাকা (জিওবি ৯৬.৪০; নিজস্ব ৩৩০.০০)
৩.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৪২৬.৪০ কোটি টাকা
৩.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৪০৯.৫৪ কোটি টাকা
৩.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	: ৯৬.০৫%
৩.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	: ৯৪%

৩.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

(মে. টন)

কাজের নাম	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
আউশ	৩৮১৭.৩৯	৩৮১৭.৩৯	৩৬৩৫.০০	৯৫
আমন	১৮১৬০.১২	১৮১৬০.১২	১৫৯৭৮.০০	৮৮
বোরো	৩৮১৯৯.০০	৩৮১৯৯.০০	৩৬৯৩৮.১২	৯৮

গম	৮৯২২.৮৮	৮৯২২.৮৮	৮৭১৮.৮১	৯৮
মোট=	৬৯,০৯৯.৩৯	৬৯,০৯৯.৩৯	৬৫,২৬৯.৯৩	৯৪%

৪. পাটবীজ কার্যক্রম

৪.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- পাটের গবেষণালব্ধ প্রজনন বীজ (Breeder's Seed) হতে ভিত্তি বীজ (Foundation Seed) উৎপাদন করা;
- পাটের ভিত্তিবীজ হতে প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ (TLS) উৎপাদন করে মজুদ গড়ে তোলা;
- পরিবেশ রক্ষার জন্য পাটজাত দ্রব্য ব্যবহার বর্তমান সরকারের একটি উদ্দেশ্য বিধায় অধিক পরিমাণ পাট আঁশ উৎপাদন করার লক্ষ্যে উন্নত জাতের বীজ উৎপাদন করে তা সংস্থার বীজ বিপণন বিভাগের মাধ্যমে অথবা পাট বীজ বিভাগের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বীজ ডিলারদের মাধ্যমে সরাসরি চাষিদের মধ্যে বিপণন করে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের প্রত্যায়িত/ মানঘোষিত বীজ উৎপাদন করে কৃষকপর্যায়ে বীজ প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা;
- বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারীদের বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- উন্নত জাতের ভিত্তিবীজের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- উন্নত জাতের পাটবীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ বিষয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৪.২. কার্যক্রম এলাকা : ০৫টি বিভাগ, ১৭টি জেলা, ৪৫টি উপজেলা

৪.৩ কার্যক্রমের মেয়াদ	:	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২
৪.৪ কার্যক্রমের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৮.৬৮ কোটি টাকা
৪.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৪৮.৬৮ কোটি টাকা (জিওবি ৮.০০; নিজস্ব ৪০.৬৮)
৪.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৪৮.৬৮ কোটি টাকা
৪.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৭.৫৪ কোটি টাকা
৪.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	৭৭.১২%
৪.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	৯০%

৪.১০. ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

(মে. টন)

কাজের নাম	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
পাটবীজ	১৪১৮.৫৫	১৪১৮.৫৫	১৩০০.৭৭	৯২
আউশ	২২২.০০	২২২.০০	১৮৪.২৫	৮৩
আমন	৩০৩.০০	৩০৩.০০	২৯০.১০	৯৬
বোরো	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪০৬.৪৩	৮৩
গম	২৮৮.০০	২৮৮.০০	২৫০.৪৮	৮৭
আলু	১৫০৩.৭৫	১৫০৩.৭৫	১০৯১.০০	৭৩
মোট=	৪,২২৫.৩০	৪,২২৫.৩০	৩,৫২৩.০৩	৮৩%

৫. বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৫.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- যে কোন দৈব দুর্বিপাকের সময় বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- বীজের ন্যায্য ও প্রতিযোগিতামূলক স্থিতিশীল মূল্য নিশ্চিত করা;
- বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করে খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
- সর্বোপরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা।

৫.২. কার্যক্রম এলাকা: ০৭টি বিভাগ, ২৬টি জেলা, ৬৭টি উপজেলা

৫.৩ কার্যক্রমের মেয়াদ	:	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২
৫.৪ কার্যক্রমের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৬.০৫ কোটি টাকা
৫.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৪৬.০৫ কোটি টাকা (জিওবি ৯.০০; নিজস্ব ৩৭.০৫)
৫.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৪৬.০৫ কোটি টাকা
৫.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৪৪.৯২ কোটি টাকা
৫.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	৯৭.৫৫%
৫.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

৫.১০. ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

(মে. টন)

কাজের নাম	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
আমন	২০৩৫.০০	১৯৬৮.০০	১৯৬৭.৮৫	১০০
বোরো	৫৮০০.০০	৫৯৯৫.৭০	৫৯৯৫.৭০	১০০
গম	২১০০.০০	১৯৪৫.০০	১৯৪৫.০০	১০০
মোট=	৯,৯৩৫.০০	৯,৯০৮.৭০	৯,৯০৮.৫৫	১০০%

৬. জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম

৬.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- সবজির ভিত্তি বীজ উৎপাদন, আধুনিক প্রযুক্তি ও বীজ শিল্প বিকাশে সেবা প্রদান;
- সবজির উৎপাদন, ফলনশীলতা এবং মাথাপিছু প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- আত্মকর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য ঘাটতি ও অপুষ্টি লাঘব;
- সুসংগঠিত প্রথায় বেসরকারি পর্যায়ে উন্নত বীজ উৎপাদন করে সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- বীজের স্বাভাবিক ব্যবহার নিশ্চিত করে খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা;
- সর্বোপরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা।

৬.২. কার্যক্রম এলাকা : ০৪টি বিভাগ, ০৫টি জেলা, ০৫টি উপজেলা

৬.৩ কার্যক্রমের মেয়াদ	:	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২
৬.৪ কার্যক্রমের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১০.১০ কোটি টাকা
৬.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১০.১০ কোটি টাকা (জিওবি ৬.১০; নিজস্ব ৪.০০)
৬.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	১০.১০ কোটি টাকা
৬.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	১০.১০ কোটি টাকা
৬.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	১০০%
৬.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

৬.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

(মে. টন)

কাজের নাম	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
শীতকালীন সবজি বীজ	৬৭.৮৪	৭০.৭৯	৭২.০০	১০২
গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ	৪৯.৮০	৪৮.৯১	৪৬.০০	৯৪
পেঁয়াজ বীজ ও বালু বীজ	১৯৫.২০	১৪৬.৭৫	১৪২.৮০	৯৭
মোট=	৩১২.৮৩	২৬৬.৪৪	২৬০.৮০	৯৮%

৭. এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম

৭.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যমান ১৪টি সেন্টারের মাধ্যমে শাকসবজি, ফুল, ফল উৎপাদন ও বিপণন এবং এসব ফসলসহ ফলজ, বনজ, ও ঔষধি বৃক্ষের চারা/গুটি কলম উৎপাদন ও সরবরাহসহ এ জাতীয় ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের বিদ্যমান পুষ্টি সমস্যা দূরীকরণ এবং পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন;
- এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বীজ, চারা, গুটি, কলম, শাকসবজি, ফুল, ফল, মসলাজাতীয় ফসল ইত্যাদি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও চাষিদেরকে কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন;
- এগ্রো সার্ভিস সেন্টারের আওতাধীন প্রকল্প এলাকার কৃষকদের শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদনে প্রশিক্ষণ দেয়া। তাছাড়া আমিষ জাতীয় খাদ্যের উপর চাপ কমিয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রচলিত ও প্রবর্তনমূলক সবজি উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের প্রচেষ্টা নেয়া;
- এ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিকটবর্তী শহর এলাকায় টাটকা শাকসবজি ও ফলমূলের চাহিদা মেটানো;
- উদ্যান ফসলের নতুন জাত ও প্রযুক্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও প্রসার কাজে ১৪টি কেন্দ্র প্রদর্শনী খামার হিবেবে কাজ করবে;
- শহরের নিকটবর্তী এলাকায় তাজা শাকসবজি এবং ফলমূলের চাহিদা এই কার্যক্রমের মাধ্যমে পূরণে সহায়তা করা।

৭.২. কার্যক্রম এলাকা : ০৮টি বিভাগ, ১৩টি জেলা, ১৪টি উপজেলা

৭.৩ কার্যক্রমের মেয়াদ	: জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২
৭.৪ কার্যক্রমের প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৮.৫২ কোটি টাকা
৭.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৮.৫২ কোটি টাকা (জিওবি ৫.৫০; নিজস্ব ৩.০২)
৭.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৮.৫২ কোটি টাকা
৭.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৮.৩১ কোটি টাকা
৭.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	: ৯৭.৫৪%
৭.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	: ৯৯%

৭.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		অর্জনের হার (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
সবজি	মে. টন	৫৮৯৩৮.৮৬	৫৮৯৩৮.৮৬	৫৮৭৪৮.০৮	১০০
মসলা	মে. টন	৬৬২.২২	৬৬২.২২	৬৭৯.৮৬	১০৩
ফলমূল	মে. টন	৩৩৯৮.৯২	৩৩৯৮.৯২	৩৭৩৬.৬৬	১১০
মোট=	মে. টন	৬৩,০০০.০০	৬৩,০০০.০০	৬৩,১৬৪.৬০	১০০%
সবজি চারা	সংখ্যা	৪০০৪৪০০	৪০০৪৪০০	৩৮৭১৯৩৯	৯৭
ফুলের চারা	সংখ্যা	৫৯৪৫৩৫	৫৯৪৫৩৫	৬২৭২২৫	১০৫
চারা/কলম	সংখ্যা	৪৩১৭১৮০	৪৩১৭১৮০	৩৯৯৭৫৯৫	৯৩
*নারিকেল চারা	সংখ্যা	৩২৩৮৮৫	৩২৩৮৮৫	২৪২৯৫৪	১০০
মোট=		৯২,৪০,০০০	৯২,৪০,০০০	৮৭,৩৯,৭১৩	৯৫%

* বিক্রয়যোগ্য চারা ৭০% এর শতভাগ ধরে।

৮. মধুপুর হটিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি

৮.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- উদ্যানজাতীয় ফসলের অনুচারা (কলা, অর্কিড, আনারস, ড্রাগন ফল, মিশরীয় ডুমুর, সৌদি খেজুর, জারবেরা ইত্যাদি) উৎপাদন করে বিএডিসি'র বিদ্যমান উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও এগ্রো সার্ভিস সেন্টারে সরবরাহ করা;

- উচ্চমূল্য ফসলের অনুচারা উৎপাদনপূর্বক হাইড্রোপনিক্স ও এ্যারোপনিক্স পদ্ধতিতে ফসলের উৎপাদন বর্ধিতকরণ।

৮.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা

৮.৩	কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩
৮.৪	কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২.৩৮ কোটি টাকা
৮.৫	২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১.৪৯ কোটি টাকা
৮.৬	২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	১.৪৯ কোটি টাকা
৮.৭	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	১.৪৯ কোটি টাকা
৮.৮	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	১০০%
৮.৯	২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

৮.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
অটোকেভ ক্রয়	সংখ্যা	০২	০১	০১	১০০
অ্যানালাইটিক্যাল ব্যালেন্স ক্রয়	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
পিএইচ মিটার ক্রয়	সংখ্যা	০২	০১	০১	১০০
ডিসপেন্সার ক্রয়	সংখ্যা	১০	০৩	০৩	১০০
সিংগেল ম্যাগনেটিক স্টার্টারসহ হিটিং প্লেট ক্রয়	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
ডাবল ডিস্টিল ওয়াটার প্লান্ট	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
ইনকিউবেটর	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
স্টেরিওমাইক্রোপিক ট্রাইনোকুলার (মনিটরসহ) ক্রয়	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
টিস্যু কালচার শ্রো র‍্যাক ক্রয়	সংখ্যা	২০	২০	১০০	১০০
এয়ার কন্ডিশনার (২ টন) ক্রয়	সংখ্যা	০৮	০৮	০৮	১০০
ডিহিউমিডিফায়ার ক্রয়	সংখ্যা	০৫	০২	০২	১০০
ডিস্কহারো ক্রয়	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
রোটাভেটর ক্রয়	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
বেড প্লাস্টার ক্রয়	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
অফিসভবন ও টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি নির্মাণ	ব.মি.	১৮৬	১৮৬	১৮৬	১০০

সেচ সাব-সেক্টরের কর্মসূচি

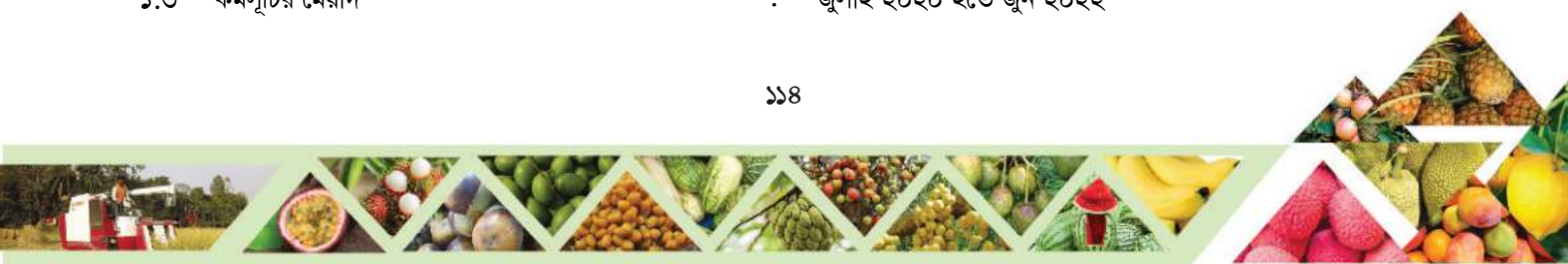
১. সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় চিলাই নদীতে নির্মিত রাবার ড্যামের উজানে পানির ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তীর সংরক্ষণ ও গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি

১.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- চিলাই নদীতে রাবার ড্যামের উজানে দুই পাড়ের মোট ০.৭৫ কিমি. বাঁধ সিসি ব্লক ও গাইড ওয়াল দ্বারা নির্মাণ এবং ১.২০ কিমি. বাঁধ পেলিসাইডিং দ্বারা নির্মাণ করে জলাধারের তলদেশে জমাকৃত পলিমাটি ও বালু পুনঃখনন/অপসারণ করে কৃত্রিম জলাধার তৈরিপূর্বক জলাধারের পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিকরত অতিরিক্ত ৩৬০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- ভূউপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক ১,৫০০ মে. টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উৎপাদন।

১.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা

১.৩ কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২



১.৪	কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৮.০০ কোটি টাকা
১.৫	২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৬.৯৯ কোটি টাকা
১.৬	২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৬.৯৯ কোটি টাকা
১.৭	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৬.৯৯ কোটি টাকা
১.৮	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	১০০%
১.৯	২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

১.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
রাবার ড্যামের পানি সংরক্ষণের জন্য সিসিব্লক ও গাইড ওয়াল নির্মাণ	কিমি.	০.৭৫	০.৬০	০.৬০	১০০
রাবার ড্যামের পানি সংরক্ষণের জন্য পেলিসাইডিং দ্বারা তীর সংরক্ষণ কাজ	কিমি.	১.২০	১.২০	১.২০	১০০
চিলাই নদী জলাধার পুনঃখনন	কিমি.	১.৯২	১.৯২	১.৯২	১০০

২. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় ভূউপরিষ্ক পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি

২.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৭০০ হেক্টর জমিতে কম খরচে সেচ সুবিধা প্রদান;
- খাল পুনঃখনন, ভূগর্ভস্থ সেচনালা ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে সেচ এলাকা বৃদ্ধি এবং ৩,৫০০ মে. টন ফসল উৎপাদন।

২.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০২টি উপজেলা

২.৩	কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২
২.৪	কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৯.৫৬ কোটি টাকা
২.৫	২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩.৭৫ কোটি টাকা
২.৬	২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৩.৭৫ কোটি টাকা
২.৭	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩.৭৫ কোটি টাকা
২.৮	২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	১০০%
২.৯	২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

২.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন/সংস্কার	কি মি.	২১	০৯	০৯	১০০
আরসিসি আউটলেট নির্মাণ	সংখ্যা	১৬০	৭৭	৭৭	১০০
২-কিউসেক সেচযন্ত্রের স্কিমে ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ/ সম্প্রসারণ	মিটার	৯০০০	৩৬০০	৩৬০০	১০০
০.৫০-কিউসেক সেচযন্ত্রের স্কিমে ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ/ সম্প্রসারণ	মিটার	১২০০০	৪৮০০	৪৮০০	১০০
ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা ভূগর্ভস্থ পানি নিষ্কাশন নালা নির্মাণ	মিটার	১০০০	৪০০	৪০০	১০০

হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	০৫	০২	০২	১০০
কনডুইট/ওয়াটার পাস নির্মাণ	সংখ্যা	২৪	১২	১২	১০০

৩. নোয়াখালী জেলার কবিরহাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি

৩.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- খাল পুনখনন, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আমন মৌসুমে সম্পূরক সেচে ভূউপরিষ্ক পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে প্রায় ১,৫০০ হেক্টর সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৪,৫০০ মে. টন খাদ্য শস্য উৎপাদন।

৩.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০২টি উপজেলা

৩.৩ কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২
৩.৪ কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৯.২৪ কোটি টাকা
৩.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২.৮৭ কোটি টাকা
৩.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	২.৮৭ কোটি টাকা
৩.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২.৮৭ কোটি টাকা
৩.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	১০০%
৩.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

৩.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনখনন/সংস্কার	কিমি.	৩০	১০	১০	১০০
খালের পাড়ে আউটলেট নির্মাণ	সংখ্যা	২৪০	৮০	৮০	১০০
ওয়াটার পাস নির্মাণ	সংখ্যা	১৮	০৫	০৫	১০০

৪. খুলনা জেলার ডাকাতিয়া বিল জলাবদ্ধতা নিরসন ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

৪.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- খাল পুনখনন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে ২০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, ভূউপরিষ্ক পানির সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ সুবিধা প্রদান;
- ৪.০০ কিমি. ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণপূর্বক সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত ৬০০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

৪.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০২টি উপজেলা

৪.৩ কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২
৪.৪ কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪.৫৯ কোটি টাকা
৪.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২.৫২ কোটি টাকা
৪.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	২.৫২ কোটি টাকা
৪.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২.৫২ কোটি টাকা
৪.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	১০০%
৪.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%



৪.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল খনন/পুনখনন	কিমি.	২৫	১৫	১৫	১০০
আরসিসি আউটলেট নির্মাণ	সংখ্যা	২০০	৭২	৭২	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	০৪	০২	০২	১০০
ওয়াটার পাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	০৪	০৪	১০০
পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	০৪	০২	০২	১০০

৫. চট্টগ্রাম জেলার গুমাই বিলসহ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সেচ উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কর্মসূচি

৫.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- খাস মজা খাল পুনঃখনন, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূউপরিষ্ক পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক ৬০৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান ও ১০৮০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ;
- সৌরশক্তিচালিত পাম্প ক্ষেত্রায়ণ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) নির্মাণের মাধ্যমে সেচ খরচ কমানো ও সেচের পানি অপচয় রোধ করে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- ফসল পরিবহন ও সংগ্রহে উন্নত ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করা;
- ৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা

৫.৩ কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩
৫.৪ কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৭.৫৩ কোটি টাকা
৫.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৪.৩৬ কোটি টাকা
৫.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৪.৩৬ কোটি টাকা
৫.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৪.৩৩ কোটি টাকা
৫.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	৯৯.৩১%
৫.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি (%)	:	১০০%

৫.১০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাস মজা খাল পুনঃখনন	কিমি.	২৪	১৫	১৫	১০০
২ ফুট ডায়া বিশিষ্ট আউটলেট নির্মাণ	সংখ্যা	৯৬	৬০	৬০	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	০৬	০৩	০৩	১০০
ফসল মাড়াই করার জন্য থ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	সংখ্যা	০৩	০২	০২	১০০
ওয়াটার পাস (মাঝারি) নির্মাণ	সংখ্যা	০৬	০৪	০৪	১০০
ওয়াটার পাস (ছোট) নির্মাণ	সংখ্যা	১৬	১০	১০	১০০

উপসংহার

কৃষি উন্নয়নে ও কৃষকের আস্থার প্রতিদান দিতে সদা তৎপর বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি। বিশ্বায়নের এই যুগে কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা। এই নতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিএডিসি বীজ, সেচ ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আধুনিকীকরণ অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের লক্ষ্যেও কাজ করছে বিএডিসি। দেশের জনগণ ও কৃষকের কাছে একটি আদর্শ সেবামুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানটি মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ, মানসম্পন্ন সার আমদানি ও সরবরাহ এবং আধুনিক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি কৃষিপণ্য রপ্তানি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলার মাধ্যমে জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের কার্যক্রম



বিএডিসির নোয়াখালীর সুবর্ণচর ডাল ও তৈলবীজ খামার প্রকল্পের আওতায় সয়াবিন বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি



ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সিনাই খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কৃষিসচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় আইনমন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি এবং বিএডিসির চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ।



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের কার্যক্রম



চট্টগ্রামের আনোয়ারায় বিএডিসি কর্তৃক নির্মিত ভরাশংখ হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম (এ প্রযুক্তি বাংলাদেশে প্রথম)



বিএডিসির নামে নিবন্ধিত রপ্তানিযোগ্য ও উচ্চ ফলনশীল বিএডিসি আলু-১ (সানশাইন) জাতের আলুবীজের উৎপাদন প্লট



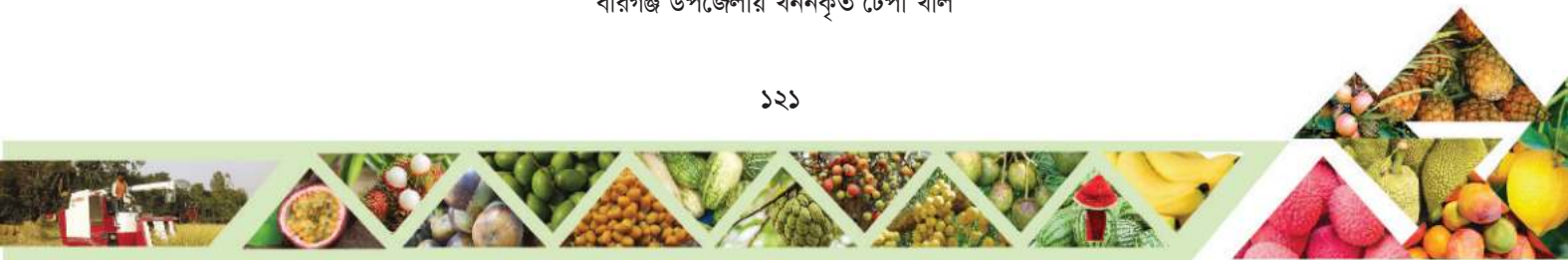
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের কার্যক্রম



ফরিদপুর সদরে বিএডিসির খামারে নতুন তৈল ফসল পেরিলা বীজ (সাউ পেরিলা-১) উৎপাদন প্লট



বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলায় খননকৃত চোপা খাল



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের কার্যক্রম



নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্প্রিংকলার সেচ কার্যক্রম



দিনাজপুরের নশিপুরে অবস্থিত বিএডিসির খামারে পাটবীজ উৎপাদন প্লট



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের কার্যক্রম



কিশোরগঞ্জের কটিয়াদিতে বিএডিসি কর্তৃক স্থাপিত সোলার সেচ স্কিম



মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ডাগওয়েল





বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

নতুন বিমান বন্দর সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

www.barc.gov.bd





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



(ক) ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। কৃষি গবেষণা সিস্টেমের গবেষণা সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী সংস্থাসমূহকে জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতে গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ, গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, কর্মসূচি সমন্বয় এবং কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব। কৃষি গবেষণাকে গতিশীল, যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন ও দারিদ্র্য নিরসনে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রাধিকারের আলোকে এ প্রতিষ্ঠান সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে আসছে। বর্তমান সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অংশ প্রস্তুতে সহায়তা করা এবং রূপকল্প-২০২১-২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান ২১০০, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর গোল-২ অর্জন এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) এর কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে।

লক্ষ্য

পরিকল্পনা ও সম্পদের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণে দেশের সমগ্র কৃষি গবেষণা সমন্বিতকরণ এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন: কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ইত্যাদির সমন্বিত কার্যক্রমও যুক্ত করা এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য

কৃষি গবেষণা সিস্টেমের পুনর্গঠন ও মান উন্নয়নে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদান কাউন্সিলের অন্যতম কাজ। ১৯৯৬ সালে এক আইনের মাধ্যমে কাউন্সিলের কার্যপরিধি সম্প্রসারণ করে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের গবেষণা অগ্রাধিকার নির্ধারণ, সমন্বয়, পুনরীক্ষণ, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে কাউন্সিলের কার্যপরিধি আরও সুসংহত করে 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন ২০১২' প্রণীত হয়। এ আইন প্রণীত হওয়ায় কৃষি গবেষণার সমন্বয়সহ গবেষণা ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার ও কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রণয়নে প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

দক্ষ, কার্যকরী এবং টেকসই কৃষি গবেষণা সিস্টেম গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

কৃষির উন্নয়নকল্পে উন্নত জাত ও লাগসই প্রযুক্তি এবং তথ্য উদ্ভাবনের লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণ।

(খ) জনবল

'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ২০১২' আইনের আওতায় একটি শক্তিশালী গভর্নিং বডির নির্দেশনায় জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (National Agricultural Research System-NARS)-এর নীতি নির্ধারণী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী উক্ত গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কো-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া মাননীয় সংসদ সদস্য (২ জন), কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি বিষয়ক সদস্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিএডিসির চেয়ারম্যান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, ৩ জন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী এবং ১ জন কৃষক প্রতিনিধি গভর্নিং বডিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছেন।



প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	হ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	হ্রেড ১	১	১	-	কাউন্সিলের অনুমোদিত পদ ২০৫+১০*=২১৫টি কর্মরত ১৩৪+১০*=১৪৪ জন। *চিহ্নিত ১০টি পদ শূন্য হওয়া মাত্র বিলুপ্ত হবে।
২	হ্রেড ২	৭	৩	৪	
৩	হ্রেড ৩	১৬	১২	৪	
৪	হ্রেড ৪	২৬	১৫	১১	
৫	হ্রেড ৫	৪	৪	-	
৬	হ্রেড ৬	১৬	১০	৬	
৭	হ্রেড ৭	-	-	-	
৮	হ্রেড ৮	-	-	-	
৯	হ্রেড ৯	১১	৬	৫	
১০	হ্রেড ১০	৫	৪	১	
১১	হ্রেড ১১	১৫	৯	৬	
১২	হ্রেড ১২	-	-	-	
১৩	হ্রেড ১৩	১৫	৯	৬	
১৪	হ্রেড ১৪	৫	৪	১	
১৫	হ্রেড ১৫	২২	১৭	৫	
১৬	হ্রেড ১৬	২৫	১৫	১০	
১৭	হ্রেড ১৭	-	-	-	
১৮	হ্রেড ১৮	৫	৩	২	
১৯	হ্রেড ১৯	-	-	-	
২০	হ্রেড ২০	৪২	৩২	১০	
মোট =		২১৫	১৪৪	৭১	

পদোন্নতি কর্মকর্তা

নিয়োগ

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা-১০ জন, সিনিয়র সায়েন্টিফিক এডিটর-১ জন, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট-১ জন, সিনিয়র সহকারী পরিচালক-২ জন, সিনিয়র রিপোর্টগ্রাফিক অফিসার-১ জন, সিস্টেম এনালিস্ট-১ জন, প্রোগ্রামার-১ জন, ইনফরমেশন অফিসার-১ জন, গ্রাফিক ডিজাইনার-১ জন, একান্ত সচিব-১ জন, সাইট ইঞ্জিনিয়ার-১ জন, রক্ষণাবেক্ষণ পরিদর্শক-১ জন, হিসাব রক্ষক-২ জন, প্রধান সহকারী-৪ জন, পিএ/সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর-৩ জন, হেড ক্যাশিয়ার-১ জন, প্রফরিডার-১ জন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর-২ জন এবং স্টোর ক্লার্ক কাম কম্পিউটার অপারেটর-১ জন।



গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র.নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ (জন)				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট
১	গ্রেড ১-৯	১,১৮৫	৫	৪২০	৪৫	১৬৫৫
২	গ্রেড ১০	-	-	৩০	-	৩০
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	৫৮৬	-	৫৮৬
মোট		১,১৮৫	*৫	**১,০৩৬	৪৫	২২৭১

* ভারুয়ালি-০২ জন, ফিজিক্যালি-০৩ জন

** একই কর্মকর্তা/কর্মচারী একাধিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চ শিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা (জন)			
		পিএইচডি	এমএস	অন্যান্য	মোট
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
মোট		-	-	-	-

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র.নং	গ্রেড নং	বিশিষ্ট জ্ঞান (জন)			
		সেমিনার/মিটিং	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১	গ্রেড ১-৯	৩০	৩	২	৩৫
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
মোট		৩০	৩	২	***৩৫

*** ভারুয়ালি- ৩২ জন ও ফিজিক্যালি ভারুয়ালি-৩২ জন ও ফিজিক্যালি -০৩ জন

প্রশিক্ষণের শিরোনাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের স্থান
IoT-Based Precision Agriculture for Sustainable Production	৩১ জন	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
Use of Modern Farm Machinery for Ensuring Food Security	৩০ জন	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
Training on Forestry and Agroforestry Technologies for Professionals	৪০জন	অডিটোরিয়াম-২, প্রশিক্ষণ ভবন (৪র্থ তলা), বিএআরসি, ঢাকা
Training on Climate Smart Agriculture for Adaptation	৪০ জন	অডিটোরিয়াম-২, প্রশিক্ষণ ভবন (৪র্থ তলা), বিএআরসি, ঢাকা
ToT Training on “Post-harvest Management of Fruits and vegetables”	৩০ জন	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

প্রশিক্ষণের শিরোনাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের স্থান
ToT Training on “Recently developed modern rice varieties”	৩০ জন	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর
Training on “Sugarcrop technologies generated from Bangladesh Sugarcrop Research Institute (BSRI)”	৩০ জন	বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা
Technical Report Writing and Editing (24th Batch)	৩০ জন	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
Role of Food Based Nutrition to Reduce Stunting and Wasting	৩৫ জন (২ ব্যাচে ৭০ জন)	বটিয়াঘাটা, খুলনা এবং জুঝাখোলা, পিরোজপুর
Food Utilization, Quality Processing and Preservation Techniques of Agro-Products at Households Level	৩৫ জন (২ ব্যাচে ৭০ জন)	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার এবং আলোর দিশারী মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, বগুড়া
Awareness building on the importance of food based nutrition information and health impacts	৩৫ জন (২ ব্যাচে ৭০ জন)	বিএফআরআই, রাঙ্গামাটি এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
Training on Service Process Simplification (SPS)	২৫ জন (৪ ব্যাচে ১০০ জন)	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
Training on e-filing for Officer	২২ জন	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাব, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা
Training on e-filing for Staff	২০ জন	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাব, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা
Training on Increase IT skills for officer	২০ জন	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাব, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা
Training on Increase IT skills for staff	২০ জন	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাব, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

শস্য বিভাগ

- টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তায় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং গবেষণা কাজের দ্বৈততা পরিহার করার লক্ষ্যে শস্য বিভাগ, বিএআরসি কর্তৃক গত ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫টি রিভিউ কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের ফসল বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের (বিএআরআই, বিআরআরআই, বিএসআরআই, বিআইএনএ, বিজেআরআই, সিডিবি, বিএসআরটিআই ও বিটিআরআই) এর অংশগ্রহণে ৫টি গবেষণা ক্ষেত্রে যথাক্রমে (১) শস্য জাত উন্নয়ন কার্যক্রম; (২) ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম; (৩) পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম; (৪) রোগবালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম; (৫) জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রমের ২০২০-২১ সালের গবেষণা অগ্রগতি এবং ২০২১-২২ সালের গবেষণা পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা হয়। কর্মশালায় আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞদের সুপারিশের আলোকে উল্লেখিত ৫টি গবেষণা ক্ষেত্রের কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়।
- জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০১২ এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান (নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান, এনআইবি, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট সেক্টর) কর্তৃক প্রণীত মধ্য (২০১৭-২০২৩) ও দীর্ঘমেয়াদী (২০১৭-২০২৭) জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার গবেষণা কার্যক্রম পর্যালোচনা কর্মশালা আয়োজন এবং সুপারিশ ও করণীয় বিষয় সম্বলিত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়।
- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠানের জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা প্রাধিকার নির্ধারণে পর্যালোচনা কর্মশালা আয়োজন এবং সুপারিশ ও করণীয় বিষয় সম্বলিত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়।

- ন্যাশনাল টেকনিক্যাল কমিটি অন ফ্রুপ বায়োটেকনোলজি কোর কমিটির সভা আয়োজন এবং সুপারিশ ও করণীয় বিষয় সম্বলিত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে বিএডিসি, ডিএই, বারি, ব্রি, বিনা, বিজেআরআই, বিএসআরআই ও সিডিবির প্রজনন, ভিত্তি, প্রত্যাযিত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে ০১টি সভা আয়োজনের মাধ্যমে সমন্বিত প্রতিবেদন তৈরি ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- Development of Upazila Land Suitability Assessment and Crop Zoning System of Bangladesh শীর্ষ প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন। শস্য বিভাগ, বিএআরসি উক্ত প্রকল্পের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় (১) Crop Zoning System (২) খামারি (Khamari) mobile Application (৩) Agri-Advisory Portal: তৈরি করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে ফল আর্মিওয়ার্ম এর মনিটরিং ও সঠিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি-কে সভাপতি করে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করে গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিএআরআই, ডিএই, সিমিট ও এফএও এর সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে ভুট্টার সার্বিক ফলনে/উৎপাদনে প্রভাব পড়েনি। এ ছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ও সিমিট এর যৌথ উদ্যোগে Knowledge Sharing Workshop on Fighting Back Against Fall Armyworm শীর্ষক কর্মশালা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয়ের High level Introduction for the IRRI Convened United Nations Independent Food Systems Dialogue শীর্ষক সভায় অগ্রহণের নিমিত্ত টকিং পয়েন্ট তৈরি করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা-১ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- Regional Food Chains in BIMSTEC: Prospects for Food Processing Sector proposed by Research and Information for Developing countries (RIS) from India শীর্ষক প্রস্তাবনার ওপর মতামত তৈরি করে আ.স.-২ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- আগস্ট ২০২১ সময়ে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ সুদান, কঙ্গো ও গাম্বিয়ায় দ্বিপাক্ষিক সফর উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত ভারুয়াল আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীর আলোকে মতামত প্রেরণের লক্ষ্যে পত্র তৈরি করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা-১ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উভয় দেশের মধ্যে সভা আয়োজনের বিষয়ে মতামত এবং ‘Bangabandhu-Mandella Centre for Research & Cooperation in Agriculture’ নির্মাণের বিষয়ে প্রস্তাবনা প্রেরণের লক্ষ্যে পত্র তৈরি করে অ.স.-১ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- এক ফসলী, দুই ফসলী ও তিন ফসলি জমি চিহ্নিত করে তা রক্ষার জন্য সমন্বিত প্রস্তাবনা তৈরির লক্ষ্যে গঠিত কমিটির ১ম পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে পত্র তৈরি করে কমিটির সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ও কাতার/বাহরাইন সরকারের মধ্যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক পরামর্শক সভা (Foreign Office Consultations) আয়োজন উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাচ্যবলী এবং ব্রিফ ইত্যাদি প্রস্তুতকল্পে তথ্যাদি উপলক্ষ্যে পত্র তৈরি করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা-১ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা-২০২০’ বাস্তবায়নে প্রণীত খসড়া কর্মপরিকল্পনার উপর মতামত তৈরি করে নীতি-১ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- একাদশ জাতীয় সংসদের ‘কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি’র ১৬তম বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে খাদ্যশস্য ও গুরুত্বপূর্ণ ফসলের বর্তমান চাহিদা নিরূপণ এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা ও উৎপাদনের প্রক্ষেপণ নির্ধারণ বিষয়ে পত্র তৈরি করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- এক ফসলি, দুই ফসলি, তিন ফসলি বা তদুর্ধ্ব ফসলি জমি চিহ্নিত করে তা রক্ষা করার জন্য সমন্বিত খসড়া প্রস্তাবনা তৈরি করে সম্প্রসারণ শাখা-১, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- কেনিয়া, রুয়ান্ডা, তানজানিয়া ও উগান্ডা-তে Contract farming opportunities চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদের সম্ভাবনা বিষয়ে write-up তৈরি করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা শাখা-১, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া এর মধ্যে ৩য় Foreign Office Consultations (FOC) সভা উপলক্ষ্যে হালনাগাদ তথ্য/ইনপুট/মতামত তৈরি করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা শাখা-১, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঢাকায় নিযুক্ত নেদারল্যান্ডের মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সাথে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সাক্ষাৎ উপলক্ষ্যে টকিং পয়েন্টস তৈরি করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ১ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক সংস্থা Asia-Pacific Association of Agricultural Research Institutions (APAARI) এর সদস্য পদের ২০২১ সালের বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ প্রসঙ্গে পত্র প্রদান করা হয়েছে।



- নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত জিনোম কেন্দ্রে (বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট) গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে (ToR) খসড়া প্রেরণ করা হয়েছে।
- লেইট ব্রাইট (নাবী ধসা) রোগ প্রতিরোধী ট্রান্সজেনিক ওজ-জীন সমৃদ্ধ আলুর DIA-MSU-UB015 এবং DIA-MSU-UV0255 লাইন দুটির কনফাইন্ড ফিল্ড ট্রায়াল পরিচালনার বিষয়ে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল কমিটি অন ক্রপ বায়োটেকনোলজি (NTCCB) কোর কমিটির মতামত/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- জাতীয় কৃষি প্রদর্শনী কেন্দ্রে প্রদর্শনীর জন্য শস্য বিভাগ, বিএআরসি কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকার প্রকাশনা সংক্রান্ত বই ও লিফলেট প্রেরণ করা হয়েছে।
- ন্যাশনাল সিড ভিশন-২০৩০ প্রণয়নের লক্ষ্যে বিএডিসি এর সাথে কার্যক্রম চলমান আছে।
- Inter-Ministerial Meeting on the upcoming Second Foreign Office Consultations (FOC) between Bangladesh and Thailand বিষয়ে ইনপুটস তৈরি করে আ.স.-১ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড এর মধ্যে Joint Agricultural Working Group (JAWG) এর ১ম ভার্চুয়াল সভার আলোচ্যসূচি প্রসঙ্গে পত্র তৈরি করে প্রেরণ করা হয়েছে।
- আগামী ২৪-২৮ জানুয়ারি ২০২২ সময়ে জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিতব্য Global Forum for Food and Agriculture সম্মেলনে ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ইনপুটস প্রেরণ করা হয়েছে।
- রপ্তানিতব্য পণ্যে মিথাইল ব্রোমাইড ফিউমিগেশন ব্যবহার অনুমোদনে বলাইনাশক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির (PTAC) সভা আয়োজন উপলক্ষ্যে পত্র তৈরি করে প্রেরণ করা হয়েছে।
- Saudi Green Initiative I Green Middle East inotiative-I afforestation এর আওতায় বাংলাদেশের সম্ভাব্য সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের আলোকে তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- বীজ বিধিমালা, ২০২০ সংশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান প্রসঙ্গে পত্র তৈরি করে প্রেরণ করা হয়েছে।
- 'Implementation on Confidence Building Measures in the priority Area of Agriculture' শীর্ষক খসড়া Concept Paper এর উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে।
- World Bank Group কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন Bangladesh Systematic Country Diagnostic 2021 Update এর খসড়া প্রতিবেদনের ওপর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক মতামত তৈরি করে ০২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা-২ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- দেশে আমদানিকৃত এবং ফসলের উপর ব্যবহৃত বলাইনাশক/কীটনাশকে ভারী ধাতুর উপস্থিতি এবং সহনীয় মাত্রা নির্ধারণের বিষয়ে নীতিমালা, স্পেসিফিকেশন/গাইডলাইনসহ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রসঙ্গে পত্র তৈরি করে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ উত্তম কৃষিচর্চা নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নে প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় মহোদয়ের বাণী অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে খসড়া তৈরি করে নীতি-১ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বিডিএস ১০৮৯:২০০৭ অনুযায়ী সীলকৃত নমুনা মশার কয়েল পরীক্ষণ অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রদানের অনুমতি বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদন পর্যালোচনা প্রসঙ্গে পত্র তৈরি করে ডিএই বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- Opportunities of growing medical cannabis in Bangladesh শীর্ষক প্রস্তাবের উপর মতামত তৈরি করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা-১ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ৮ম বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অংশীদারি সংলাপে (8th Bangladesh-USA Partnership Dialogue) উপস্থাপনের নিমিত্ত ইনপুট তৈরি করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা-১ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- খসড়া জাতীয় বীজ নীতি-২০২২ প্রণয়নে লিখিত মতামত প্রদানের জন্য পত্র তৈরি করে কমিটির সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
- 'এলাকার উপযোগিতা অনুযায়ী ধানের হাইব্রিড ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অধিক উৎপাদনশীল ইনব্রিড জাত নির্বাচন ও সম্প্রসারণ নিশ্চিতকরণ' বিষয়ে গঠিত কমিটিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন বিষয়ে পত্র তৈরি করে সম্প্রসারণ-১ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে ৩য় ফরেন অফিস কনসালটেশন উপলক্ষ্যে মতামত তৈরি করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা-১ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- গত ২২-২৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মালদ্বীপ সফরের Issued Joint Communiqué এর কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর মতামত তৈরি করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা-১ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- জাতীয় শিল্প নীতি-২০২২ এর খসড়ার ওপর মতামত তৈরি করে নীতি-১ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- কারিগরি কমিটি কর্তৃক ফসলের জাত মূল্যায়ন প্রসঙ্গে পত্র তৈরি করে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
- উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২২ (খসড়া) এর ওপর মতামত প্রদান প্রসঙ্গে পত্র তৈরি করে গঠিত কমিটির সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।



- ফ্রান্স কর্তৃক উপস্থাপিত 'Food & Agriculture Resilience Mission (FARM)' শীর্ষক বৈশ্বিক উদ্যোগকে সমর্থন প্রসঙ্গে পত্র তৈরি করে আ.স.-১ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ৬ষ্ঠ বার্ষিক World Food Summit উপলক্ষ্যে আয়োজিত উচ্চপর্যায়ের Ministerial Meeting এ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য তৈরি করে আ.স.-১ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ডাল ও তেল ফসলের গবেষণা জোরদারকরণে এবং কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাথে সহযোগিতা সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে পত্র তৈরি করে আ.স.-১ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ন্যাশনাল সিড ভিশন ২০৩০ এর প্রাথমিক খসড়া পর্যালোচনার লক্ষ্যে সভা আয়োজন প্রসঙ্গে পত্র তৈরি করে মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- বালাইনাক্ষক বিধিমালায় রপ্তানি সংক্রান্ত ধারা যোগ করা প্রসঙ্গে পত্র তৈরি করে কমিটির সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
- ভারতের JK Agri Genetics Limited (JKAL) হতে প্রাপ্ত হাইব্রিড Bt তুলার বীজ JKCH 1947 এবং JKCH 1050 Bt মাঠ (ফিল্ড রিলিজ) অবমুক্তি প্রসঙ্গে মতামত তৈরি করে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ-সৌদি আরব যৌথ কমিশনের ১৩ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।
- মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ব্রাজিল সফর উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত ইনপুট তৈরি করে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বীজ আইন, ২০১৮ সংশোধন এর লক্ষ্যে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে পত্র তৈরি করে গঠিত কমিটির সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
- ভারতের Rallis India Limited-A TATA Enterprise এর সাথে জেনেটিক্যালি মডিফাইড তুলা (GM cotton) নিয়ে যৌথ গবেষণায় যৌক্তিকতা/মতামত তৈরি করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা-১ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- টিটিএমইউ, বিএআরসি কর্তৃক ২৩/০২/২০২২ তারিখে Project Completion Workshop on "Transfer of Agricultural Technologies to Farmers' Level for Increasing Farm Productivity" (ID:005) আয়োজন করা হয়েছে;
- Agriculture Technology Extension Coordination Committee (ATECC) মিটিং রবি মৌসুম/২০২১ মৌসুমের সভা ০২ ডিসেম্বর/২০২১ তারিখে এবং খরিফ-১ মৌসুমের সভা ৩০ মার্চ/২০২২ তারিখে আয়োজন;
- 'Transfer of Agricultural Technologies to Farmers' Level for Increasing Farm Productivity' (ID:005) প্রকল্পের মাধ্যমে দশটি ইনস্টিটিউটের (BWMRI-5, BARI-24, BINA-8, BSRI-3, BRRI-12, BJRI-2, CDB-4, SRDI-1, BLRI-2, BFRI-2) ৬৩টি প্রযুক্তি ১৭টি জেলার ৩৫টি উপজেলার ৪৪৬ জন কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।
- টিটিএমইউ, বিএআরসি কর্তৃক Transferable technologies on "Safe food production" developed by NARS institutes শিরোনামে বই প্রকাশনা;
- টিটিএমইউ, বিএআরসি কর্তৃক Matured Technologies Developed NARS institutes (2018-19 to 2019-20) শিরোনামে বই প্রকাশনা।

পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ

- বিএআরসির সমন্বয়ে এনএআরএস ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- পিবিআরজি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি কর্মশালার সুপারিশ বাস্তবায়ন।
- পিবিআরজি উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে নার্স প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- Research Review Workshop on Forestry শীর্ষক পর্যালোচনা কর্মশালার সুপারিশ বাস্তবায়ন (২০২০-২০২১)।
- কৃষি প্রকৌশল বিষয়ে পর্যালোচনা কর্মশালার সুপারিশ বাস্তবায়ন (২০২০-২১)।
- 'Crop Improvement Programme of NARS Institute' শীর্ষক পর্যালোচনা কর্মশালার সুপারিশ বাস্তবায়ন (২০২০-২১)।
- 'Disease Management Programme of NARS Institute' শীর্ষক পর্যালোচনা কর্মশালার সুপারিশ বাস্তবায়ন (২০২০-২১)।
- 'Biotechnological Programme of NARS Institute' শীর্ষক পর্যালোচনা কর্মশালার সুপারিশ বাস্তবায়ন (২০২০-২১)।
- Research Review Workshop on 'Soil Research of NARS Institute' শীর্ষক পর্যালোচনা কর্মশালার সুপারিশ বাস্তবায়ন (২০২০-২১)।



- Research Review Workshop on Livestock Research শীর্ষক পর্যালোচনা কর্মশালার সুপারিশ বাস্তবায়ন (২০২০-২১)।
- কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে পর্যালোচনা কর্মশালার সুপারিশ বাস্তবায়ন (২০২০-২১)।
- টিটিএমইউ ইউনিট, বিএআরসি কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি হস্তান্তর।
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি এবং ডিএই এর সাথে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য সমন্বয় সভা আয়োজন।
- কৃষক/বিজ্ঞানী/সম্প্রসারণ কর্মীসহ অন্যান্য সংস্থার নিকট উদ্ভাবিত জাত এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় ভারুয়াল/সরাসরি সভা/সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তিগত ধারণা বিনিময়।
- সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা এনএআরএস বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাগণকে অবহিতকরণ।
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে এনএআরএস বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন।
- ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ সম্পর্কে এনএআরএস বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন।
- বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা-২০২০ সম্পর্কে এনএআরএস বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে পুস্তক প্রকাশ/কর্মশালা আয়োজন।
- পায়রা-কুয়াকাটা Comprehensive Master Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত সমন্বয় কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী ১৩ এর ৪নং সিদ্ধান্তের উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের খসড়া সমঝোতা স্মারক এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- ইম্পাহানি এগ্রো লি: এর সাথে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের খসড়া সমঝোতা স্মারক এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- ম্যাক্সিম এগ্রো এর সাথে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর খসড়া সমঝোতা স্মারক এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- উজবেকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত যৌথ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণের লক্ষ্যে খসড়া Agreement এর উপর কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- প্যারাগন গ্রুপ এর সাথে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের খসড়া সমঝোতা স্মারক এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- বিদেশ থেকে প্রত্যগত অভিবাসী কর্মীদের জন্য 'Comprehensive National Reintegration Policy' প্রণয়নে মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রেরণ।
- বাংলাদেশ ও ইরাকের মধ্যে কৃষিখাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার নিমিত্ত খসড়া সমঝোতা স্মারক এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- Training and Technology Transfer (TTT) এর সাথে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের খসড়া সমঝোতা স্মারক এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- Independent Evaluation Group 'The World Bank Group in Bangladesh Country Program Evaluation (CPE): FZ11-FZ20' এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- সাতান্না ফার্ম প্রোডাক্টস এর সাথে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের খসড়া সমঝোতা স্মারক এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়ে হাঙ্গেরি সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত বাংলাদেশ ও হাঙ্গেরি সরকারের মধ্যে খসড়া সমঝোতা স্মারক এর উপর কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ইয়ং বাংলা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিস কোম্পানি লিমিটেডের চারকোল হতে সক্রিয় কার্বন তৈরির লক্ষ্যে যৌথ গবেষণা বিষয়ক খসড়া সমঝোতা স্মারক এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এর দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার নিমিত্ত খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক খসড়া সমঝোতা স্মারক এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কারিগরি সহযোগিতা কর্মসূচির আওতায় (২০২২-২৩) সময়ে প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত ধারণাপত্র (Concept Note) কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- BIMSTEC এবং International Food Policy Research Institute (IFPRI)- এর মধ্যকার সহযোগিতা সংক্রান্ত খসড়া Concept Note- এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- নেদারল্যান্ডের ভাখেনিঙেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের গ্রীনিচ বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের নিমিত্ত খসড়া সমঝোতা স্মারক এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- Commonwealth Educational Media Centre for Asia (CEMCA) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মধ্যে খসড়া সমঝোতা স্মারক এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।



- পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন এর সাথে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সমঝোতা স্মারক এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- Bangladesh-German Consultations 2022 এ আলোচ্য বিষয়ের এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেড এর মধ্যে খসড়া সমঝোতা স্মারক এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে Hala Quality Infrastructure বিষয়ক খসড়া সমঝোতা স্মারক এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- The Asian Pacific Association of Agricultural Research Institutions (APAARI) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মধ্যে প্রস্তাবিত সহযোগিতামূলক খসড়া সমঝোতা স্মারক এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া মূল্যায়ন নির্দেশিকার বিষয়ে মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সাথে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সমঝোতা স্মারক এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- Assessing the Synergies and Trade-Offs among Sustainable Development Goals: The Case of Bangladesh শীর্ষক প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে বিএআরসির তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ।
- খসড়া Country Programming Framework এর উপর মতামত প্রদান।
- Collaboration Opportunities between the Ministry of Post Telecommunication and Information Technology and the ITU এর প্রস্তাবনার উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও সরকারের অন্যান্য কার্যক্রমের নগদ অর্থ সরকারি কোষাগার হতে সরাসরি উপকারভোগীদের একাউন্টে Government to Person (G2P)
- বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক এর মেয়াদ বৃদ্ধি এবং পরিবর্তন/পরিমার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মতামত/ইনপুট প্রেরণ।
- সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাথে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের নিমিত্ত তৈরিকৃত খসড়া সমঝোতা স্মারক এর উপর মতামত প্রদান।
- নির্ভর কৃষি কনজুমার প্রোডাক্টস লিঃ এর সাথে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের খসড়া সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের নিমিত্ত তৈরিকৃত খসড়া সমঝোতা স্মারক এর উপর মতামত প্রদান।
- Thengamara Mohila Sabuj Sangha (TMSS) এর সাথে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের খসড়া সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে মতামত প্রদান।
- Joint Action for Nutrition Outcome (JANO) Project বাস্তবায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর সাথে ত্রিপরাক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের নিমিত্ত তৈরিকৃত খসড়া সমঝোতা স্মারক এর উপর মতামত প্রদান।
- বাংলাদেশ বহীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত আলোচ্যসূচির প্রয়োজনীয় মতামত/ইনপুট প্রদান।
- Department of Agricultural Extension I Land O'lakes Venture 37 MoU সংস্থার মধ্যে Memorandum of Understanding (MoU) করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রেরণ।
- এসডিজির কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্যাদি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক ০৯ টি মাসিক প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- এসডিজির কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যাদি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- এসডিজি ট্র্যাকারে ডাটা ক্যালেন্ডার পরীক্ষাক্রমে মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- এসডিজি সূচকের জন্য মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ কার্যালয়সমূহ কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর ডাটা কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- এসডিজি ট্রেকার এ তথ্য হালনাগাদকরণের নিমিত্ত জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণকালীন বিজ্ঞানীদের কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- বাংলাদেশ ডেল্টা ফান্ড এর খসড়া পলিসি ব্রিফ এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- Workshop on Delta Plan 2100 কর্মশালা ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বিএআরসি অডিটরিয়ামে আয়োজন এবং কর্মশালায় কার্যবিবরণী কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- Adaptive Trials on Seaweed শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি ও সমন্বয় সভা ০৫ আগস্ট ২০২১ এবং ১৪ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।



- সামুদ্রিক শৈবালের ০২টি জাত (বারী সীউইড-০১) এবং (বারী সীউইড-০২) ছাড়করণ করা হয়েছে।
- শনাক্তকৃত সামুদ্রিক শৈবালের ০২টি জাতের হেভি মেটাল এনালাইসিস মৃত্তিকা বিভাগ এর ল্যাব, বিএআরআই এবং বিএলআরআই ল্যাব এ গবেষণা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে সামুদ্রিক শৈবালের গবেষণা ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপপি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- জাপান সরকারের Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় সহায়ক প্রাপ্তির জন্য প্রকল্প প্রস্তাব জমা দেয়া হয়েছে।
- জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৯ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগণের মুক্ত আলোচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ স্যানিটারি এন্ড ফাইটোস্যানিটারি (এসপিএস) ক্ষেত্র উন্নতকরণের লক্ষ্যে সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা করার জন্য ডিএই কর্তৃক প্রেরিত Template অনুসারে প্রণীত Partnership Statement এর সম্মতি পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- সমাপ্ত ‘বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম’ শীর্ষক কর্মসূচির নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করার নিমিত্ত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক গঠিত নিরপেক্ষ মূল্যায়ন কমিটির প্রণীত মূল্যায়ন প্রতিবেদন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি বরাবর তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ-জার্মান কনসালটেশন ২০২২ সভায় আলোচনার নিমিত্ত জার্মান সরকারের আর্থিক সহায়তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক নতুন প্রকল্প প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- D-8 Project Support Fund গঠন উপলক্ষ্যে Project Proposal জমা প্রদান করা হয়েছে।
- খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা ক্লস্টার কমিটির ১৪তম সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত ১১ এর (ক) এবং (খ) মোতাবেক তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও সরকারের অন্যান্য কার্যক্রমের নগদ অর্থ সরকারি কোষাগার হতে সরাসরি উপকারভোগী একাউন্টে Government to Person (G2P) পদ্ধতিতে প্রেরণের অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ‘খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা ক্লস্টার’ কমিটি আসন্ন ১৫তম সভা উপলক্ষ্যে তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- কৃষি সেক্টরে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন (ডিসেম্বর/২০২১) ২০/০১/২০২২ খ্রি: তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ‘খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা ক্লস্টার’ কমিটি আসন্ন ১৪, ১৫ ও ১৬ তম সভার কার্যবিবরণী কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর সাথে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) এর সমঝোতা স্মারক (MoU) এর উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- কৃষি সেক্টরে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত গত ১৭/০১/২০২২ তারিখের সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- কৃষি সেক্টরে ২০১৫ থেকে আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কর্মসূচি/প্রকল্প (চলমান, ফেলআপ, ফেজ আউট) তালিকা কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়ন বিষয়ে তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

মৎস্য বিভাগ

- পুষ্টি ইউনিট কর্তৃক উপপ্রকল্প (উপপ্রকল্প আইডি-১০৩) হতে রাইস ব্র্যান অয়েলঃ কতটা স্বাস্থ্যকর শিরোনামে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক লিফলেট প্রকাশিত হয়েছে।
- পাস্তুরিত ও কাঁচা তরল দুধ ক্ষতিকর উপাদানের উপস্থিতি ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরূপণ শিরোনামে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক লিফলেট প্রকাশিত হয়েছে।
- হোটেল-রেস্তোরাঁয় পরিবেশনকৃত শাকসবজিতে কীটনাশকের উপস্থিতি ও খাদ্য নিরাপত্তা শিরোনামে স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক লিফলেট প্রকাশিত হয়েছে।
- পাস্তা ভাতের পুষ্টিমান ও স্বাস্থ্য উপকারিতা শিরোনামে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক লিফলেট প্রকাশিত হয়েছে।
- চাউলে ভারী ধাতুর উপস্থিতি শিরোনামে স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক লিফলেট প্রকাশিত হয়েছে।
- স্ট্রিট ফুড কতটা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর শিরোনামে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক লিফলেট প্রকাশিত হয়েছে।



প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ

- Research Review 2020-21 and Research Program 2021-22 on Agricultural Engineering of NARS Institutes শীর্ষক কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- NATP-2 প্রকল্পের আওতায় ২টি PBRG উপপ্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে।
- দুইটি পিবিআরজি উপপ্রকল্প এর project completion workshop সম্পন্ন করা হয়েছে।
- Feasibility study of the IoT based precision agriculture for sustainable crop production in Bangladesh (ID:TF86-C/21) শীর্ষক ইনসেপশান কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- জাতীয়/আন্তর্জাতিক জার্নালে কৃষি প্রকৌশল বিষয়ক ৮টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।
- দুইটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রকাশিত হয়েছে।
- পিবিআরজি উপপ্রকল্প সংক্রান্ত দুইটি Video documentary করা হয়েছে।
- পিবিআরজি উপপ্রকল্প সংক্রান্ত দুইটি লিফলেট প্রকাশিত হয়েছে।
- 'Light-Engineering Industry Development Policy 2022' এর উপর মতামত প্রদান।
- 'Master Plan on Meghna River Pollution Control, Navigation increase and Ensuring River Bank Stability' এর উপর মতামত প্রদান।
- 'TA 0054 REG: Mainstreaming Water Resilience in Asia and the Pacific' এর উপর মতামত প্রদান।
- 'Draft National Strategy for Managed Aquifer Recharge (MAR) in Bangladesh' এর উপর মতামত প্রদান।
- 'Optimization of irrigation water, fertilizer and pesticide usages (precision agriculture) for maximize the farmers' income in Bangladesh using satellite imagery proposed by Green EO UG' এর উপর মতামত প্রদান।
- '78th session for governing council of Sustainable Agricultural Mechanization (CSAM) under Economic and Center of Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP)' সংক্রান্ত নির্বাচনী ইশতেহার প্রদান।
- 'Preparation of Action Plan and Activities Related to IWRM Implementation of SDG Indicator 6.5.1 in Bangladesh' শীর্ষক সার্ভে রিপোর্ট প্রদান।
- 'Thematic Area for Agriculture Sector Transformation (ATP)-Investment in Transforming Agriculture (ITAG)' চূড়ান্তকরণে তথ্য ও উপাত্ত প্রদান।
- 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনার তথ্য প্রদান।
- পরিবেশ, বন, জীববৈচিত্র্য ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খসড়া নীতিমালা, বিধিমালা ও প্রকল্প প্রস্তাব সংক্রান্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের চাহিত বিষয়ে BARC-এর পক্ষে মতামত প্রদান।
- বিএফআরআই কর্তৃক পরিচালিত ২০২০-২১ সালের গবেষণা কার্যক্রম ও ২০২১-২২ সালের গবেষণা পরিকল্পনা পর্যালোচনা।
- NATP এর অর্থায়নে সমাপ্ত (ক.) Germplasm conservation and farm productivity enhancement through the interaction of shade trees and tea based agroforestry system to mitigate the climate change (ID-072), (খ.) Exploration, Identification, Characterization, Multiplication and Ex-situ Conservation of Endangered Forest Genetic Resources including Medicinal plants of Bangladesh (ID-074), ও (গ) Upliftment of farmers livelihood and enrichment of environment through improved agroforestry practices in char land ecosystem of Bangladesh (ID-077), শীর্ষক ৩ (তিন) টি কোঅর্ডিনেটেড প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ।



- (ক.) Agroforestry: Tea and Shade Tree, (খ.) Agroforestry in Bangladesh, (গ.) Endangered forest genetic resources in Bangladesh, ও (ঘ.) Ethnomedicinal plants of Chattogram Hill Tracts in Bangladesh শীর্ষক ৪ (চারটি) পুস্তক প্রকাশনা।
- পিয়ার রিভিউড জার্নালে ২ (দুই)টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রবন্ধ ও Springer কর্তৃক প্রকাশিত এক (১) টি বইয়ে Book chapter প্রকাশ।
- একটি ওয়ার্কশপ প্রসিডিংস ও ২ (দুই) টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রকাশ।
- সার বিষয়ক কারিগরি উপ-কমিটির ৫৪তম সভায় ২০-০১-২০২২ইং তারিখে বিভিন্ন NARS ইনস্টিটিউট যেমন, BARI, BRRI, BINA, BSRI, BJRI, SRDI, BTRI, BADC, BSTI, DAE সহ ২১টি নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে সারের মাননির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- এনএটিপি-২ এর আওতায় মৃত্তিকা ইউনিটের তত্ত্বাবধানে তিনটি পিবিআরজি উপ-প্রকল্পের মধ্যে একটি প্রকল্প (আই ডি-০৪৩) চলমান আছে এবং অবশিষ্ট দুইটি উপ-প্রকল্পের (আই ডি-১৩৪ ও ১৩৫) Project completion কর্মশালা করা হয়েছে এবং উপ-প্রকল্প দুইটির Project Completion Report (PCR) মুদ্রণ ও Project সংশ্লিষ্ট গবেষক (পিআই), এনএটিপি ফেজ-২সহ অন্যান্য শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া উপ-প্রকল্প দুইটির গবেষণা কার্যক্রমের উপর ১০টি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রবন্ধ ও আর্টিক্যাল বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।
- Project with International Collaboration (আন্তর্জাতিক কোলাবোরেশনে সম্পাদিত প্রকল্প): 1. Sustainable Soil Management for Nutrition-sensitive Agriculture in Sub-Saharan Africa and South East Asia (GCP/GLO/730/GER) শীর্ষক প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে; 2. Nutrient Management for Diversified Cropping Systems (ID: LWR/2016/136 for ACIAR and ICP – II for KGF) প্রকল্পটি চলমান আছে। 3. Development of the Soil Atlas of Asia and National Soil Information Systems প্রকল্পটি চলমান আছে।
- Research Review and Planning Workshop of Soil Management Program of NARS Institutes শীর্ষক ওয়ার্কশপ গত 11-13 October 2021 তারিখে সম্পাদিত হয়েছে।
- মৃত্তিকা ইউনিট Proceedings of Research Review and Program Planning Workshop of Soils Program of NARS Institutes 2021 এবং Proceeding of Fertilizer technical Sub-Committee Meeting প্রকাশ করেছে।
- উচ্চ সূচক জার্নালে ৮টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশনার পাশাপাশি Fertilizer Analysis Manual (Draft) ও Fertilizer Inspection Manual (Draft) প্রকাশ করা হয়েছে।
- ম্যাগনেসিয়াম সালফেট সারের ভৌত অবস্থা স্পষ্টীকরণ প্রসঙ্গে” এর উপর মতামত প্রদান।
- সারের আদ্রতা এবং পার্টিকেল সাইজ সংক্রান্ত বিষয়ে” মতামত প্রদান।
- Dr. Winston Mc Kenzie কর্তৃক ইডেন প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত টেকসই বাগানের জন্য সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগী” নতুন সারের বিষয়ে BARC এবং DAE এর সমন্বিত মতামত প্রদান।
- ক্রান্তি অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড কর্তৃক উদ্ভাবিত ‘সয়েলফেট মিনিমাল’ দিয়ে কৃষক পর্যায়ে মাটি পরীক্ষা করে সার সুপারিশ করার অনুমতি সংক্রান্ত মতামত প্রদান।
- Global Methane Pledge শীর্ষক উদ্যোগে সমর্থন ও অংশগ্রহণ বিষয়ে মতামত প্রদান প্রসঙ্গে।
- বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU) এর মেয়াদ বৃদ্ধি এবং পরিবর্তন/পরিমার্জন জন্য প্রয়োজনীয় মতামত/ইনপুট প্রেরণ।
- বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষে সয়েল কেয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২১ প্রদান উপলক্ষে তিনজন অ্যাকাডেমিশিয়ান ও তিনজন মৃত্তিকা বিজ্ঞানীর নাম মনোনয়ন প্রসঙ্গে।
- Pesticide Risk Reduction in Bangladesh” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় FAO, Bangladesh এর সাথে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE) এর চুক্তিপত্র (Letter of Agreement) স্বাক্ষর সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রদান।
- Commonwealth Living Land Charter-A Commonwealth Call to Action on Living Land (CALL)” এর খসড়ার উপর মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রেরণ।
- কৃষি ক্ষেত্রে পাথর উত্তোলনের ফলে সৃষ্ট বিরূপ প্রভাব ও উত্তোলন বন্ধের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার উপর মতামত প্রদান।
- ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন ২০২২, খসড়ার উপর মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রদান।



প্রাণিসম্পদ বিভাগ

- ‘Qualitative and quantitative study of antibiotics and heavy metals in Broiler’ শীর্ষক প্রকল্পে বাংলাদেশের চারটি বিভাগ হতে ব্রয়লার মাংসে, হাড়ে এবং কম্পোজিটে (লিভার, কিডনি এবং গিজার্ড) ১০টি এন্টিবায়োটিক এবং ৩টি হেভি মেটাল এর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।
- প্রাণিসম্পদ বিভাগ হতে চারটি PBRG উপ-প্রকল্প এ বছরে সমাপ্ত হয়েছে এবং চারটি সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।
- একটি Annual Research Review Workshop এবং একটি নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত জাতীয় কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালার প্রসিডিংস সংশ্লিষ্ট NARS প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ৬টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।
- প্রাণিসম্পদ বিভাগ হতে তিনটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন NARS প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মোট ৮০জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষিত হয়েছে, তার মধ্যে ১৫ জন ছিল নারী প্রশিক্ষণার্থী।
- ‘Antimicrobial Resistance in Bangladesh’ বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রকাশিত হয়েছে।
- চারটি PBRG Sub-project-এর বিষয় সংশ্লিষ্ট চারটি বুকলেট প্রকাশিত হয়েছে।
- ‘ছাগলের পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি’ বিষয়ক একটি বুকলেট প্রকাশিত হয়েছে।
- বাংলাদেশে প্রাণিজাত প্রোটিন ও প্রাণিখাদ্যে এন্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধের অবশিষ্টাংশ (residues) এবং প্রতিরোধ (resistance) নির্ণয় এবং করণীয় বিষয়ক বুকলেট প্রকাশিত হয়েছে।
- দুইটি PBRG Sub-project এর বিষয় সংশ্লিষ্ট দুইটি ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রকাশ করা হয়েছে।
- ‘বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫’ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন, ২০২২ (খসড়া) এবং ‘ফার্মেসি আইন, ২০২১’ এর উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে।

কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

- নিত্যপ্রয়োজনীয় ২৮টি ফসলের কি পরিমাণ প্রকৃত চাহিদা রয়েছে তা স্টাডিপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলকে দায়িত্ব দেয়া হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সমন্বয়ে ৬ (ছয়) মাসব্যাপী গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক একটি স্টাডি টিম গঠন করা হয়। অধিকন্তু, কৃষি মন্ত্রণালয় অনুমোদিত গবেষণা দলের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কাউন্সিল কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কৃষি অর্থনীতিবিদগণের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ পরামর্শক কমিটি গঠন করা। বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার এর সভাপতিত্বে গত ১৭ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি. সকাল ১০:০০ ঘটিকা কাউন্সিলের মিলনায়তনে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে গবেষণা বিষয়ক এক ইনসেপশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ওয়াহিদা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), কৃষি মন্ত্রণালয়। মাঠ পর্যায়ের গবেষণা কাজের অংশ হিসেবে আঞ্চলিক কর্মশালা আয়োজন, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এবং কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII) এর মাধ্যমে প্রাথমিক এবং বিভিন্ন উৎস থেকে মাধ্যমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। চলতি জুলাই, ২০২২ খ্রি. মাসের মধ্যে নীতি নির্ধারণক ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে একটি জাতীয় কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- সার্ভার রুমে কোর সুইচ এবং কোর ফায়ারওয়াল ইনস্টল করা হয়েছে।
- BARC-এর কম্পিউটারসমূহে ক্লাউডভিত্তিক অ্যান্টিভাইরাস ‘বিট ডিফেন্ডার’ (ব্যবহারকারী লাইসেন্সের সংখ্যা ১৫০) ইনস্টল করা হয়েছে।
- বিএআরসির অফিসারদের জন্য Google-এর বিনামূল্যের লিমিটেড ই-মেইল সেবা থেকে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর আনলিমিটেড ইমেল সেবা Zimbra প্লাটফর্মে স্থানান্তরকরণ।
- বাংলাদেশের উপজেলাভিত্তিক ভূমি উপযোগিতা ও ফসল অঞ্চল নির্ধারণে ক্রপজোনিং সিস্টেম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। বিএআরসির ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় সেবা সহজীকরণ, সেবা ডিজিটলাইজেশন, ই-সেবা ইত্যাদি বাস্তবায়ন।

কৃষি তথ্য কেন্দ্র

- বিএআরসি নিউজলেটার ভলিউম-১৯(২), ১৯(৩), ১৯(৪), ২০(১) সম্পাদনা ও মুদ্রণ।
- বাংলাদেশ জার্নাল অব এগ্রিকালচার ভলিউম- ৪৪-৪৬ (২০১৯-২০২১) সম্পাদনা ও মুদ্রণ।
- বাংলাদেশ জার্নাল অব এগ্রিকালচার ওপেন এক্সেস পোর্টাল BanglaJol এ অন্তর্ভুক্তিকরণ
- নার্স ডিরেক্টরি ২০২০-২১ সম্পাদনা ও মুদ্রণ।



- বিএআরসি বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ সম্পাদনা ও মুদ্রণ।
- কৃষি ডাইরি-২০২২ সংগ্রহ ও বিতরণ।
- বিএআরসি নোটবুক-২০২২ মুদ্রণ ও বিতরণ।
- বিএআরসি ক্যালেন্ডার-২০২২ মুদ্রণ ও বিতরণ।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১১তম জাতীয় সংসদ ২০২২ এর ভাষণের জন্য তথ্য সরবরাহ।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১৮টি এবং কৃষি মন্ত্রিসহ অন্যান্য ৪৭টি সংসদীয় তারকা চিহ্নিত এবং সাধারণ প্রশ্নের উত্তর সরবরাহ।
- চারটি শুভেচ্ছা কার্ড প্রকাশ এবং বিতরণ।
- জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত কৃষি সংবাদ সংক্রান্ত ১১,৭৫০টি সংবাদ সংগ্রহ এবং সরবরাহ।
- বিএআরসি থেকে প্রকাশিত ৬টি বইয়ের ISBN প্রক্রিয়া সম্পন্ন ও সরবরাহ।
- ‘Technical Report Writing and Editing’ প্রশিক্ষণ এর জন্য ট্রেনিং ম্যানুয়াল প্রস্তুতি এবং বিতরণ।

প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ

- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের পরিচালনা পর্ষদ (Governing Body) এর সভা আয়োজন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদের (Executive Committee) এর সভা আয়োজন করা হয়েছে।
- শুদ্ধাচারণ প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গণশুনানী আয়োজন করা হয়েছে।
- কর্মশালার মাধ্যমে দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবহিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

National Agricultural Technology Program: Phase-II Project (NATP-2)

- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা
- বাস্তবায়নকাল : ১লা অক্টোবর ২০১৫ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১। প্রকল্পটির মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে (১ম সংশোধন অনুযায়ী)।
- প্রাক্কলিত ব্যয় : প্রকল্পটির প্রথম সংশোধনের পর প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৩৪৬.০৮ লক্ষ টাকা।
- অর্থায়নের উৎস : বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক, ইফাদ, ইউএসএইড
- প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : • জাতীয় কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি ও মহিলা কৃষকের বাজার ব্যবস্থা ও খামারের আয় বৃদ্ধি করা।
• কৃষি গবেষণা শক্তিশালীকরণ, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম বৃদ্ধি করা ও খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
- প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আর্থিক বরাদ্দ : ৪২২৮.০০ লক্ষ টাকা
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ব্যয় : ৪০৪৬.০৫ লক্ষ টাকা
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : • ইউএসএইড এর অর্থায়নে Competitive Research Grant (CRG) প্রোগ্রামের মাধ্যমে ১৯০ টি উপপ্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। প্রাথমিকভাবে ৬৯টি হস্তান্তরযোগ্য প্রযুক্তি (শস্য-৫১টি, প্রাণিসম্পদ-১০টি এবং মৎস্য-৮টি) নির্বাচন করা হয়েছে। ৬৯টি হস্তান্তরযোগ্য প্রযুক্তি হতে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ উপযোগী প্রযুক্তি ০৬টি ডিএই, ০৩টি ডিএলএস এবং ০২টি ডিওএফকে হস্তান্তর করা হয়েছে।
• বিশ্বব্যাংক ও ইফাদ এর অর্থায়নে Program Based Research Grant (PBRG) এর মাধ্যমে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চাহিদা ভিত্তিক মৌলিক ও কৌশলগত ৩-৪ বছরমেয়াদী ৫১টি গবেষণা কার্যক্রম ১৯০টি কম্পোন্যান্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৪০টি প্রকল্প ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।
• সিআরজি হতে ১৩টি ও পিবিআরজি হতে ২৭টি প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ৪০টি প্রযুক্তির মাঠ পর্যায়ে যাচাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
• শস্য, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য বিষয়ে নার্সভুক্ত বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে ৮০টি ও বিদেশে ৬০টি পিএইচডি প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশে ৬ জন ও বিদেশে ১২ জন পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন।

(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

সেক্টর	অগ্রাধিকার উচ্চ/মধ্যম/ নিম্ন	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	উচ্চ	বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল জোড়দারকরণ প্রকল্প ১ জুলাই/২০২১ হতে ৩০ জুন/২০২৬	১৫৩৫৭.০০	১৫৩৫৭.০০	-
	উচ্চ	বাংলাদেশে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল সমূহে সামুদ্রিক শৈবালের গবেষণা ও উন্নয়ন ১ জুলাই/২০২২ হতে ৩০ জুন/২০২৭	১৭২৬৪.৯৫	১৭২৬৪.৯৫	-

(ছ) পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট

- বিএআরসির তত্ত্বাবধানে SRDI এবং IWM এর আওতায় 'Development of Upazila Land Suitability Assessment and Crop Zoning System of Bangladesh (Phase-2)' শীর্ষক প্রকল্পটি ফেব্রুয়ারি, ২০২২ হতে জানুয়ারি, ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন। শস্য বিভাগ, বিএআরসি উক্ত প্রকল্পের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় (১) Crop Zoning System: www.cropzoning.gov.bd; (২) 'খামারি' (Khamari) Mobile Apps (৩) Agri-Advisory Portal তৈরি করা হয়েছে।

(জ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার এর কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার প্রধান হিসেবে 'জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার' প্রাপ্তি।

(ঝ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- কৃষিখাতের উন্নয়নে বর্তমান সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় কৃষি গবেষণার মান উন্নয়ন ও উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং ব্যবহারে সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। যার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত দেশসমূহের গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। এরই অংশ হিসেবে কানাডার সাক্ষাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি (জিআইএফএস) ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর মধ্যে ২০২০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিলো। সমঝোতার অংশ হিসেবে সাক্ষাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু রিসার্চ চেয়ার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং ঢাকায় বিএআরসি এর কার্যালয়ে জিআইএফএসের আঞ্চলিক অফিসের কার্যক্রম ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে শুরু হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে বঙ্গবন্ধু-পিয়ারে ট্রুডো কৃষিপ্রযুক্তি কেন্দ্র স্থাপন বিষয়ে অপর একটি প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলছে। এ সকল কর্মকর্তার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও কানাডার কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গবেষণা বিষয়ে সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি গবেষণাকেন্দ্রটি জলবায়ু পরিবর্তনসহ কৃষি খাতের নানান প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় উন্নত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে বাংলাদেশের কৃষি গবেষকদের সাহায্য করবে।
- ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি (জিআইএফএস) ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর এর মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি দেখতে একটি প্রতিনিধিদল ৪-১৫ মে, ২০২২ বাংলাদেশ সফর করে এবং ৮ মে ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে গণভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদলের সাথে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, মোঃ সায়েদুল ইসলাম, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধি দল সাক্ষাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা এর জিআইএফএস এ স্থাপিত বঙ্গবন্ধু রিসার্চ চেয়ার, ঢাকায় সাম্প্রতিক প্রতিষ্ঠিত জিআইএফএস এর আঞ্চলিক অফিস এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এ প্রস্তাবিত Bangabandhu-Pierre Elliot Trudeau Agricultural Technology Centre (BP-ATC) স্থাপন এর অগ্রগতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। উন্নত জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি

কানাডা সরকারকে ধন্যবাদ জানান এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে তদানিন্তন কানাডা সরকারের সহযোগিতা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী তাৎক্ষনিক স্বীকৃতি প্রদানের জন্য কানাডা সরকারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

- গত ১২-১৩ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এ কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণে ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার বিষয়ে ৭ম ডি-৮ মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিএআরসি এবং ডি-৮ সচিবালয়ের সহযোগিতায় কৃষি মন্ত্রণালয় এ বৈঠকের আয়োজন করে। বৈঠকটি হাইব্রিড মোডে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ডঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি নেতৃত্বে বাংলাদেশী প্রতিনিধিরা বিএআরসিতে বৈঠকে যোগ দেন এবং অন্যান্য সাতটি মুসলিম দেশের প্রতিনিধি ভার্সুয়ালি যোগদান করেন। ১২ জানুয়ারি সিনিয়র অফিসারদের সভাটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৩ জানুয়ারি এর মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। D-8 দেশগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এবং সদস্য দেশগুলোর সুবিধার জন্য উপলব্ধ জলবায়ু স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তির সুবিধা এবং তা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছে। সদস্য দেশগুলো জলবায়ু স্মার্ট এগ্রিকালচার টেকনোলজির প্রচারের জন্য 'বহুজাতিক সমন্বিত প্রকল্প' গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে। সদস্য দেশগুলোর সুবিধার জন্য জলবায়ু স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি সহযোগীতা করার অঙ্গীকার নিয়ে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক সপ্তম ডি-৮ মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠকের সমাপনী দিনে "ঢাকা উদ্যোগ" গৃহীত হয়।
- বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২১ বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গত ১৬ অক্টোবর, ২০২১ পালিত হয়েছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য : 'আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ-ভালো উৎপাদনে ভালো পুষ্টি, আর ভালো পরিবেশেই উন্নত জীবন' (Our actions are our future- Better production, better nutrition, a better environment and a better life). দিবসটি উপলক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সেমিনার, জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ইত্যাদিসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক এমপি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. এস এম বখতিয়ার।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী স্মরণীয় করে রাখার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় গৃহীত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) প্রকাশিত 100 Years of Agricultural Development in Bangladesh শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল গভর্নিং বডির ৫ম সভা ১৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কো-চেয়ারম্যান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি, এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী জনাব শাহাব উদ্দিন এমপি। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল গভর্নিং বডি দেশের কৃষি বিষয়ক সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম যা কৃষি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের তিনজন মন্ত্রী, দুইজন মাননীয় সংসদ সদস্য, ৪ জন সচিব, কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা-সম্পাদনা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী, কৃষি পণ্য ব্যবসায়ী, এনজিও প্রতিনিধি, কৃষক প্রতিনিধিসহ মোট ৩০ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। সভায় কৃষির অগ্রগতি, সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচিত হয় এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়ক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ঞ) ছবি : সংযুক্তি-০১

(ট) উপসংহার

এ প্রতিষ্ঠান জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত (NARS) প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণা অগ্রাধিকার, সমন্বয়, পুনরীক্ষণ, মূল্যায়ন এর কাজ করছে। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিক গবেষণায় বিজ্ঞানীদের নিয়োজিত করতে সকল ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তাই আশা করা যায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) এর সৃষ্ট বাস্তবায়ন, রূপকল্প-২০২১-২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এবং আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর গোল-২ সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে জাতির পিতার ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেয়া সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের কার্যক্রম



ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় গত ১২ ডিসেম্বর, ২০২১ বিএআরসি ক্যাম্পাসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি (GIFS) এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন



কানাডার ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচোয়ান থেকে একটি প্রতিনিধিদল গত ৮মে, ২০২২ তারিখে বঙ্গভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, বাংলাদেশে কানাডার মহামান্য হাইকমিশনার, মিস লিলি নিকোলস, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের কার্যক্রম



‘কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা’ বিষয়ে গত ১২-১৩ জানুয়ারি, ২০২২ কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল যৌথভাবে D-৮ ভুক্ত দেশসমূহের কৃষিমন্ত্রীদের মিটিংয়ের আয়োজন করে



বিএআরসি এবং ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়শিয়া (UPM) এর মধ্যে MoU সম্পাদন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের কার্যক্রম



বিএআরসিতে আয়োজিত ৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি
মোঃ সাইদুল ইসলাম, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়



বিএআরসি গভর্নিংবডির ৫ম সভা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের কার্যক্রম



বিএআরসিতে আয়োজিত 'তুরস্কের কৃষি গবেষণার অগ্রগতি' বিষয়ক সেমিনার



বিএআরসি এবং GIFS- Canada এর যৌথ উদ্যোগে 'কৃষি প্রযুক্তি ও খাদ্য প্রযুক্তি' শীর্ষক কর্মশালা



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

(ক) ভূমিকা: প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও কার্যাবলি

প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট

দেশের সর্ববৃহৎ বহুবিধ ফসল ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বণীল ঐতিহ্যের অধিকারী একটি অনন্য সাধারণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ কৃষি ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নম্বর XXXII জারি করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নম্বর LXII এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ সংক্রান্ত অতীত ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৮৮০ সালের ফ্যামিন কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯০৬ সালে ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস-এর অধীনে 'ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে কৃষি গবেষণার শুভ সূচনা হয়। এরপর সদাশয় ভাইসরয় লর্ড কার্জন একে 'নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচারাল রিসার্চ' নামে আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদায় সম্মুন্নত করেন। ১৯০৮ সালে ১৬১.২০ হেক্টর জমির ওপর ঢাকা ফার্ম নামে একটি গবেষণা স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয় যা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সকল গবেষণা ইনস্টিটিউটের এবং ৪টি শীর্ষক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতৃ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। ঢাকা ফার্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে গবেষণার প্রাথমিক সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর 'বেঙ্গল ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার' এর নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার' রাখা হয়। এই ডিপার্টমেন্টের অধীন 'গবেষণা' ও 'সম্প্রসারণ' নামে দুটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালে ঢাকা ফার্মকে কেন্দ্র করে সেকেন্ড ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হলে গবেষণার দারুণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। যাহোক, ১৯৬৮ সালে দুটি আলাদা ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের একটির নাম ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার (এক্সটেনশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট) এবং অন্যটির নাম ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার (রিসার্চ এন্ড এডুকেশন) রাখা হয়।

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য

১. ফসলের উচ্চফলনশীল, পুষ্টিমানসম্পন্ন ও প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন;
২. ফসলভিত্তিক উন্নত, আধুনিক ও টেকসই উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও লাগসই ফসল বিন্যাস নির্ধারণ;
৩. পরিবেশবান্ধব শস্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
৪. মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
৫. লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করা;
৬. শস্য সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
৭. উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন।

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য

১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
২. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ।

ভিশন (Vision)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতাধীন ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ।

মিশন (Mission)

১. ফসলের উচ্চফলনশীল, পুষ্টিমানসম্পন্ন ও প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন;
২. ফসলভিত্তিক উন্নত, আধুনিক ও টেকসই উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও লাগসই ফসল বিন্যাস নির্ধারণ;
৩. পরিবেশবান্ধব শস্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
৪. মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;



৫. লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করা;
৬. শস্য সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
৭. উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন;
৮. ফসলের বাজার ব্যবস্থাপনা সমীক্ষা করা।

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি (Functions)

১. কৃষির উন্নয়ন ও উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
২. ইনস্টিটিউটের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন;
৩. বিভিন্ন দানাদার ফসল, কন্দাল ফসল, তৈলবীজ ফসল, ফুল, ফল, ডাল, সবজি, মসলা, ইত্যাদি ফসলসমূহের গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা, নূতন জাত উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, মানসম্পন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে স্থিতিশীল ও উৎপাদনশীল কৃষি গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ;
৪. গবেষণার জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত গবেষণাগার, খামার এবং অবকাঠামো স্থাপন;
৫. জার্মপ্লাজম (germplasm) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি;
৬. ফসল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
৭. কৃষি কাজ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার নিমিত্ত কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও তথ্যাবলী সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান;
৮. কৃষি উৎপাদনের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ এবং এতদসংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
৯. কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, পুষ্টি, সরবরাহ এবং ভ্যালুচেইন উন্নয়ন, আর্থসামাজিক উন্নয়নের উপর গবেষণা পরিচালনা;
১০. কৃষিতে জীব প্রযুক্তি (বায়োটেকনোলজি) প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী এবং খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও তাপসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু ফসলের জাত ও অন্যান্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
১১. ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি এবং উদ্ভিদ জাতের মেধাস্বত্ব নিশ্চিতকরণ;
১২. স্থানীয়ভাবে কৃষক কর্তৃক ব্যবহৃত বিভিন্ন ফসলের জাত ও প্রযুক্তি যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন সাধন;
১৩. প্রজনন ও মানসম্মত উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন, প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণের জন্য বিতরণ;
১৪. কৃষি সংক্রান্ত পুস্তিকা, মনোহ্রাম, বুলেটিন, শস্য পঞ্জিকা ও গবেষণা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য প্রকাশ;
১৫. স্নাতকোত্তর গবেষণার সুবিধা প্রদান;
১৬. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ;
১৭. কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা এবং সাম্প্রতিক উন্নয়নের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার ও উক্ত বিষয়ক সমস্যার উপর দেশি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন;
১৮. প্রকল্প গ্রহণ;
১৯. সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন; এবং
২০. প্রয়োজনীয় অন্য যেকোন কার্য।

(খ) জনবল : প্রতিষ্ঠানের জনবলকাঠামো ও বিদ্যমান জনবল, নতুন নিয়োগ, পদোন্নতি (৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
০১.	গ্রেড নং-১	১	১	০	
০২.	গ্রেড নং-২	৮	৫	৩	
০৩.	গ্রেড নং-৩	৩৯	৩৭	২	
০৪.	গ্রেড নং-৪	১০২	৯৯	৩	
০৫.	গ্রেড নং-৫	৪	০	৪	
০৬.	গ্রেড নং-৬	২৩১	২২৩	৮	
০৭.	গ্রেড নং-৭	০	০	০	
০৮.	গ্রেড নং-৮	০	০	০	
০৯.	গ্রেড নং-৯	৩৪৯	২১৯	১৩১	
১০.	গ্রেড নং-১০	৩৩	১৮	১৫	
১১.	গ্রেড নং-১১	৫৭৩	৫০৩	৭০	

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১২.	গ্রেড নং-১২	৩০	৩০	০	
১৩.	গ্রেড নং-১৩	৪৬	৪১	৫	
১৪.	গ্রেড নং-১৪	৮৮	৬৩	২৫	
১৫.	গ্রেড নং-১৫	৮	৭	১	
১৬.	গ্রেড নং-১৬	৪৩৬	৩৩৫	১০১	
১৭.	গ্রেড নং-১৭	১৭	২	১৫	
১৮.	গ্রেড নং-১৮	১৪০	১২০	২০	
১৯.	গ্রেড নং-১৯	৩০	২৫	৫	
২০.	গ্রেড নং-২০	৫৮৩	৪৬৩	১২০	
২১.	আউট সোর্সিং	২৫	২৫	০	
মোট =		২৭৪৪	২২১৬	৫২৮	

২০২১-২২ অর্থবছরে পদোন্নতি			২০২১-২২ অর্থ বছরে নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কমকর্তা	কর্মচারী	মোট	কমকর্তা	কর্মচারী	মোট	
৬৯	২৫	৯৪	০	প্রকল্প হতে আত্মীকরণ-১২ আউটসোর্সিং (পরিচ্ছন্নতাকর্মী)- ২৫ মোট=৩৭	০	

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন ২০২১-২০২২ অর্থবছরে

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউস	অন্যান্য	মোট	
১.	গ্রেড ১-৯	২৪৮০	২১	-	৮৮৩	৩৩৮৪	একাধিক বিষয়ে বিজ্ঞানীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
২.	গ্রেড-১০	-	-	-	-	-	
৩.	গ্রেড ১১-২০	৭৫১	-	-	-	৭৫১	
মোট		৩২৩১	২১	-	৮৮৩	৪১৩৫	

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি (দেশ+বিদেশ)	এমএস (দেশ+বিদেশ)	অন্যান্য (বিদেশ)	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৪+৪	০+১	-	৯	
২.	গ্রেড-১০	-	-	-	-	
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
মোট		৪+৪	০+১	-	৯	

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

কৃষি মন্ত্রণালয়ের রোডম্যাপ, এপিএ, এসডিজি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ডেল্টাপ্ল্যান এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার মোতাবেক উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রকল্প ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা হয়েছে।



২০২১-২০২২ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতাধীন কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র ১৮৩টি, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র ৩৬২টি, তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র ৮৫টি, ডাল গবেষণা কেন্দ্র ৭৫টি, মসলা গবেষণা কেন্দ্র ১৪১টি, উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্র ২৯টি, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ ৫৭টি, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ ৩৯টি, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ ১৫টি, জীব প্রযুক্তি বিভাগ ১৮টি, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ ১৫টি, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ ৭১টি, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ ৬৫টি, কীটতত্ত্ব বিভাগ ৯৪টি, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২৫১টি, ফার্ম মেশিনারি এন্ড প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ৩২টি, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ ১৬টি, পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ ১৬টি, বীজ প্রযুক্তি বিভাগ ৫৩টি, এএসআইসিটি ০৫টি, অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণী বিভাগ ০৬টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর ৮৫টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, মৌলভীবাজার ৩৬টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ঈশ্বরদী ৪৮টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারী ২৫টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, যশোর ৮৫টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বুড়িরহাট ৩৭টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর ৬২টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা ২৪টি, পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রসমূহ ৩২টিসহ সর্বমোট ২০৬২টি গবেষণা পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবেলায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হলো-

- গবেষণা বহির্ভূত জমিতে ফসল উৎপাদনে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ
- পারিবারিক পুষ্টি বাগান সৃজনে কারিগরি সহায়তা প্রদান

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত বিশেষ কার্যক্রমগুলো হলো-

- কৃষকের মাঝে বিতরণকৃত বারি আম ৪, বারি আম ১১ এবং অন্যান্য ফলের চারা বিতরণ
- কৃষকের বাড়িতে মিশ্র ফল বাগান স্থাপন
- কৃষকের মাঠে প্রদর্শনী স্থাপন
- স্মরণিকা প্রকাশ ও সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেঁয়াজের ঘাটতি পূরণের নিমিত্তে বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন পেঁয়াজের জাতের ১৬৩০ কেজি প্রজনন বীজ উৎপাদন ও ১৩০০ কেজি প্রজনন বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৮৯৫১.০০ লক্ষ টাকা এবং জুন/২০২২ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৮৯০৭.৫৮ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৯৯.৫১%।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাকালিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২২ অর্থবছরের		
				বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)
১.	বাংলাদেশে তেলবীজ ও ডাল ফসলের গবেষণা ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	এপ্রিল ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০২১	২৭০২.৩৯	৫৫১.০০	২৭৬.০০	১০০
২.	ভাসমান বেড়ে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ (বারি অংঙ্গ) (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৭ - জুন, ২০২৩	৩৯১৩.০৩	৬১৬.০০	৬১৬.০০	১০০
৩.	বাংলাদেশে শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশকভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৮ - জুন ২০২২	২০৮৪.০০	৩৮২.০০	৩৮০.৫৩	৯৯.৬১
৪.	বাংলাদেশে মসলাজাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)	অক্টোবর ২০১৭ - মার্চ ২০২৩	১০০৪০.০০	২২২৫.০০	২২২৩.৫০	৯৯.৯৩
৫.	গোপালগঞ্জ জেলায় বিএআরআই এর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ প্রতিক্রিয়া উপযোগী গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৩	১৪৬৫৭.০০	১৮৮৪.০০	১৮৮৩.২০	৯৯.৯৬
৬.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসপি) (বারি অংঙ্গ)	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৪	১৪৫৭.৯৭	১৯৯.০০	১৯৮.৫৩	৯৯.৭৬

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২২ অর্থবছরের		
				বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)
৭.	আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৩	৩৭২৭.৫২	৯১৪.০০	৯১৩.৮০	৯৯.৯৮
৮.	কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে অধিকতর লাভজনক করা	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৫	৫৬০০.০০	৮৬০.০০	৮৫৯.০৭	৯৯.৮৯
৯.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	জুলাই ২০২০ - জুন, ২০২৫	২০৪৪.১৭	৫০৫.০০	৫০৪.৭০	৯৯.৯৪
১০.	ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প	জুলাই ২০২০ - জুন, ২০২৩	২০৬.৮০	১০২.০০	১০২.০০	১০০
১১.	কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (বারি অংগ)	জানুয়ারি ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২৫	৫৩৩০.৭৫	৭৫৬.০০	৭২১.৫৭	৯৫.৪৫
১২.	আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র, মাদারীপুরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চলে ডাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৬	১৬৮০০.০০	২৩২.০০	২২৮.৬৮	৯৮.৫৭
	সর্বমোট		৬৮৫৬৩.৬৩	৮৯৫১.০০	৮৯০৭.৫৮	৯৯.৫১

(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬টি রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৫৯২.৮৪ লক্ষ টাকা এবং জুন/২০২২ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৫৯২.৮৩ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ১০০%।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২১-২২ অর্থবছরের		
				বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)
১.	উপকূলীয় অঞ্চলের লবনাক্ত জমিতে সূর্যমুখী উৎপাদন ও বিস্তার এবং সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন কর্মসূচি	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২২	১৭৮.৯৪	৭১.৮৪	৭১.৮৪	১০০
২.	নিরাপদ ফল ও সবজির উৎপাদন এবং তাদের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২২	৬০৯.৩০	১৪৫.০০	১৪৫.০০	১০০
৩.	বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে চাষকৃত গুরুত্বপূর্ণ ফল, পান, সুপারি ও ডাল ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় শনাক্তকরণ ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২২	২৩৫.১৭	৬৯.১০	৬৯.১০	১০০
৪.	বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর অভিযোজন পরীক্ষা, উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও কমিউনিটি বেসড পাইলট প্রোডাকশন প্রোগ্রাম	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৩	৫০০.৫৫	২২৫.৫০	২২৫.৫০	১০০
৫.	কচু ফসলের জিন পুল সমৃদ্ধ, গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নত জাত বিস্তারের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ কর্মসূচি	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৪	৬৫২.৩৫	৩২.৪৬	৩২.৪৫	১০০

ক্রমিক নং	কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২১-২২ অর্থবছরের		
				বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)
৬.	রোপা আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে চাষ যোগ্য কেনোলা জাতীয় সরিষার জাত উদ্ভাবন কর্মসূচি	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৪	৭৫০.০০	৪৮.৯৪	৪৮.৯৪	১০০
	সর্বমোট :		২৯২৬.৩১	৫৯২.৮৪	৫৯২.৮৩	১০০

(ছ) পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট

২০২১-২২ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
সংশোধিত বাজেট	৪র্থ প্রান্তিক পর্যন্ত ব্যয়	ব্যয়ের শতকরা হার
৩০২৭৫.৪২	২৯৭৮০.১০	৯৮.৩৬%

(জ) বিএআরআই এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য

উল্লেখযোগ্য অর্জন:

- ১৫টি ফসলের ২৬টি নিবন্ধিত জাত (বর্ণনা 'ক')
- ২৫টি ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- যুগপৎ অভিজ্ঞতা ও সহযোগিতার আদান প্রদানের জন্য প্রায় ০৮টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা/বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
- ৭৬০ কপি বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৬৬৮ কপি জার্নাল এবং ১৫০২৫ অন্যান্য (নিউজলেটার, বই-পুস্তিকা, ফোল্ডার ইত্যাদি), ব্যবহারকারীদের নিকট হস্তান্তর।
- ৫৫টি কর্মশালা, ১০৬টি প্রশিক্ষণ ও ১৬৫টি মাঠদিবসের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ কৃষকের মাঠে সম্প্রসারণ/বিস্তারকরণ।
- ১০১টি ইলেকট্রনিক ও প্রেস মিডিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন
- মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ১৬.৭৪ লক্ষ চারা, কলম এবং কাটিং উৎপাদন এবং ১৫.০০ লক্ষ চারা, কলম এবং কাটিং কৃষকের মাঝে বিতরণ।
- ৩৪১ মেট্রিক টন ব্রিডারবীজ ও ৪৫০ মেট্রিক টন মানঘোষিত বীজ উৎপাদন।

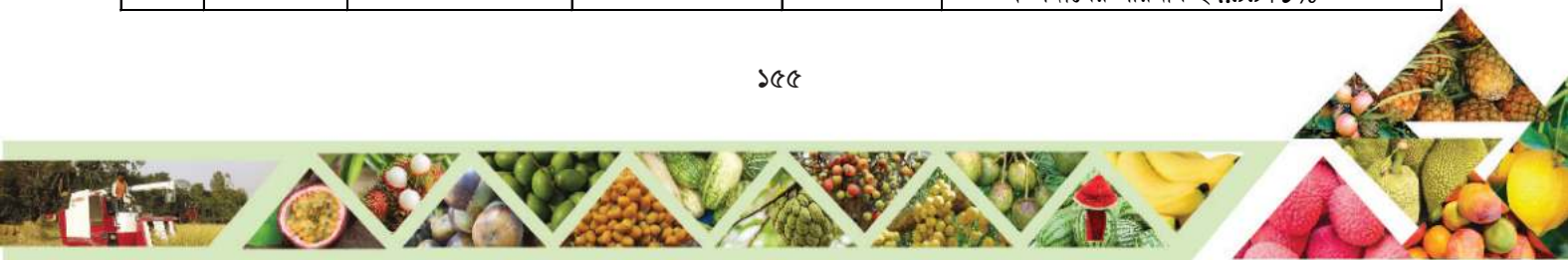
গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান উদ্ভাবিত জাত/প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতের তথ্যাদিঃ

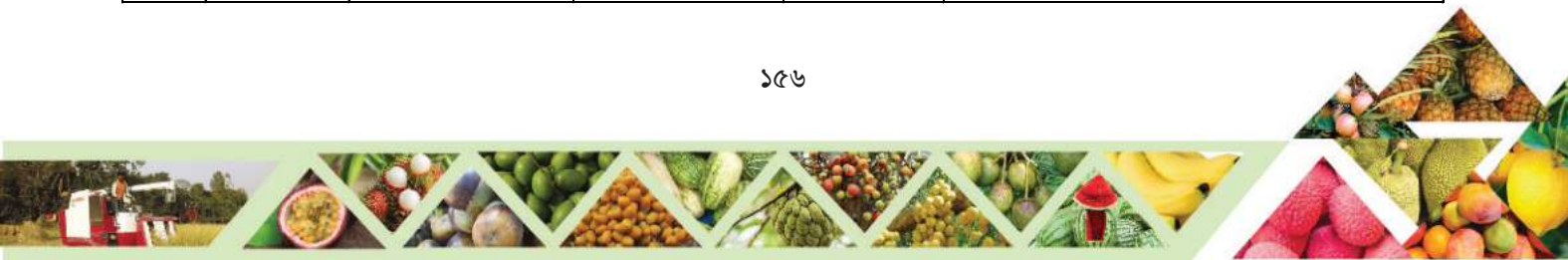
ক্রমিক নং	ফসলের নাম	জাতের নাম	অবমুক্তি/ নিবন্ধনের তারিখ	ফলন	প্রধান বৈশিষ্ট্য
১)	আম	বারি আম-১৮	০৮/১২/২০২১	১১.২৩ (টন/হে.)	• ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে গাছে মুকুল আসে • ফল সংগ্রহের সময়: মধ্য জুন থেকে জুন এর শেষ পর্যন্ত • উচ্চফলনশীল ও নিয়মিত ফলদানকারী • ৫-৬ বছর বয়সী গাছ ফলদানে উপযোগী হয় • ফলের গড় ওজন ২৪০ গ্রাম ও ফল গোলাকার • পরিপক্ক ফল পাকার সময় হলুদ রং ধারণ করে • শাঁস হলুদ রংয়ের এবং স্নিগ্ধ সুগন্ধযুক্ত • মিষ্টি স্বাদযুক্ত (টিএসএস-২৪.৬৭%)

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	জাতের নাম	অবমুক্তি/ নিবন্ধনের তারিখ	ফলন	প্রধান বৈশিষ্ট্য
২)	লেবু	বারি লেবু-৬	২৫/০৪/২০২২	২৭.৫০ (টন/হে.)	- নিয়মিত ফলদানকারী গাছ এবং সারা বছর ফসল সংগ্রহ করা যায় - গাছের গড় উচ্চতা ২.২ মিটার - মধ্যম আকারের ফল, গড় ওজন ১৬৩.৮ গ্রাম - বহিরাবণ মসৃণ, ফলের স্বাদ হালকা টক - রসের পরিমাণ খুব বেশি ও সুস্বাদুযুক্ত - ফলের অভ্যন্তরে ১৩-১৪টি খণ্ড বিদ্যমান
৩)	ধুন্দুল	বারি হাইব্রিড ধুন্দুল-১	৩০/০৩/২০২২	৬০.২২ (টন/হে.)	- পরিপক্ক অবস্থায় উজ্জ্বল সবুজ রং ধারণ করে - প্রতি গাছে গড় ফলন ১৪৬ - গড় ওজন ২৫০ গ্রাম - মাছির সংক্রামণ কম (৫-১০%) - জীবনকাল ১০৮-১১০ দিন
৪)	ক্যাকটাস	বারি ক্যাকটাস-১	২৮/০৭/২০২১	৫০০ ফুল/ বর্গমিটার	- সারা বছরব্যাপী চাষযোগ্য - ফুল আকর্ষণীয় হলুদ রঙের - কাণ্ড সবুজ বর্ণের এবং ক্রীমি কাটায়ুক্ত - সাধারণত ১৮৫ দিনে ফুল আসে
৫)	সাকুলেন্ট	বারি সাকুলেন্ট-১	২৮/০৭/২০২১	৫০০ ফুল/ বর্গমিটার	- সারা বছর ব্যাপী চাষযোগ্য - ফুল সাদা রঙের - জলপাই সবুজ রঙের পাতা যাতে গোলাপী মার্জিন থাকে - সাধারণত ১৮৩ দিনে ফুল আসে
৬)	বাগানবিলাস	বারি বাগানবিলাস-১	২৮/০৭/২০২১	৫০০০ ব্রাঙ্কি/৪ বছরের গাছ	- সারা বছরব্যাপী তবে গ্রীষ্মকালে ভালো হয় - শাখা কম কাটায়ুক্ত এবং পাতা হার্টশেপ - পাপড়ির রঙ গাঢ় মেজেন্টা - সাধারণত পাপড়িগুলো ৫৫-৬০ দিন পর্যন্ত সজীব থাকে
৭)	আলু	বারি আলু-৯২	০৫/১০/২০২১	৪৭.৭৫ (টন/হে.)	- ত্বক মসৃণ ও রং গাঢ় লাল - আলু ডিম্বাকৃতি খাটো ও মাঝারি - গড় ওজন ২৫-৩০ গ্রাম - চোখ সমভাবে বিন্যস্ত - জাতটির সুগ্ণাবস্থা ৮০-৯০ দিন - শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৯.৭%
৮)	আলু	বারি আলু-৯৩	২৪/০৩/২০২২	৪১.৮১ (টন/হে.)	- ত্বক মসৃণ ও রং লাল; শাঁসের রং ক্রিম - চোখ মাঝারি গভীর ও আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত - আলু দেখতে ডিম্বাকৃতি-লম্বা ডিম্বাকৃতির - জাতটির সুগ্ণাবস্থা ৮০-৯০ দিন - শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৯.৬৯%
৯)	আলু	বারি আলু-৯৪ (সানরেড)	২৪/০৩/২০২২	৩৯.৫৪ (টন/হে.)	- আলু ডিম্বাকৃতি, খাট ও মাঝারি আকারের - ত্বক অমসৃণ ও গাঢ় লাল রংয়ের, শাঁসের রং ক্রীম - চোখ মাঝারি গভীর ও আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত - জাতটির সুগ্ণাবস্থা ৪৫-৫০ দিন - শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৭.৪৬%

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	জাতের নাম	অবমুক্তি/ নিবন্ধনের তারিখ	ফলন	প্রধান বৈশিষ্ট্য
১০)	আলু	বারি আলু-৯৫	২৪/০৩/২০২২	৪০.১৯ (টন/হে.)	- আলু খাটো ডিম্বাকৃতি হতে ডিম্বাকৃতি - আলুর ত্বক মসৃণ ও রং লাল, শাঁসের রং হালকা হলুদ - চোখ অগভীর ও আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত - জাতটির সুগ্ণাবস্থা ৮৫-৯০ দিন - শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২০.২০%
১১)	আলু	বারি আলু-৯৬	২৪/০৩/২০২২	৪৫.৮৬ (টন/হে.)	- আলু ডিম্বাকৃতি হতে লম্বা ডিম্বাকৃতি - আলুর ত্বক মসৃণ ও রং হলুদ, শাঁসের রং হালকা হলুদ - চোখ অগভীর ও আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত - জাতটির সুগ্ণাবস্থা ৬৫-৭০ দিন - শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৯.৩৮%
১২)	আলু	বারি আলু-৯৭ (অ্যালভারস্টোন রাসেট)	২৪/০৩/২০২২	৪৫.৫৮ (টন/হে.)	- আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের - আলুর ত্বক মসৃণ ও রং হলুদ, শাঁসের রং হালকা হলুদ - চোখ মধ্য গভীর ও আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত - জাতটির সুগ্ণাবস্থা ১০০-১০৫ দিন - শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২০-৯৩%
১৩)	আলু	বারি আলু-৯৮ (অ্যারিজোনা)	২৪/০৩/২০২২	৪৬.৪০ (টন/হে.)	- আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের - আলুর ত্বক মসৃণ ও রং হলুদ শাঁসের রং ক্রিম - চোখ অগভীর ও আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত - জাতটির সুগ্ণাবস্থা ৮৫-৯০ দিন - শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৭.৮২%
১৪)	আলু	বারি আলু-৯৯ (এইচজেডডি-১২৪৯)	২৪/০৩/২০২২	৪৫.৮৮ (টন/হে.)	- আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের - আলুর ত্বক মসৃণ ও রং হলুদ, শাঁসের রং ক্রিম - চোখ অগভীর ও আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত - জাতটির সুগ্ণাবস্থা ৪০-৪৫ দিন - শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৮.৭২%
১৫)	আলু	বারি আলু-১০০ (অটোয়া)	২৪/০৩/২০২২	৪৮.৭৭ (টন/হে.)	- আলু ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের - আলুর ত্বক মসৃণ ও রং হলুদ, শাঁসের রং হালকা হলুদ - চোখ গভীর ও আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত - জাতটির সুগ্ণাবস্থা ১৩০-১৩৫ দিন - শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৯.২২%
১৬)	মেটে আলু	বারি মেটে আলু-১	২৮/০৭/২০২১	২১.০৪ (টন/হে.)	- রোপণ মৌসুম: মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মে - ফসল উত্তোলনের সময়: নভেম্বর থেকে মে - প্রতিটি গাছে কন্দের সংখ্যা: ২-৫ টি - শাঁসের রং হলুদ - শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২২.২২+১%
১৭)	মেটে আলু	বারি মেটে আলু-২	২৮/০৭/২০২১	১৮.৩৩ (টন/হে.)	- রোপণ মৌসুম: মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মে - ফসল উত্তোলনের সময়: নভেম্বর থেকে মে - প্রতিটি গাছে কন্দের সংখ্যা: ৫টির অধিক - শাঁসের রং ক্রীমি সাদা থেকে উজ্জল হলুদ - শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২৭.৯৯+১%



ক্রমিক নং	ফসলের নাম	জাতের নাম	অবমুক্তি/ নিবন্ধনের তারিখ	ফলন	প্রধান বৈশিষ্ট্য
১৮)	সরিষা	বারি সরিষা-১৯	২৮/০৭/২০২১	১.৩৩-২.৪১ (টন/হে.)	● রবি মৌসুমে সারাদেশব্যাপী চাষযোগ্য ● বীজ বাদামী বর্ণের ● প্রতি গাছে শুটির সংখ্যা ২৬৪-৪৭৪ ● প্রতি পড়ে বীজের সংখ্যা ১৬-১৯টি ● জীবনকাল ৮৬-৯৯ দিন
১৯)	সরিষা	বারি সরিষা-২০	২৮/০৮/২০২২	১.৬০-২.০০ (টন/হে.)	● গাছের উচ্চতা ৮৫-১০০ সে.মি ● গাছ খাড়া ও মজবুত, পত্র বৃন্তহীন ● প্রতি গাছে শুটির সংখ্যা ৫০-৫৫ টি ● প্রতি শুটিতে বীজের সংখ্যা ২৮-৩৪ টি ● ১০০০ বীজের ওজন ৩.৫-৩.৮ গ্রাম ● বীজ হলুদ বর্ণের ● বীজে তেলের পরিমাণ ৪২-৪৪% ● সময়কাল ৮০-৮৫ দিন
২০)	চীনাবাদাম	বারি চীনাবাদাম-১১	২৮/০৭/২০২১	১৯০০-২১০০ (কেজি/হে.)	● রবি ও খরিফ মৌসুমে চাষযোগ্য ● দানা গোলাকার, বড় ও বাদামী বর্ণের ● গাছের উচ্চতা ৯৬-১০৪ সেমি. ● জাতটির মঞ্জুরি খাড়া ও গড়ে ৭টি করে শীষ থাকে ● হাজার দানার ওজন ৩.৯ গ্রাম
২১)	তিল	বারি তিল-৬	২৭/১২/২০২১	১৪০০-১৬০০ (কেজি/হে.)	● খরিফ মৌসুমে চাষযোগ্য ● গাছ ৩-৫টি শাখায়ুক্ত, প্রতিগাছে ৬০-৮০টি শুটি থাকে ● শুটিগুলো মাঝারি ধরনের লম্বা ● প্রতি শুটিতে বীজের সংখ্যা ৫০-৮০টি ● বীজাবরণ গাঢ় কালো বর্ণের
২২)	জিরা	বারি জিরা-১	২০/০২/২০২২	৫৫০-৬০০ (টন/হে.)	● চাষের সময়: নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ হতে ৩য় সপ্তাহ ● বীজ লম্বাকার, সরু, শুকানোর পূর্বে বাদামী ও শুকানোর পর ধূসর বর্ণ ধারণ করে ● গড় অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা: ৭৩-৮৭% ● গাছের উচ্চতা: ৪০-৫০ সেমি ● গাছে প্রাথমিক শাখা: ৫-৬টি ● ১০০টি বীজের ওজন ৪.৫০-৬.০০ গ্রাম ● গাছ প্রতি আশ্বলের সংখ্যা ৭০-১০০ টি
২৩)	রাধী	বারি রাধী-১	১২/১২/২০২১	২-৩ (টন/হে.)	● রবি ও খরিফ মৌসুমে চাষযোগ্য ● দানা গোলাকার, বড় ও বাদামী বর্ণের ● গাছের উচ্চতা ৯৬-১০৪ সে.মি. ● জাতটির মঞ্জুরী খাড়া ও গড়ে ৭টি করে শীষ থাকে ● হাজার দানার ওজন ৩.৯গ্রাম
২৪)	গুট	বারি গুট-১	২৮/০৭/২০২১	১.০-১.২ (টন/হে.)	● গাছের উচ্চতা ১১০-১১৫ সেমি ● বীজ লম্বাটে বাদামী রঙের ● জীবনকাল ১২৫-১৩০দিন



ক্রমিক নং	ফসলের নাম	জাতের নাম	অবমুক্তি/ নিবন্ধনের তারিখ	ফলন	প্রধান বৈশিষ্ট্য
২৫)	সামুদ্রিক শৈবাল	বারি সিউইড-১	২৭/১২/২০২১	৬০(টন/হে.) প্রতি মৌসুমে	- অক্টোবর-মার্চ চাষের উপযুক্ত সময় - সামুদ্রিক পানিতে ২৫-৩৩° সে তাপমাত্রায় জন্মায় - গাঢ় লাল থেকে বাদামি বর্ণের - জীবনকাল ১৮০ দিন - বপন থেকে ১ম উত্তোলনের সময় ২৪ দিন
২৬)	সামুদ্রিক শৈবাল	বারি সিউইড-২	২৭/১২/২০২১	১২-১৫ (টন/হে.) প্রতি বারে	- নভেম্বর-এপ্রিল চাষের উপযুক্ত সময় - উজ্জল থেকে গাঢ় সবুজ বর্ণের দুইস্তর বিশিষ্ট - বপন থেকে ১ম উত্তোলনের সময় ২৫-৩০ দিন

২০২১-২০২২ অর্থবছরে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ক্রমিক নং	উদ্ভাবিত প্রযুক্তির নাম
১.	নরসিংদী অঞ্চলের অগ্নীয় মাটিতে বায়োচার প্রয়োগে মাটির অম্লত্ব প্রশমন ও ফুলকপি-টেঁড়স-পুইশাক ফসল ধারার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
২.	চরাঞ্চলে বারি সরিষা-১৮ উৎপাদন প্রযুক্তি
৩.	রোপা আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে খেসারি এবং সরিষার মিশ্র চাষ
৪.	গাঁদা গাছের অলটারনারিয়া পাতায় দাগ এবং ফুল ঝলসানো রোগের দমন ব্যবস্থাপনা
৫.	কুমড়াজাতীয় ফসলের পাউডারি মিলডিউ ও শিকড়ে গিট কৃমি/রুট নট নেমাটোড রোগ এবং তার দমন ব্যবস্থাপনা
৬.	রোপা আউশ-রোপা আমন ধান-আলু/মিষ্টি কুমড়া রংপুর অঞ্চলের একটি লাভজনক ফসল বিন্যাস
৭.	স্থানীয় সেবাদানকারীর (LSP) সহায়তায় টেকসই সমন্বিত খামারকরণ
৮.	তিন ফসল ভিত্তিক রোপা আমন ধান-মসুর-তিল পাবনা অঞ্চলের একটি প্রচলিত ফসল বিন্যাস
৯.	বসতবাড়ির নিকটে নিম্ন গঙ্গা নদী প্লাবনভূমির অন্তর্গত ফরিদপুর অঞ্চলের উঁচু জমিতে ড্রাগন ফলের বাগানে বিকল্প ফসল ধারা (টমেটো+লেটুস+মরিচ/মিষ্টি কুমড়া) উদ্ভাবন
১০.	টাঙ্গাইল অঞ্চলে বাঁধাকপি-টেঁড়স-রোপা আমন ধান একটি লাভজনক ফসল বিন্যাস
১১.	চার ফসল ভিত্তিক ফসলধারা আলু-মুগবীন-রোপা আউশ-রোপা আমন ধান শেরপুর অঞ্চলের একটি লাভজনক ফসলধারা
১২.	টমেটোর ফলন ও গুণগতমান বৃদ্ধিতে ম্যাগনেসিয়াম সারের ব্যবহার
১৩.	মিষ্টি কুমড়া চাষে গুটি ইউরিয়াভিত্তিক সার ব্যবস্থাপনা
১৪.	খুলনা অঞ্চলের লবণাক্ত মাটিতে বায়োচার প্রয়োগে মাটির লবণাক্ততা প্রশমন ও মিষ্টিকুমড়া-পতিত-রোপাআমন ফসল ধারার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
১৫.	উপকারী বেসিলাসের অণুজীব ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ দমন
১৬.	আগাছানাশক দ্বারা বিনা চাষে জাবড়া (মালচিং) প্রয়োগের মাধ্যমে রসুন আবাদে আগাছা দমন পদ্ধতি
১৭.	টিস্যু কালচারের মাধ্যমে লিলিয়াম-১ চারা উৎপাদন প্রযুক্তি
১৮.	ইন-ভিট্রো পদ্ধতিতে সয়াবিন এর রিজেনারেশন প্রযুক্তি
১৯.	নারিকেলের সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা
২০.	মিষ্টি কুমড়া চাষে গুটি ইউরিয়াভিত্তিক সার ব্যবস্থাপনা
২১.	টমেটোর ফলন ও গুণগতমান বৃদ্ধিতে ম্যাগনেসিয়াম সারের ব্যবহার
২২.	সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে গ্লাডিওলাস ফুলের ফিউজিরিয়াম উইল্ট রোগ দমন
২৩.	পালংশাক উৎপাদনে মৃত্তিকার পুষ্টির চাহিদা, পুষ্টির উপযোগিতা এবং ফলনে বিভিন্ন দিনের কম্পোস্টের সমন্বয়
২৪.	Quality Minutuber Production through Nutrient Film Technique in Soilless Culture
২৫.	নিরাপদ, বিষমুক্ত ও রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদনে ফুট ব্যাগিং প্রযুক্তি

(ট) উপসংহার

অর্থবছর ২০২১-২২ এ বিএআরআই ১৫টি ফসলের ২৬টি জাত এবং এগুলোর উন্নত চাষাবাদ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। বিএআরআই এর গবেষণা সাফল্য সরকারের প্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহ যেমন : জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫, ডেল্টা প্ল্যান ২১০০, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন এবং দেশের সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করে চলছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের দ্রুত বিস্তার ও মাঠ পর্যায়ে যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কৃষিতে প্রতিশ্রুতিশীল প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন এর মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ অর্জন করে বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভের লক্ষ্যে বিএআরআই তার ম্যান্ডেট অনুযায়ী কাজ করছে।



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের গ্রীষ্মকালীন টমেটোর
(বারি হাইব্রিড টমেটো-৮) মাঠ পরিদর্শন বাটরা, কলরোয়া, সাতক্ষীরা



মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের বারি হাইড্রোফনিক প্রযুক্তি পরিদর্শন



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের ঘেরের আইলে অফসিজন তরমুজ চাষের মাঠ পরিদর্শন এবং তরমুজ চাষিদের সাথে মতবিনিময়, ডুমুরিয়া, খুলনা



বারি মুগ-৬ এর মাঠ দিবসে মাননীয় কৃষি সচিব মহোদয়ের উপস্থিতি



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



পরিচালক (গবেষণা) কর্তৃক থানচি, বান্দরবানে কৃষকের মাঠে কাজুবাদামের বাগান পরিদর্শন



সমুদ্রের পানিতে বারি সীউইড-২ এর চাষ





বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



(ক) ভূমিকা: প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মিশন, ভিশন ও কার্যাবলি

১৯৭০ সালের ০১ অক্টোবর ঢাকার অদূরে গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি ১১টি গবেষণা বিভাগ ও তিনটি আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১৯টি গবেষণা বিভাগ ও ১১টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অত্র প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ৩০৮ জন বিজ্ঞানীসহ মোট ৬০৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উচ্চফলনশীল ধানের জাত এবং চাষাবাদের কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

রূপকল্প

টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

অভিলক্ষ্য

ধান গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা, ক্রমহ্রাসমান সম্পদ সাপেক্ষ জলবায়ুবান্ধব ধানের প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ধানের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
২. ধানের ব্রিডার বীজের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ
৩. কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন

প্রতিষ্ঠানের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

গবেষণা কার্যক্রম

১৯টি বিভাগ ও ১১টি আঞ্চলিক কার্যালয়কে ৮টি প্রোগ্রাম এরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে ব্রি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই আটটি গবেষণা প্রোগ্রাম এরিয়া হলো-

১. জাত উন্নয়ন (Varietal Development)
২. শস্য-মাটি-পানি ব্যবস্থাপনা (Crop-Soil-Water Management)
৩. বালাই ব্যবস্থাপনা (Pest Management)
৪. রাইস ফার্মিং সিস্টেমস (Rice Farming Systems)
৫. আর্থ-সামাজিক ও নীতি প্রণয়ন (Socio-Economic and Policy)
৬. খামার যান্ত্রিকীকরণ (Farm Mechanization)
৭. প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer)
৮. আঞ্চলিক কার্যালয় (Regional Stations)



ব্রি গবেষণা প্রোগ্রাম কমিটির সভায় বার্ষিক গবেষণা প্রস্তাবের মূল্যায়ন এবং অনুমোদন প্রদান করা হয়। গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে প্রতি বছর একটি গবেষণা কর্মশালার আয়োজন করা হয় যাতে নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পরবর্তী বছরের গবেষণা কার্যক্রম চূড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত এবং সরকারের প্রাধিকার কৃষি নীতিমালা, SDG, Southern master plan অনুসরণ করা হয়।

এছাড়াও ব্রি দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এজেন্সির সাথে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে ব্রি IRRI, BMGF, AFACI, JIRCAS, CSIRO, AUSAID, ACIAR, Murdoch University, Cornell University, USDA, USAID, KOICA সহ আরও অন্যান্য দেশ/সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

(খ) জনবল

অনুমোদিত জনবল, কর্মরত জনবল, শূন্যপদের তথ্য/২০২১-২২ অর্থ বছরে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি বিষয়ক তথ্য।

ছক-১ : প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

(৩০-০৬-২০২২ তারিখে)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	কূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	গ্রেড-১	১	০	১	
২	গ্রেড-২	২	১	১	
৩	গ্রেড-৩	২৭	২০	৭	
৪	গ্রেড-৪	৪৪	৩৮	৬	
৫	গ্রেড-৫	৪	৩	১	
৬	গ্রেড-৬	১২৫	১০৮	১৭	
৭	গ্রেড-৭	২	০	২	
৮	গ্রেড-৮	০	০	০	
৯	গ্রেড-৯	১৪১	১১৫	২৬	
১০	গ্রেড-১০	১১১	৭৫	৩৬	
১১	গ্রেড-১১	২৭	১৯	৮	
১২	গ্রেড-১২	১	১	০	
১৩	গ্রেড-১৩	৫	৩	২	
১৪	গ্রেড-১৪	৫৬	৩৮	১৮	
১৫	গ্রেড-১৫	১২	৭	৫	
১৬	গ্রেড-১৬	৮৩	৫৯	২৪	
১৭	গ্রেড-১৭	৫	০	৫	
১৮	গ্রেড-১৮	৩২	২৬	৬	
১৯	গ্রেড-১৯	০	০	০	
২০	গ্রেড-২০	১০৮	৯৫	১৩	
	মোট=	৭৮৬	৬০৮	১৭৮	

ছক-২ : প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (২০২১-২০২২ অর্থবছর)

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১৭	১৩	৩০	৪৭	১৯	৬৬	

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

ছক-২: (ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন: (প্রশিক্ষণ)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	১১	-	২২০	-	২৩১	
২	গ্রেড ১০	০১	-	৮০	-	৮১	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	৭৯	-	৭৯	
	মোট	১২	-	৩৭৯	-	৩৯১	

ছক-২ : (খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৩	-	-	৩	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট	৩	-	-	৩	

ছক-২: (গ) বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট	-	-	-	-	

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বিগত ১৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৬তম সভায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক উদ্ভাবিত দুইটি নতুন উচ্চফলনশীল ধানের জাত সারা দেশজুড়ে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়। নতুন দুইটি জাত হচ্ছে ব্রি ধান১০১ ও ব্রি ধান১০২।
- ব্রি ধান১০১ বোরো মৌসুমের ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী জাত। এ জাতের ডিগপাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা। পাতার রং গাঢ় সবুজ। এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৭.৭২ টন। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এর ফলন হেক্টর প্রতি ৮.৯৯ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়। এ জাতের দানা লম্বা ও চিকন এবং সোনালী বর্ণের। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৪২ দিন, যা বোরো মৌসুমের জনপ্রিয় জাত ব্রি ধান৫৮ এর চেয়ে ৪ (চার) দিন আগাম। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২৩.১ গ্রাম। ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৫.০ ভাগ এবং প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৯.৮ ভাগ। ভাত বরবরে। জাতটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী। এ জাতটিতে ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী প্রকট জিন *Xa21*, *Xa4* ও *Xa7* বিদ্যমান এবং আর্টিফিশিয়াল ইনোকুলেশনে উচ্চ মাত্রার রোগ প্রতিরোধী (স্কোর-১) ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। বাংলাদেশের যেসব এলাকায় ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগের আক্রমণ বেশি সেসব এলাকায় এ জাতটি চাষাবাদে কৃষকেরা লাভবান হবে এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক ধান উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা রাখবে।
- ব্রি ধান১০২ এর পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০৩ সেমি। এর জীবনকাল ব্রি ধান২৯ এর ন্যায় (১৫০ দিন)। এর ডিগপাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং পাতার রং সবুজ। ব্রি ধান১০২ এর ফলন প্রতি হেক্টরে গড়ে ৮.১ টন। তবে এটি উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল

পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৯.৬ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় ব্রি ধান১০২ জাতের ফলন ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে সামান্য বেশি (৩.৮২%) এবং ছয় অঞ্চলে ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে প্রায় ৮.৪২% বেশি ফলন দেয়। এ ধানের গুণগতমান ভাল। এ ধানের জিংকের পরিমাণ ২৫.৫ মি.গ্রাম/কেজি থাকায় এটি বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন জিংকের চাহিদার প্রায় ৫০-৭০% পূরণ করতে সক্ষম হবে। এ ধানের চালে অ্যামাইলোজ এবং প্রোটিন এর পরিমাণ যথাক্রমে ২৮.০% এবং ৭.৫%। ব্রি ধান১০২ এর ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২.৭ গ্রাম। এ ধানের দানার রং খড়ের মত এবং চাল লম্বা চিকন ও সাদা। বাংলাদেশের যেসব এলাকায় ব্রি ধান২৯ চাষাবাদ করা হয় সেসব এলাকায় এ জাতটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাবে বলে আশা করা যায় এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক ধান উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা রাখবে।

- প্রসিদ্ধ স্থানীয় জাতগুলো সংগ্রহ করে গবেষণার মাধ্যমে বিদ্যমান গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ রেখে উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য ধানের স্থানীয় জাত ব্রি জিন ব্যাংকে সংরক্ষিত আছে। ঐতিহ্যবাহী বালাম ধানের গুণাগুণ উচ্চ ফলনশীল ধানে স্থানান্তরের জন্য ব্রিডিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে কৌলিক সারি উদ্ভাবনের পরীক্ষা চলছে। এ লক্ষ্যে ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান৫০ জাতের সাথে বালাম ধানের ক্রসিং করা হয়েছে। বোরো ২০২১-২২ মৌসুমে ব্রি ধান২৮/বালাম ক্রস থেকে মোট ৫৬ কৌলিকসারি এবং ব্রি ধান৫০/বালাম ক্রস থেকে মোট ৪ কৌলিকসারি OYT তে মূল্যায়ন করা হয়েছে। ব্রি ধান৫০ ও হাতিশাইল (বালাম টাইপ) এর সংকরায়ণ হতে প্রাপ্ত ব্রিডিং পপুলেশন F5 জেনারেশনে অগ্রগামী করা হয়েছে।
- লতাবালাম ধানের জাতটি বোরো ২০২১-২২ মৌসুমে পিউর লাইন সিলেকশন করা হয়েছে যা জাত অবমুক্তকরণের জন্য উপযোগী। বোরো ২০২১-২২ মৌসুমে লতাবালাম ধানের জাতটি লাফা, BR8526-38-2-1-HR1, IR64-pi9 NILS, BR10322-23-1-2-4 এর সাথে সংকরায়ণ থেকে উদ্ভূত F1-সমূহ Confirmation করা হয়েছে। এছাড়া হাবু বালাম ধানের জাতটি BR9713-63-5-2-2, BR8590-5-2-5-2 Ges DR-6 এর সাথে সংকরায়ণ করে প্রাপ্ত ব্রিডিং পপুলেশন F2 জেনারেশনে অগ্রগামী করা হয়েছে।
- লক্ষ্মীদীঘার উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় ভাঙ্গাতে লক্ষ্মীদীঘা, লালদীঘা, খৈয়ামটর জাতের উন্নয়নের জন্য আমন ২০২২ মৌসুমে সাদাপাজাম, ব্রি ধান৪৯, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৭৯, ও ব্রি ধান৮৭ এর সাথে সংকরায়ণ হতে প্রাপ্ত সেহিগেটিং প্রজেনিগুলো F2 জেনারেশনে অগ্রগামী করা হবে। ব্রি গাজীপুরে রোপা আমন ২০২১-২২ মৌসুমে লক্ষ্মীদীঘার সাথে BR11186-5R-377, BR11186-5R-672, ব্রি ধান৭৬, ব্রি ধান৭৭, ব্রি ধান৮৭, ব্রি ধান৯৪ এর সংকরায়ণ থেকে উদ্ভূত F1-সমূহ Confirmation করা হয়েছে। এছাড়া লক্ষ্মীদীঘার সাথে BR7932-17-2, BR9175-9-3-20-3, BR9175-2-1-12-5 কৌলিক সারিসমূহের F2 জেনারেশনে ছিল। লক্ষ্মীদীঘার সাথে BR8157-1-6-2-1-27 সংকরায়ণ হতে প্রাপ্ত সেহিগেটিং প্রজেনি F3 জেনারেশনে অগ্রগামী করা হয়েছে।
- রাধুনী পাগল-এর সাথে BR8535-2-1-2 এবং NMKP102-3-2-1-এর সংকরায়ণ থেকে উদ্ভূত পপুলেশন F5 জেনারেশনে অগ্রগামী করা হয়েছে।
- আমন ২০২১-২২ মৌসুমে ১টি সুগন্ধযুক্ত পোলাও ধানের ও ১টি সুগন্ধবিহীন (টেবিল রাইস) এর ALART করার জন্য seed purification করা হয়েছে।
- TRB (Transforming Rice Breeding) প্রকল্পের অর্থায়নে চলতি বোরো ২০২১-২২ মৌসুমে RGA গ্রিনহাউজে প্রায় ৩৪৮৩০টি এবং Field RGA এর মাধ্যমে প্রায় ৩,৯৩৯৮৬ টি কৌলিক সারি অগ্রগামী করা হচ্ছে। বোরো ২০২১-২২ মৌসুমে ২৫৫৫০টি কৌলিক সারি Line Stage Testing ট্রায়ালে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া বোরো ২০২১-২২ মৌসুমে ৩৬৯২টি প্রজনন সারি OYT তে এবং ৬৬৫টি প্রজনন সারি PYT ও AYT তে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। Advanced Line Adaptive Research Trial (ALART) এ সর্বমোট ৭টি কৌলিক সারি মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, ২৮০৬৭ টি F1 Plants- Gi Quality Checking মলিকুলার মার্কার এর সহায়তায় সম্পন্ন করা হয়েছে। ৫৭২৭৫টি Line Selection Trial জেনোটাইপ-এর QTL fingerprinting করা হয়েছে। 1k-RiCA v.2 প্যানেলের সাহায্যে ৬৯১১টি Genotypes Gi Mid Density Genotyping সম্পন্ন করা হয়েছে। চলতি রোপা আউশ ২০২২-২৩ মৌসুমে ২৪টি সংকরায়ণ, ১৯টি F1 Confirmation, RGA কার্যক্রমে ২৫৮০০টি সেহিগেটিং প্রোজেনি অগ্রগামীকরণ এবং ৮৮০০টি কৌলিকসারি LST ট্রায়ালে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া ৬৮৮টি জেনোটাইপ OYT-G, টি ২৮৮ কৌলিক সারি ৩টি AYT তে এবং ২১টি কৌলিক সারি Regional Yield Trial (RYT) এ মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

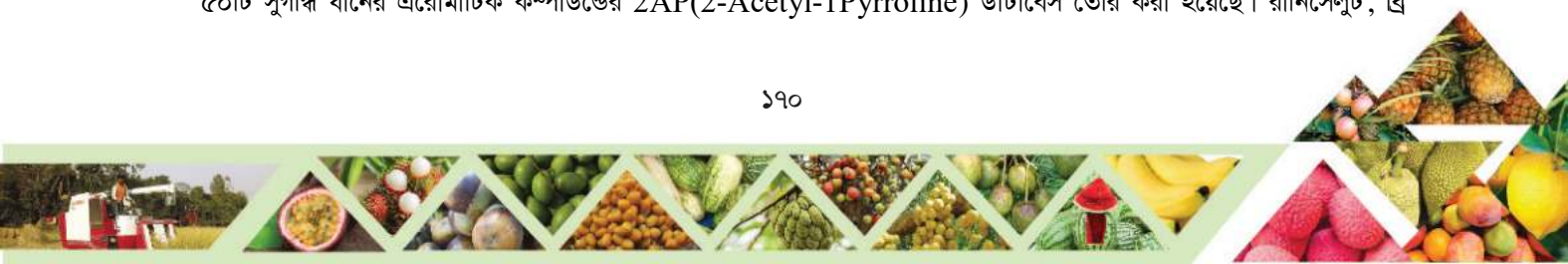


- অধিক তাপ সহনশীল জাত উদ্ভাবন গবেষণা কার্যক্রম এর আওতায় রোপা আউশ ২০২০-২১ মৌসুমে সবচেয়ে ভাল (৫.৩-৫.৯ ট./হে.) ও অধিক তাপ সহনশীল এবং উচ্চ এ্যামাইলোজ সম্পন্ন ৫টি অগ্রগামী কৌলিক সারি ব্যবহার করে AYT ট্রায়ালে মূল্যায়ন করা হয়েছে। আইআর ৯৯৮৫৩-বি-বি-৩১০ কৌলিক সারিটি ১১৪ দিনে ৫.৭ ট.হে. ফলন প্রদর্শন করেছে। কৌলিক সারিটির এ্যামাইলোজ ২৭% এবং উচ্চ তাপে (রাতের বেলায় সর্বোচ্চ ৩৭ ডিগ্রি সে.) ১০% স্পাইলেট স্টেরিলিটি প্রদর্শন করেছে। এছাড়াও AGGRi Alliance প্রকল্পের মাধ্যমে IRRI থেকে প্রাপ্ত ৩০০টি কৌলিক সারি রাজশাহী অঞ্চলের উচ্চ তাপমাত্রা সম্পন্ন এলাকায় নাবি বোরো ২০২০ মৌসুমে মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং ২০টি কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয়েছে। চলতি রোপা আউশ ২০২২-২৩ মৌসুমে OYT তে ১২৪টি এবং AYT তে ৪৮ টি অগ্রগামী কৌলিক সারি ব্রি গাজীপুর, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় রাজশাহী এবং রংপুর এ মূল্যায়ন করা হচ্ছে।
- হাওর অঞ্চলের জন্য ঠান্ডা সহনশীল বোরো ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ঠান্ডা সহনশীল বৈশিষ্ট্যের সংশ্লিষ্ট QTL বা জিন সনাক্ত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বোরো ২০২০-২১ মৌসুমে ২১টি প্যারেন্ট ব্যবহার করে ২০টি ক্রস, ১১টি ক্রসের F₁ Confirmation করা হয়েছে। ৩৩,৫০৩টি প্রোজেনিসমূহ RGA এর মাধ্যমে অগ্রগামীকরণ, ৬,৩১৭টি অগ্রগামী কৌলিক সারি Line Stage Testing-এ মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়া ২১৮টি জেনোটাইপ OYT এ, ৮২টি কৌলিক সারি AYT এবং ২১টি কৌলিক সারি Regional Yield Trial (RYT)-এ মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, হাওর এলাকায় ১০টি স্থানে তিনটি কৌলিক সারি Regional Yield Trial (RYT-Haor)-তে মূল্যায়ন করা হয়েছে। AYT (হাওর এলাকার ৩টি এলাকায় বাস্তবায়িত) থেকে ১৪টি লাইন নির্বাচন করা হয়েছে যেগুলো ১৫১ -১৫৭ দিনে ৭.১৯-৭.৯০ টন/হে. ফলন দিয়েছে। এ পরীক্ষায় BR11894-R-R-R-R-270 লাইনটি ১৫৩ দিনে সর্বোচ্চ ৭.৯০ টন/হে. গড় ফলন প্রদান করেছে। নির্বাচিত লাইনসমূহ ২০২১-২২ বোরো মৌসুমে RYT-তে মূল্যায়ন করা হয়েছে। RYT-Haor trial থেকে নির্বাচিত ৩টি ঠান্ডা সহিষ্ণু কৌলিক সারি IR100722-B-B-B-B-11, IR100723-B-B-B-B-61, TP16199 (ফলন ৬.১-৬.৭, জীবনকাল ১৫০-১৫৫ দিন) ২০২১-২২ বোরো মৌসুমে ALART-এ মূল্যায়ন করা হয়েছে। ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান২৯ এবং ব্রি ধান৮১ এর সাথে Hbj.B.VI, Bhutan এবং Mineashahi এর ক্রস থেকে উদ্ভূত ১২২৪ টি কৌলিক সারির প্রাথমিক ফলন পরীক্ষা থেকে প্রজনন পর্যায়ে ঠান্ডা সহিষ্ণু ৪৩ টি কৌলিক সারি হাওর এলাকায় ঠান্ডা সহনশীলতা ও ফলন যাচাই করার জন্য বাছাই করা হয়েছে। এছাড়াও, বোরো ২০২০-২১ মৌসুমে IRRI থেকে প্রাপ্ত ২৬০টি কৌলিক সারির প্রাথমিক ফলন পরীক্ষা করা হয়েছে। এগুলো থেকে ৮টি স্বল্প-জীবন কালীন এবং ৯টি নাবী সারি হাওরে পুনঃপরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।
- ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে বোরো ২০২১-২২ মৌসুমে, ২৮টি F₁ confirmation, FRGA কার্যক্রমে ৬৮৩০০টি সেগ্রিগেটিং প্রোজেনিস অগ্রগামীকরণ এবং মোট ২১টি ক্রসের ৬৭০২টি কৌলিক সারি LST ট্রায়ালে মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন স্টেজের (OYT থেকে RYT) ফলন পরীক্ষায় ৯৬৬টি কৌলিক সারি মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়া অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশের উপযোগী ধানের জাত উদ্ভাবনের বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে forward breeding এবং line augmentation এর মাধ্যমে blast resistance সংশ্লিষ্ট Pi-9, Pi-ta, Pb1 এবং Pi-33 জিন mainstreaming এর কাজ এগিয়ে চলছে।
- জুম চাষের উপযোগী স্থানীয় জাত সংগ্রহ করে পিওর লাইন নির্বাচনের গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বোনা আউশ ২০২২ মৌসুমে ৭টি ক্রস confirm করা হবে। একটি OYT - ট্রায়ালে মোট ২০৭টি জেনোটাইপ মূল্যায়ন করা হচ্ছে। Generation advancement এর জন্য ৮টি ক্রস F₂ এবং ১৪টি F₃ ক্রসের population মাঠে grow করা হয়েছে যা RGA পদ্ধতিতে ক্রম:অগ্রসরমান হবে। চারটি চেকসহ PYT-1 এ ১৫টি এবং PYT-2 তে ১৪টি জেনোটাইপ মূল্যায়ন করা হচ্ছে। মোট ৭টি জেনোটাইপ SYT তে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। আউশ ২০২২-২৩ মৌসুমে জুম ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য ১৯টি প্যারেন্ট ক্রসের জন্য ব্যবহার করা হবে এবং ৭টি F₁ confirm করা হবে। Generation advancement এর জন্য ৬টি F₂ এবং ১৭টি F₃ ক্রসের population মাঠে grow করা হয়েছে যা RGA পদ্ধতিতে ক্রম:অগ্রসরমান হবে। দুইটি চেক জাতের সাথে ৪৮টি জেনোটাইপ OYT তে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। পাঁচটি চেক জাতের সাথে PYT-1 এ ১৪টি PYT-2 তে ৮টি, PYT-3 ১৮টি এবং PYT4 এ ৮টি জেনোটাইপ মূল্যায়ন করা হচ্ছে। মোট ১৬টি জেনোটাইপ SYT তে মূল্যায়ন করা হচ্ছে।
- জুম ধান চাষের আওতায় বান্দরবনের ২টি স্থানে (বান্দরবন সদর ও রোয়াংছড়ি) এবং খাগড়াছড়ির ২টি স্থানে (খাগড়াছড়ি সদর ও মাটিরাঙ্গা) এবং রাঙ্গামাটির ২টি স্থানে (রাঙ্গামাটি সদর এবং কাপ্তাই) AYT (Advanced Yield Trial) স্থাপন করা হয়েছে। এই ট্রায়ালে ৬টি জেনোটাইপ (Mongthongno, Japanese Black Rice, Chinese Rice, IR1-DQ157-R6-D1, GSR IR 1-DQ121-Y6-D2, BR(Bio)10376-AC4-1-3), চেক জাত হিসেবে ব্রি ধান৮৩ এবং ১টি স্থানীয় চেক জাত মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

- স্থানীয় জাতের সাথে ক্রসিং এর মাধ্যমে Rapid Elongating উন্নত জলি আমনের জাত উদ্ভাবনের কাজ করা হচ্ছে। ব্রি গাজীপুরে স্থানীয় জলী আমন যেমন লাল মোহন, লক্ষ্মীদীঘা, জলকুমারী, দুধলাকি ইত্যাদির সাথে Elite Line-এর ক্রসসহ বিভিন্ন Elite Line কম্বিনেশনের সর্বমোট ২৮টি ক্রস গত আমন ২০২১-২২ মৌসুমে Confirm করা হয়েছে; এছাড়া ৫৮টি ক্রস পপুলেশন F2 থেকে F4 জেনারেশনে RGA-এর মাধ্যমে অগ্রগামী করা হয়েছে। ব্রি হবিগঞ্জে গভীর পানির ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য সেগ্রিগেটিং পপুলেশন F2 থেকে F6 জেনারেশনে বিদ্যমান রয়েছে। Medium Stagnant এলাকার উপযোগী RYT2 এর ফলাফলের ভিত্তিতে ৪টি জাত/লাইন (BR10247-14-18-7-3-3B, BR10238-5-1-9-3B, BR9377-21-7-3B, BR9392-6-2-3B) চূড়ান্তকরণের জন্য ALART trial এ আমন ২০২১-২২ মৌসুমে মূল্যায়ন করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই লাইনগুলো Medium Stagnant এলাকায় চাষ করা যাবে। Semi Deep ও Medium Stagnant এলাকার উপযোগী RYT2 এর ফলাফলের ভিত্তিতে ২টি জাত/লাইন চূড়ান্তকরণের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই লাইন দুইটি ব্রি ধান৯১ এর চেয়ে বেশি ফলন দিবে এবং Medium Stagnant এলাকায় চাষ করা যাবে। ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় হবিগঞ্জ থেকে আমন ২০২১-২২ মৌসুমে Deep water Rice এর জন্য ব্রির আঞ্চলিক কার্যালয়ে (গাজীপুর, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা এবং ভাঙ্গা) আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষা (RYT) মূল্যায়ন করা হচ্ছে। আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষার কৌলিক সারি ৩টি হলো BR7730-1-1-2B, BR7918-1-2-3B, BR7919-1-1-3B। এছাড়া ব্রি ধান৯১ এর ২২৫ টি প্রদর্শনী প্লট দেশের বিভিন্ন Semi-deep water কবলিত স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। বোনা আমন ২০২২ মৌসুমে (অগভীর, ৫০-১০০সেমি. পানি) জাত উদ্ভাবন গবেষণা কার্যক্রম এর আওতায় ২টি জেনোটাইপ যথা BR9390-6-2-1B এবং BR10260-5-15-216B) ও চেক জাত হিসাবে ব্রি ধান৯১ PVT তে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। অপরদিকে, বোনা আমনের (গভীর পানি ১০০-১৫০ সেমি.) জাত উদ্ভাবন গবেষণা কার্যক্রম এর আওতায় ১০টি এলাকায় ALART ট্রায়ালে মূল্যায়ন করা হচ্ছে যেখানে ৬টি জেনোটাইপ ও ১টি চেক জাত ব্যবহার করা হয়েছে। কৌলিক সারি ৬টি হলো যথাক্রমে BR10230-7-19-2B, BR10260-9-5-2-5B, BR9376-6-2-2B, BR9392-6-2-1B, BR-KM(Mun)-PL-5-7-3-B, BR-DL(Hbj)-PL-12-4-7-B এবং চেক জাত ফুলকড়ি (Fulkori)।
- *Porteresia coarctata* থেকে প্রাপ্ত লবণাক্ততা সহিষ্ণু জিন Vascular H⁺-ATPase (PVA1) এর Construct তৈরি করা হয়েছে। Agrobacterium-mediated genetic transformation এর মাধ্যমে লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য তিনটি ধানের জাত ব্রি ধান৮৬, ৮৭ ও ৮৯ এর রিজেনারেশন Optimization সম্পন্ন করা হয়েছে। PVA1 containing Agrobacterium দ্বারা ধান৮৬ এর ক্যালাস transformation করা হয়েছে সেগুলি এখন সিলেকশন পর্যায়ে রয়েছে।
- প্রিমিয়াম কোয়ালিটি রাইস গবেষণা কার্যক্রম এর আওতায় ধানের সুগন্ধির জন্য দায়ী BADH2 জিনের একটি ফাংশনাল মার্কার ভালিডেশন করা হয়েছে যা সুগন্ধযুক্ত এবং সুগন্ধবিহীন ধানের সারিকে সহজেই শনাক্ত করতে পারে। এই মার্কার ব্যবহার করে মার্কার এসিস্টেড সিলেকশনের মাধ্যমে ব্রিধান ২৮ ও কালিজিরা এবং ব্রি ধান৮৭ ও কালিজিরা এর সঙ্করায়ণের মাধ্যমে প্রাপ্ত যথাক্রমে F6 এবং F3 পপুলেশনের মধ্যে সুগন্ধযুক্ত সারি নির্বাচনের কাজ চলছে। এছাড়াও এছার কালচারের মাধ্যমে চারটি ক্রস (ব্রি ধান৯০/ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৯০/কাটারিভোগ, ব্রি ধান৯০/কালিজিরা এবং ব্রি ধান৯০/তুলশিমালা) হতে ২২টি সবুজ গাছ পাওয়া গিয়েছে। ব্রি ধান৩৮/বাঁশফুল এবং ব্রি ধান৫০/বাঁশফুল এই দুটি ক্রস হতে প্রাপ্ত ১৭টি ডাবল্ড হ্যাপ্লয়েড লাইন হতে ১১টি গাছ সিলেকশন করা হয়েছে।
- ব্যাক্টেরিয়াল ব্লাইট রোগ প্রতিরোধী ধানের জাত উদ্ভাবনের কার্যক্রম এর আওতায় মলিকুলার মার্কার ব্যবহার করে জিন পিরামিডিং এর মাধ্যমে ৩টি ব্যাক্টেরিয়াল ব্লাইট রোগ সহিষ্ণু জিন (Xa4, xa13 and Xa21) সমৃদ্ধ ২টি অগ্রগামী কৌলিক সারি বর্তমানে বোরো ২০২০-২১ মৌসুমে কৃষকের মাঠে মূল্যায়নের কাজ চলছে।
- বোরো ২০২০-২১ মৌসুমে ৩টি নিম্ন জিআই ভ্যালু সম্পন্ন অগ্রগামী কৌলিক সারি মাঠে SYT ট্রায়ালে মূল্যায়ন করার কাজ চলছে। অপর পক্ষে ১৭ টি এন্টি অক্সিডেন্ট সম্পন্ন অগ্রগামী কৌলিক সারির মাঠে OT ট্রায়ালে মূল্যায়ন করার কাজ চলছে।



- ২০২২ সালের মধ্যে ব্রি হাইব্রিড ধান৮ নামে বোরো মৌসুমের একটি নতুন জাত অবমুক্ত হবে যার দানা চিকন, ফলন ১০-১০.৫ টন/হে, জীবনকাল ১৪৫-১৪৮ দিন এবং অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৩.৫ ভাগ। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাধ্যমে জাতটির মূল্যায়ন ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০২১-২২ সালে আমন ও বোরো মৌসুম মিলে নতুন ৬টি মাতৃসারি উদ্ভাবন করা হয়েছে যাদের মৌসুমভেদে পুংবন্ধ্যা বৈশিষ্ট্য স্থায়ী, দানা চিকন এবং বীজধারণ সক্ষমতা (Out cross potential rate) সন্তোষজনক।
- ২০২১-২২ সালে আমন ও বোরো মৌসুম মিলে নতুন ৫টি পিতৃসারি উদ্ভাবন করা হয়েছে যাদের পরাগরেণু সরবরাহের সক্ষমতা সন্তোষজনক এবং অধিক সংকর সাবল্য (Heteosis) প্রকাশে সক্ষম।
- ক্ষুদ্র, মাঝারি, বড় বীজ উদ্যোক্তা ও বিএডিসিকে প্রায় ৪ টন প্যারেন্টাল লাইনের বীজ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে যা দিয়ে ৩২৪ একরে ব্রি উদ্ভাবিত বিভিন্ন হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন করা হয়েছে।
- আউশ ২০২২ মৌসুমে ব্রি হাইব্রিড ধান৭ এর ৪৩৫৭ কেজি বীজ বিনামূল্যে ব্রির বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- আমন ২০২২ মৌসুমে ব্রি উদ্ভাবিত আমন মৌসুমের হাইব্রিড ব্রি হাইব্রিড ধান৪ ও ব্রি হাইব্রিড ধান৬ এর ৮ টন বীজ ব্রির বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- এমএলটি ((Multi-location Yield Trial) এর মাধ্যমে আমন মৌসুমের ২ টি ও বোরো মৌসুমের ৩ টি প্রতিপ্রতিশীল জাত চেক জাতের সাথে ফলন তুলনায় চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়েছে। আমন মৌসুমের জাত দুটির গড় ফলন ৭-৭.৫ টন/হে. এবং বোরো মৌসুমের জাতগুলির গড় ফলন ১০-১০.৫ টন/হে., দানা চিকন ও বাণিজ্যিকভাবে বীজ উৎপাদন ২-২.৫ টন/হে.।
- ১২৬টি নতুন জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়েছে
- ৪১টি নতুন জার্মপ্লাজম ব্রি জিন ব্যাংকে নিবন্ধন করা হয়েছে BRRI accession number ৪৬৭৫ পর্যন্ত।
- বোরো ২০২১-২২ মৌসুমে ১৪৩.৫৫ টন এবং আউশ ২০২২ মৌসুমে ১৬.৩৬ টন ব্রিডার বীজ উৎপাদন করা হয়েছে।
- বোরো ২০২১-২২ মৌসুমের জন্য ১৩৩ টন, আউশ ২০২২ মৌসুমের জন্য ১৫.৭১৫ টন এবং রোপা আমন ২০২২-২৩ মৌসুমের জন্য অদ্যাবধি ৫১.৪৪ টন ব্রিডার বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
- প্রধানত উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ এবং ব্রি এর অন্যান্য বিভাগ হতে আগত ৬৬৩ টি কৌলিক সারির মধ্যে ৭৫ টি কৌলিক সারির মিলিং আউটটার্ন ৭০% এর অধিক এবং ৯২ টি কৌলিক সারির হেড রাইস আউটটার্ন ৬০% এর অধিক ছিল। ২২ টির মত স্বচ্ছ দানা, ২৫৭টি লম্বা এবং ১৭২ সরু চাল ছিল। যে বৈশিষ্ট্যের (২৫% এর অধিক এ্যামাইলোজ) জন্য ভাত ঝরঝরে হয়ে থাকে সেই বৈশিষ্ট্য যুক্ত ৩৭১টি কৌলিক সারি পাওয়া গেছে। ৫৫টি কৌলিক সারিতে উচ্চ মাত্রার প্রোটিন পাওয়া গেছে যা নিম্নআয়ের মানুষের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম।
- দুই হাজার পাঁচশত বত্রিশ (২৫৩২) Breeding line এর Physicochemical and Cooking Properties এনালাইসিস করা হয়েছে যার মধ্যে ০৮টি FBR (PYT #1), ০৪টি FBR (BZT) (PYT#2), ১০টি CTR (PYT#4), ০৭ টি FBR (AYT#1,2), ০২টি CTR, Haor (AYT# 3.4), ০৩টি (SYT #1,2,3) বোরো, ১৩টি FBR and CTR টি IR (AYT) বোরো লাইন পরবর্তী ধাপে অগ্রসর করা হবে।
- BR23, BRRI dhan48, BRRI dhan49, BRRI dhan62, ও BRRI dhan67 জাতগুলোর কুঁড়া থেকে তেল এক্সট্রাক্ট করা হয়েছে। জাতগুলোর কুঁড়ার মধ্যে তেলের পরিমাণ ১৬.৮ থেকে ২০.৯% পর্যন্ত বিদ্যমান।
- BRRI dhan96, BRRI dhan97, BRRI dhan99, BRRI dhan100, BRRI hybrid dhan3, BRRI hybrid5 এবং হাইব্রিড হীরা জাতগুলোর মধ্যে মুড়ি ও খই এর জন্য BRRI dhan99, BRRI dhan100 এবং চিড়ার জন্য BRRI dhan96 কে উপযোগী জাত হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।
- প্রিমিয়াম কোয়ালিটি রাইস গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় ধানের সুগন্ধির জন্য প্রধানত উদ্ভাবী এরোম্যাটিক গ্যাসীয় কম্পাউন্ড (Volatile Aromatic Gaseous Compound) হিসেবে 2AP(2-Acetyl-1Pyrroline) কে বিবেচনা করা হয়। সুগন্ধি ধানের এরোম্যাটিক কম্পাউন্ড 2AP ডিটেকশনসহ কোয়ান্টিফিকেশন ইতঃপূর্বে বাংলাদেশের কোনো গবেষণাগারে করার কারিগরী সুবিধা ছিল না। ব্রির কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে অতি সম্প্রতি Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS) Optic4 মেশিন সংযুক্তির মাধ্যমে এরোম্যাটিক উদ্ভাবী গ্যাসীয় কম্পাউন্ড বিশ্লেষণের মেথড ডেভেলপমেন্ট করে ৫০টি সুগন্ধি ধানের এরোম্যাটিক কম্পাউন্ডের 2AP(2-Acetyl-1Pyrroline) ডাটাবেস তৈরি করা হয়েছে। রানিসেলুট, ব্রি



ধান৮০, তুলসী মালতি, চিনিগুড়া জাতের সুগন্ধি ধানে অধিক মাত্রায় এরোম্যাটিক উদ্বায়ী গ্যাসীয় কম্পাউন্ড 2AP এর উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে।

- ব্রি হাইব্রিড ধান৭ এর সর্বোচ্চ ফলন (৭.১.৩ টন/হে.) পাওয়ার জন্য ধানের চারার বয়স হবে ১৭ দিন। ব্রি হাইব্রিড ধান৭ এর ইকোনোমিক নাইট্রোজেন এর মাত্রা ৯৫ কেজি/হেক্টর যা বেসাল হিসাবে ১/৩ ভাগ, ৪-৫টি টিলার হলে ১/৩ ভাগ এবং কাইচ খোড় আসার আগে ১/৩ ভাগ দিতে হবে।
- ধানের জমিতে হার্বিসাইড দেওয়ার পর ছত্রাক ৭ দিন পর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। নাইট্রোজেন ফিক্সিং ব্যাকটেরিয়া এবং ফসফরাস সলিউবাইজিং ব্যাকটেরিয়া আগের অবস্থায় ফিরে আসতে সময় লাগে ২০ দিন। আবার কোন কোন হার্বিসাইড জমিতে দেয়ার পর মোট ব্যাকটেরিয়া ১০ দিন পর আগের অবস্থায় ফিরে আসে।
- নিউ মলিকুল হার্বিসাইড ইথক্সিসালফিউরান ১০%+ফেনক্সলাম ২০%, ইথক্সিসালফিউরান ১০%+ট্রাইকিসনি ২০% এবং মেটাজোসালফিউরান পোস্ট-ইমারজেল আগাছানাশক এর আগাছা দমন করার ক্ষমতা ৮০ ভাগের উপর পাওয়া গেছে।
- হাওর অঞ্চলে ১ ডিসেম্বর রোপণ ও ১০ জানুয়ারি রোপণে ব্রি ধান৮৯ সর্বোচ্চ ফলন দেয়।
- হাওর অঞ্চলে বৈশাখি ঢল এড়ানোর জন্য ব্রি ধান২৯ এবং ব্রি ধান৮৯, ২০ ডিসেম্বর এর আগে রোপণ করতে হবে এবং চারার বয়স হবে ৩০ দিন। অপর পক্ষে ব্রি ধান২৮ এবং ব্রি ধান৮৮ অবশ্যই ৩০ ডিসেম্বর এর আগে রোপণ করতে হবে।
- ব্রি রিকমেন্ডেড ফার্টিলাইজার ডোজ এর সাথে গোবর সার বা ভার্মিকম্পোস্ট মিশ্রণে সবচেয়ে বেশি ফলন (৮.২৩ টন/ হেক্টর) পাওয়া যায় ব্রি ধান৮৯ জাতে।
- উত্তম কৃষি চর্চা ব্যবহার করে ধানের অধিক ফলন পাওয়া যায়, সার কম লাগে যা পরিবেশবান্ধব এবং খরচ কমে।
- ব্রি ধান৯৩ এবং ব্রি ধান৯৫ এ অন্যান্য জাতের তুলনায় ১৭% কম নাইট্রোজেন সার দিয়ে সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায়।
- ধান চাষে বায়ো-কোটেক ইউরিয়া ব্যবহারে শতকারা ৩০-৫০ ভাগ ইউরিয়া সাশ্রয় করা যায়।
- ধান চাষে বায়ো-কোটেক টিএসপি সার অল্প মাটিতে ব্যবহারে শতকারা ৫০ ভাগ টিএসপি সারের সাশ্রয় হবে।
- ধানী মাটির বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের ক্রিটিক্যাল লিমিট নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন মাত্রায় ফসফরাসের জন্য ৮.৭ পিপিএম, পটাশিয়ামের জন্য ০.৯ সিমোল/কেজি মাটি, সালফারের জন্য ১৬.১ পিপিএম এবং জিংক এর জন্য ০.৭০ পিপিএম।
- কনজারভেশন চাষাবাদ পদ্ধতিতে মিনিমাম টিলেজ এ ধানের খড় মিশ্রণে বোরো ও আমন মৌসুমে অধিক ফলন পাওয়া যায়।
- ব্রি হাইব্রিড ধান৭ এর সর্বোচ্চ ফলন (৭.১.৩ টন/হে.) পাওয়ার জন্য ধানের চারার বয়স হবে ১৭ দিন। ব্রি হাইব্রিড ধান৭ এর ইকোনোমিক নাইট্রোজেন এর মাত্রা ৯৫ কেজি/হেক্টর যা বেসাল হিসাবে ১/৩ ভাগ, ৪-৫ টি টিলার হলে ১/৩ ভাগ এবং কাইচ খোড় আসার আগে ১/৩ ভাগ দিতে হবে।
- জোয়ার-ভাটাপ্রবণ বরিশাল অঞ্চলের চারটি বড় নদীপ্রবাহ যথাক্রমে: বলেশ্বর, বিষখালী, বুড়িশ্বর এবং তেতুলিয়া-এর নির্দিষ্ট এলাকা পর্যন্ত পানির লবণাক্ততার পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমের মার্চ-জুন মাসের মধ্যবর্তী সময়ে ১ ডিএস/মি-এর কম থাকে যা স্বাদু পানির সমমান এবং নদীর এই স্বাদু পানি কৃষি জমিতে সেচের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। গত বোরো ২০২০-২১ মৌসুমে জিওবির অর্থায়নে প্রায় ১১০ হেক্টর জমিতে ব্রুক প্রদর্শনীর মাধ্যমে বোরো ধানের আবাদ করা হয়েছিল এবং এসিআইএআর, অস্ট্রেলিয়ার অর্থায়নের আমতলী ও কলাপাড়া এলাকায় আরও প্রায় ২৭ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ করা হয়েছিল। এছাড়া এনএটিপি-২ প্রকল্পের অর্থায়নে বোরো ২০২০-২১ মৌসুমে বরিশাল, ঝালকাঠি এবং পিরোজপুর জেলার ৬টি উপজেলায় ভ্রাম্যমান সোলার প্যানেল ভিত্তিক সেচ পাম্পের মাধ্যমে ১২ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয়েছিল। প্রতিটি উপজেলায় গড় ফলন ৬.০ টনের উপরে হয়েছিল। বোরো ধানে সেচের ব্যবহার ছাড়াও সৌরশক্তির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকগণ উপকৃত হয়েছেন। এছাড়া গত বছরের বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষকগণ উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেরাই প্রায় ৯৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের করেছিল। বোরো ধান কর্তন করে ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৫৮, ব্রি ধান৬৭, ব্রি ধান ৭৪ এবং ব্রি ধান৮৯ হেক্টর প্রতি ৫.৯-৮.২ টন ফলন পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া গত আউশ ২০২১ মৌসুমে অত্র এলাকায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচী ও এসিআইএআর প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৪০ হেক্টর জমিতে ব্রি ধান৪৮ এর চাষ করা হয়েছিল এবং হেক্টর প্রতি ৪.৫-৫.৪ টন ফলন পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া জমির উৎপাদনশীলতা ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য আমন ২০২১ মৌসুমে প্রায় ১০০ হেক্টর জমিতে উচ্চ ফলনশীল ব্রি ধান৭৬ ও ব্রি ধান৮৭ জাতের ধানের চাষাবাদ করা হয়েছে। আমন ২০২১ মৌসুমে প্রদর্শনীকৃত জাতগুলোর ফসল কর্তন সম্পন্ন হয়েছে এবং ব্রি ধান৭৬ এবং ব্রি ধান৮৭ এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৫.০-৫.৫ টন পাওয়া গিয়েছে। বোরো ২০২১-২২ মওসুমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচির অর্থায়নে প্রায় ২০০ হেক্টর, এসিআইএআর, অস্ট্রেলিয়ার অর্থায়নে আমতলী ও কলাপাড়া এলাকায় আরও প্রায় ৫০ হেক্টর এবং কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে প্রায় ৬৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে এ জাতগুলোর ফসল কর্তন সম্পন্ন হয়েছে।



- উপকূলীয় এলাকায় বর্ষা মৌসুমে স্থানীয় জাতের ধানের চাষাবাদের ফলে জমির উৎপাদনশীলতা অনেক কম। উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলের পোল্ডার এলাকার শুষ্ক মৌসুমে সেচের জন্য স্বাদু পানির অভাব এবং পানি ও মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি অন্যতম সমস্যা। এর প্রধান কারণ, ডিসেম্বর মাসের পর থেকে নদীর পানির লবণাক্ততা ১ ডিএস/মি. থেকে বেড়ে এপ্রিল-মে মাসে প্রায় ২০-২৪ ডিএস/মি. হয়ে যায় এবং সেইসাথে মাটির লবণাক্ততাও বেড়ে স্থানভেদে প্রায় ১০-১৬ ডিএস/মি. হয়ে যায়। ফলে স্বাদু পানির অভাবে বিপুল এলাকা পতিত থাকে। উপকূলীয় পোল্ডার এলাকার ভিতরে অসংখ্য নদীনালা রয়েছে এবং এসব নদী-নালায় ডিসেম্বরের মধ্যে স্বাদু পানি ধরে রেখে উক্ত পানি ব্যবহার করে শুষ্ক মৌসুমে বিভিন্ন পোল্ডারে পানি ও ফসল ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা এবং জমি ও পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। গত বোরো মওসুম ২০২০-২১-এ খুলনা অঞ্চলে ব্রি (জিওবির) অর্থায়নের প্রায় ২০ হেক্টর এবং এসিআইএআর, অস্ট্রেলিয়ার অর্থায়নের প্রায় ২৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধান ও প্রায় ১০ হেক্টর জমিতে রবি ফসলের আবাদ করা হয়েছিল। গত আউশ ২০২১ মৌসুমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচির ও এসিআইএআর প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০ হেক্টর জমিতে আউশ ধানের আবাদ করা হয়েছিল। বোরো ধান কর্তন করে ব্রি ধান৬৭ হেক্টর প্রতি ৬.০-৬.৫ টন এবং আউশ ধান কর্তন করে ব্রি ধান৪৮ হেক্টর প্রতি ৪.৫-৫.৫ টন ফলন পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া জমির উৎপাদনশীলতা ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য আমন ২০২১ মৌসুমে প্রায় ১০০ হেক্টর জমিতে উচ্চ ফলনশীল ব্রি ধান৭৬ ও ব্রি ধান৮৭ জাতের ধানের চাষাবাদ করা হয়েছিল। আমন ২০২১ মওসুম প্রদর্শনিকৃত জাতগুলোর ফসল কর্তন সম্পন্ন হয়েছে এবং ব্রি ধান৭৬ এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৫.০-৫.৫ টন এবং ব্রি ধান৮৭ এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৫.৫-৬.০ টন পাওয়া গিয়েছে। বোরো মওসুম ২০২১-২২-এ খুলনা অঞ্চলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচির অর্থায়নের প্রায় ৬৫ হেক্টর এবং এসিআইএআর, অস্ট্রেলিয়ার অর্থায়নের প্রায় ৫০ হেক্টর জমিতে বোরো ধান ও প্রায় ২০ হেক্টর জমিতে রবি ফসলের আবাদ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছিল। এ জাতগুলোর ফসল কর্তন সম্পন্ন হয়েছে।
- ধানের ব্যাকটেরিয়া জনিত পাতা পোড়া ও ব্লাস্ট রোগের অগ্রগামী সারি উদ্ভাবন করা হয়েছে
- ধানের ব্লাস্ট ও ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট রোগ প্রতিরোধী উৎস শনাক্তকরণ করা হয়েছে
- ধানের ব্লাস্ট রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা এবং জীন শনাক্তকরণ করা হয়েছে
- ধানের ব্লাস্ট রোগ দমনের নিমিত্তে ২(দুই)টি কার্যকরী ছত্রাকনাশক শনাক্তকরণ করা হয়েছে
- ধানের খোলপোড়া রোগ দমনের নিমিত্তে ৩(তিন)টি কার্যকরী ছত্রাকনাশক শনাক্তকরণ করা হয়েছে
- খোলপচা রোগের ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের জন্য মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে
- নেটিভ জার্মপ্লাজম থেকে ধানের টুংরো রোগ প্রতিরোধী কিউটিএল/জিন শনাক্তকরণ করা হয়েছে
- ধানের চারা ধ্বসা রোগ প্রতিরোধের উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে
- বায়োফানজিসাউড ব্যবহার করে বাকানী রোগ দমন করা হয়েছে।
- ব্রি কীটতত্ত্ব বিভাগ ধানের প্রধান দুইটি পোকা বাদামি গাছফড়িং ও মাজরা পোকা প্রতিরোধী ধানের জাত উন্নয়নের জন্য জীন পরিবর্তনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি CRISPR Cas9 Genome editing tool ব্যবহার করে ব্রি ধান৯২ এর জীন পরিবর্তনের কাজ চলমান আছে।
- বাদামি গাছফড়িং পোকা দমনের জন্য দুইটি বায়োপেস্টিসাইড *Celastrus angulatus* (dose: 1.5L/ha and Neemazal 1.2EC (dose:2L/ha) শনাক্ত করা হয়েছে যা ধান ক্ষেতে বাদামি গাছফড়িং দমনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।
- বাদামি গাছফড়িং প্রতিরোধী জাত তৈরির কাজ চলমান, F2 পপুলেশন সংগ্রহ করা হয়েছে।
- মলিকুলার ব্রিডিং এর মাধ্যমে বাদামি গাছফড়িং প্রতিরোধী ইন্ট্রোগেশন লাইন তৈরির কাজ চলমান। F3 পপুলেশন সংগ্রহ করা হয়েছে।
- সবুজ পাতাফড়িং, বাদামি গাছফড়িং এবং পামরী পোকাসহ অন্যান্য পোকা দমনের জন্য প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের কীটতত্ত্ববিদগণ, আলোক ফাঁদ, সৌর আলোক ফাঁদ এবং সুইপ নেটের সাহায্যে সর্বদা পোকামাকড় মনিটরিং এর কাজ চলমান রেখেছেন।



- ধানের চারা রোপণের পর ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত ধানক্ষেত রাসায়নিক কীটনাশকমুক্ত রেখে উপকারী পোকামাকড় বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান আছে। গত ২০২১-২২ মৌসুমে ২০ জন কৃষকের জমিতে প্রদর্শনী স্থাপিত হয়েছে এবং দুইটি মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে আইপিএম বিষয়ক প্রশিক্ষণে ১২০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- গত বছর বাদামি গাছফড়িং এর বিপরীতে ১৩৩৫টি অগ্রগামী সারির স্ক্রিনিং করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৭টি লাইন মধ্যম মাত্রার প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছে।
- পার্বত্য অঞ্চলে জুম চাষে স্থানীয় নিম্ন ফলনশীল জাতের পরিবর্তে ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল বোনা আউশের জাত ব্রিধান ৮৩ প্রবর্তনের মাধ্যমে অধিক ফলন অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়াও পরিবেশবান্ধব উপযুক্ত সার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ফসলের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।
- কৃষকের বহুল প্রচলিত শস্যবিন্যাস বোরো-পতিত রোপা আমন শস্যবিন্যাস এলাকায় (ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল; কালীগঞ্জ, গাজীপুর; ত্রিশাল, ময়মনসিংহ; সদর, রংপুর; কটিয়াদি ও পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ) পাইলট প্রোডাকশন প্রোগ্রামের আওতায় কৃষকের মাঠে উন্নত শস্য বিন্যাস হিসাবে সরিষা-বোরো-রোপা আমন, আলু-বোরো-রোপা আমন, আলু-পাট-রোপা আমন, সরিষা-ভুট্টা+মাশকলাই-রোপা আমন শস্যবিন্যাস মূল্যায়ন করা হয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার প্রচলিত শস্য বিন্যাস তরমুজ-রোপা আমন এর স্থলে উন্নত শস্য বিন্যাস তরমুজ-আউশ-রোপা আমন শস্য বিন্যাসের প্রোডাকশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হয়। উল্লিখিত উন্নত শস্য বিন্যাসগুলো প্রতিটি মূল্যায়ন এলাকায় প্রচলিত শস্যবিন্যাসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি ধান সমতুল্য ফলন দিয়েছে যা মোট উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ সাথে ফসলের বহুমুখীকরণ ও পুষ্টিমান বৃদ্ধির সাথে ফসল উৎপাদনের ঝুঁকি অনেকাংশে কমানো সম্ভব হয়েছে।
- গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় ফার্মিং সিস্টেম গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উল্লিখিত কার্যক্রমের আওতায় ধান ফসলের সাথে লাভজনক অন্য ফসলের চাষাবাদ করা হয়েছে। কৃষকের বসতবাড়ির আঙ্গিনায় বছরব্যাপী বিভিন্ন সবজি চাষের মাধ্যমে সবজির পরিবারিক কন্জামশন ও দৈনন্দিন খাদ্যের পুষ্টিমান বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। ফসল চাষ বহির্ভূত নন ক্রপ (non crop) কমেডিটি যেমন বসতবাড়িতে হাস-মুরগি ও কবুতর পালন, মাছ চাষ ইত্যাদি নিয়ে কাজ করা হয়েছে। সর্বোপরি উক্ত প্রোগ্রাম এলাকায় হলিস্টিক এপ্রোচ (holistic approach) এর মাধ্যমে কৃষকের মোট উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন হয়েছে।
- ঐতিহাসিক মুজিবনগর কমপ্লেক্সে উন্নত প্রজাতির খেজুর (Phoenix dactylifera) এর একটি জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এখানে ১০টি জাতের ১১০০টি গাছ রয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯টি গাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের খেজুর ফল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়াও খেজুর গাছের সাথে বিভিন্ন রকম সজি, মসলা ফসল ও গোখাদ্য ফসলের সমন্বয়ে অ্যাগ্রোফরেষ্ট গবেষণা কার্যক্রম চলছে।
- ব্রি উদ্ভাবিত আউশ, আমন এবং বোরো ধানের জাতের স্থায়িত্ব, অভিযোজ্যতা (Adaptability) ও জেনেটিক গেইন (Genetic Gain) নির্ণয় করা হয়েছে।
- আর্দ্রতার পরিমাণ সমন্বয় করে ধানের ফলন প্রাক্কলনের জন্য সামঞ্জস্য উৎপাদক (Adjustment Factor) নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ধান ও ধান সম্পর্কিত ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদকরণ করা হয়েছে।
- কৃষি বিষয়ে ই-তথ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মৌসুমে ব্রির সদর দফতর এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের জন্য অবস্থান নির্দিষ্ট সাপ্তাহিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস (কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বার্তা) এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাসভিত্তিক ধান উৎপাদনের পরামর্শমূলক পরিসেবা (কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা) প্রদান করা হচ্ছে।
- ইন্টিগ্রেটেড রাইস অ্যাডভাইজরি সিস্টেমের (আইআরএএস) উপর ওয়েবভিত্তিক সিদ্ধান্ত সমর্থন পদ্ধতি (ডিএসএস) তৈরি করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় কৃষকদের আবহাওয়ার পূর্বাভাসভিত্তিক ধান উৎপাদনের পরামর্শমূলক পরিসেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- ধান গবেষণায় বায়ো-ইনফরমেটিক্স এর ক্ষেত্র তৈরিকরণ করা হয়েছে।
- R সফটওয়্যারের মাধ্যমে ধানের স্থায়িত্ব নির্ণয়ের প্রোগ্রাম প্রস্তুতকরণ করা হয়েছে।
- ব্রি বাজেট ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ করা হয়েছে।
- ব্রি সদর দপ্তরের কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি সফটওয়্যার ও ব্রির শ্রমিকদের হাজিরা ও মজুরি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার নিয়মিত হালনাগাদকরণ করা হয়েছে।



- স্যাটেলাইট রিমোট সেন্সিং ও জিআইএস পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্রি উদ্ভাবিত নতুন ধানের জাতের উপযোগিতা, জলবায়ু নিয়ামক সংক্রান্ত, ল্যান্ড ইউজ ল্যান্ড কাভার ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার এবং বাংলাদেশে ধান চাষাবাদের উপযোগী ও অনুপযোগী এলাকার মানচিত্র তৈরিকরণ করা হয়েছে।
- ল্যান নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা ও ইন্টারনেট স্পিড ১৫৭ এমবিপিএস থেকে ১৭৭ এমবিপিএস এ উন্নীতকরণ করা হয়েছে।
- আরকেবি এবং ব্রি রাইস ডক্টর মোবাইল অ্যাপস, ব্রি ওয়েবসাইট (www.brri.gov.bd) এবং বিআরকেবি ওয়েবসাইট (www.knowledgebank-brri.org) নিয়মিত হালনাগাদকরণ করা হয়েছে।
- নতুন উদ্ভাবিত জাতসহ সকল প্রযুক্তিসমূহের অঞ্চল ও মৌসুমভিত্তিক ফ্যাক্টশীট তৈরি করা হয়েছে।
- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ করণীয় শীর্ষক অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ প্রশিক্ষণ, উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ কর্মশালা এবং এমআইএস, আইটি, ই-নথি ও ই-লার্নিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। সেন্সরভিত্তিক ধানের রোগবালাই ব্যবস্থাপনা মোবাইল ও ওয়েব অ্যাপস তৈরীকরণ করা হয়েছে।
- ধান কাটার সময় শ্রমিকের অতিরিক্ত মজুরি, ডিজেলের দাম বৃদ্ধি, এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে এমওপি সার না পাওয়ায় এ বছর ধানের উৎপাদন খরচ গত বছরের তুলনায় বেশি হয়েছে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এ বছর ধানের ফলন গত বছরের তুলনায় কম হয়েছে।
- Advance statistical method ব্যবহার করে ধান উৎপাদনের জন্য বন্যার threshold level 22% estimate করা হয়েছে। দেশের ভৌগোলিক এলাকার ২২% পর্যন্ত বন্যায় প্রাণিত হলে তা ধান উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকর নয় বরং উপকারী। কিন্তু তার (২২%) চেয়ে বেশি প্রাণিত হলে সামগ্রিক ধান উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব ফেলবে।
- Climate Risk Index (CRI) ব্যবহার করে জেলাভিত্তিক Climate vulnerability estimate করা হয়েছে। এই গবেষণার ফলাফল বাংলাদেশে অঞ্চল-নির্দিষ্ট climate mitigation and adaptation actions গ্রহণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।
- দেশের আটটি বিভাগীয় বাজারসহ মোট ১২টি গুরুত্বপূর্ণ পাইকারি চালের বাজারের মূল্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাজারগুলোর মধ্যে ইন্টিগ্রেশন থাকলেও খুব দীর্ঘগতির মূল্য সংক্রমণ (transmission) লক্ষ্য করা গেছে। উপরন্তু, ২০১২-২০ সময় দেশের অভ্যন্তরীণ ১২টি পাইকারি চালের বাজারে উচ্চহারে মূল্য অস্থিরতা (volatility) পরিলক্ষিত হয়েছে যা আন্তর্জাতিক বাজারের পাশাপাশি অন্য অনেক দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের তুলনায় বেশি বলে পরিগণিত হয়েছে।
- ব্রিতে নবনিযুক্ত ৩৪ জন বিজ্ঞানীকে আধুনিক ধান উৎপাদন প্রযুক্তি ও রিসার্স মেথোডোলজি বিষয়ে দুইমাসব্যাপি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ব্রি উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ দ্রুত মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের মাধ্যমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ডিএইতে কর্মরত ৭০০ জন এসএএও এবং ৩০০ জন কৃষককে আধুনিক ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- ব্রি ম্যানুয়াল সিড সোয়ার যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধানের চারা রোপণ হলো প্লাস্টিক ট্রে অথবা পলিথিন সিটের উপর বিশেষ ব্যবস্থায় উৎপাদিত মাটিযুক্ত চারা রোপণ। রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের সাহায্যে চারা রোপণের জন্য সম-ঘনত্বের চারা জরুরি যা হাতের সাহায্যে বীজ বপন করলে চারার সম-ঘনত্ব যেমন বজায় রাখা সম্ভব হয় না এবং তা সময় ও শ্রম সাপেক্ষও বটে। এ অবস্থা বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ফার্ম মেশিনারি এবং পোস্টহার্ভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ একটি ম্যানুয়াল সিড সোয়ার যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে, যার সাহায্যে খুব অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক ট্রে বা পলিথিনের উপর সম-ঘনত্বের বীজ বপন করা যায়। যন্ত্রটি দ্বারা প্লাস্টিকের ট্রেতে বা পলিথিন শীটে মাটির পাতলা স্তরের উপর (২০-২৫ মিমি) সম-ঘনত্বে বীজ বপন করা যায়। বীজের সাইজের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজন অনুসারে বীজ বপনের ঘনত্ব সমন্বয় করা যায়। এই যন্ত্রের বীজ বপনের কার্যকারিতা হাতে বপনের তুলনায় প্রায় ৪০০ গুণ বেশি। যন্ত্রটি চালনা খুব সহজ ও এটি স্থানীয় কারখানায় তৈরি ও মেরামত করা যায়।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীন ২০২১-২২ অর্থবছরে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। যার মোট বরাদ্দ ছিল ১২০০.০০ লক্ষ টাকা। জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়ের অগ্রগতি ১২০০.০০ লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের ১০০.০০% মাত্র।



২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম (মেয়াদ কাল)	প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	মোট বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থবছরের বরাদ্দ	জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)
১. যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতিগবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪)	ক) গবেষণা (১০টি কৃষি যন্ত্র ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন) খ) প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন (ব্যাচ-৫০, মোট ১০০০ জন প্রশিক্ষণার্থী) গ) প্রশিক্ষণ ও প্রায়োগিক প্রদর্শনীর জন্য খামার যন্ত্রপাতি ক্রয় (১১৫২১ টি) ঘ) গবেষণার জন্য খামার যন্ত্রপাতি ক্রয় (৩টি) ঙ) ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ ১৫৭৫ বর্গমিটার	৪৪০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০ (১০০.০০%)
২. অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (জুলাই/২০২১ থেকে জুন/২০২৬ পর্যন্ত)	১) হাইব্রিড রাইস ল্যাব কাম অফিস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৬৫০ বর্গমিটার) ২) ডিহিউমিডিফাইড বীজ সংরক্ষণাগার (২৮০ বর্গমিটার) ৩) ২টি হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন ৪) ল্যাব যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (১২১২টি) ৫) প্রশিক্ষণ (বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা-২১১০ জন, কৃষক প্রশিক্ষণ ৭২০০ জন, পিএইচডি-২ জন)	৪৭৮০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০ (১০০.০০%)
মোট=		৯১৮০.৬৬	১২০০.০০	১২০০.০০ (১০০.০০%)

(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীন ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। যার মোট বরাদ্দ ছিল ৪৬১৭.৭৫ লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ১০১৩.২০ লক্ষ টাকা এবং জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়ের অগ্রগতি ১০১৩.২০ লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের ১০০% মাত্র

২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উন্নয়ন কর্মসূচির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

কর্মসূচির নাম (মেয়াদ কাল)	কর্মসূচির প্রধান কার্যক্রম	মোট কর্মসূচি বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)
১. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য অ্যাক্রিডিটেড গবেষণাগারে উন্নীতকরণ স্কিম (জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত)	১. আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল ক্রয়; ২. বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ধানের নমুনা থেকে বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ বিশ্লেষণ করা; ৩. বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ধানের নমুনা থেকে ভারী ক্ষতিকর ধাতুর উপস্থিতি শনাক্তকরণ। ৪. বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ধানের নমুনার মধ্যে জীবাণু কর্তৃক তৈরিকৃত টক্সিন নির্ণয় করা। ৫. বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ধানের পুষ্টিমান নির্ণয় করা। ৬. DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর মাধ্যমে ধানের সঠিক জাত শনাক্তকরণ।	৯০৬	৩৭.৯০	৩৭.৯০ (১০০.০০%)

কর্মসূচির নাম (মেয়াদ কাল)	কর্মসূচির প্রধান কার্যক্রম	মোট কর্মসূচি বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)
২. পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান রোগবালাই (ব্লাস্ট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ স্কিম (জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত)	১. উদ্ভিদ রোগতত্ত্বীয় গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা। ২. পরিবেশবান্ধব সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করা ৩. তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত গ্রিনহাউস এবং নেট হাউস এর সংস্কার, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা। ৪. প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রোগবালাইয়ের আক্রমণের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং তা থেকে ধানের প্রধান প্রধান রোগের পূর্বাভাস মডেল অথবা বিশেষজ্ঞ মতামত তৈরি করা। ৫. রোগ জীবাণুর ডাইভারসিটি এবং কোন কোন রোগ প্রতিরোধী জিন বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত তা নির্ণয় করা। ৬. রোগ প্রতিরোধী জিন শনাক্তকরণ এবং রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনে তার ব্যবহার করা। ৭. সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছত্রাকনাশক ছাড়া অথবা সামান্য পরিমাণ ছত্রাকনাশক ব্যবহার করে ধান উৎপাদনের উপযুক্ত কৌশল কৃষকের মাঠে প্রদর্শন (৩০০টি প্রদর্শনী) করা। ৮. সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনার উপর ১২৬০ জন কৃষক, সম্প্রসারণ কর্মী এবং পেস্টিসাইড ডিলারদের প্রশিক্ষণ দেয়া।	৫৮৪.৫০	১১৪.৫০	১১৪.৫০ (১০০.০০%)
৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধানভিত্তিক খামার বিন্যাস উন্নয়নের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ (জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩)	১. প্রচলিত জুম চাষের পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন। ২. ব্রি উদ্ভাবিত আধুনিক জাত ব্যবহার করে লাগসই উন্নত শস্যবিন্যাস উদ্ভাবন ও উন্নয়ন। ৩. উচ্চ মূল্যমানের সম্ভাবনাময় ফল-ফসলের উপযোগিতা চিহ্নিতকরণ। ৪. প্রশিক্ষণ, ফিল্ড ট্রায়াল ও কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগে কৃষকগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।	১৮১.৩০	১০০.৯০	১০০.৯০ (১০০.০০%)
৪. নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ধান চাষে কীটনাশক ও আগাছানাশকের ব্যবহার হ্রাসকরণ এবং ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপণ (জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩)	১. উপকারী পোকামাকড় প্রতিপালন এবং সংরক্ষণের জন্য কীটতত্ত্ব বিভাগের প্যারাসিটেয়েড ল্যাবের সংস্কার; ২. আগাছানাশকের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করণের জন্য কৃষিতত্ত্ব বিভাগের ল্যাবরেটরীর উন্নয়ন করা;	৫৪৬.৯০	৩১৭.৯০	৩১৭.৯০ (১০০.০০%)



কর্মসূচির নাম (মেয়াদ কাল)	কর্মসূচির প্রধান কার্যক্রম	মোট কর্মসূচি বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)
	৩. খাদ্যদ্রব্যে কীটনাশক ও আগাছানাশকের অবশিষ্টাংশ (residue) পরিমাপের জন্য ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা এবং; ৪. পরিমিত আগাছানাশক/কীটনাশক ছাড়া এবং কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে ধান চাষের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন।			
৫. উপকূলীয় বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে পানি সম্পদ ও মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩)	১. বরিশাল অঞ্চলের জোয়ারভাটা প্রবণ এলাকায় অপেক্ষাকৃত কম লবণাক্ত কিন্তু সেচের জন্য উপযোগী ভূপরিষ্ক পানি যেমন খাল বা নদীর পানি ব্যবহার করে বোরো, আউশ ও রবি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ; ২. উপকূলীয় এলাকায় উন্নত কৃষিতাত্ত্বিক প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাটির লবণাক্ততা হ্রাসকরণের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ; ৩. উপকূলীয় এলাকায় ধানভিত্তিক বিভিন্ন ফসল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লাগসই শস্যবিন্যাস উন্নয়ন ও জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ; ৪. উপকূলীয় এলাকায় মাটি ও পানির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার উন্নত কলাকৌশল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; এবং ৫. ঘূর্ণিঝড় আত্মপান এর কারণে লবণাক্ত পানি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে সার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধান উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।	৪২২.০০	২২২.০০	২২২.০০ (১০০.০০%)
৬. নতুন প্রজন্মের ধান (সি-ফোর রাইস) গবেষণা অব্যাহত রাখা এবং গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	১. সি৪-ধান গবেষণা সুবিধা উন্নয়ন এবং আধুনিক গবেষণা জোরদারকরণ; ২. সি৪ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী জিন শনাক্তকরণ; এবং ৩. নতুন প্রজন্মের ধান (সি-ফোর রাইস) এর উপর বিজ্ঞানীদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ	৮০৮.০৫	১১.০০	১১.০০ (১০০.০০%)
৭. ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লার গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	১. ব্রি কুমিল্লার গবেষণা অবকাঠামো জোরদারকরণের মাধ্যমে গবেষণা ও বীজ উৎপাদন নিশ্চিত করা; ২. অঞ্চলভিত্তিক ও অঞ্চলের সমস্যাভিত্তিক যেমন জলাবদ্ধতা সহনশীল ও আলোক সংবেদনশীল উন্নত ধানের জাত কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা;	৬৮৫.০০	৮৫.০০	৮৫.০০ (১০০.০০%)



কর্মসূচির নাম (মেয়াদ কাল)	কর্মসূচির প্রধান কার্যক্রম	মোট কর্মসূচি বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)
৭. ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লার গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	৩. ব্রি উদ্ভাবিত প্রযুক্তি যেমন- নতুন উচ্চফলনশীল ধানের জাত, সুষম সার ব্যবহার করে হাওরসহ কুমিল্লা অঞ্চলের ধানের ফলন বৃদ্ধি করে দেশের গড় উৎপাদন বাড়ানো; এবং ৪. কুমিল্লা অঞ্চলের সবচেয়ে ক্ষতিকর ধানের ব্লাস্ট ও টুংরো রোগ দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ধানের ক্ষতি কমিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।			
৮. ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনীর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ও টেকসই ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন/ উন্নয়ন	১. ব্রি সোনাগাজীর গবেষণা অবকাঠামো জোরদারকরণের মাধ্যমে গবেষণা ও বীজ উৎপাদন নিশ্চিত করা; ২. অঞ্চলভিত্তিক ও অঞ্চলের সমস্যাভিত্তিক যেমন লবণাক্ততা, খরা ও জলাবদ্ধতা সহনশীল আধুনিক ধানের জাত কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা; ৩. ব্রি উদ্ভাবিত প্রযুক্তি যেমন: নতুন উচ্চফলনশীল ধানের জাত, সুষম সার ব্যবহার, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, সমালয় আবাদ, উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা করে চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি অঞ্চলের ধানের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ; ৪. চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি অঞ্চলের সবচেয়ে ক্ষতিকর ধানের ব্লাস্ট রোগ ও মাজরা পোকা দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ক্ষতি কমিয়ে ধানের ফলন বৃদ্ধি করা; এবং ৫. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষক ও সম্প্রসারণকর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।	৪৮৪.০০	১২৪.০০	১২৪.০০ (১০০.০০%)
	মোট=	৪৬১৭.৭৫	১০১৩.২০	১০১৩.২০ (১০০.০০%)

(ছ) পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেটে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ছিল ১১২১৪.৯৯ লক্ষ টাকা এবং জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ১১২১২.২৬ লক্ষ টাকা।

(জ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি : বিবেচ্য সময়ে কোন স্বীকৃতি বা অর্জন নেই।

(ঝ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য : প্রধান প্রধান উদ্ভাবিত জাত ও অন্যান্য প্রযুক্তি/অর্জন নিম্নে দেওয়া হলো-

ব্রি ধান১০১ এর বৈশিষ্ট্য

- ফলন ৭.৭ টন/হেক্টর। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৯.০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।
- জীবনকাল ১৪২ দিন।
- এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী। এতে ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী জিন (Xa21, Xa7, Xa4) বিদ্যমান।
- ধানের দানা সোনালী বর্ণের এবং লম্বা চিকন।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৩.১ গ্রাম।
- চালের আকার আকৃতি লম্বা চিকন এবং রং সাদা।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৫.০% এবং প্রোটিন ৯.৮%।

ব্রি ধান১০২ এর বৈশিষ্ট্য

- গড় ফলন ৮.১ টন/হে:। তবে এটি উপযুক্ত পরিচর্যায় অনুকূল পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৯.৬ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।
- জীবনকাল ১৫০ দিন।
- ধানে জিংকের পরিমাণ ২৫.৫ মি.গ্রাম/কেজি থাকায় এটি বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন জিংকের চাহিদার প্রায় ৫০-৭০% পূরণ করতে সক্ষম হবে।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৮.০% এবং প্রোটিন ৭.৫%।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২.৭ গ্রাম।
- চাল লম্বা চিকন ও সাদা।
- বাংলাদেশের যেসব এলাকায় ব্রি ধান২৯ চাষাবাদ করা হয় সেসব এলাকায় এ জাতটি জনপ্রিয়তা পাবে বলে আশা করা যায়।

(এ৩) ছবি



ব্রি ধান১০১



ব্রি ধান১০২

(ট) উপসংহার

জুন' ২০২২ পর্যন্ত ব্রি সাতটি হাইব্রিড ও ১০১টি ইনব্রিডসহ মোট ১০৮টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে ৪৮টি জাত বোরো মৌসুমের জন্য (১২টি জাত বোরো ও আউশ উভয় মওসুম উপযোগী), ৯টি জাত বোনা আউশ এবং ১৭টি জাত রোপা আউশ মওসুম উপযোগী, ৪৫টি জাত রোপা আমন মওসুম উপযোগী এবং ১টি জাত বোনা আমন মওসুম উপযোগী। প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীলতা ও পুষ্টিগুণ বিচারে ইনব্রিড জাতগুলোর মধ্যে ১২টি লবণ সহনশীল, ৪টি জলমগ্নতা সহিষ্ণু, ৫টি ঠাণ্ডা সহনশীল, ৪টি খরা সহনশীল, ৭টি জিংক সমৃদ্ধ, ১১টি উচ্চ প্রোটিন ও ১টি আয়রন সমৃদ্ধ এবং সুগন্ধি, উন্নত গুণাগুণসম্পন্ন ও রপ্তানি উপযোগী ১১টি ধানের জাত রয়েছে। ব্রি জাতসমূহ মার্চ পর্যায়ে জনপ্রিয় করা ও ফলন বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ, অনুকূল পরিবেশের জন্য সেচ-সংশ্লিষ্ট এবং বৃষ্টিনির্ভর পরিবেশের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন ধানের জাত, দিন প্রতি অধিকতর ফলনে সক্ষম জলবায়ুদক্ষ (Climate smart), সুস্বাদু, পুষ্টি সমৃদ্ধ এবং কম খরচে চাষযোগ্য ধানের জাত উদ্ভাবন, রোগ, পোকা ও আগাছা দমনের খরচ সাশ্রয়ী প্যাকেজ এবং প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন, স্থানবিশেষ বা কৃষি পরিবেশ-অঞ্চলভিত্তিক লাভজনক শস্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবন, টেকসই ধান উৎপাদনের জন্য খামার যন্ত্রপাতির নকশা প্রণয়ন, উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ এবং ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞানের ব্যবধান কমিয়ে আনতে কৃষক এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ছাড়াও প্রযুক্তি দ্রুত সম্প্রসারণে ব্রি বহুমুখী কার্যক্রম যেমন ওয়েব বেজ BRKB, Mobile Apps, Rice Crop Manager (RCM), ইজিপি, ই-ফাইলিং, ব্রি রাইস ডক্টর কার্যক্রম রয়েছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের ব্রি পরির্শন



কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের ব্রি পরির্শন



বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয়ের ব্রি কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের পরিদর্শন বইয়ে মন্তব্য ও স্বাক্ষর প্রদান



কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয়ের ব্রি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার পরিদর্শন



বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ নার্সভুক্ত ইনস্টিটিউটের
উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণের ব্রি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার পরিদর্শন





বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর

ময়মনসিংহ-২২০২





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)
www.bina.gov.bd

ক) ভূমিকা

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীনে ১৯৬১ সালে প্রথম কৃষি গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১লা জুলাই ১৯৭২ সালে আণবিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর এ গবেষণা কেন্দ্রটি ১৯৭৫ সালে আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Institute of Nuclear Agriculture (INA) নামে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮২ সনে কেন্দ্রটি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন হতে পৃথক করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) নামকরণ করা হয়। ১৯৮৪ সালে অধ্যাদেশের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মর্যাদা লাভ করে। Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) Ordinance, ১৯৮৪ অধ্যাদেশটি মহান জাতীয় সংসদে আইন হিসেবে পাস হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর ২০১৭ সনের ১১ নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ের ১১টি স্বতন্ত্র বিভাগ এবং ১৩টি উপকেন্দ্র ও ১টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পারমাণবিক কলাকৌশল ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণার মাধ্যমে আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী শস্যের জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই ও উৎপাদনশীল একটি কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- মাটি ও পানির আধুনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; এবং
- যথোপযুক্ত প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে শস্যের গুণগতমান উন্নয়ন ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং রোগ ও পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ এবং উহার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন করা।

রূপকল্প (Vision)

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎকর্ষতা সাধন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

পরমাণু ও জীবপ্রযুক্তিসহ অন্যান্য আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহার করে উচ্চফলনশীল ও প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণ এবং কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

কার্যাবলি

- কৃষিতাত্ত্বিক, ফসল শারীরতাত্ত্বিক এবং মৃত্তিকা-উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা;
- শস্যের নতুন জাতের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা অথবা পরীক্ষা এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর পর্যবেক্ষণ এবং আর্থসামাজিক গবেষণা পরিচালনা করা;
- প্রজনন ও মানসম্মত বীজ উৎপাদন এবং জাতসমূহ সম্প্রসারণের জন্য বীজ বিতরণ করা;
- কৃষি পুস্তিকা, মনোহ্রাম, বুলেটিন ও কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা;
- শস্য উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তির উপর গবেষণা, সম্প্রসারণ, বেসরকারি সংস্থার জনবল ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের স্নাতকোত্তর গবেষণার সুবিধা প্রদান করা;
- কৃষি, কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক সমস্যার উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন করা;
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা/সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- দেশে বিদেশে শিক্ষামূলক ডিগ্রি ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা; এবং
- গবেষণা, প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা ও সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি/বিদেশি সংস্থার সাথে MoU করা।



খ) জনবল

ক্রমিক নং	শ্রেণি নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১	শ্রেণি-১	১	০	১
২	শ্রেণি-২	৩	০	৩
৩	শ্রেণি-৩	১৬	১৫	১
৪	শ্রেণি-৪	২১	১৩	৮
৫	শ্রেণি-৫	২	০	২
৬	শ্রেণি-৬	৫২	৪৯	৩
৭	শ্রেণি-৭	-	-	-
৮	শ্রেণি-৮	-	-	-
৯	শ্রেণি-৯	১১৭	৮৪	৩৩
১০	শ্রেণি-১০	৩৬	২৯	৭
১১	শ্রেণি-১১	২	০	২
১২	শ্রেণি-১২	১৩	৭	৬
১৩	শ্রেণি-১৩	৭১	৪২	২৯
১৪	শ্রেণি-১৪	৪২	৩২	১০
১৫	শ্রেণি-১৫	১১	৪	৭
১৬	শ্রেণি-১৬	৭০	৪৬	২৪
১৭	শ্রেণি-১৭	-	-	-
১৮	শ্রেণি-১৮	৫	২	৩
১৯	শ্রেণি-১৯	২১	২	১৯
২০	শ্রেণি-২০	৯৫	৭০	২৫
মোট =		৫৭৮	৩৯৫	১৮৩

নিয়োগ/পদোন্নতি

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
৮	৬	১৪	১৫	৩৯	৫৪	-

গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্রমিক নং	শ্রেণি নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	শ্রেণি- ১-৯	২২৪	০	৫৪৪	-	৭৬৮	একাধিক বিষয়ে বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
২	শ্রেণি- ১০	০	০	৪০	-	৪০	
৩	শ্রেণি- ১১-২০	০	০	১০২	-	১০২	
মোট =		২২৪	০	৬৮৬	-	৯১০	

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড-১-৯	২ জন (দেশে) ২ জন (বিদেশে)	০১ জন (দেশে)	-	৫	-
২	গ্রেড-১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড-১১-২০	-	-	-	-	
	মোট =	০৪	০১	-	০৫	

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড- ১-৯	-	-	-	-	
২	গ্রেড- ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড- ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট =	-	-	-	-	

ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

কৃষি মন্ত্রণালয়ের রোডম্যাপ, এপিএ, এসডিজি, ডেল্টা প্লান ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার মোতাবেক উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রকল্প গ্রহণ ও গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

- ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) বিভিন্ন ফসলের ৫টি নতুন জাত (বিনা ধান২৫, বিনামুগ-১১, বিনা খেসারী২, বিনা কুল১ ও বিনা সয়াবিন৭) উদ্ভাবন করেছে। জাতগুলোর বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

বিনা ধান২৫ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

বোরো মৌসুমে চাষ উপযোগী, জীবনকাল ১৪৫ দিন এবং গড় ফলন ৭.৬৪ মে. টন/হে., চাল লম্বা ও সরু, ভাত ঝরঝরে ও সুস্বাদু, এক হাজার ধানের ওজন ১৯.৭ গ্রাম, চালে আমিষের পরিমাণ ৬.৬% এবং অ্যামাইলোজ ২৫.১%

বিনামুগ-১১ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

খরিপ-১ মৌসুমে চাষযোগ্য, গাছের উচ্চতা ৪৪-৪৮ সেমি, পরিপক্ব বীজের রঙ সবুজ, পাতা গাঢ় সবুজ, বীজে প্রোটিনের পরিমাণ ২২.৪%, জীবনকাল ৬৩-৬৫ দিন, ফলন ১.৯০ টন/হে.

বিনা সয়াবিন৭ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

রবি ও খরিপ-১ মৌসুমে চাষযোগ্য, গাছ মাঝারি উচ্চতার, ফল লোমযুক্ত, পাতা গাঢ় সবুজ, বীজের আবরণ ক্রিম বর্ণের, জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন (রবি) এবং ৯৫-১০০ দিন (খরিপ-১), ফলন ২.৬৫-৩.২০ টন/হে.

বিনা খেসারী২ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

রবি মৌসুমে চাষযোগ্য, কান্ড সবুজ এবং ফুল নীল রঙের, বীজের আবরণ ধূসর বর্ণের, প্রতি গাছে শুটির সংখ্যা প্রায় ৭০টি, ১০০০ বীজের ওজন ৪৭ গ্রাম, জীবনকাল ১১৪-১১৭ দিন, গড় ফলন ১.৯৭ টন/হে.



বিনা কুল-১ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

নাবীজাত, ফল আকারে বেশ বড় এবং ডিম্বাকৃতির, ফলের গড় ওজন ৬৪ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯৫-৯৮%, টিএসএস এর পরিমাণ ১৫.৫%, শাঁস সাদা, রসালো ও টক-মিষ্টি, ফলন ৫-২০ কেজি/গাছ এবং ২৫-৪০ টন/হে.

- ননকমোডিটি ৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। যথা:

- (১) শূন্য চাষে সার সুপারিশের ভিত্তিতে সরিষা উৎপাদনের কলাকৌশল;
- (২) তিলের ফলন বৃদ্ধিতে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা;
- (৩) বোরো ধানের ফুল আসার সময় উচ্চ তাপমাত্রায় ক্ষতি কমানোর জন্য মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা বজায় রাখা;
- (৪) খরাপ্রবণ এলাকায় ধান চাষাবাদের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রভাব নিরূপণ, আমন ধানের ফলন বৃদ্ধিতে করণীয়;
- (৫) সয়াবিনের গোড়া পচা রোগের পরিবেশবান্ধব দমন ব্যবস্থা।

২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- ২০২১-২২ অর্থবছরে বিনা কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের ৫টি নতুন জাত (বিনা ধান-২৫, বিনামুগ-১১, বিনা খেসারী-২, বিনা কুল-১ ও বিনা সয়াবিন-৭) উদ্ভাবন;
- ননকমোডিটি ৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- বিনা উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাতের (প্রজনন ও মানসম্মত বীজ) ১১৭.৭২ মে. টন বীজ উৎপাদন ও ১০৭.১০ মে. টন বীজ বিতরণ;
- দেশের প্রায় ৫৫টি জেলায় বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ২৬০০টি ব্লক ও পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী স্থাপন;
- তিন হাজার আটশত আশি (৩৮৮০) জন কৃষক এবং কৃষাণীকে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- পয়ত্রিশটি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ সম্পাদন; এবং
- বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ৬৫০টি নমুনা পরীক্ষাগারে রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে তথ্য প্রদান।

ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

১. প্রকল্পের নাম	:	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৫
২০২১-২২ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	৩০৪.০০ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থবছরের ব্যয়	:	৩০০.৩৭ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	:	দেশের মোট ৫২টি জেলার ১৮৭টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। এলাকাসমূহ হচ্ছে- ময়মনসিংহ (৮টি), কিশোরগঞ্জ (৪টি) ও ঢাকা (৪টি) ও মুন্সিগঞ্জ (৩টি) জেলার মোট (১৯টি) উপজেলা; রংপুর (৪টি), গাইবান্ধা (৩টি), কুড়িগ্রাম (৩টি), নীলফামারী (৩টি), লালমনিরহাট (৩টি), দিনাজপুর (৩টি), পঞ্চগড় (৩টি) ও ঠাকুরগাঁও (৩টি) জেলার মোট ২৫টি উপজেলা; খুলনা (৩টি), সাতক্ষীরা (৪টি), নড়াইল (২টি) ও বাগেরহাট (২টি) জেলার মোট ১১টি উপজেলা; পাবনা (৪টি), সিরাজগঞ্জ (৪টি), বগুড়া (৩টি) জেলার মোট ১১টি উপজেলা; কুমিল্লা (৮টি), ব্রাহ্মণবাড়িয়া (৬টি) ও চাঁদপুর (৩টি) জেলার ১৭টি উপজেলা; জামালপুর (৫টি), টাঙ্গাইল (৬টি) ও মানিকগঞ্জ (৬টি) জেলার মোট ১৭টি উপজেলা; চাঁপাইনবাবগঞ্জ (৫টি), রাজশাহী (৪টি), নওগাঁ (৪টি) ও নাটোর (৪টি) জেলার মোট ১৭টি উপজেলা; সুনামগঞ্জ (৪টি), সিলেট (৪টি), হবিগঞ্জ (২টি) জেলার মোট ১০টি উপজেলা; খাগড়াছড়ি (৪টি), বান্দরবন (৩টি), রাঙামাটি (২টি), চট্টগ্রাম (৩টি) ও কক্সবাজার (২টি) জেলার মোট ১৪টি উপজেলা; বরিশাল (৪টি), ভোলা (৩টি), পিরোজপুর (৩টি) ও বরগুনা (৩টি) জেলার মোট ১৩টি উপজেলা; নোয়াখালী (৩টি), লক্ষ্মীপুর (৪টি) ও ফেনী (৩টি) জেলার মোট ১০টি উপজেলা;

শেরপুর (৫টি) ও নেত্রকোনা (৩টি) জেলার মোট ৮টি উপজেলা;
গোপালগঞ্জ (৫টি), ফরিদপুর (৪টি), রাজবাড়ী (৩টি), মাদারীপুর
(৩টি) জেলার মোট ১৫টি উপজেলা।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ক) দেশে ভোজ্যতেলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকের চাহিদামাফিক উন্নতমানের বীজ সরবরাহের লক্ষ্যে বিএডিসি ও প্রাইভেট বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বিনা উদ্ভাবিত তেলজাতীয় এবং ধানের বিভিন্ন জাতের ব্রিডার বীজ সরবরাহ করা;
- খ) প্রচলিত বোরো-পতিত-রোপা আমন, বোরো-বোনা আমন-পতিত, বোরো-পতিত-পতিত, পতিত-বোরো-আউশ ও পতিত-পতিত-রোপা আমন শস্য বিন্যাসসমূহ এবং উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকা ও চরাঞ্চলসহ অন্যান্য পতিত জমিতে তেলজাতীয় ফসল অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে অধিক জমি চাষের আওতায় এনে তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- গ) বিনা উদ্ভাবিত সরিষা, তিল, সয়াবিন ও চীনাবাদামের সম্প্রসারণযোগ্য জাতসমূহের পরিচিতি, ব্রিডার বীজ উৎপাদন পদ্ধতি ও বীজ সংরক্ষণ বিষয়ে কৃষকদেরকে প্রশিক্ষিত করা।

ছ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

১. কর্মসূচির নাম	:	চর, উত্তরাঞ্চল ও পাহাড়ি এলাকার উপযোগী ফসলের লাভজনক শস্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি
কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২
২০২১-২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ	:	৯২.০০ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থ বছরের ব্যয়	:	৮৬.৮৩ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	:	কর্মসূচি বিনা প্রধান কার্যালয় ময়মনসিংহে অবস্থিত হলেও এর মাধ্যমে চর, উত্তরাঞ্চল ও পাহাড়ি (গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি) এলাকার উপযোগী কৃষকের লাভজনক ক্রপিং প্যাটার্ন উদ্ভাবিত হবে। বিনার প্রধান কার্যালয় এবং ১৩টি উপকেন্দ্রের আশে পাশের এলাকায় কৃষকদের মাঠে প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহার করার জন্য চাষীদেরকে উৎসাহিত করা হবে। উপরোক্ত এলাকাসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানসম্পন্ন উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ করা হবে এবং কৃষক পর্যায়ে তাদের ব্যবহারের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা ও যাচাই এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজে লাগবে। উক্ত কর্মসূচির ফলাফলস্বরূপ চাষীরা ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করবে এবং অল্প ব্যয়ে অধিক ফসল উৎপাদনের দক্ষতা অর্জন করবে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- চর ও পাহাড়ি অঞ্চলের এক ফসলী জমিগুলোকে দুই বা তিন ফসলে রূপান্তর করা;
- কৃষকের লাভজনক ক্রপিং প্যাটার্ন উন্নতকরণ;
- বিভিন্ন শস্যের পরিবেশ সহায়ক ও উন্নত সেচ, সার ও কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন;
- চরাঞ্চলে ধান ও বাদামসহ অন্যান্য ফসলের ফলন বৃদ্ধিকরণ; এবং
- বিনা উদ্ভাবিত জনপ্রিয় দানা, ডাল ও তেল জাতীয় শস্যের জাত ও প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণ এবং জাতের চাহিদা ভিত্তিক মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও বিতরণ এবং আর্থ-সামাজিক গবেষণা জোরদারকরণ।

২. কর্মসূচির নাম	:	পারমাণবিক ও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি
কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২
২০২১-২২ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	১৪০.০০ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থবছরের ব্যয়	:	১৩৯.৯৯ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	:	কর্মসূচি বিনা প্রধান কার্যালয় ময়মনসিংহে অবস্থিত হলেও এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাত/প্রযুক্তিসমূহ সারা দেশে ব্যবহৃত হবে। বিনার প্রধান কার্যালয় এবং ১৩টি উপকেন্দ্রসমূহের আশে পাশের এলাকায় কৃষকদের মাঠে প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহার করার জন্য চাষীদেরকে উৎসাহিত করা হবে। সারা বাংলাদেশে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের অধিক উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানসম্পন্ন উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ করা হবে এবং কৃষক পর্যায়ে তাদের ব্যবহারের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা ও যাচাই এর মাধ্যমে কৃষির উদ্যানতাত্ত্বিক উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজে লাগবে। উক্ত প্রকল্পের ফলাফলস্বরূপ বাংলাদেশের চাষিরা উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করবে এবং অল্প ব্যয়ে অধিক ফসল উৎপাদনের দক্ষতা অর্জন করবে।

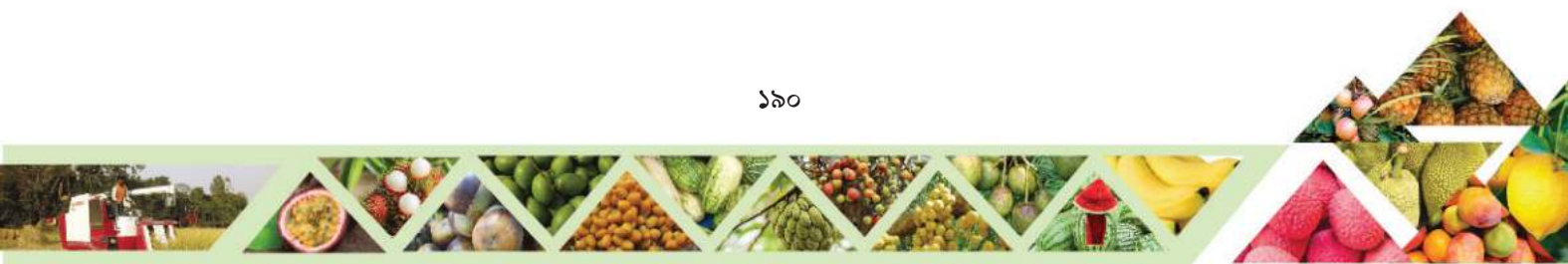
কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পারমাণবিক পদ্ধতির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার এবং অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অঞ্চলভিত্তিক ও প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী উচ্চ ফলনশীল ও উচ্চ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের (সবজি, মসলা, ফল এবং ফুল) লবণাক্ততা, জলমগ্নতা, খরা, উচ্চ/নিম্ন তাপমাত্রা সহনশীল, রোগবালাই এবং কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী পরিবেশ সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;
- শস্য সংগ্রহোত্তর জীবনকাল বৃদ্ধি ও প্রক্রিয়াজাতকরণের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা; এবং
- বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের অঞ্চলভিত্তিক ব্যবহার ও দেশব্যাপী সম্প্রসারণে বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ, স্থানীয় কৃষি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল, প্রশিক্ষিত সম্প্রসারণ কর্মী ও দক্ষ কৃষক গড়ে তোলা।

৩. কর্মসূচির নাম	:	বিনার জীব প্রযুক্তি (টিস্যু কালচার ও অ্যাস্ট্রার কালচার) গবেষণা উন্নয়নের জন্য গবেষণাগার আধুনিকীকরণ কর্মসূচি
কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৩।
২০২১-২২ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	১৬৯.৬০ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থবছরের ব্যয়	:	১৬৯.৫৯ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	:	কর্মসূচিটি বিনা প্রধান কার্যালয় ময়মনসিংহে বায়োটেকনোলজি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হলে উক্ত বিভাগে জেনেটিক ট্রান্সফরমেশনসহ টিস্যু/অ্যাস্ট্রার কালচারের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবনের কার্যক্রম এর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- টিস্যু কালচারের মাধ্যমে ভেরিয়েশন সৃষ্টি করে সোমাক্লোনাল (Somaclonal) ধান ও তৈলসহ অন্যান্য ফসলের জাত উদ্ভাবনের কার্যক্রম শুরু করা।
- অ্যাস্ট্রার কালচারের মাধ্যমে Doubled haploid ধান ও তৈলসহ অন্যান্য ফসলের advanced line উদ্ভাবন কার্যক্রম শুরু করা।
- অ্যাস্ট্রার বা এমব্রায়ো হতে উৎপাদিত এমব্রায়োজেনিক Callus-এ গামা রেডিয়েশন (60Co gamma radiation) প্রয়োগে ভেরিয়েশন সৃষ্টি করে অথবা পীড়ন সহনশীল (biotic and abiotic) জিন ট্রান্সফারের মাধ্যমে কাজিত বৈশিষ্ট্যর সাধারণ/ট্রান্সজেনিক ধান ও তৈলসহ অন্যান্য ফসলের advanced line উদ্ভাবন করা।



৪. কর্মসূচির নাম	:	মিউটেশন ব্রিডিং ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধানের ব্লাস্ট প্রতিরোধী মিউট্যান্ট/লাইন সনাক্তকরণ গবেষণা কর্মসূচি
কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৩
২০২১-২২ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	৮০.০০ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থবছরের ব্যয়	:	৭৩.৭৯ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	:	বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা হতে নমুনা সংগ্রহ করে বিনার প্রধান কার্যালয়ের গবেষণাগারে গবেষণা সম্পন্ন করা হচ্ছে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বর্তমানে আবাদকৃত ধানের জাতসমূহ হতে ব্লাস্ট আইসোলেট সংগ্রহ, পৃথকীকরণ এবং চিহ্নিতকরণ;
- মিউটেশন ব্রিডিং ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধানের ব্লাস্ট প্রতিরোধী মিউট্যান্ট/লাইন সনাক্তকরণ; এবং
- ধানের ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনে গবেষণাগার আধুনিকীকরণ।

৫. কর্মসূচির নাম	:	জৈব-ছত্রাকনাশকের গবেষণাগার উন্নয়ন, ফরমুলেশন এবং কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ
কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪
২০২১-২২ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	১৪.৭৫ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থবছরের ব্যয়	:	১৪.৭৩ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	:	ময়মনসিংহ, জামালপুর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাগুরা, ঈশ্বরদী, কুমিল্লা, খাগড়াছড়ি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, রাজশাহী বিভাগের বরেন্দ্র অঞ্চল

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- নিরাপদ সবজি ও ডাল ফসল চাষে জৈব ছত্রাকনাশকের বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ফরমুলেশন পদ্ধতি উন্নয়ন;
- জৈব ছত্রাকনাশক গবেষণার জন্য গবেষণাগার সুবিধাদির উন্নয়ন; এবং
- কৃষক পর্যায়ে সবজি ও ডাল ফসল উৎপাদনে পরিবেশ বান্ধব ও লাভজনক জৈব-ছত্রাকনাশকের সম্প্রসারণ।

৬. কর্মসূচির নাম	:	পরমাণু শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আলুর বাদামী পচা, (<i>Ralstonia solanacearum</i>) রোগমুক্ত রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদন গবেষণা কর্মসূচি
কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪
২০২১-২২ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	৩০.০৮ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থবছরের ব্যয়	:	৩০.০৭ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	:	বাংলাদেশের ১২ টি জেলা (মুন্সীগঞ্জ, রংপুর, নাটোর, নওগাঁ, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, নীলফামারি, রংপুর, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, বগুড়া, কুমিল্লা) হতে নমুনা সংগ্রহ করে বিনার প্রধান কার্যালয়, উপকেন্দ্র এবং কৃষকের মাঠে গবেষণাগারে গবেষণা সম্পন্ন করা হবে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশের বিভিন্ন আলু চাষাবাদকারী অঞ্চলে আলুর বাদামী পচা রোগের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা;
- বাংলাদেশের কয়েকটি নির্বাচিত অঞ্চলের মাটিতে *R. solanacearum* জীবাণুর ঘনত্ব পর্যবেক্ষণ করা;
- রপ্তানিযোগ্য আলুতে গামা রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে *R. solanacearum* জীবাণুমুক্ত আলু উৎপাদন পদ্ধতির উদ্ভাবন; এবং
- সমন্বিত ব্যবস্থাপনার (cultural, chemical, biological) মাধ্যমে বাদামী পচা রোগমুক্ত আলু উৎপাদনে উপযুক্ত পদ্ধতির নির্বাচন ও সম্প্রসারণ করা।



জ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

- ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন।

ঝ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

২০২১-২২ অর্থবছরে বিনা বিভিন্ন ফসলের ৫টি নতুন জাত (বিনা ধান২৫, বিনামুগ-১১, বিনা খেসারি২, বিনা কুল১ ও বিনা সয়াবিন৭) এবং ৫টি ননকমোডিটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এছাড়াও বিনা ফসলের বিভিন্ন জাতের (প্রজনন ও মানসম্মত বীজ) ১১৭.৭২ মে. টন বীজ উৎপাদন ও ১০৭.১০ মে.টন বীজ বিতরণ করা হয়েছে। দেশের প্রায় ৫৫টি জেলায় বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ২৬০০টি ব্লক ও পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। তিন হাজার আটশত আশি (৩৮৮০) জন কৃষক এবং কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পঁয়ত্রিশটি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ৬৫০টি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

ঞ) উপসংহার

বিনা পরমাণু ও জীবপ্রযুক্তিসহ অন্যান্য আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহার করে ১৯টি ফসলের ১২২টি জাত উদ্ভাবন করেছে। এ জাতগুলোর মধ্যে স্বল্পমেয়াদি ও উচ্চফলনশীল আমনধানের জাত বিনাধান-৭, বিনাধান-১৬ ও বিনাধান-১৭ উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা (দুর্ভিক্ষ) নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, যার ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলে কৃষকের কাজের যোগান, ঘরে খাবার ও গবাদি পশুর খাবার নিশ্চিত হয়েছে। তার ফলে বর্তমানে মঙ্গা দূর হয়ে খাদ্য উদ্ধৃত্ত এলাকায় পরিণত হয়েছে। বিনা উদ্ভাবিত লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত বিনাধান-৮ ও বিনাধান-১০ আবাদের মাধ্যমে উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকার প্রায় ২০% পতিত জমি চাষের আওতায় এসেছে। আকস্মিক বন্যা মোকাবেলায় বিনা উদ্ভাবিত জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাত বিনাধান-১১ ও বিনাধান-১২ কৃষকের জমিতে চাষাবাদের ফলে বন্যা কবলিত এলাকার প্রায় ২০ ভাগ জমি অর্থাৎ ৬ লক্ষ হেক্টর জমি চাষের আওতায় এসেছে। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ বরেন্দ্র এলাকার খরাপীড়িত জমিতে বিনা উদ্ভাবিত ধান, মুগ, মসুর ও ছোলার উন্নত জাত চাষাবাদের ফলে মরুকরণ প্রক্রিয়া রোধসহ ফসলের নিবিড়তা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে কৃষকের সেচ খরচ, বিদ্যুৎ খরচ, উপকরণ খরচ ইত্যাদি হ্রাস পেয়েছে। বন্যা পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসনে বিনাশাইল, বিনাধান-১৬, বিনাধান-১৭ আমন মৌসুমে বিলম্বে রোপণ করেও তার স্বাভাবিক ফলন দিতে সক্ষম ফলে বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা চাষের আওতায় এসেছে। বিনা উদ্ভাবিত ফসল বিন্যাস প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে একফসলী জমিকে দুই ফসল, দুইফসলী জমিকে তিন ফসল, তিন ফসলী জমিকে চার ফসল রূপান্তরের মাধ্যমে বিনার জাত ও প্রযুক্তিসমূহ কৃষকদের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। বিগত ২০০৮ সালে বাংলাদেশে ফসলের নিবিড়তা ছিল ১৮০% যা ২০২০ সালে বেড়ে ২১২% তে উন্নীত হয়েছে, যেখানে বিনা উদ্ভাবিত স্বল্পকালীন জাতগুলো বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তাছাড়া দেশকে ভোজ্য তেলের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিনা উদ্ভাবিত বিভিন্ন তেল ফসলের জাত উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। পুষ্টি নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে জিংক ও আয়রন সমৃদ্ধ ধান বিনাধান-২০, উচ্চ আমিষ সমৃদ্ধ (৩০%) বিনামসুর-৫, বিনামসুর-৮, বিনাখেসারী-১ ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ ও ক্যান্সার প্রতিরোধী বিনাপাটশাক-১ চাষাবাদের ফলে খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তায় বিনা অবদান রেখেছে। এছাড়া ডাল ও লিগিউম জাতীয় ফসলের বিনা উদ্ভাবিত নয়টি জীবাণুসার ব্যবহার করে ইউরিয়া সারের পরিপূরক হিসেবে ফলন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিনার বিজ্ঞানীগণ মাটিতে জিংকের ঘাটতির বিষয়টি প্রথম সনাক্ত করেছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিনার বিভিন্ন যৌথ গবেষণা প্রকল্প রয়েছে। দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টি নিরাপত্তায় অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ বিনা ও বিনার বিজ্ঞানীগণ ৪০টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার, পদক ও সম্মাননা পেয়েছে।



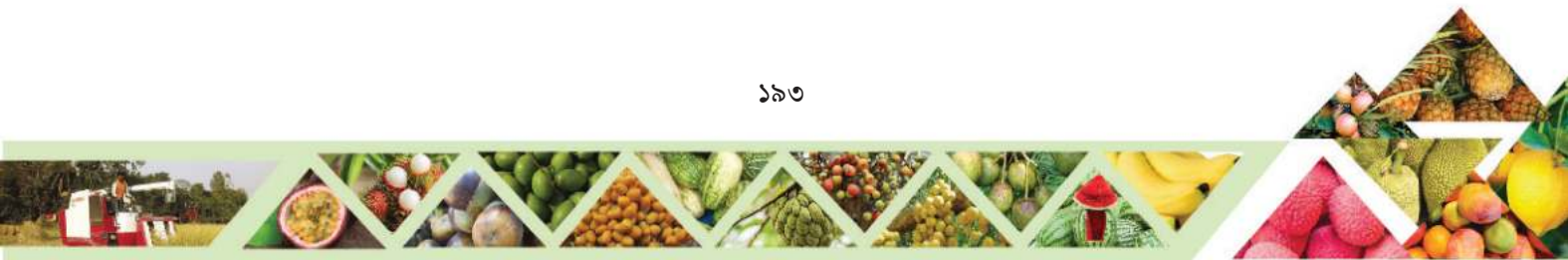
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২য় স্থান অর্জনের ফ্রেস্ট ও সনদপত্র গ্রহণ



হাছাননগর, সুনামগঞ্জে বিনাধান-১৭ এর ফসল কর্তন অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রী মহোদয়



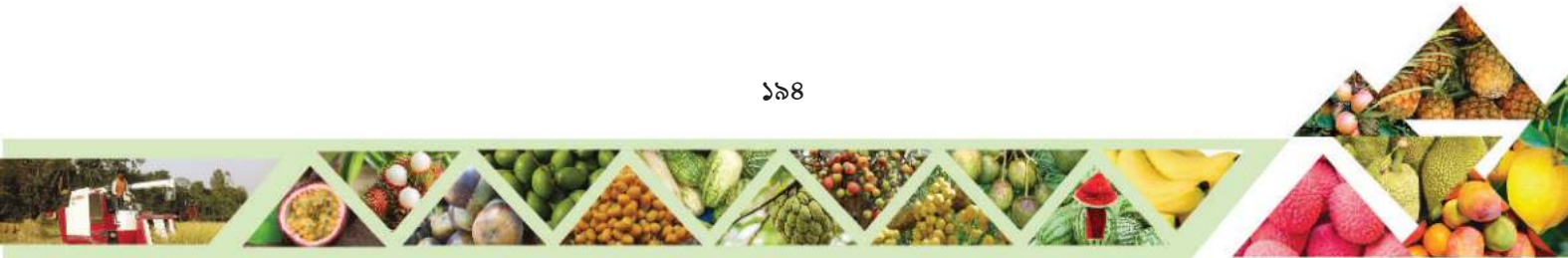
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয়ের সুবর্ণচরে বিনাসয়াবিন-৩ এর মাঠ পরিদর্শন



জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উদযাপন



বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনাব কমলারঞ্জন দাশ, অতিরিক্ত সচিব



বিনা ধান২৫



বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



ভূমিকা

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) দেশের অন্যতম প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় ঢাকা শহরে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণে মানিক মিয়া এভিনিউতে অবস্থিত। স্যার আর. এস. ফিনলোর নেতৃত্বে ১৯০৪ সালে ঢাকায় প্রথম পাটের গবেষণা শুরু হয়। অতঃপর ১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) আওতায় ঢাকায় জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পাটের গবেষণা শুরু হয়। ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) স্থলে ১৯৫১ সালে পাকিস্তান সেন্ট্রাল জুট কমিটি (PCJC) গঠিত হয় এবং বর্তমান স্থানে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে এ্যাক্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট। পাটের অঞ্চল ভিত্তিক কৃষি গবেষণার জন্য মানিকগঞ্জে পাটের কেন্দ্রীয় কৃষি পরীক্ষণ স্টেশন এবং রংপুর, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ ও চান্দিনায় পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং নশিপুর, দিনাজপুর-এ পাট বীজ উৎপাদন ও গবেষণা খামার রয়েছে। পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের দেশি/বিদেশি বীজ সংরক্ষণ ও উন্নত জাত উদ্ভাবনে গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য তৎকালীন ইন্টারন্যাশনাল জুট অর্গানাইজেশন (IJO) এর আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৮২ সালে বিজেআরআইতে একটি জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জিন ব্যাংকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পাট ও সমগোত্রীয় আঁশ ফসলের ৬০০০-এর অধিক জার্মপ্লাজম সংরক্ষিত আছে।

বিজেআরআই বর্তমানে তিনটি ধারায় তার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে :

- (১) পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন, এর উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা,
- (২) পাটের শিল্প গবেষণা তথা মূল্য সংযোজিত বহুমুখী নতুন নতুন পাট পণ্য উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা এবং
- (৩) পাটের টেক্সটাইল তথা পাট এবং তুলা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আঁশের সংমিশ্রনে পাট জাত টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা।

রূপকল্প (Vision)

পাটের গবেষণা ও উন্নয়নে উৎকর্ষ অর্জন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

পাটের কৃষি ও কারিগরি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষক ও পাট সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের উপার্জন বৃদ্ধি, দারিদ্র হ্রাস, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষা করা।

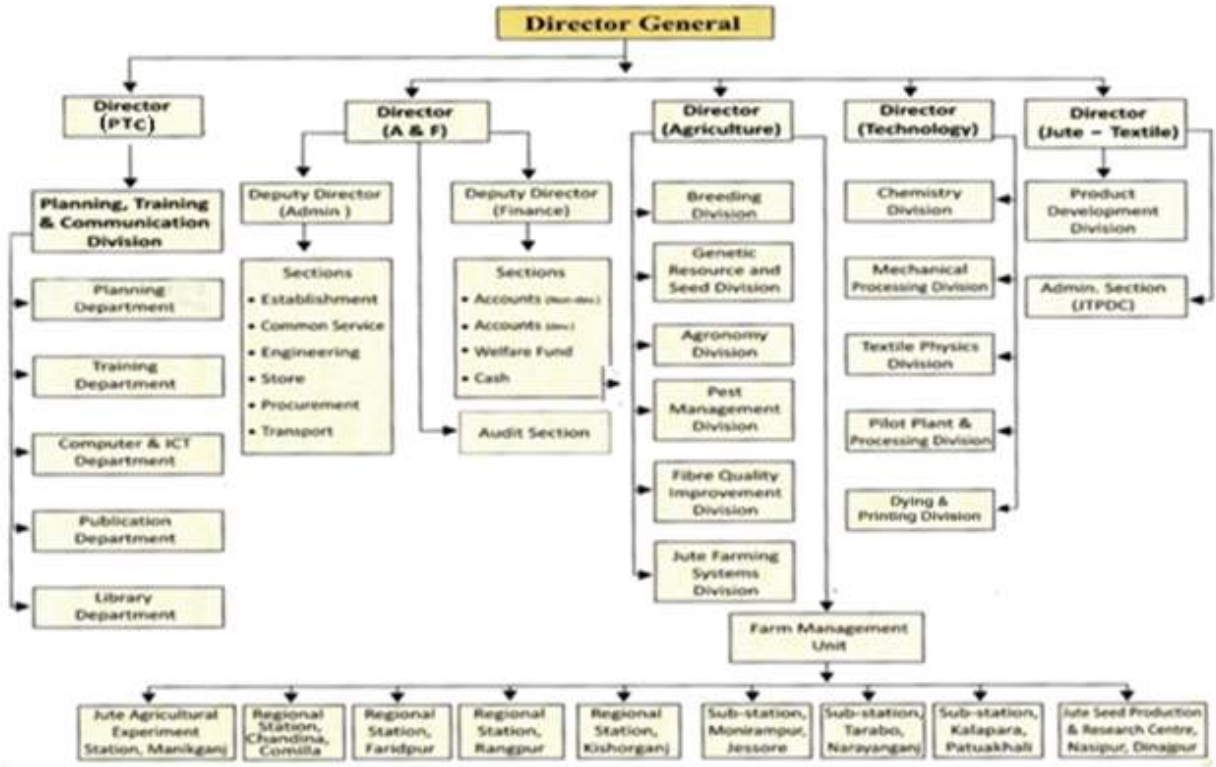
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পাটের কৃষি গবেষণার মাধ্যমে উন্নত উচ্চফলনশীল পাট, কেনাফ ও মেস্তার জাত উদ্ভাবন, লবণাক্ততা, নিম্ন তাপমাত্রা সহনশীল ও আলোক অসংবেদনশীল এবং রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন, উন্নত কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, উন্নত সার ব্যবস্থাপনা এবং পাট পচনের উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।
- পাটের শিল্প (মৌলিক ও প্রায়োগিক) গবেষণার মাধ্যমে পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন পণ্য তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাটজাত দ্রব্য সামগ্রীর মানোন্নয়নপূর্বক বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক পাট পণ্য উৎপাদনে পাট শিল্পকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।



- পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায় পাটের ভূমিকা নিরূপণ, নব উদ্ভাবিত পাট ও পাটজাত পণ্যের অর্থনীতি ও বিপণন গবেষণার মাধ্যমে উহার গ্রহণযোগ্যতা যাচাই এবং পাটের বাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বাধাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূর করার উপায় নির্ধারণ।
- কৃষক, প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনাবিদগণের পাট সংক্রান্ত জ্ঞান ও চিন্তাভাবনার বিনিময় এবং বিকাশের লক্ষ্যে নিয়মিত সেমিনার, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা।
- পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসলের কৃষি, কারিগরি, অর্থনৈতিক গবেষণা নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও পরিচালনা এবং আঁশ জাতীয় ফসল উৎপাদন এবং গবেষণার ফলাফল সম্প্রসারণ।
- উন্নতমানের কৌলিত্তিক বিশুদ্ধতাসহ প্রজনন পাট বীজ উৎপাদন, সরবরাহ এবং সীমিত আকারে মানঘোষিত (টিএলএস) উন্নতমানের পাট বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ; নির্বাচিত চাষি, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এজেন্সির নিকট বিতরণ।
- পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসল, পাটজাত পণ্য ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণা কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, পাইলট প্রজেক্ট এবং খামার স্থাপন।
- ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নুতন জাতের পাটের প্রদর্শন এবং এই সকল জাতের পাট উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃষক প্রশিক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকল্প এলাকা নির্বাচন এবং কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ইনস্টিটিউটের বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদন, মনোহ্রাম, বুলেটিন এবং পাট গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা।
- পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসলের চাষের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারী এবং চাষিদের প্রশিক্ষণ এবং পাট সংক্রান্ত কারিগরি গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পাট পণ্য উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

অর্গানোগ্রাম ও জনবল



বিজেআরআই-এর বর্তমান অর্গানোগ্রাম

জনবল

ছক-১: প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্র: নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড ১	১	-	১	ড. মো: আবদুল আউয়াল (মহাপরিচালক পদে প্রেষণে চলতি দায়িত্বে কর্মরত আছেন)।
২	গ্রেড ২	৪	১	৩	৩টি পদে ৩ জন সিএসও চলতি দায়িত্বে কর্মরত আছেন।
৩	গ্রেড ৩	১৩	৮	৫	
৪	গ্রেড ৪	৪১	৩১	১০	
৫	গ্রেড ৫	১	১	-	
৬	গ্রেড ৬	৬৫	৫৪	১১	
৭	গ্রেড ৭	-	-	-	
৮	গ্রেড ৮	-	-	-	
৯	গ্রেড ৯	৮২	৪৬	৩৬	
১০	গ্রেড ১০	১৫	৫	১০	
১১	গ্রেড ১১	৪	১	৩	
১২	গ্রেড ১২	১	১	-	
১৩	গ্রেড ১৩	২৯	১০	১৯	
১৪	গ্রেড ১৪	৬৪	৫৪	১০	
১৫	গ্রেড ১৫	১	১	-	
১৬	গ্রেড ১৬	৮৯	৭১	১৮	
১৭	গ্রেড ১৭	৭	৭	-	
১৮	গ্রেড ১৮	২২	১৫	৭	
১৯	গ্রেড ১৯	৩৭	২৯	৮	
২০	গ্রেড ২০	৯৩	৮৬	৭	
	মোট	৫৬৯	৪২১	১৪৮	

* ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের তথ্য।

- ❖ জনবল কাঠামো ও শূন্য পদের সংখ্যা: বর্তমানে বিজেআরআইতে অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৫৬৯টি। তন্মধ্যে বিজ্ঞানীর পদসহ গ্রেড-১ থেকে গ্রেড-৯ ভুক্ত পদের সংখ্যা ২০৭টি এবং গ্রেড-১০ থেকে গ্রেড-২০ ভুক্ত পদের সংখ্যা ৩৬২টি। বর্তমানে মোট ১৪৮টি পদ (১ম-৯ম গ্রেডের পদ ৬৬ টি, ১০ম-২০তম গ্রেডের পদ ৮২টি) শূন্য আছে।
- ❖ জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি: বর্তমানে বিজেআরআই-এ মোট শূন্য পদের সংখ্যা ১৪৮টি। তন্মধ্যে ৬৯টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। পদোন্নতিযোগ্য ২০টি পদে পদোন্নতির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। অবশিষ্ট সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৭৯টি পদের মধ্যে ৬০টি পদে নিয়োগ কার্যক্রমের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র চাওয়া হয়েছে।
- ❖ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য: বিজেআরআই-এ ২০২১-২২ অর্থবছরের শুরুতে অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল মোট ৮১টি (টাকার অংকে মোট ৩৫.৪৩ কোটি টাকা)। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৪টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে (টাকার অংকে ১০.২৬ কোটি টাকা)। বর্তমানে অডিট আপত্তির সংখ্যা ৪৬টি (টাকার অংকে ২৫.০৪ কোটি টাকা)। আপত্তিগুলোর ব্রডশিট জবাব প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য: বিজেআরআই-এ বর্তমানে কোন বিভাগীয় মামলা চলমান নেই।

মানবসম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য (২০২১-২০২২)

ছক-২: (ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র: নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	২৫ জন	-	৪৭৫ জন	-	৫০০ জন	
২	গ্রেড ১০	-	-	৪৮ জন	-	৪৮ জন	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	৭৯১ জন	-	৭৯১ জন	
	মোট	২৫ জন	-	১৩১৪ জন	-	১৩৩৯ জন	

ছক-২: (খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র: নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম. এস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	১০ জন	-	-	১০ জন	৫ জন বৈদেশিক পিএইচডি এবং ০৫ জন অভ্যন্তরীণ পিএইচডি
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট	১০ জন	-	-	১০ জন	

ছক-২: (গ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র: নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৩৬০ জন	৫২০ জন	-	৮৮০ জন	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট	৩৬০ জন	৫২০ জন	-	৮৮০ জন	

- ❖ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংস্থায় ১৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বিজেআরআই এর ২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- ❖ বিজেআরআই ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩২টি ইনহাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করে যাতে ১৩১৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।
- ❖ ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ০৫ জন বিজ্ঞানীর বৈদেশিক পিএইচডি প্রোগ্রাম চলমান আছে। এদের মধ্যে ০১ জন অস্ট্রেলিয়া, ০১ জন জাপান এবং ০৩ জন মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত আছেন।
- ❖ ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে ৫ জন বিজ্ঞানী বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডিতে অধ্যয়নরত আছেন।
- ❖ দেশের অভ্যন্তরে ১০টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে ৮৮০ জন বিজ্ঞানী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/সংস্থার ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন।



২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রম

কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অর্জন (২০২১-২০২২)

কৃষি গবেষণার বিভিন্ন বিভাগে পাটের জার্মপ্লাজম ক্যারেক্টারাইজেশন, জাত উন্নয়ন, বালাইব্যাধস্থাপনা, কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, সার ব্যবস্থাপনা, পাটভিত্তিক শস্য পর্যায় (Cropping pattern) উদ্ভাবন, উন্নত পাট পচন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে মোট ১১৮টি গবেষণা পরীক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- ◆ প্রজনন বিভাগের ক্যাপসুলারিস শাখার ১০টি পরীক্ষণ, অলিটারিয়াস শাখার ১৯টি পরীক্ষণ এবং কেনাফ ও মেস্তা শাখার ৯টি পরীক্ষণসহ সর্বমোট ৩৮টি পরীক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ◆ তোষা পাটের একটি অগ্রবর্তী সারি ও-০৪৩-৭-৯ এবং কেনাফের একটি অগ্রবর্তী সারি কেবিএল ১৫৫ (১) মাঠ মূল্যায়ন পর্যায়ে আছে।
- ◆ তোষা পাটের আর একটি সারি ও-০৫১২-৬-২ অগ্রগামী ফলন পরীক্ষায় (Advanced yield trial) তুল্য জাতের চেয়ে ৮.৩৬% বেশি ফলন পাওয়া গিয়েছে। কম আলোক সংবেদনশীল, স্বল্প দিবস দৈর্ঘ্য গুণসম্পন্ন দেশি পাটের একটি লাইন বিজেসি ৮৭০ উদ্ভাবন/সনাক্ত করা হয়েছে।
- ◆ মেস্তার একটি অগ্রবর্তী লাইন এমই৪ কে বিজেআরআই মেস্তা ৪ (ভিএম-২) জাত হিসেবে নিবন্ধন করা হয়েছে।
- ◆ বিজেআরআই তোষা পাট-৮ এর আঁশ উৎপাদনে চারা রোপণ পদ্ধতিতে ২০ সেন্টিমিটার অন্তর লাইন ও ৭.৫০ সেন্টিমিটার অন্তর পাট গাছের চারা রোপণ করতে হয় যেখানে ৪০% পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন খরচ ৩৫% পর্যন্ত কমে।
- ◆ অগ্রবর্তী তোষা পাট সারি ও-০৫১২-৬-২ এর ভাল দৈহিক বৃদ্ধি ও আঁশ উৎপাদনের জন্য সারের মাত্রা ($N_{100}-P_{10}-K_{25}-S_{20}$) নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ◆ বীজ উৎপাদনে অগ্রবর্তী তোষা পাট সারি ও-০৪৩-৭-৯ এর সমন্বিত সারের মাত্রা ($N_{100}-P_{10}-K_{30}-S_{20}-B_2$) নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ◆ চারটি নতুন মাকড়নাশক (Purdacloprid 70WG, Fireball 17.5 WDG, Fastmix 40 WDG & Smarthin 50 WDG) এবং দশটি নতুন কীটনাশক (Starlux 25 EC, Nurmectin 5 SG, Sonali Benzoate 5 SG, Foni Plus 12SC, Smarthin 50 WDG, Formet 20 EC, Lamaid 2.5 EC, ANA 5 SG, Deep Green 40 W & Green Feedor 70 WG) পাটের হলুদ মাকড় ও বিছা পোকা দমনের জন্য পিটাক কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।
- ◆ দেশি পাটের ৩৩টি জার্মপ্লাজম (৫৬, ৭৬, ৭৯) এবং তোষা পাটের ০৫টি জার্মপ্লাজম (১২৪৯, ১২৬১, ২৫০৯, ৩৭২৭ ও ৪৫৭৭) হলুদ মাকড় এবং চলে পোকা সহনশীল পাওয়া গেছে (১৫% এর সমান বা কম)। এ ছাড়া কেনাফের ৩টি জার্মপ্লাজম (১৫৭১, ১৬৩২ ও ১৬৬৫) ও মেস্তার ৭টি জার্মপ্লাজম (১৭৪১, ১৭৮৫, ২৫৯৫, ৩৫৭১, ৩৫৮০, ৪৬৭৮, ৫০৯৬) ছাতরা পোকা ও স্পাইরাল বোরার সহনশীল পাওয়া গেছে (১৫% এর সমান বা কম)। জার্মপ্লাজমগুলো পাটের পোকামাকড় সহনশীল জাত উদ্ভাবনের জন্য প্রজনন বিভাগে সরবরাহ করা হয়েছে।
- ◆ কেনাফের ৩টি এক্সেশন (২০৪৩, ২৭১২ ও ২৭২৭), তোষা পাটের ৩টি এক্সেশন (২৪৮১, ২৪৮৩ ও ২৪১৯) এবং দেশি পাটের ২টি এক্সেশন (২১৪৯ ও ২৪০৩) কাণ্ড পচা রোগের ক্ষেত্রে মধ্যম মাত্রার প্রতিরোধী হিসেবে পাওয়া গেছে যা পরবর্তীতে রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনে সহায়তা করবে।
- ◆ কাণ্ড পচা রোগ দমনে মাঠ পরীক্ষণের মাধ্যমে নতুন ১১টি (Sunshine 75% WDG, Cymox Super 72% WP, vanish 69% WP, Unimax MZ 69% WP, Unijoy 75% WDG, Pearly M-45, Hazox 50 WP, Sitlicar 50WP, Solo Plus 40 SC, Fiona 80WDG, Blue water guard) ছত্রাকনাশকের ভাল ফল পাওয়া গেছে এবং শিকড় পচা রোগ দমনে ১টি ছত্রাকনাশকের (Amotop 325 SC) ভালো ফল পাওয়া গেছে, আগা মরা রোগ দমনে মাঠ পরীক্ষণের মাধ্যমে নতুন ৬টি ছত্রাকনাশক Sunshine 75% WDG, Cymox Super 72% WP, Vanish 69% WP, Unimax MZ 69% WP, Unijoy 75% WDG, Fiona 80 WDG এ ভাল ফল পাওয়া গেছে, শুকনা ক্ষত রোগ দমনে মাঠ পরীক্ষণের মাধ্যমে নতুন ৩টি ছত্রাকনাশক Fast 35 EC, Pearly M-45, Victor Plus 60 WDG এ ভাল ফল পাওয়া গেছে এবং এই ছত্রাকনাশকগুলো ব্যবহারের জন্য কৃষকদের পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

- ◆ দেশি, তোষা এবং কেনাফের ৪টি অগ্রবর্তী সারি এবং ৩টি তুল্য জাতের পচন সময়কাল এবং আঁশের গুণাগুণ নির্ধারণ সম্পন্ন হয়েছে।
- ◆ পাট পচন পানি এবং পাট ফসল ও পুকুরের মাটি থেকে ৪০টি বিশুদ্ধ অণুজীব (microbes) পৃথক (Isolation) করা হয়েছে এবং যাদের মধ্যে ১১টি অণুজীব পাট পচনধর্মী।
- ◆ ও-৯৮৯৭, বিজেআরআই তোষা পাট-৮, সিভিএল-১ এবং বিজেআরআই দেশি পাট-৯ এর ৯০, ১০৫ ও ১২০ দিনের পাটগাছের প্রচলিত এবং রিবন রেটিং পদ্ধতিতে আঁশের গুণাগুণ নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ◆ কেনাফের ৩টি জাত যেমন: এইচসি-৯৫, বিজেআরআই কেনাফ-৩ এবং বিজেআরআই কেনাফ-৪ এবং মেস্তার ১টি জাত যেমন: সামু৯৩ এবং ১টি অগ্রবর্তী সারি-এসএম-৫ এর ১০০, ১২০, ১৪০ এবং ১৬০ দিন বয়সের গাছের আঁশের তুলনামূলক গুণাগুণ নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ◆ জুট ফার্মিং সিস্টেমস বিভাগ কর্তৃক উল্লেখযোগ্য পাট ভিত্তিক তিন ফসলী উন্নত শস্য বিন্যাস (বোরো-পাট-রোপা আমন অথবা বোরো/পাট-রোপা আমন অথবা বোরো-রোপা পাট-রোপা আমন) উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ◆ সারাদেশে ১৩৬টি আঁশ ফসল ও ৩২টি বীজ ফসলের ব্লক প্রদর্শনীর মাধ্যমে নতুন উদ্ভাবিত জাতসমূহের মাঠ পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা এবং কৃষক পর্যায়ে পরিচিত এবং সম্প্রসারণের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
- ◆ বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পাট ও সমজাতীয় আঁশ ফসলের নতুন জাতসমূহকে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিজেআরআই-এর আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রের মাধ্যম ২১৫টি আঁশ ও ২০৭টি বীজ ফসলের প্রদর্শনী পুট স্থাপন করা হয়েছে।
- ◆ বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পাট ও কেনাফের বিভিন্ন জাতের ৮৪টি জুট ভিলেজ স্থাপনের মাধ্যমে আঁশ ফসল উৎপাদনে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।
- ◆ এছাড়া ১৬টি মাঠ দিবসের মাধ্যমে পাট ও সমজাতীয় আঁশ ও বীজ ফসলের উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করা হয়েছে।
- ◆ বিভিন্ন আঞ্চলিক/উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫.০০ টন মান ঘোষিত বীজ (টিএলএস) উৎপাদন করা হয়েছে।

ছক-৩: ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য *

ক্র: নং	ফসলের নাম	২০২১-২০২২ অর্থবছরে পাট আবাদের জমি	২০২১-২০২২ অর্থবছরে পাট উৎপাদন	
১	পাট	৭.৪৫ লক্ষ হেক্টর	৮২.৭৭ লক্ষ বেল	১৪.৮৯ লক্ষ টন

* উৎস: ক্রপস্ উইং, পাট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ শাখা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

কারিগরি গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অর্জন (২০২১-২০২২)

কারিগরি গবেষণা উইং এর বিদ্যমান বিভাগগুলোর মাধ্যমে নতুন পাট পণ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়নের বিষয়ে গত ০১ বছরে ৪০টি গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে।

- ❖ পাট আঁশ রিইনফোর্সিং মেটেরিয়াল এবং পলিয়েস্টার রেজিন ও এলোভেরা জেল (AVG) ম্যাট্রিক্স ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহার করে জুট কম্পোজিট তৈরি করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত কম্পোজিটের তাপীয় পরিবাহিতা বের করে দেখা গেছে এলোভেরা জেল এর পরিমাণ বাড়ানোর সাথে সাথে তাপীয় পরিবাহিতা বেড়েছে।
- ❖ ন্যানো ক্লে দিয়ে পলিয়েস্টার মডিফিকেশন করে কম্পোজিট তৈরির পূর্বে পাট আঁশ তোষা এবং দেশি জাতের উপর এলকালি ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে এবং বিভিন্ন গুণাগুণ নির্ণয় করা হয়েছে।

- ❖ তোষা পাট-৮ এর বিভিন্ন বয়সের (৪৫, ৬০, ৭৫ এবং ৯০ দিনের) পাটের গুণাগুণ নির্ণয় করা হয়েছে যা দেখে ভবিষ্যতে কোন বয়সের পাট কোন পণ্যের জন্য উপযোগী তা নির্ধারণ করা সহজ হবে।
- ❖ পাট, কেনাফ, আনারসের আঁশ দিয়ে থার্মোপ্লাস্টিক কম্পোজিট তৈরি করে তাদের গুণাগুণ নির্ণয় করা হয়েছে।
- ❖ প্রাকৃতিক আঁশের ডাটা ব্যাংক তৈরির লক্ষ্যে পাট, নারিকেল এবং বাঁশ আঁশের এর ৩টি গুণাগুণ নির্ণয় করা হয় এবং তা দিয়ে ডাটাবেস তৈরি করা হয়। ডাটা বেস থেকে প্রোডাক্ট তৈরির পূর্বে ডিজাইন প্যারামিটার নির্ণয় এবং নীতি-নির্ধারকগণ কিভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন তা দেখানো হয়েছে।
- ❖ আখের ছোবড়াকে ব্যবহার করার লক্ষ্যে পাটের সাথে মিক্স করে পিপি প্লাস্টিক দিয়ে হাইব্রিড কম্পোজিট তৈরি করে গুণাগুণ নির্ণয় করা হয়েছে, যা পণ্য তৈরিতে ব্যবহার করা যাবে।
- ❖ পাট থেকে সহজ পদ্ধতিতে মাইক্রোক্রিস্টালাইন সেলুলোজ তৈরি করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। উৎপাদিত সেলুলোজ ঔষধ ও খাদ্য শিল্পে ব্যবহার করা যাবে।
- ❖ পাট কাঠি থেকে চারকোল ও সক্রিয় কার্বন উৎপাদন করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা কম্পিউটার, ফটোকপিয়ারের কালি, ফেসওয়াশ, পানি ফিলট্রেশন ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা যাবে।
- ❖ পরিবেশবান্ধব এবং সাশ্রয়ী মূল্যে পাট থেকে উন্নতমানের সেলুলোজ, পচনশীল ব্যাগ, কাগজ ও মন্ড তৈরিকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা কাগজ ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহার করা যাবে।
- ❖ পাট থেকে বিভিন্ন কেমিক্যাল যেমন অক্সালিক এসিড তৈরি করা হয়েছে যা টেক্সটাইল শিল্পে, এন্টিবায়োটিক পিউরিফিকেশনে, স্টেইন রিমুভার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।
- ❖ পাট শিল্প কারখানার কাটিংস থেকে পৃথকীকৃত অণুজীব (ফাংগাস এবং ব্যাকটেরিয়া) এবং অণুজীব থেকে তৈরি এনজাইম কাটিংস বা পাট গাছের গোড়া নরমকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে।
- ❖ পাটের ফেব্রিক্স এর উপর সেলুলেজ প্রয়োগ করে ফেব্রিক্স এর গুণগতমান উন্নয়ন করা হয়েছে।
- ❖ ব্যাকটেরিয়াল ইনোকুলাম প্রয়োগ করে পাটের শুকানো ছাল থেকে আঁশ উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ❖ পাটের পাতার ফ্যাট/তেল এর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ❖ পাট পাতার চায়ের বায়োকেমিক্যাল এনালিসিস ও এন্টিব্যাকটেরিয়াল গুণাগুণ নিরূপণ করা হয়েছে।
- ❖ পাটের ফেব্রিক্স থেকে ওয়েল স্টেইন এবং অন্যান্য দাগ দূরীকরণ এর ক্ষেত্রে বিশেষ রিএজেন্ট তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ কাঁঠাল পাতা থেকে প্রাকৃতিক রং আহরণ করে পাটের ফেব্রিক্স রঞ্জিত করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ❖ পাটজাত দ্রব্যের বহুমুখী ব্যবহার ও রপ্তানিযোগ্য পাটজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে পাট ও দেশীয় ভেড়ার উলের মিশ্রিত সুতা উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ❖ পাটের বহুমুখী ব্যবহারের লক্ষ্যে জুট কটন ইউনিয়ন ফেব্রিক্স দিয়ে বিভিন্ন ডিজাইনের পাটের ব্যাগ উৎপাদন করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ❖ জুট এবং জুট- কটন ব্লেণ্ডেড ফেব্রিক্সের উপর পিগমেন্ট প্রিন্টিং প্রয়োগ করে তার ভৌত গুণাবলী নির্ণয় করা হয়েছে।
- ❖ পাটের শিল্প প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে ০১টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যা বাণিজ্যিকভাবে পাট উৎপাদনে এবং পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করে পরিবেশ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখবে।

জুট-টেক্সটাইল উইং এর গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অর্জন (২০২১-২০২২)

- ❖ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পাটের সাথে তুলা ও আনারস আঁশ মিশ্রিত সুতা দ্বারা কাপড় তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং উক্ত প্রযুক্তির ০১টি লিফলেট (মার্চ, ২০২২ খ্রি.) প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে শিল্পপতি, স্থানীয় তাঁত শিল্প এবং ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মালিকগণ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন এবং পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।
- ❖ বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদন, গবেষণা হাইলাইটস এবং গবেষণা কর্মসূচি প্রকাশ করা হয়েছে।
- ❖ শার্টিং ফেব্রিক্স এর নমনীয়তা বৃদ্ধি করে মানোন্নয়ন করা হয়েছে।
- ❖ জুট-কটন ব্লেণ্ডেড ফেব্রিক্স এর বিদ্যমান Picks/inch বৃদ্ধি করে মানোন্নয়ন করা হয়েছে।



❖ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি-উদ্যোক্তা এবং বিজেআরআই এর কারিগরি উইং এর বিজ্ঞানীদের চাহিদা মোতাবেক ১০টি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট বরাদ্দকৃত অর্থ (কোটি টাকা)	প্রতিবেদনাধীন বছরে প্রকল্পের সাফল্য
১	২	৩	৪	৫
পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা (৩য় সংশোধিত)	০১-০৯-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০২৩	১৩৫.৪৬	৩.৮৪	১। পাটের বিছা পোকা প্রতিরোধী জাত বিটি পাট, কম লিগনিন সম্পন্ন পাট জাত, দ্রুত বর্ধনশীল পাট জাত এবং রোগ প্রতিরোধী পাট জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ট্রান্সজেনিক পাটের লাইনের বিভিন্ন জেনারেশন মূল্যায়ন পর্যায়ে রয়েছে। ২। আগাম কর্তন উপযোগী, রোগ প্রতিরোধী, উচ্চফলনশীল ও উন্নতমানের আঁশ বিশিষ্ট পাটের চারটি (তোষা পাটের ২টি এবং দেশি পাটের ২টি) নতুন লাইন উদ্ভাবন করা হয়েছে। সাদা পাটের ১টি অগ্রবর্তী সারি শশি-১ কে জাত হিসেবে অবমুক্তির লক্ষ্যে উক্ত সারির DUS টেস্ট এবং আঞ্চলিক ফলন মূল্যায়ন কার্যক্রম চলছে। ৩। নতুন উদ্ভাবিত ধৈর্যধার জিনোম সিকোয়েন্সিং বিশ্লেষণ করে এর বায়ুমণ্ডল হতে নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জিনগুলো সনাক্ত করে পাটসহ অন্যান্য ফসলে প্রয়োগের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৪। পাটের জিনোম তথ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক মেধাসত্ত্ব অর্জনের জন্য ৭টি আবেদন করা হয়েছে, যার বেশীরভাগ বিভিন্ন দেশে গৃহীত হয়েছে এবং বাকীগুলো মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।
‘জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ’ (২য় সংশোধিত)	০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২২ (আরও ১ বছর প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে)	৪২.৪০	১৭.০৯	১। প্রকল্পের আওতায় ৪টি লটে ভূমি উন্নয়নের কাজ, লাইন ও তার (বিদ্যুৎ সরবরাহ) সংযোগ কাজ, সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন, আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, কর্ডাড থ্রেসিং ফ্লোর, ওপেন থ্রেসিং ফ্লোর, মূল গেট নির্মাণ, স্টুডিও টাইপ অফিসার্স ভবন (৩ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন) এর নির্মাণ কাজ এবং স্টাফদের সিঙ্গেল কোয়ার্টার (২তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ২তলা ভবন) এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২। অফিস এবং প্রশিক্ষণ কাম ডরমিটরী ভবন (৪ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৪ তলা ভবন) এর নির্মাণ কাজ, রেটিং ট্যাংক খনন, এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ, পানি সরবরাহ লাইন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ৩। জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু দেশি পাটের জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বাছাইকৃত ৪টি অগ্রবর্তী লাইনের (WLT₂, WLT₃, WLT₄ এবং WLT₅) মাঠ মূল্যায়নের ২য় বছরের পরীক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৪। শীতকালীন সবজি (টমেটো, বেগুন, মূলা), মরিচ ও ফলবাগান (কলা)-এর সাথে পাট বীজ উৎপাদন প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- ❖ বিজেআরআই প্রতিষ্ঠার পর থেকে মোট ৫৪টি পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চফলনশীল জাত (বিজেআরআই দেশি পাট শাক-২, বিজেআরআই দেশি পাট শাক-৩ এবং বিজেআরআই মেস্তা-৪ সহ যা সবজি মেস্তা-২ নামে পরিচিত) উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৬টি (১১টি দেশি পাট, ৭টি তোষা পাট, ৪টি কেনাফ ও ৪টি মেস্তা) উন্নত জাত বর্তমানে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশকৃত এই ২৬টি উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বর্তমান সরকারের সময়কালে ১৭টি জাত (দেশি পাটের-৭টি, তোষা পাটের-৪টি, কেনাফের-৩টি এবং মেস্তার-৩টি) উদ্ভাবিত হয়েছে।
- ❖ দেশে পাট বীজের অভাব দূরীকরণে বিজেআরআই পাট বীজ উৎপাদনের জন্য ‘নাবী পাট বীজ উৎপাদন’ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। স্বাভাবিক নিয়মে বীজ উৎপাদনে যেখানে প্রায় ১০ মাস সময়ের প্রয়োজন হয় এবং ফলনও হয় কম সেখানে নাবী পদ্ধতিতে মাত্র ৩-৪ মাসে দ্বিগুণ এরও বেশি (প্রায় ৭০০ কেজি/হে:) ফলন পাওয়া যায়। ফলে কৃষক পর্যায়ে এ প্রযুক্তিটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বীজের ঘাটতি পর্যায়ক্রমে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। তাছাড়া ‘নিজের বীজ নিজে করি’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।
- ❖ পাট ও পাটজাতীয় ফসলের কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, সার ব্যবস্থাপনা, রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা, পাটভিত্তিক শস্য পর্যায় এবং পাট পচন প্রক্রিয়ার ওপর ৭৮টি উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ❖ পাটের কারিগরি গবেষণায় ৪০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ❖ নদীর বাঁধ নির্মাণ, রাস্তার উপরিভাগের মাটির ক্ষয় রোধ, পাহাড়ের ঢাল রক্ষার জন্য নবউদ্ভাবিত ‘জুট জিও-টেক্সটাইল’ প্রযুক্তিটি মূলত পাট দিয়ে তৈরি একটি প্রোডাক্ট। আধুনিক সিভিল/কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রযুক্তিটি বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ❖ পাট আঁশের সাথে অন্যান্য প্রাকৃতিক আঁশ (bagasse) মিশ্রিত করে হাইব্রিড কম্পোজিট তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ পাট আঁশ Reinforcing Material এবং পলিয়েস্টার রেজিন ও এলোভেরা জেল (AVG) ম্যাট্রিক্স ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহার করে জুট কম্পোজিট তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ পাটকাঠি এবং পাট আঁশ থেকে সহজ পদ্ধতিতে ও স্বল্পমূল্যে মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য যেমন: সিএমসি তৈরি করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ❖ রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পাট থেকে উন্নতমানের হাইব্রিড কম্পোজিট তৈরি করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ❖ তোষা পাট-৮ এর বিভিন্ন বয়সের (৪৫, ৬০, ৭৫ এবং ৯০ দিনের) পাটের গুণাগুণ নির্ণয় করা হয়েছে যা দেখে ভবিষ্যতে কোন বয়সের পাট কোন পণ্যের জন্য উপযোগী তা নির্ধারণ করা সহজ হবে।
- ❖ পাট, কেনাফ, আনারসের আঁশ দিয়ে থার্মোপ্লাস্টিক কম্পোজিট তৈরি করে তাদের গুণাগুণ নির্ণয় করা হয়েছে।
- ❖ প্রাকৃতিক আঁশের ডাটা ব্যাংক তৈরির লক্ষ্যে পাট, নারিকেল এবং বাঁশ আঁশের এর ৩টি গুণাগুণ নির্ণয় করা হয় এবং তা দিয়ে ডাটা বেস তৈরি করা হয়েছে। ডাটাবেস থেকে প্রোডাক্ট তৈরির পূর্বে ডিজাইন প্যারামিটার নির্ণয় এবং নীতি-নির্ধারকগণ কিভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন তা দেখানো হয়েছে।
- ❖ পাটজাত দ্রব্যের বহুমুখী ব্যবহার, রপ্তানিযোগ্য পাটজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে সাড়ে সাত (৭.৫) কাউন্টের পাটের সুতায় তৈরি ফার্নিশিং ফেব্রিক উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে যা শিল্পে ব্যবহারযোগ্য।
- ❖ জুট নিটেড ফেব্রিক তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ❖ শার্টিং ফেব্রিক এর নমনীয়তা বৃদ্ধি করে মানোন্নয়ন করা হয়েছে।
- ❖ জুট-কটন ব্লেণ্ডেড গ্রে ফেব্রিক এর বিদ্যমান Picks/inch বৃদ্ধি করে মানোন্নয়ন করা হয়েছে।
- ❖ জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বে সর্বপ্রথম দেশি ও তোষা পাটের জীবন রহস্য (Genome Sequencing) আবিষ্কার করা হয়েছে এবং পাটসহ পাঁচ শতাধিক ফসলের ক্ষতিকারক ছত্রাক *Macrophomina phaseolina* L. এর জীবন রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জিনোমভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে স্বল্পদিবস দৈর্ঘ্য, নিম্ন তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, কাণ্ড পচা রোগ সহনশীল এবং কম লিগনিনযুক্ত চাহিদাভিত্তিক পাট পণ্য উৎপাদনে সক্ষম পাটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া পাটের জিনোম তথ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক মেধাসত্ত্ব অর্জনের জন্য ৭টি আবেদন করা হয়েছে, যার অধিকাংশই বিভিন্ন দেশে গৃহীত হয়েছে এবং বাকিগুলো মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। আগাম কর্তন উপযোগী, রোগ প্রতিরোধী, উচ্চফলনশীল ও উন্নতমানের আঁশবিশিষ্ট পাটের চারটি নতুন জাত উন্নয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে রবি-১ নামের একটি লাইনকে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৮তম সভায় ‘বিজেআরআই তোষাপাট-৮’ হিসেবে কৃষকের মাঠে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। নতুন এই জাতটি প্রচলিত জাতের চেয়ে শতকরা ১০-১৫ ভাগ ফলন বেশি দেয় এবং এর আঁশের মানও ভাল। সারাদেশে ১৩৬টি আঁশ ফসল ও ৩২টি বীজ ফসলের ব্লক প্রদর্শনীর মাধ্যমে নতুন



উদ্ভাবিত জাতসমূহের মাঠ পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা এবং কৃষক পর্যায়ে পরিচিত এবং সম্প্রসারণের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। জাতটি ফলন ও আঁশের মান বিবেচনায় কৃষকের নিকট ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এছাড়া বায়ুমন্ডল হতে ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় নাইট্রোজেন গ্রহণে ধৈর্যধারণ বৈশিষ্ট্যকে পাটসহ অন্যান্য ফসলে প্রয়োগের লক্ষ্যে ধৈর্যধারণ জিনোম সিকোয়েন্সিং উন্মোচন করা হয়েছে এবং পরবর্তী গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

❖ মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিজেআরআই কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম

- ১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিজেআরআই-এর মসজিদে দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে।
- ২) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিজেআরআই-এর প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রে বনজ, ফলজ ও ওষধি গাছের চারা রোপণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ৩) মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিজেআরআই এর বিভিন্ন আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাট চাষীদের মাঝে ১৯৯০ (এক হাজার নয়শত নব্বই) কেজি বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

উপসংহার

বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকরা পাটের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে। ফলে কৃষক আবার পাট চাষে উৎসাহিত হচ্ছে এবং আবাদি জমির পরিমাণ ও ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.৪৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে এবং উৎপাদিত হয়েছে ৮২.৭৭ লক্ষ বেল এর অধিক পরিমাণ কাঁচাপাট। পাট চাষাবাদে কৃষককে সহায়তা করার জন্য ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষ্যে বিজেআরআই এর বিভিন্ন আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাট চাষীদের মাঝে ১৯৯০ (এক হাজার নয়শত নব্বই) কেজি বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। প্রতি বছরই পাটের নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল জাত এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে। সার্বিকভাবে পাটের উন্নয়ন শুধুমাত্র উন্নত মানের অধিক পরিমাণ আঁশ উৎপাদনের উপর নির্ভর করে না। কারণ, পাট একটি শিল্পজাত পণ্য। তাই এর উৎপাদন থেকে শুরু করে শিল্পে ব্যবহার, পণ্য উৎপাদন, বিপণন, রপ্তানি ইত্যাদি কার্যক্রমে বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/মন্ত্রণালয়ের একাধিক কার্যক্রম জড়িত। সুতরাং দেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল পাটের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে বলিষ্ঠ সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন।



বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর কার্যক্রম



বিজেআরআই-১ : বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিজেআরআই মেস্তা-৪
(সবজি মেস্তা-২) এর গাছ



বিজেআরআই-২ : বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিজেআরআই মেস্তা-৪
(সবজি মেস্তা-২) এর ফলসহ গাছ



বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর কার্যক্রম



বিজেআরআই-৩ : বিজেআরআই কর্তৃক পাটকাঠি হতে সক্রিয় কার্বন উদ্ভাবনের লক্ষ্যে উৎপাদিত চারকোল



বিজেআরআই-৪ : বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত জুট কটন লাইক্রে ব্লেণ্ডে নিট ফেব্রিক্স



বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর কার্যক্রম



বিজেআরআই-৫ : মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয় ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ও অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব কমলা রঞ্জন দাস এর জিনোম গবেষণা ল্যাবরেটরি, বিজেআরআই পরিদর্শন



বিজেআরআই-৬ : মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিজেআরআই এর প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক বৃক্ষরোপণ





বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

ঈশ্বরদী-৬৬২০, পাবনা





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



ক) ভূমিকা

প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) এ দেশের একটি অগ্রজ ও প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেখানে ইক্ষুসহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন ও বহুমুখী ব্যবহারের উপর গবেষণা পরিচালনা করা হয়। আখের পাশাপাশি সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া, মধু, যষ্টিমধু প্রভৃতি চিনিফসলের গবেষণা ত্বরান্বিত করতে বিগত ১৮ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৯ অনুমোদিত হয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অর্থকরী ফসল ইক্ষু। ইক্ষুর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের মিষ্টিজাতীয় খাদ্যের উৎস চিনি ও গুড় তৈরির শিল্প। এ ছাড়া বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ইক্ষু ছাড়াও সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া, যষ্টিমধু প্রভৃতি মিষ্টি উৎপাদনকারী ফসলের উপর গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বিএসআরআই দেশের চিনি ও গুড় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এগারটি গবেষণা বিভাগ, একটি সঙ্গনিরোধ বা কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র এবং তিনটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এর গবেষণা উইং। অন্যদিকে প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং গঠিত হয়েছে দু'টি প্রধান বিভাগ, নয়টি উপকেন্দ্র এবং দু'টি শাখার সমন্বয়ে। প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং ইক্ষু চাষি ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির প্রদর্শনী স্থাপন, বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনার মাধ্যমে চাষাবাদের নতুন প্রযুক্তির বিস্তার, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই এবং এর ফিডব্যাক তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের রূপকল্প (vision)

অধিক মিষ্টসমৃদ্ধ স্বল্প মেয়াদি সুগারক্রপের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

প্রতিষ্ঠানের অভিলক্ষ্য (mission)

বিভিন্ন চিনিফসলের জাত উদ্ভাবন/প্রবর্তন। চিনিফসলের চাহিদাপ্রসূত, টেকসই প্রযুক্তিসমূহ উদ্ভাবন এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে হস্তান্তর। অর্থনৈতিকভাবে সর্বোচ্চ আয় প্রাপ্তির লক্ষ্যে আখ, সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া প্রভৃতির উপর গবেষণা সম্পাদন। প্রদর্শনী এবং সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমতল, চরাঞ্চল এবং বিভিন্ন প্রতিকূল এলাকা যেমন: লবণাক্ত ও পাহাড়ী এলাকায় বিভিন্ন চিনিফসল চাষ সম্প্রসারণ।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যাবলি

১. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের উৎপাদন কর্মসূচি প্রণয়ন করা।
২. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য সহযোগী প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করা।
৩. ইক্ষু ভিত্তিক খামার তৈরির উপর গবেষণা করা এবং উহার অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ চিহ্নিত করা।
৪. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষণা/অবহিত করা।
৫. বিভিন্ন রকম ইক্ষুর জাত সংগ্রহ করে জার্মপ্লাজম ব্যাংক গড়ে তোলা এবং তা সংরক্ষণ করা।
৬. সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিষ্টিজাতীয় ফসল বিষয়ক যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা।
৭. মিষ্টিজাতীয় ফসল উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে সহযোগিতা করা।
৮. ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা।
৯. সরকারের ইক্ষু নীতি নির্ধারণে সাহায্য করা এবং ইক্ষু সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য যেকোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা।
১০. ইক্ষু চাষীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
১১. উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।



(খ) জনবল

প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্র: নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
০১	গ্রেড ১	১	১	০	মহাপরিচালকের চলতি দায়িত্ব পালন করছেন
০২	গ্রেড ২	২	০	০	-
০৩	গ্রেড ৩	১৬	১০	৬	-
০৪	গ্রেড ৪	২৬	১৪	১২	-
০৫	গ্রেড ৫	২	১	১	-
০৬	গ্রেড ৬	২৭	২৪	৩	-
০৭	গ্রেড ৭	১	০	১	-
০৮	গ্রেড ৮	০	০	০	-
০৯	গ্রেড ৯	৫৬	৪৬	৩	-
১০	গ্রেড ১০	১৭	১৪	৩	-
১১	গ্রেড ১১	২০	১৩	৭	-
১২	গ্রেড ১২	৫০	৩০	২০	-
১৩	গ্রেড ১৩	-	০	০	-
১৪	গ্রেড ১৪	২	২	০	-
১৫	গ্রেড ১৫	১৭	১৩	৪	-
১৬	গ্রেড ১৬	৪৩	২৯	১৪	-
১৭	গ্রেড ১৭	৬	৫	১	-
১৮	গ্রেড ১৮	-	০	০	-
১৯	গ্রেড ১৯	৩০	২৪	৬	-
২০	গ্রেড ২০	৭৭	৬৩	১৪	-
মোট =		৩৯৩	২৮৯	১০৪	-

- ৩০ জুন ২০২২ তারিখের তথ্য।

নতুন নিয়োগ ও পদোন্নতি

প্রতিবেদনাধীন বছরে নিয়োগ			প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
২১	৩৭	৫৮	০	০	০	৫৮

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র: নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	১৫১ জন	-	৯৬ জন	-	২৪৭ জন	এক ব্যক্তি একাধিক ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন
২	গ্রেড ১০	-	-	১৪ জন	-	১৪ জন	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	১৭৯ জন	-	১৭৯ জন	
	মোট	১৫১	-	২৮৯ জন	-	৪৪০ জন	

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র: নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এমএস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	-
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	-
	মোট	-	-	-	-	-

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র: নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	-
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	-
	মোট	-	-	-	-	-

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- চিনির গুড়ার সাহায্যে মৌমাছির ভারোয়া মাইট দমন প্রযুক্তি
মাইটের আক্রমণ দেখা দিলেই চিনির গুড়া তৈরি করে বয়ামে রেখে পাতলা মশারির কাপড় বয়ামের মুখ পেঁচিয়ে সমভাবে চিনির গুড়া মাইট আক্রান্ত মৌকলোনির ফ্রেমে অবস্থানকৃত মৌমাছির শরীরে ভালোভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।
মৌমাছির শরীরে লেগে থাকা চিনিগুড়া পরিষ্কার করার সময় মাইটগুলো শরীর থেকে ফেলে দেয়।
মৌকলোনির ফ্লোর বোর্ডে সাদা আর্ট পেপার কাগজে সয়াবিন তেলের হালকা প্রলেপ দিয়ে কাগজটি কলোনির ফ্লোর বোর্ডে বসিয়ে দিতে হয়।
মৌমাছির শরীর থেকে ফেলানো মাইট ফ্লোর বোর্ডে আটকা পড়ে মারা যায়।
এভাবে পর পর ৭ দিন চিনির গুড়া প্রয়োগ করলে মৌকলোনি মাইটের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে।
- আখের ক্ষতিকারক আগাছা দমনে আগাছানাশক গ্লাইসল (এস এল ৪১%) এবং সেনক্রো ৭০ ডব্লিউজি ব্যবহার প্রযুক্তি
Borreria laevis (রজব আলী) আগাছা দমনে স্প্রে মেশিনের নজলের মাথায় প্রটেক্টর ব্যবহার করে ৫ লিটার/হে. গ্লাইসল (এসএল ৪১%) ৪০০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করা হয়।
অন্যান্য আগাছার জন্য সেনক্রো ৭০ ডব্লিউজি ১.৫ কেজি/হে. হারে আখ রোপনের ৭ দিন এবং ৬০ দিন পর আখের নালায় স্প্রে করা হয়।
স্প্রে করার ৩০ দিন পর ৯২% এর বেশি আগাছা দমন হয়।
আখের ফলনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না।
এক্ষেত্রে প্রয়োগে সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয় না।
- তালের মাক্টিট উৎপাদন প্রযুক্তি
মাক্টিট দিয়ে সহজে তালের মিসরি অথবা দানাদার গুড় তৈরি করা যায় এবং দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।
তালের রস জ্বাল দিয়ে ঘনীভূত করে (৮২-৮৫ % ব্রিক্স) ঘন রস মাটির/ টিনের পাত্রে কয়েকদিন রেখে দিলে মাক্টিট তৈরি হবে।
উৎপাদন সহজ
উৎপাদন খরচ কম
পরিবেশবান্ধব

৪. আখের সাথে ২য় সাথী ফসল হিসেবে সবুজ সারের আবাদ কলাকৌশল
আখের দুই সারির মাঝের ফাঁকা জায়গায় ২য় সাথী ফসল হিসাবে সবুজসার (ধৈধগা/শনপাট) চাষ করে ফুল আসার আগে মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
সবুজসার পচনের ফলে মাটিতে পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ যোগ হয় এবং আখ ফসলে নাইট্রোজেনের যোগান দেয়।
বীজ বপনের সময়ঃ ফেব্রুয়ারি-মার্চ
বীজের পরিমাণঃ ৩-৪ কেজি/বিঘা
বীজ বপন পদ্ধতিঃ ধৈধগা বা শনপাটের বীজ আখের দুই সারির মাঝে ফাঁকা জায়গায় ছিটিয়ে বপন করতে হবে।
সবুজ সার মাটিতে মেশানোর সময়ঃ ধৈধগা বা শনপাটের গাছ নরম অবস্থায় অর্থাৎ ৫-৬ সপ্তাহ বয়সে মাটির সাথে মিশাতে হবে।
সবুজ সার মাটিতে মেশানোর পদ্ধতিঃ আখের দুই সারির মাঝে মিনি পাওয়ার টিলার দিয়ে চাষ দিয়ে বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ধৈধগা গাছ ভাল ভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
ফলনঃ জৈব পদার্থঃ ১০০০-৩০০০ কেজি/বিঘা

৫. বিএসআরআই মিনি MHAT (Mini Hot Air Treatment) প্লান্ট উদ্ভাবন
MHAT প্লান্ট আকার (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা): ৫ ফুট × ৩ ফুট × ৩ ফুট। ভিতরের তাপমাত্রা (৫৪ ডিগ্রী সে.), সময় এবং আর্দ্রতা (> ৯৫%) এবং সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
অভিন্ন তাপ বিতরণের জন্য ব্লোয়ার ব্যবহার করা হয়।
সময়, তাপ এবং আর্দ্রতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সেন্সর কন্ট্রোল প্যানেল ব্যবহৃত হয়।
ক্ষমতাঃ ২০০-২৫০ কেজি/ব্যাচ।
বহনযোগ্য এবং অপারেশনে সহজ।

৬. পাহাড়ি এলাকায় চিবিয়ে খাওয়া আখের সাথে সাথীফসল চাষ প্রযুক্তি
একই জমিতে একাধিক ফসল (বুশবীন, আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুগডাল) উৎপাদন করা যায়।
অন্তর্বর্তীকালীন আয় উপযোগী।
প্রান্তিক চাষীরা নিজস্ব ও তাদের পারিবারিক শ্রম বিনিয়োগের সুযোগ পায়।
ভূমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়।
অধিক মুনাফা অর্জন করা যায় (প্রতি হেক্টরে ৫.৫- ৬.৫ লক্ষ টাকা)।

৭. আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ প্রযুক্তি
দুই সারি আখের মাঝের ফাঁকা জায়গাতে লাভজনকভাবে পেঁয়াজ আবাদ করা যায় এবং আখের ফলনে কোন প্রভাব পড়ে না।
পেঁয়াজ গাছ ছোট, পাতা কম ও সরু এবং গুচ্ছ মূলের পরিধি সীমিত হওয়ায় আখের সাথে মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান নিতে তেমন কোন প্রতিযোগিতা হয় না।
পেঁয়াজের পাতায় তীব্র ঝাঁঝ থাকায় সাথীফসল হিসাবে চাষ করলে আখে পোকা মাকড়ের উপদ্রব কম হয়।
পেঁয়াজ আবাদ করতে হলে আগাম আখ চাষ করতে হয়। ফলে আখের ফলন ও চিনি আহরণের হার বৃদ্ধি পায়।
সাথীফসল চাষের ফলে প্রধান ফসলের সাথে বাড়তি আয় পাওয়া যায়।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

- (১) প্রকল্পের নাম : কৃষক পর্যায়ে আখের রোগমুক্ত পরিচ্ছন্ন বীজ উৎপাদন ও বিস্তার
- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৪
- প্রকল্প এলাকা : ঠাকুরগাঁও, রংপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, বগুড়া, নাটোর, চাপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, খুলনা, সাতক্ষীরা, নড়াইল, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, বিনাইদহ, বরিশাল, ভোলা, বালকাঠি, পিরোজপুর, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, কুমিল্লা, নোয়াখালী

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	: ২৫৬২.৬০ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ	: ৪০০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: ১. দেশে আখের রোগমুক্ত পরিচ্ছন্ন বীজ (Disease free clean seed) এর চাহিদা পূরণ করা; ২. পরিকল্পিতভাবে আখের রোগমুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও গুণগতমানসম্পন্ন ৭,০০০ টন ভিত্তি বীজ (Foundation Seed) ও ২৫,০০০ টন প্রত্যয়িত বীজ (Certified Seed) কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন করে প্রস্তুত প্রকল্প এলাকার ৩২,০০০ জন কৃষকের মাঝে বিস্তার করা; ৩. বর্তমানে ব্যবহৃত রোগাক্রান্ত নিম্নমানের আখের স্থলে উচ্চ ফলনশীল ও উচ্চ চিনিযুক্ত আধুনিক জাতের রোগমুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও গুণগত মানসম্পন্ন বিশুদ্ধ বীজ প্রতিস্থাপনের এলাকা ৪-৫% থেকে কমপক্ষে ৫০% এ উন্নীত করার প্রেক্ষিতে আখের ফলন অন্তত: ১৫% বৃদ্ধি করা এবং আখের মড়ক অর্ধেক নামিয়ে আনা; ৪. ১৫০ জন সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ৪৫৮ জন সম্প্রসারণ কর্মী ও ৩,০০০ জন আখচাষীকে গুণগতমানসম্পন্ন রোগমুক্ত ভিত্তি ও প্রত্যয়িত আখের বীজ উৎপাদনের আধুনিক কলাকৌশল বিষয়ে কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা; ৫. ৩১টি সেমিনার/কর্মশালার মাধ্যমে ৩,২৫০ জন কর্মকর্তা-মাঠকর্মীকে প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও বীজ আখ উৎপাদন বিষয়ে অবহিত করা; ৬. ৩০টি মাঠ দিবস বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২,৪০০ জন কৃষকের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

এ বছরের কার্যক্রম	: ১৫ লক্ষ আখের চারা উৎপাদন করা হয়েছে। ২৩০টি ভিত্তি বীজ প্লট এবং ২৫০টি প্রত্যয়িত বীজ প্লট স্থাপন করা হয়েছে। ১০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন চিনিকলে ১০টি সেমিনার সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৭ জন জনবল আউটসোর্সিং এ নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ভাড়াকৃত গাড়ী সংগ্রহ করা হয়েছে। ল্যাব ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে উক্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

(২) প্রকল্পের নাম	: আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে ডাল, মসলা ও সবজি জাতীয় ফসল উৎপাদন
প্রকল্পের মেয়াদ	: জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৪
প্রকল্প এলাকা	: পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, নাটোর, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, জামালপুর
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	: ১৪৮৬.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ	: ২০২.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: ১. আখের সাথে ১ম সাথীফসল হিসেবে ডাল জাতীয় (মসুর, ছোলা, মটর, খেসাড়ি, ও মাসকলাই) ফসলের ৬০০টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের মাধ্যমে ৬৭.৫০ টন ডাল এবং ৩,৬০০ টন আখ উৎপাদন; ২. আখের সাথে ২য় সাথীফসল হিসেবে মুগডালের ৩৩৫০টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের মাধ্যমে ৩৬৮.৫০ টন মুগডাল উৎপাদন; ৩. আখের সাথে ১ম সাথীফসল হিসেবে মসলা জাতীয় (পিঁয়াজ ও রসুন) ফসলের ১,৮০০টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের মাধ্যমে ১,৩০৫ টন মসলা ফসল এবং ১০,৮০০ টন আখ উৎপাদন;



এ বছরের কার্যক্রম : ১ম সাথী ফসল হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ডাল (মসুর, ছোলা, মটর, খেসাড়ি, ও মাসকলাই) ফসলের ৯৯টি প্লট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ১ম সাথী ফসল হিসেবে মসলার (পিঁয়াজ ও রসুন) ২০০টি এবং সবজির (ফুলকপি, টমেটো ও আলু) ১৫০টি প্লট স্থাপন করা হয়েছে। ২য় সাথীফসল হিসেবে মুগডালের ৪৪৯টি প্লট স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সাথীফসল উৎপাদন প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ১০টি মাঠ দিবস অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার কৃষকদের বর্তমান পরিস্থিতি যাচাইয়ের প্রাক প্রকল্প জরিপের তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে উক্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচিঃ

(১) কর্মসূচির নাম : পুষ্টি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মধু ও মৌ চাষ গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ

কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৩

কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৯৪.০০ লক্ষ টাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ : ৩২২.৯৬ লক্ষ টাকা

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : ১. মৌমাছি ও মধু বিষয়ক গবেষণার জন্য যন্ত্রপাতি ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সমন্বিত একটি এপিয়ারি (গবেষণাগার) স্থাপন করা।
২. রানী মৌমাছির কৃত্রিম প্রজনন, পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা ও মধুর উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং
৩. আধুনিক পদ্ধতিতে মৌ পালন ও মধু উৎপাদন কৌশল সম্পর্কে কৃষকদের জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

এ বছরের কার্যক্রম : উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত মৌমাছি ও মধু বিষয়ক গবেষণায় প্রয়োজনীয় গবেষণা যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে। ১৫ ব্যাচ মৌয়াল/মৌচাষি প্রশিক্ষণ ও ৫টি মাঠ দিবস সম্পন্ন হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে উক্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

(২) কর্মসূচির নাম : উন্নতমানের তাল ও খেজুরের চারা উৎপাদন ও বিতরণ

কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৩

কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০০.০০ লক্ষ টাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ : ১১৪.৭০ লক্ষ টাকা

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : ১. দীর্ঘমেয়াদে বজ্রমৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে সারাদেশে ৬৫,০০০ পরিবেশবান্ধব উন্নত জাতের তালের চারা উৎপাদন।
২. পরিবেশবান্ধব ও উন্নত তালের চারা রোপণ ও বিস্তার কার্যক্রম সাবলীলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ৩০টি মাঠ দিবসের মাধ্যমে ৩০ স্থানে ৩০টি কৃষক গ্রুপ গঠন।
৩. গঠনকৃত গ্রুপের মাধ্যমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের সম্পৃক্ত করে উৎপাদিত পরিবেশবান্ধব ও উন্নত জাতের ৬৫,০০০ তালের চারা বিতরণ; পুকুরপাড়, বাঁধ ও রাস্তার ধার, জমির আইলসহ অনাবাদী ও পতিত জমিতে রোপণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
৪. তালের চারা তৈরির উন্নত কলাকৌশল বিস্তার টেকসইকরণ ও তাল গাছ নিধন রোধে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ৩৮ ব্যাচ চাষি/নার্সারী কর্মী প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫. তালের চারা এবং তালগাছ হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপকরণ বিক্রয়ের মাধ্যমে উপকারভোগীদের আয় বৃদ্ধির উপায় সৃষ্টিকরণ এবং কোভিড-১৯ এর অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় উপকারভোগীদের সহায়তাকরণ।

এ বছরের কার্যক্রম : উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় মোট ৪০,০০০টি তালের চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়েছে। ২০ ব্যাচে ৫০০ জন চাষী/নার্সারী কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০টি মাঠ দিবস সম্পন্ন করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে উক্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

(৩) কর্মসূচির নাম : অধিক ফলনশীল নতুন ইক্ষু জাত বিস্তারের মাধ্যমে ইক্ষুর ফলন বৃদ্ধি কর্মসূচি
কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৩
কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯২.২৫ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ : ৪৭.০৪ লক্ষ টাকা
কর্মসূচির উদ্দেশ্য : ১. নতুন ইক্ষু জাতের বীজ সহজলভ্যতার মাধ্যমে আবাদ ও ফলন বৃদ্ধি করে আখ চাষীর আয় বৃদ্ধি করা।
২. নিরাপদ আখের গুড় ও রস উৎপাদন বৃদ্ধির করে গ্রামীণ জনপদের বছরব্যাপী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং
৩. ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

এ বছরের কার্যক্রম : উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট এবং চাঁপাই নবাবগঞ্জে ৫৫টি গবেষণা প্লট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ৩০ ব্যাচ প্রশিক্ষণ ও ৩টি মাঠ দিবস সম্পন্ন হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে উক্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

(৪) কর্মসূচির নাম : সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খরাপ্রবণ ও চরাঞ্চলে চিবিয়া খাওয়া ইক্ষু চাষ বিস্তার কর্মসূচি
কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই, ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত
কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৬১.৬০ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ : ৮৮.০০ লক্ষ টাকা
কর্মসূচির উদ্দেশ্য : ১. বাংলাদেশের খরাপ্রবণ ও চরাঞ্চলে চিবিয়া খাওয়া ইক্ষুর টেকসই চাষ বৃদ্ধিকরণের জন্য সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন।
২. চিবিয়া খাওয়া আখ চাষের জন্য টেকসই সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সমূহ কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার।
৩. সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বছরব্যাপী খরা ও চরাঞ্চলে চিবিয়া খাওয়া আখ চাষ বৃদ্ধি করে দারিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা।
৪. সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বছরব্যাপী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের বাড়ির আঙ্গিনায় চিবিয়া খাওয়া আখ চাষ বৃদ্ধি করে ক্ষুদ্র চাষি এবং নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সুযোগ সৃষ্টি করা।
৫. চিবিয়া খাওয়া আখ চাষের ব্যাপক বিস্তার এবং বিপন্ন কর্মকাণ্ডে বেকার জনসাধারণ এবং নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নারীর ক্ষমতায়ন।

এ বছরের কার্যক্রম : উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মসূচি এলাকায় ২০০টি গবেষণা প্লট এবং ১০৪টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে। ১৪ ব্যাচ চাষি প্রশিক্ষণ ও ৪টি মাঠ দিবস সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণা ও প্রদর্শনী প্লটের ফলাফল সম্প্রসারণের জন্য ১টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

(৫) কর্মসূচির নাম : টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে স্টেভিয়ার চারা উৎপাদন, মাঠ মূল্যায়ন ও স্টেভিওসাইড নিষ্কাশন
কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই, ২০২১ খ্রি. থেকে জুন, ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত।
কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় : ২২৫.০০ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ : ১০.০০ লক্ষ টাকা



কর্মসূচির উদ্দেশ্য

১. স্টেভিয়ার উপযুক্ত এক্সপ্লান্টসমূহ চিহ্নিতকরণ।
২. টিস্যু কালচারের জন্য উপযুক্ত কালচার মিডিয়া নির্ধারণ।
৩. স্টেভিয়ার অনুচারা উৎপাদন।
৪. কাজিত অপুষ্পক সোমাক্লোন উৎপাদন ও আনবিক চরিত্র বিশ্লেষণ।
৫. স্টেভিয়া এক্সট্রাকশন মেশিনের সাহায্যে স্টেভিওসাইড নিষ্কাশন করা।

এ বছরের কার্যক্রম

: উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে স্টেভিয়ার ১০টি প্রদর্শনী পুট স্থাপন করা হয়েছে।
এছাড়া ৫ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ ও ১টি সেমিনার আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

(ছ) পরিচালন (অনুলয়ন) বাজেট : ৩৭৭০.৫০ লক্ষ টাকা।

(জ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি :

(ঝ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

চিনির গুড়ার সাহায্যে মৌমাছির ভারোয়া মাইট দমন প্রযুক্তি। আখের ক্ষতিকারক আগাছা দমনে আগাছানাশক গ্লাইসল (এস এল ৪১%) এবং সেনক্রো ৭০ ডব্লিউজি ব্যবহার প্রযুক্তি। তালের মাফিট উৎপাদন প্রযুক্তি। আখের সাথে ২য় সাথীফসল হিসেবে সবুজ সারের আবাদ কলাকৌশল। বিএসআরআই মিনি MHAT (Mini Hot Air Treatment) প্লান্ট উদ্ভাবন। পাহাড়ি এলাকায় চিবিয়ে খাওয়া আখের সাথে সাথীফসল চাষ প্রযুক্তি। আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ প্রযুক্তি।

(ঞ) উপসংহার

বিবেচ্য সময়ে অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থ বছরে হাওড়, চরাঞ্চল, পাহাড় ও লবণাক্ত এলাকাসমূহে বিভিন্ন সুগারক্রপের উন্নত ও সম্ভাবনাময় জাত ও প্রযুক্তিসমূহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নানামুখী পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় চাষিরা আখসহ অন্যান্য চিনিফসল যেমন: তাল, খেজুর, গোলপাতা ও স্টেভিয়া চাষাবাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে যা বিএসআরআই এর কর্মসূচি ও প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবসে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। নতুন পরিকল্পনার আওতায় বিএসআরআই যষ্টিমধু ও প্রাকৃতিক মধুর উপর বিশেষ গবেষণা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এসডিজি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে।



বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



বিগত ২-৩ জুন, ২০২২ খ্রি. তারিখে বিএসআরআই এ অনুষ্ঠিত লিচু মেলা ২০২২ এর প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক



বিগত ২-৩ জুন, ২০২২ খ্রি. তারিখে ঈশ্বরদী, পাবনায় অনুষ্ঠিত লিচু মেলা ২০২২ এ বিএসআরআই এর স্টল পরিদর্শনরত মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি



বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



বিগত ১৫ মে, ২০২২ খ্রি. তারিখে বিএসআরআই, আঞ্চলিক কেন্দ্র, সুবর্ণচর, নোয়াখালীতে তাল গাছ রোপণ করেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, সম্মানিত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়



বিগত ১৮ জুন, ২০২২ খ্রি. তারিখে নাটোর বনপাড়ায় আয়োজিত ইক্ষুর সাথে সাথীফসল চাষ বিষয়ক মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. আব্দুল কুদ্দুস, মাননীয় সংসদ সদস্য, নাটোর-০৪



বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



জয়পুরহাটে ইক্ষুর সাথে ১ম সাথীফসল হিসেবে পিঁয়াজ চাষ



নাটোরে ইক্ষুর সাথে ২য় সাথীফসল হিসেবে মুগডাল চাষ



বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



বিএসআরআই উদ্ভাবিত মিনি MHAT প্লান্ট





মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

www.srdi.gov.bd

ভূমিকা :

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ন ও উন্নয়ন সম্ভাবনার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে ‘সয়েল সার্ভে প্রজেক্ট অব পাকিস্তান’ নামে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর গোড়াপত্তন হয়। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষি উন্নয়নের জন্য সমগ্র দেশের প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ (Reconnaissance Soil Survey) সম্পন্ন করা। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠানটি ‘মৃত্তিকা জরিপ বিভাগ’ রূপে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭৫ সালের মধ্যে দেশের প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্ন হয়। ১৯৮৩ সালে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৃত্তিকা জরিপ বিভাগটি পুনর্গঠন, সম্প্রসারণ এবং নতুন নামকরণ করে মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে ‘মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভূমি ও মাটির গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে মাটির শ্রেণিবিন্যাস এবং এ সমস্ত উপাত্ত সম্বলিত মানচিত্র প্রণয়ন ও সরবরাহ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের অন্যতম প্রধান কাজ। গবেষণা ও সম্প্রসারণধর্মী এ প্রতিষ্ঠানটি ভূমি, মৃত্তিকা, সার ও সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবহার বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠকর্মীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি মাটির ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় যথা-জৈব পদার্থ ও পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি, মৃত্তিকা অম্লত্ব, লবণাক্ততা ও ভূমি ক্ষয়, উপকূলীয় এলাকার ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির সেচ উপযোগিতা, কৃষি জমির অকৃষি জমিতে রূপান্তর, ভূমির নিষ্কাশন জটিলতা বিষয়ে নিয়মিত পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানকল্পে গবেষণামূলক কাজ করে থাকে। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় ছাড়াও ০৭টি বিভাগীয় কার্যালয়, ০৭টি বিভাগীয় গবেষণাগার, ০১টি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, ৩৩টি আঞ্চলিক কার্যালয়, ১৬টি আঞ্চলিক গবেষণাগার ও ২টি গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মৃত্তিকা স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

- (১) মৃত্তিকা ও ভূমি সম্পদের ইনভেন্টরি তৈরি।
- (২) ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সক্ষমতাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস।
- (৩) ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সেবা গ্রহণকারীর উপযোগী নির্দেশিকা, পুস্তিকা ও সহায়িকা প্রণয়ন।
- (৪) সমস্যাক্রিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা।
- (৫) শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা।

উদ্দেশ্য (Objectives)

যথাযথ টেকসই ভূমি ও মৃত্তিকা (বাংলাদেশের প্রধান সম্পদ) ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

জনবল (Manpower)

ক্র. নং	বেতন গ্রেড	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১	গ্রেড-১	-	-	-
২	গ্রেড-২	২	-	২
৩	গ্রেড-৩	১৯	৮	১১
৪	গ্রেড-৪	৭৩	২৫	৪৮

৫	গ্রেড-৫	-	-	-
৬	গ্রেড-৬	১২৩	৯৪	২৯
৭	গ্রেড-৭	-	-	-
৮	গ্রেড-৮	-	-	-
৯	গ্রেড-৯	২০৩	৮১	১২২
১০	গ্রেড-১০	১১	৯	২
১১	গ্রেড-১১	১৪	১	১৩
১২	গ্রেড-১২	৮	-	৮
১৩	গ্রেড-১৩	৩৪	২৯	৫
১৪	গ্রেড-১৪	৩৮	৩৪	৪
১৫	গ্রেড-১৫	-	-	-
১৬	গ্রেড-১৬	১৫৫	৯৩	৬২
১৭	গ্রেড-১৭	৩০	৮	২২
১৮	গ্রেড-১৮	৫৫	৫২	৩
১৯	গ্রেড-১৯	১	-	১
২০	গ্রেড-২০	১৯০	১৫৩	৩৭
মোট =		৯৫৬	৫৮৭	৩৩২

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১৪	৯	২৩	৫২	-	৫২

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ (জন)					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৪৩	৫	-	-	৪৮	
২	গ্রেড ১০	-	-	২	-	২	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	১২	-	১২	
	মোট =	৪৩	৫	১৪	-	৬২	

মানব সম্পদ উন্নয়ন (উচ্চ শিক্ষা)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা (জন)				মন্তব্য
		পিএইচডি	এমএস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	১১	-	-	১১	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট =	১১	-	-	১১	

বৈদেশিক সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/ এক্সপোজার ভিজিট

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (জন)				মন্তব্য
		প্রশিক্ষণ	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	-
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	-
	মোট =	-	-	-	-	-

কার্যাবলী

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের বৈশিষ্ট্যায়ন

- আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে উপজেলাভিত্তিক ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ।
- ইউনিয়নভিত্তিক ভূমি, মৃত্তিকা ও সার সুপারিশ সহায়িকা প্রণয়ন।
- সরকারি ও বেসরকারি কৃষি খামারের বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ করে মানচিত্রসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন।

কৃষক সেবা

- স্থায়ী মৃত্তিকা গবেষণাগারে মৃত্তিকা নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণের ফলাফল ও ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সুষম সার সুপারিশ।
- ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের (এমএসটিএল) মাধ্যমে সরেজমিনে কৃষকের মাটি পরীক্ষা করে সুষম সার সুপারিশ।
- টেকসই মৃত্তিকা ও ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের মধ্যে মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ।
- ইউনিয়নভিত্তিক ভূমি শ্রেণির গড় উর্বরতা মানের ভিত্তিতে প্রধান প্রধান ফসলের জন্য সার সুপারিশ সংবলিত ফেস্টুন তৈরি ও বিতরণ।

আইসিটি সেবা

- মোবাইল ফোন এবং ইউডিসি এর মাধ্যমে ইনস্টিটিউট কর্তৃক সৃজিত মৃত্তিকা উর্বরতা বিষয়ক বিশাল তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দেশের যে কোন অঞ্চলের কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী ফসলের ডিজিটাল (অনলাইন) সার সুপারিশ।
- অনলাইনে উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন নদ-নদীর পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা জেনে সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ।
- উপজেলাভিত্তিক মৃত্তিকা উর্বরতার তথ্যের ভিত্তিতে অফলাইনে কৃষকের জমিতে ফসল উৎপাদনে সুষম মাত্রার সার সুপারিশের সুবিধা।

সার নমুনা বিশ্লেষণ

- সারের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে রাসায়নিক ও জৈব সারের নমুনা বিশ্লেষণ।
- সরেজমিন ভেজাল সার সনাক্তকরণের সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।



মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততা এবং উর্বরতা পরিবীক্ষণ

- উপকূলীয় এলাকায় মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততার দীর্ঘমেয়াদি পরিবীক্ষণ।
- মৃত্তিকা উর্বরতার দীর্ঘমেয়াদি পরিবীক্ষণ।

সমস্যায়ুক্ত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা

- মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততা জরিপের মাধ্যমে বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততা আক্রান্ত জমি চিহ্নিতকরণ ও মানচিত্রসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত মাটির ব্যবস্থাপনার কৌশল উদ্ভাবন।
- পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- অল্লীয় এবং জৈব (পিট) মাটির ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

প্রযুক্তি হস্তান্তর

- মৃত্তিকা পরীক্ষাভিত্তিক সুখম সার ব্যবহার প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ্যাডাপ্টিভ ট্রায়াল।
- কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরকে ভূমি ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মাটির নমুনা সংগ্রহ ও সুখম সার ব্যবহার বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ।
- সরেজমিন ভেজাল সার শনাক্তকরণ বিষয়ে জেলা, উপজেলা ও ব্লক পর্যায়ে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, সারের ডিলার, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা ও কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রযুক্তি বিস্তারের লক্ষ্যে ডকুমেন্টারি ফিল্ম, লিফলেট, পুস্তিকা, পোস্টার প্রকাশ।

মানচিত্র প্রণয়ন

- মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ মানচিত্র
- মৃত্তিকা উর্বরতা মানচিত্র
- মৃত্তিকা লবণাক্ততা মানচিত্র
- শস্য উপযোগিতা মানচিত্র
- ভূমি ব্যবহার মানচিত্র
- ভূ-প্রকৃতি মানচিত্র
- বন্যার আশংকায়ুক্ত এলাকার মানচিত্র
- খরাপ্রবণ এলাকার মানচিত্র
- সমস্যায়ুক্ত মৃত্তিকা মানচিত্র
- ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র।

এ সকল মানচিত্র মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়, ঢাকা থেকে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে এ ৪ (২১.০ সে.মি. × ২৯.৭ সেমি.) ও এ ১ (৫৯.৪ সেমি. × ৮৪.১ সেমি.) সাইজের মানচিত্রের মূল্য যথাক্রমে ১০০.০০ (একশত) ও ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের আওতাধীন বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, বিভাগীয় গবেষণাগার, আঞ্চলিক গবেষণাগার ও গবেষণাকেন্দ্র কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো-

ক্র. নং	উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি	গৃহীত কার্যাবলির সামগ্রিক ফলাফল
১.	উপজেলা ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা হালনাগাদকরণের জন্য মাঠ জরিপ	উপজেলা নির্দেশিকা হালনাগাদকরণের জন্য ৫০টি উপজেলার আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে।
২.	ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা (ইউনিয়ন সহায়িকা) প্রকাশ	ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৩২টি ইউনিয়ন সহায়িকা প্রকাশ করা হয়েছে।

৩.	অনলাইন ফার্মিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেমের জন্য তথ্য উপাত্ত হালনাগাদকরণ	ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেশের সবগুলো উপজেলার মাটির উর্বরতামান অনুযায়ী সুষম সার সুপারিশের লক্ষ্যে ৩৫টি উপজেলার তথ্য উপাত্ত হালনাগাদ করা হয়েছে।
৪.	অনলাইন সার সুপারিশ কার্যক্রম	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৪০,২০৬টি সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করা হয়েছে।
৫.	স্থায়ী গবেষণাগারে মাটি, পানি ও উদ্ভিদের নমুনা বিশ্লেষণ এবং উপযোগী ফসল ও ফসল বিন্যাসভিত্তিক সার সুপারিশ কার্ড প্রদান	কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক গবেষণাগারসমূহে ২৫,৬৫১টি মাটির নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণপূর্বক চাহিদা মোতাবেক ফসল ও ফসল বিন্যাসভিত্তিক সার সুপারিশ কার্ড প্রণয়ন ও বিতরণ করা হয়েছে।
৬.	ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগার কর্মসূচি	মৃত্তিকা পরীক্ষা করে জমিতে সার প্রয়োগের বিষয়টি জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এসআরডিআই-এর ১০টি ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে রবি ২০২১ এবং খরিফ ২০২২ মৌসুমে মোট ১১২টি উপজেলায় কৃষকের জমির মাটি পরীক্ষা করে মোট ৫,৭২১ জন কৃষককে তাদের চাহিদা মারফিক ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
৭.	মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি, ভেজাল সার শনাক্তকরণ, অনলাইন সার সুপারিশ, সমস্যাশীর্ণ মাটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদনসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় ১৬,০১৫ জন কৃষক, কৃষিকর্মী ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
৮.	কৃষকদের মাঝে সার সুপারিশ কার্ড প্রদান	বিভাগীয় কার্যালয়, বিভাগীয় গবেষণাগার, আঞ্চলিক কার্যালয় ও আঞ্চলিক গবেষণাগারগুলোর মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫৪,০৭৭টি সার সুপারিশ কার্ড প্রণয়ন ও বিতরণ করা হয়েছে।
৯.	সারের গুণগত মান নির্ণয়	এসআরডিআই-এর সার পরীক্ষাগার এবং সার পরীক্ষা সুবিধাসম্বলিত মৃত্তিকা পরীক্ষাগারসমূহে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফত প্রাপ্ত ৪,৫৮৬টি সার নমুনার গুণগতমান বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
১০.	মাটি ও পানির লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ	লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে খুলনা এবং বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ সাইটসমূহ থেকে নিয়মিত মাটির নমুনা এবং নদ-নদী, গভীর ও অগভীর নলকূপে পানির নমুনা নিয়মিত সংগ্রহ ও ইসি নির্ণয় করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় ১,১১৮টি মাটি ও পানির নমুনা সংগ্রহ করে লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ উপাত্ত সৃজন এবং বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি মাসে লবণাক্ততা প্রতিবেদন তৈরি করে সেচ উপযোগিতার মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
১১.	লবণাক্ত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা	উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত মৃত্তিকায় ৩০০টি প্রায়োগিক গবেষণা ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে।
১২.	মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র-এর গবেষণা ও সম্প্রসারণ	বান্দরবানে অবস্থিত মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে ২০২১-২২ অর্থবছরে পাহাড়ি ভূমির ক্ষয় প্রবণতা, ক্ষয়ের পরিমাণ, মৃত্তিকা ক্ষয়ের ওপর মাটির গঠন প্রকৃতির প্রভাব, ক্ষয় প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রজাতির ঝোঁপালো উদ্ভিদের প্রভাব এবং মৃত্তিকা ক্ষয় প্রতিরোধ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক মোট ১২টি গবেষণা

		কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য ক্ষয়প্রবণ ভূমি পুনর্বাসনের জন্য Jute-Geo Textile ব্যবহার এবং Bench Terrace পদ্ধতি প্রচলনের জন্য মাঠ প্রদর্শনীভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পাশাপাশি অন্যান্য নিয়মিত কার্যক্রম যেমন- আবহাওয়া উপাত্ত সংগ্রহ ও সরবরাহকরণ, বনায়ন সৃজন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যা ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
১৩.	মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তির এ্যাডাপটিভ ট্রায়াল স্থাপন	রবি ও খরিফ মৌসুমে মাটির উর্বরতা মানের ভিত্তিতে ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সুখম সার প্রয়োগ বিষয়ে মোট ৪২টি এ্যাডাপটিভ ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে।
১৪.	মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুখম সার ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ	৪২টি এ্যাডাপটিভ ট্রায়াল এলাকায় কৃষক সমাবেশ/মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। এছাড়া মাটি পরীক্ষা ও সুখম সার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রচারণামূলক পোস্টার, লিফলেট, সাইনবোর্ড, বিভিন্ন পত্রিকা, সাময়িকীতে বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
১৫.	প্রকাশনা	• Annual Report ২০২০-২০২১; • ইউনিয়ন ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা প্রকাশ; • ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা (উপজেলা নির্দেশিকা) প্রণয়ন • Soil Atlas of Bangladesh; • Soil Test Based Fertilizer Recommendation Guide following FRG- 2018
১৬.	বিবিধ	• বাংলাদেশ বেতার এর ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরসহ অন্যান্য কেন্দ্র থেকে ফসল সংশ্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা, সমস্যাক্রিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও মৃত্তিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক কথিকা প্রচার ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে; • ঢাকা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর গবেষণা বিষয়ক ছাত্র, শিক্ষক ও বিজ্ঞানীদের পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।

উন্নয়ন প্রকল্প

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের কার্যকাল	২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থবছরের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
১.	মৃত্তিকা গবেষণা এবং গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২২	১৯৪৬.০০	১৯৪৩.০০ (৯৯.৮৫%)
২.	গোপালগঞ্জ-খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষীরা-পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন ১ম সংশোধিত প্রকল্প (এসআরডিআই অংগ) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৩	৩০০.০০	২৯৯.০০ (৯৯.৬৬%)
৩.	এসআরডিআই এর ভবন নির্মাণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সিসিবিএস) প্রকল্প	জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩	১৩৪২.০০	১৩৩১.০০ (৯৯.১৮%)
৪.	নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক ১ম সংশোধিত (পাইলট) প্রকল্প (এসআরডিআই অংগ)	জুলাই, ২০১৮ হতে মার্চ, ২০২২	৩৬.০০	৩২.৩৮ (৮৯.৯৫%)

কর্মসূচির তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের কার্যকাল	২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থবছরের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
১.	বরেন্দ্র অঞ্চলে অগ্নীয় মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই ফসল উৎপাদন ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি জন্য ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রযুক্তি ব্যবহার শীর্ষক কর্মসূচি।	জুলাই, ২০২০- জুন, ২০২৩	১৭.৭৭	১৭.৭৭
২.	দূর-অনুধাবন (Remote sensing) পদ্ধতি ও উপজেলা নির্দেশিকা ব্যবহার করে বিভিন্ন ফসলের আবাদকৃত জমির আয়তন নির্ধারণ।	জুলাই, ২০২০- জুন, ২০২৩	৩১৩.৯৫	২৪৬.০৬৩
৩.	নবসৃষ্ট তিনটি গবেষণাগার জোরদারকরণ কর্মসূচি।	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩	২৯২.১০	২৮৩.৯০৯

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে দেশের সীমিত ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে উপজেলা ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা (উপজেলা নির্দেশিকা) হালনাগাদকরণের জন্য ৫০টি উপজেলার আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। ভূমি, শস্য, মাটি, পানি, জলবায়ু ইত্যাদির একটি বিশাল তথ্য ভাণ্ডার হিসেবে স্থানভিত্তিক কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, ফসল নির্বাচন, সুশ্রম সার ব্যবহার, কৃষি উপকরণের চাহিদা নিরূপণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী নির্ধারণসহ অন্যান্য কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে নির্দেশিকাসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থানভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদানের জন্য ইউনিয়ন ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা প্রণয়ন ও মুদ্রণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৩২টি ইউনিয়ন সহায়িকা প্রকাশ করা হয়েছে। ইউনিয়নভিত্তিক মাটির উর্বরতামান অনুসারে নির্দিষ্ট ফসলের জন্য সুশ্রম সার সুপারিশ বিষয়ক ফেস্টুন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বিভিন্ন উপকারভোগীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র, বটিয়াঘাটা, খুলনা এর আওতায় উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত মৃত্তিকায় ৩০০টি প্রায়োগিক গবেষণা ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে এবং উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় ডিবিং এবং চারা রোপন পদ্ধতিতে ভুট্টা চাষ, টপ সয়েল কার্পেটিং এর মাধ্যমে চিংড়ি ঘেরের পাড়ে বর্ষাকালীন তরমুজ চাষ প্রভৃতি নতুন প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বান্দরবানে অবস্থিত মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে ২০২১-২২ অর্থবছরে পাহাড়ি ভূমির ক্ষয় প্রবণতা, ক্ষয়ের পরিমাণ, মৃত্তিকা ক্ষয়ের উপর মাটির গঠন প্রকৃতির প্রভাব, ক্ষয় প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রজাতির ঝোপালো উদ্ভিদের প্রভাব এবং মৃত্তিকা ক্ষয় প্রতিরোধ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক মোট ১২টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য ক্ষয়প্রবণ ভূমি পুনর্বাসনের জন্য Jute-Geo Textile ব্যবহার এবং Bench Terrace পদ্ধতি প্রচলনের জন্য মাঠ প্রদর্শনী করা হয়েছে। পাহাড়ি ঢালে ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য ঝাড়ের বেড়া (Hedge Row) প্রযুক্তি এবং পাহাড়ের ঢালে Slash & Burn পদ্ধতির পরিবর্তে Slash & Mulch with Agroforestry পদ্ধতিতে জুম চাষ প্রভৃতি প্রযুক্তিসমূহ উদ্ভাবিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এ ‘দূর-অনুধাবন পদ্ধতি (Remote Sensing) ও উপজেলা নির্দেশিকা ব্যবহার করে বিভিন্ন ফসলের আবাদকৃত জমির আয়তন নির্ধারণ’ শীর্ষক একটি কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে কোন এলাকার আবাদি জমির আয়তন, ঐ জমিতে আবাদকৃত ফসলের ধরণ খুব সহজেই নিরূপণ করা যাবে এবং উক্ত ফসলের জন্য ঐ এলাকার ভূমি শ্রেণী অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণের পরিমাণ নিরূপণ করা যাবে। মাটির পুষ্টিগুণের তথ্য ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নির্ধারণ করা যাবে। এতে করে সারের অপচয় কম হবে, ফলে মাটির উর্বরতা সংরক্ষণের পাশাপাশি ফসলের ফলনও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া মৃত্তিকা পরীক্ষা করে জমিতে সার প্রয়োগের বিষয়টি জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এসআরডিআই-এর ১০টি ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে রবি ২০২১ এবং খরিফ ২০২২ মৌসুমে মোট ১১২টি উপজেলার কৃষকের জমির মাটি পরীক্ষা করে মোট ৫,৭২১ জন কৃষককে তাদের চাহিদা মারফি ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

উপসংহার

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট টেকসই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের মৃত্তিকা সম্পদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের সকল উপজেলার মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে এসআরডিআই এক বিশাল তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করেছে। অনলাইন সার সুপারিশ পদ্ধতিতে (OFRS) এদেশের ডিজিটাইজেশনের একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। তাছাড়া অফলাইন ডিজিটাল সার সুপারিশ কর্মসূচির মাধ্যমেও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কৃষকদের চাহিদামাফিক ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান করেছে। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে জমিতে সুষম সার প্রয়োগে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। অধিকন্তু সমস্যাশীল মাটি অর্থাৎ লবণাক্ত ও অম্লীয় মাটি এবং পাহাড়ি অঞ্চলের মাটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ প্রতিষ্ঠান দেশের আপামর কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করবে এবং দেশের মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। কৃষক সেবার মাধ্যমে দেশের কৃষি খাতকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম।



মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস-২০২১ পালন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয়, সিনিয়র সচিব মহোদয়সহ অন্যান্য সম্মানিত অতিথিবৃন্দ



হালনাগাদ উপজেলা ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা (উপজেলা নির্দেশিকা) প্রণয়নের লক্ষ্যে আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ কার্যক্রম



মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



কৃষকদের মাঝে সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ কার্যক্রম



মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কৃষকদের মাঝে চারা বিতরণ কার্যক্রম



মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

জাম্মাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ কার্যক্রম

পাহাড়ি এলাকায় মাটি ধ্বসে যাওয়া রোধে 'বেঞ্চ-টেরাস (Bench-Terrace)' প্রযুক্তির ব্যবহার



ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ কার্যক্রম



পাহাড়ি এলাকায় মাটি ধসে যাওয়া রোধে 'বেঞ্চ-টেরাস (Bench-Terrace)' প্রযুক্তির ব্যবহার





কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে ডিজিটাল যাত্রা



কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

খামারবাড়ি, ফার্মগেট

ঢাকা-১২১৫





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



কৃষি বিপণন অধিদপ্তর www.dam.gov.bd

ভূমিকা

অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে ১৯২৮ সনের ‘রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচার’ কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে একটি ব্যাপক ভিত্তিক কৃষি বিপণন কাঠামো সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে উৎপাদকদের উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য প্রদানের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করে।

অধিদপ্তরের সৃষ্টি

- নয়াদিল্লিতে সদর দপ্তর করে ১৯৩৪ সনে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এডভাইজার নিয়োগ করা হয়। অতঃপর ১৯৩৫ সনে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে মার্কেটিং স্টাফ নিয়োগ করা হয়।
- ১৯৪৩ সনে অবিভক্ত বাংলায় মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট স্থায়ী করা হয় এবং সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের পদবিকে ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এ রূপান্তর করা হয়।
- ১৯৮২ সনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নাম ছিল ‘কৃষি বাজার পরিদপ্তর’।
- ১৯৮২ সনে এনাম কমিটি কর্তৃক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৮৩ সনে যে সকল পরিদপ্তরের অফিস প্রধানের বেতন স্কেল যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার ছিল, সে সকল পরিদপ্তরকে সরকার ‘অধিদপ্তর’ হিসেবে ঘোষণা করে।

রূপকল্প (Vision)

উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরূপণ, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্য ধারার আগাম প্রক্ষেপণ এবং এ বিষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার।

প্রধান কার্যাবলি (Functions)

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুসারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা;
- কৃষিপণ্যের মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- কৃষক ও কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং বিপণন ও ব্যবসা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক গবেষণা পরিচালনা;
- কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ;
- সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার, কুলচেয়ার ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
- কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মজুদ বা গুদামজাতকরণ, পণ্যের গুণগতমান, মেয়াদ, মোড়কীকরণ ও সঠিক ওজনে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;
- কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;



- কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ;
- কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বাজারকারবারি অথবা কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠন, সমিতি, সংস্থা, কৃষিভিত্তিক সংগঠন ও সমবায় সমিতিসমূহকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তালিকাভুক্তকরণ এবং প্রয়োজনে জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ে কৃষিভিত্তিক সংগঠনসমূহের ফেডারেশন অথবা কনসোর্টিয়াম গঠন;
- বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সুপারশপে সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের গুণগতমান, নির্ধারিত মূল্য ও বিপণন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান;
- কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের বিপণন কার্যক্রম সংক্রান্তমান সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ; এবং
- সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের খুচরা মূল্য সহনীয় রাখতে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে শস্যগুদামে কৃষকদের ৩৯০২ মে.টন শস্য জমার বিপরীতে ৫০১.৪৮ লক্ষ টাকা ঋত সহায়তা প্রদান;
- শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমে ৩৯৮৯ জন কৃষককে ঋত সুবিধা প্রদান এবং ১৬৩৫ জন কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সহনীয় রাখতে জেলা প্রশাসন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সাথে যৌথভাবে প্রায় ২৭১৯টি মোবাইল কোর্ট/বাজার মনিটরিংয়ে অংশগ্রহণ
- অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.dam.gov.bd) নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজারদর স্ক্রল আকারে প্রকাশ;
- ওয়েবসাইটে প্রতিদিন নিত্যপ্রয়োজনীয়সহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক বাজারদর, তুলনামূলক বাজারদর, হ্রাস-বৃদ্ধি, মূল্য প্রবণতা ইত্যাদি প্রতিবেদন প্রকাশ;
- শসা, বেগুন, পেঁপে, টমেটো, সীম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাউ, আলু, গাজর, মুলা, গম, তামাকসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও মূল্য বিস্তৃতি প্রতিবেদন;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মুঠোফোনভিত্তিক বিপণন প্লটফর্ম 'সদাই' চালুকরণ।
- নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে জেলা প্রশাসন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিদের সাথে যৌথভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- করোনাকালীন সময়ে কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মধ্যস্থতায় পরিবহণ সুবিধাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ;
- ২০২১-২২ অর্থবছরের মোট ২,৪৯,৯১,৮০০/- টাকার নন-ট্যাক্স রেভিনিউ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান;
- চাল, গম ও ভুট্টা ফসলের (১২টি) মাসিক পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- সারা দেশের সপ্তাহান্তিক বাজারদর তথ্য সংকলনের মাধ্যমে চাল, গম, আটা ও ভুট্টা ফসল-এর জাতীয় গড় বাজারদর পরিসংখ্যান প্রস্তুতকরণ;
- মোটা চাল, লাল গম ও আটা (খোলা) এর জাতীয় গড় বাজারদরের মাসিক প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট-এ প্রেরণ;
- মৎস্য ও প্রাণী, তেল ও তেলবীজ, ডাল-কলাই, ভেষজ উদ্ভিদ, অপ্রচলিত/অপ্রধান, মৌসুমী শাকসজি, আলু ও বেগুনের মাসিক গড় বাজারদর পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুত।

জনবল :

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে সরকারী আদেশ জারি করা হয়েছে। এতে পূর্বের ৫৬৬টি পদের মধ্যে ৩০৭টি পদ বিলুপ্ত সাপেক্ষে নতুনভাবে ৪০৯টি পদের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বিলুপ্তকৃত ৩০৭টি পদের মধ্যে ১৩৪টি পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী



জনবলের বিবরণী :

ক্রমিক	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
০১	গ্রেড-০১	০	০	০
০২	গ্রেড-০২	১	১	০
০৩	গ্রেড-০৩	০	০	০
০৪	গ্রেড-০৪	৩	৩	০
০৫	গ্রেড-০৫	১৫	৮	৭
০৬	গ্রেড-০৬	২৫	০	২৫
০৭	গ্রেড-০৭	২	২	০
০৮	গ্রেড-০৮	০	০	০
০৯	গ্রেড-০৯	১৮৩	৩০	১৫৩
১০	গ্রেড-১০	৫৫	৩০	২৫
১১	গ্রেড-১১	২৬	১৬	১০
১২	গ্রেড-১২	৮০	৬৭	১৩
১৩	গ্রেড-১৩	১৬	৯	৭
১৪	গ্রেড-১৪	১৫	১৪	১
১৫	গ্রেড-১৫	২৬	২৫	১
১৬	গ্রেড-১৬	২৪৪	১২৪	১২০
১৭	গ্রেড-১৭	০	০	০
১৮	গ্রেড-১৮	৩৮	৩৮	০
১৯	গ্রেড-১৯	১৩	১০	৩
২০	গ্রেড-২০	২৫২	১৬৮	৮৪
	মোট:	৯৯৪	৫৪৫	৪৪৯

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ) :

ক্রমিক	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট
০১	গ্রেড ০৩-০৯	-	-	৪০	-	৪০
০২	গ্রেড ১০	-	-	২০	-	২০
০৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	৪২০	-	৪২০
	মোট	-	-	৪৮০	-	৪৮০

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রমিক	গ্রেড	বিদেশ প্রশিক্ষণ	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
০১	গ্রেড ০৩-০৯	-	০৮	-	০৮
০২	গ্রেড ১০	-	-	-	-
০৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	-	০৮	-	০৮



উন্নয়ন প্রকল্প

১) অলহোল্ডার গ্রহিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিপণন অংগ) :

০১	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)			
০২	বাস্তবায়নকাল	:	১লা জুলাই ২০১৮ হতে ৩০শে জুন ২০২৪			
০৩	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২০২১১.১২ লক্ষ টাকা ।			
০৪	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি ও ইফাদ			
০৫	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	ক) মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন;			
:		খ) উচ্চমূল্য (High Value) ফসলের পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ;				
:		গ) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ				
০৬	প্রকল্প এলাকা	:	১। চট্টগ্রাম ২। ফেনী ৩। লক্ষীপুর ৪। নেয়াখালী ৫। বাগেরহাট ৬। সাতক্ষীরা ৭। ভোলা ৮। ঝালকাঠি ৯। পিরোজপুর ১০। পটুয়াখালী এবং ১১। বরগুনা জেলার মোট ৩০টি উপজেলা ।			
০৭	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	ডিপিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)		৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত %
			মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)		
				২০২১১.১২	৭৭১৩.০০	৩৮.১৬%

২) 'বাজার অবকাঠামো সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প :

০১	বাস্তায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)			
০২	বাস্তায়নকাল	:	অক্টোবর-২০১৮ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত			
০৩	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৭৮৪.০০ লক্ষ টাকা			
০৪	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি			
০৫	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	ক) প্রকল্প এলাকায় বিপণন সেবা সম্প্রসারণ এবং খামারের সাথে সরাসরি বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ও আয় বৃদ্ধি।			
:		খ) ফুলের ভ্যালু চেইন এবং সাপাই চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন				
:		গ) ফুলের বিপণন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নিমিত্ত অবকাঠামো সুবিধা স্থাপন করে আধুনিক এবং টেকসই বাজার সংযোগ বিস্তার।				
০৬	প্রকল্প এলাকা	:	ঢাকা, মানিকগঞ্জ, যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা।			
০৭	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	ডিপিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)		৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত %
			মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)		
				২৭৮৪.০০	২৬২৫.০০	৯৫%

৩) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প :

০১	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০২	বাস্তবায়নকাল	:	১লা জুলাই ২০১৯ হতে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত
০৩	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট: ১৬০০০.০০ লক্ষ টাকা
০৪	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি: ১৬০০০.০০ লক্ষ টাকা

০৫	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অবকাঠামো, লজিস্টিক এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ ক) অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি করে বাজারের দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ; খ) গৃহ পর্যায়ে শাকসবজি ও ফলমূল সংরক্ষণের জন্য স্বল্প খরচে জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণের মাধ্যমে কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্য সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা, কৃষিপণ্যের পুষ্টিগতমান বজায় রাখা, কৃষিপণ্য সতেজ রাখার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা এবং শাকসবজি এবং ফলমূলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা ; গ) কৃষক, উদ্যোক্তা, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং অন্যান্যদের মূল্য সংযোজন এবং অন্যান্য সহায়তামূলক সেবা প্রদান করার নিমিত্ত লজিস্টিক সুবিধা বৃদ্ধি ; ঘ) উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখা এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা ; ঙ) কৃষি বিপণন ব্যবস্থা যেমন- গ্রেডিং, মান নির্ধারণ এবং গুণগত মান নিশ্চিতকরণে কৃষক, উদ্যোক্তা এবং বাজারকারবারিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ; চ) উন্নত বিপণন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।		
০৬	প্রকল্প এলাকা	:	নির্বাচিত ৩১টি জেলা		
০৭	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	ডিপিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত %
			মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
			১৬০০০.০০	২১৫২.৩০	১৩.৪৫%

১) কৃষক পর্যায়ে পৈঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প :

০১	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)		
০২	বাস্তবায়নকাল	:	১লা জুলাই ২০২১ হতে ৩০শে জুন ২০২৬ পর্যন্ত		
০৩	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট: ২৫২৫.৫০ লক্ষ টাকা।		
০৪	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি: ২৫২৫.৫০ লক্ষ টাকা।		
০৫	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষকদের পৈঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণে সহায়তা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ, বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের আয় ১০%- ১৫% বৃদ্ধি করে দারিদ্র হ্রাস করা। - কৃষকদের উৎপাদিত পৈঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ১০%-১৫% কৃষকদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। - অগ্রত্যাশিত বাজার দর বৃদ্ধি রোধে ২৫%-৩০% পচনশীলতা রোধ করে স্থানীয়ভাবে পৈঁয়াজ-রসুনের বহরব্যাপী মজুত গড়ে তোলা। - আমদানী নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে ৩০০টি সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ করা। - বাজার সংযোগ সৃষ্টিতে কৃষকদের সহায়তা করে ১০% দরিদ্রতা হ্রাস করা। প্রকল্প এলাকার ১০%-১৫% নারী কৃষকদের সংরক্ষণ পদ্ধতিতে সম্পৃক্ত করে কৃষিকে সমৃদ্ধ করা।		
০৬	প্রকল্প এলাকা	:	পাবনা, রাজশাহী, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মাগুরা, রাজবাড়ি ও ফরিদপুর		
০৭	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	ডিপিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত %
			মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
			২৫২৫.৫০	৪৩.৯৬	১.৭৪%

কর্মসূচিসমূহ :

১) জেলা পর্যায়ে কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাকসবজি বাজারজাতকরণ সম্ভারণ কর্মসূচি :

০১	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)		
০২	বাস্তবায়নকাল	:	১লা জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত।		
০৩	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ২০০ লক্ষ টাকা		
০৪	অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি: ২০০ লক্ষ টাকা		
০৫	কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য	:	কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ঢাকাসহ দেশের নির্বাচিত ২০ জেলায় উৎপাদিত নিরাপদ শাকসবজি বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষক ও ব্যবহারকারীদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, ভ্যালু চেইন ও সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং নিরাপদ শাকসবজির টেকসই বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও ভোক্তা সাধারণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা। কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ: ১) কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে ঢাকাসহ সারাদেশের নির্বাচিত ২০ জেলায় উৎপাদিত নিরাপদ শাকসবজির বিপণন ব্যবস্থা তৈরি; ২) কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি; ৩) নিরাপদ শাকসবজি উৎপাদনকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সার্টিং, গ্রোডিং, প্যাকেজিং ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি; ৪) নিরাপদ শাকসবজির সংগ্রহোত্তর ক্ষতি (Post Harvest Lost) কমিয়ে আনা; ৫) নিরাপদ শাকসবজির সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখার মাধ্যমে ভোক্তা সাধারণের পুষ্টির চাহিদা পূরণ;		
০৬	কর্মসূচি এলাকা	:	ঢাকা, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, নওগাঁ, খুলনা, হবিগঞ্জ, রংপুর, লালমনিহাট, কুমিল্লা, বগুড়া, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, খাগড়াছড়ি, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, এবং বিনাইদহ		
০৭	কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি	:	পিপিএনবি বরাদ্দ	কর্মসূচীর শুরু থেকে জুন/২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	৩০ শে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)
			মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি (%)	
			২০০.০০ লক্ষ টাকা	১১৯.৬০	৫৯.৮০%

২) অনলাইনভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি :

০১	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০২	বাস্তবায়নকাল	:	১লা জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত
০৩	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ১৫৪.৪০ লক্ষ টাকা
০৪	অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি: ১৫৪.৪০ লক্ষ টাকা



০৫	কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য	কর্মসূচিটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষক, কৃষিব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও ভোক্তাসহ কৃষি বিপণনে বিদ্যমান সকল অংশীজনকে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে দুইটি পৃথক অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এনে তাদের মধ্যে বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা। এছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সরকার নিয়ন্ত্রিত উন্মুক্ত কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। এছাড়াও কর্মসূচির কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হল : ১) দুইটি পৃথক অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পাইকারী পর্যায়ে কৃষকদের সাথে কৃষি ব্যবসায়ীগণের এবং খুচরাপর্যায়ে কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাগণের সাথে ভোক্তা সাধারণের বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা; ২) উন্মুক্ত অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাগণের কৃষিপণ্যের বিক্রির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; ৩) কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং ভোক্তাসাধারণের ক্রয়কৃত কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা; ৪) উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে বিপণন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসার মধ্যস্থকারবারির দৌরাত্যা হ্রাস করা; ৫) আমদানিকারকের সাথে এ দেশের রপ্তানিকারক, কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম দুইটির ব্যবহার নিশ্চিত করা।									
০৬	কর্মসূচি এলাকা	: সমগ্র বাংলাদেশ									
০৭	কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি	<table> <tr> <th>পিপিএনবি বরাদ্দ</th><th>কর্মসূচীর শুরু থেকে জুন/২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি</th><th>৩০ শে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)</th></tr> <tr> <td></td><td>মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)</td><td>অগ্রগতি (%)</td></tr> <tr> <td>১৫৪.৪০ লক্ষ টাকা</td><td>১০৮.৫২৫</td><td>৭০.২৮%</td></tr> </table>	পিপিএনবি বরাদ্দ	কর্মসূচীর শুরু থেকে জুন/২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	৩০ শে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)		মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি (%)	১৫৪.৪০ লক্ষ টাকা	১০৮.৫২৫	৭০.২৮%
পিপিএনবি বরাদ্দ	কর্মসূচীর শুরু থেকে জুন/২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	৩০ শে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)									
	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি (%)									
১৫৪.৪০ লক্ষ টাকা	১০৮.৫২৫	৭০.২৮%									

১) রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি :

০১	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০২	বাস্তবায়নকাল	: ১লা জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত।
০৩	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	: মোট: ৫০১.১৪ লক্ষ টাকা
০৪	অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	: জিওবি: ৫০১.১৪ লক্ষ টাকা

০৫	কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য	কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো টমেটো চাষীদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, টমেটোর বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি, অপচয়রোধ এবং বাজার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এছাড়া উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই মূল উদ্দেশ্য। কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ : ১) কৃষক পর্যায়ে ১০টি টমেটো সংরক্ষণাগার নির্মাণ; ২) সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে টমেটো চাষীদেরকে উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দরিদ্রতা হ্রাস করা; ৩) টমেটো প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ১২০ জন উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা; ৪) টমেটোর সংরক্ষণ, আধুনিক বিপণন কলাকৌশল, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও ০২টি আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ, ০১ জাতীয় সেমিনার আয়োজন; ৫) প্রক্রিয়াজাতকারী ও ব্যবসায়ীগণের সাথে কৃষকের সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা।									
০৬	কর্মসূচি এলাকা	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত কর্মসূচিটি রংপুর বিভাগের ০৩টি জেলার ৭টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হবে। (রংপুরের সদর উপজেলা ও মিঠাপুকুর; দিনাজপুরের সদর উপজেলা, বিরল, চিরিরবন্দর; পঞ্চগড়ের সদর উপজেলা, বোদা)									
০৭	কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি	<table border="1"> <tr> <th>পিপিএনবি বরাদ্দ</th><th>কর্মসূচির শুরু থেকে জুন/২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি</th><th>৩০ শে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)</th></tr> <tr> <td></td><td>মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)</td><td>অগ্রগতি (%)</td></tr> <tr> <td>৫০১.১৪ লক্ষ টাকা</td><td>২.৪৮</td><td>০.৪৯</td></tr> </table>	পিপিএনবি বরাদ্দ	কর্মসূচির শুরু থেকে জুন/২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	৩০ শে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)		মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি (%)	৫০১.১৪ লক্ষ টাকা	২.৪৮	০.৪৯
পিপিএনবি বরাদ্দ	কর্মসূচির শুরু থেকে জুন/২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	৩০ শে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)									
	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি (%)									
৫০১.১৪ লক্ষ টাকা	২.৪৮	০.৪৯									

উপসংহার :

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভোক্তা সাধারণের জন্য যৌক্তিক মূল্যে পণ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদানে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। পণ্যের যোগান ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা, পরিকল্পিত উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন, কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রসার, দলভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার প্রচলন, ফসলের সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাস এবং কৃষক ও ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যের পার্থক্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রেখে যৌক্তিকমূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।



কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম



জাতীয় সবজি মেলা ২০২২ এ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তৃতীয় স্থান অর্জনের ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন জনাব আঃ গাফ্ফার খান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।



ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় চত্বরে কৃষকের বাজার এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছেন জনাব আঃ গাফ্ফার খান, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম



জাতীয় ফল মেলা ২০২২ এ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তৃতীয় স্থান অর্জনের ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন জনাব আঃ গাফফার খান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।



বিনাইদহের বালিয়াডাঙ্গিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত ফুলের এ্যাসেম্বলি সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জনাব মোঃ আনোয়ারুল আজিম আনার (এমপি), মাননীয় সংসদ সদস্য, বিনাইদহ-০৪।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম



ঢাকার গাবতলীতে নির্মিতব্য ফুলের পাইকারি বাজার নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন জনাব আঃ গাফ্ফার খান, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।



কক্সবাজারে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, রপ্তানিকারক, প্রক্রিয়াজাতকারী নেত্রীবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জনাব আঃ গাফ্ফার খান, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম



‘খসড়া জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি-২০২১’ পর্যালোচনা বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব আঃ গাফ্ফার খান, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।



কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত খসড়া রোডম্যাপ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি।



তুলা উন্নয়ন বোর্ড

খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



(ক) তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠনের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মিশন, ভিশন ও কার্যাবলী

প্রেক্ষাপট

তুলা টেক্সটাইল মিলের প্রধান কাঁচামাল এবং চাষিদের নিকট একটি অর্থকরী ফসল। দেশের বস্ত্র শিল্পের বিকাশ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে তুলাচাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন। এরপর ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশে সমভূমির তুলাচাষ শুরু হওয়ার পর থেকে তুলা চাষ এলাকা ও উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিককালে হাইব্রিড ও উচ্চফলনশীল জাতের তুলাচাষ প্রবর্তনের ফলে তুলার ফলন হেক্টর প্রতি অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সাথে তুলার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলার বাজার ব্যবস্থাপনা অন্যান্য কৃষি পণ্যের চেয়ে ভাল হওয়ায় চাষিদের নিকট তুলা এখন একটি লাভজনক ফসল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বর্তমানে তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলা গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও জিনিং এবং ঋণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

লক্ষ্য

২০২১-২২ মৌসুমে ৪৪৯৬৮ হে. জমিতে তুলা চাষ করা হয়েছে, যা থেকে ১৯৫৪৩০ বেল আঁশতুলা উৎপাদন হয়েছে। আগামীতে তুলার হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তুলার সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা আমেরিকান বোলওয়্যার্ম প্রতিরোধী Bt Cotton এর Multi Location Field Trial সম্পন্ন করা হয়েছে এবং Bangladesh National Committee of Biosafety (BNCB) অনুমোদন প্রদান করেছে এবং অতি শীঘ্রই Bt Cotton অবমুক্ত করা হবে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এবং IAEA (International Atomic Energy Agency) এর কারিগরি সহায়তায় মিউটেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি, লবণাক্ত সহনশীল ও রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন তুলা উৎপাদনকারী দেশের সাথে যোগাযোগ করে স্বল্প মেয়াদি তুলার জার্মপ্লাজম এনে গবেষণার মাধ্যমে তুলার হাইব্রিড ও জাত হিসেবে অবমুক্ত করার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত ও নির্মাণ, জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধির মাধ্যমে এর সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মূল ফসলকে ব্যাহত না করে স্বল্প উৎপাদনশীল অঞ্চল যেমন- বরেন্দ্রসহ খরাপ্রবণ, লবণাক্ত ও চরাঞ্চল এবং পাহাড়ি এলাকায় তুলা চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

- তুলা কৃষকদের সংগঠিত করে তুলা চাষ বৃদ্ধি এবং তুলা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি উপকরণ, উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ, উদ্ভিদ সংরক্ষণ, সেচ ও সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়ে সহায়তা প্রদান;
- তুলা কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন;
- কৃষকদের উৎপাদিত বীজতুলা প্রক্রিয়াকরণের জন্য জিনিং ব্যবস্থাকে উৎসাহ প্রদান;
- কৃষকের উৎপাদিত বীজতুলা বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান; এবং
- তুলার উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালন।

ভিশন (Vision)

তুলা ও তুলা ফসলের উপজাত এর উৎপাদন বৃদ্ধি।

মিশন (Mission)

গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু উপযোগী ও কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মানসম্পন্ন উচ্চফলনশীল জাতের বীজ সরবরাহ, বিদ্যমান চাষ এলাকার পাশাপাশি দেশের স্বল্প উৎপাদনশীল জমিতে তুলা চাষ সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তার মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি।



কার্যাবলী

- বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে প্রয়োগ উপযোগী পরিবেশ বান্ধব স্বল্প ব্যয়ের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য মৌলিক এবং প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা;
- প্রশিক্ষণ, পার্টিসিপেটরি রিসার্চ, প্রদর্শনী, মাঠদিবস ইত্যাদির মাধ্যমে চাষি পর্যায়ে তুলনা চাষের আধুনিক কলাকৌশল হস্তান্তর ও বিস্তার করা;
- তুলনাচাষের জন্য চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা এবং তুলার ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি চাষিদের নিকট হস্তান্তরের জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- তুলনাচাষিদের বিভিন্ন উপকরণ (উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক প্রভৃতি) সহায়তা প্রদান;
- জিনারদের বেসরকারীভাবে বীজতুলনা এবং এর উপজাত প্রক্রিয়াকরণে উৎসাহ প্রদান এবং
- তুলনা কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান;

ছক-১: তুলনা উন্নয়ন বোর্ডের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্র. নং	গ্রোড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রোড ১	১	-	১	উক্ত পদে চলতি দায়িত্বে ১ জন কর্মরত আছেন।
২	গ্রোড ২	-	-	-	
৩	গ্রোড ৩	৩	২	১	
৪	গ্রোড ৪	৪	-	৪	
৫	গ্রোড ৫	৫	৫	-	
৬	গ্রোড ৬	৩৫	২৭	৮	
৭	গ্রোড ৭	-	-	-	
৮	গ্রোড ৮	-	-	-	
৯	গ্রোড ৯	৬৮	৪৩	২৫	
১০	গ্রোড ১০	১৭	৪	১৩	
১১	গ্রোড ১১	২০০	৫৩	১৪৭	
১২	গ্রোড ১২	-	-	-	
১৩	গ্রোড ১৩	৮	৬	২	
১৪	গ্রোড ১৪	১৯৮	১৫৭	৪১	
১৫	গ্রোড ১৫	১২	৪	৮	
১৬	গ্রোড ১৬	১০১	৫৮	৪৩	
১৭	গ্রোড ১৭	-	-	-	
১৮	গ্রোড ১৮	৩	৩	-	
১৯	গ্রোড ১৯	-	-	-	
২০	গ্রোড ২০	২২৫	১৭২	৫৩	
মোট =		৮৮০	৫৩৪	৩৪৬	



ছক-২: (ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৪৫	-	২৯০	-	৩৩৫	
২	গ্রেড ১০	-	-	১০	-	১০	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	৮০০	-	৮০০	
	মোট	৪৫	-	১১০০	-	১১৪৫	

ছক-২: (খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	১	-	-	১	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট	১	-	-	১	

ছক-২: (গ) বৈদেশিক সেমিনার /ওয়ার্কশপ /এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	১১	১১	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট	-	-	১১	১১	

ছক-৩ : ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য

ক্র. নং	ফসলের নাম	২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২ অর্থবছরের উৎপাদন	মন্তব্য
১	তুলা	২.০৮ লক্ষ বেল	১.৯৫ লক্ষ বেল	

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলা গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ, জিনিং, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

গবেষণা কার্যক্রম

২০২১-২২ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গবেষণার মাধ্যমে 'সিডিবি তুলা ১৯' নামে একটি জাত ও ২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিগত ২০২১-২২ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ৫টি গবেষণা কেন্দ্র/খামারে প্রজনন, কৃষিতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কীটতত্ত্ব ও রোগতত্ত্ব ডিসিপ্লিনে তুলার ৪৫টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৩টি জোনে (যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, বিনাইদহ, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) মোট ২৭টি অন-ফার্ম ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে। IsDB এর আর্থিক সহায়তায় 'এনহানসিং ক্যাপাসিটি ইন কটন ভ্যারাইটিস ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তুলা গবেষণা খামারে তুরস্কের ১২টি উচ্চফলনশীল জার্মপ্লাজমের পরীক্ষা চলছে। পরবর্তীতে এই জার্মপ্লাজমগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে তুলার নতুন জাত উদ্ভাবন সম্ভব হবে।

বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

২০২১-২২ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সমতল ও পাহাড়ি এলাকা মিলিয়ে মোট ৫টি গবেষণা খামার/কেন্দ্রে (শ্রীপুর, জগদীশপুর, সদরপুর, মাহিগঞ্জ ও বালাঘাটা) মোট ২.৭ টন মৌলবীজ এবং ৭২.২৭ টন ভিত্তিবীজ উৎপাদন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে ১৩টি জোনে চুক্তিবদ্ধ তুলাচাষিদের থেকে ৫৫.৮৮ টন মানঘোষিত বীজ পাওয়া যায়। এসব বীজ ২০২১-২২ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ইউনিট অফিসসমূহের মাধ্যমে সাধারণ তুলাচাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পাহাড়ী জাতের তুলার বীজ তুলা চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

তুলাচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

২০২১-২২ মৌসুমে দেশের ১৩টি জোনে ৪৪৯৬৮ হে. জমিতে তুলা চাষ করা হয়েছে, যা থেকে ১.৯৫ লক্ষ বেল আঁশতুলা উৎপাদন হয়েছে। চাষিদের তুলাচাষে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বিগত ২০২১-২২ মৌসুমে দেশের সমতল এলাকার ১৩টি জোনের ১৮৪টি ইউনিটে মোট ২১৭০ টি প্রদর্শনী এবং ৭০০টি পার্টিসিপেটরী ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে।

মার্কেটিং ও জিনিং কর্মসূচি

তুলা উন্নয়ন বোর্ড বীজ উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ চাষিদের দ্বারা উৎপাদিত বীজতুলা ক্রয় করে থাকে। তবে সাধারণ চাষিদের উৎপাদিত বীজতুলা বাজারজাতকরণ ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাদানের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারণমানের বীজতুলাও ক্রয় করে থাকে। বিগত ২০২১-২২ মৌসুমে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড প্রায় ৯৪.৮৮ মে. টন মানঘোষিত বীজতুলা ক্রয় করে। ক্রয়কৃত বীজতুলা নিজস্ব জিনিং কেন্দ্রে জিনিং ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। ২০২১-২২ মৌসুমের পাহাড়ি তুলার বীজ উৎপাদনের জন্য চাষিদের নিকট থেকে ক্রয়কৃত উন্নতমানের ৮.১৫ মেট্রিক টন বীজতুলা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জিনিং সেন্টারে জিনিং করা হয়। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জিনিং সেন্টারে তুলা গবেষণা খামারসমূহে উৎপাদিত ১৪২.৮৬ মে. টন এবং জোনসমূহ হতে ক্রয়কৃত মোট ৯৪.৮৮ মে. টন বীজতুলা জিনিং করা হয়।

ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

তুলা চাষিদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড প্রতি মৌসুমে ক্ষুদ্র চাষিদের তুলা চাষে উপকরণ সহায়তা প্রদানের জন্য সম্প্রসারণকর্মীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় ঋণ বিতরণ করে থাকে। বিতরণকৃত ঋণের উপর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক (ফসলি ঋণের উপর) নির্ধারিত সুদ হারের অনুরূপ সুদ আদায় করা হয়। ঋণ আদায়ের হার শতভাগ। এছাড়া তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলাচাষিদের ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০২১-২২ মৌসুমে তুলা চাষিদের সহায়তা প্রদানের জন্য প্রায় ১.২২ কোটি টাকা বিভাগীয় ঋণ বিতরণ করা হয় এবং সুদসহ মোট ১.২৭ কোটি টাকা বিভাগীয় ঋণ আদায় করা হয়েছে।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প :

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়	২০২১-২২ অর্থবছরে অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
১	সম্প্রসারিত তুলা চাষ প্রকল্প (ফেজ-১) ২য় সংশোধিত	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২৩	১৪৩.৫০	১৭.২৫	১৭.১৬	৯৯.৪৮	
২	‘এনহানসিং ক্যাপাসিটি ইন কটন ভ্যারাইটিস ডেভেলপমেন্ট’	জুলাই ২০১৯- জুন ২০২২	৮.৫৫	০.৫০	০.৪৮	৯৬.৩৮	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
৩	তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প	জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫	৬৩.৫৫	১২.০০	১১.৮৮	৯৯	
	মোট		২১৫.৬০	২৯.৭৫	২৯.৫২	৯৯.২৩	

সম্প্রসারিত তুলা চাষ প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ

- তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সক্ষমতা ও সামর্থ্যের উন্নয়ন ঘটিয়ে এবং আধুনিক তুলাচাষ প্রযুক্তির ব্যবহার করে তুলার আবাদ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকা, খরা, নদীর তীরবর্তী ও বন্যামুক্ত চরাঞ্চল, দুই পাহাড়ের ঢাল ও তার মধ্যবর্তী সমতলভূমি, বরেন্দ্র অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল যেখানে শস্য নিবিড়তা কম এমন জমিতে তুলা চাষ সম্প্রসারণ করা;
- কৃষি বনায়নের মাধ্যমে তুলাচাষ সম্প্রসারণ এবং পর্যায়ক্রমে তামাক চাষ এলাকায় তামাকের পরিবর্তে তুলা চাষ সম্প্রসারণ করা;
- তুলাভিত্তিক লাভজনক শস্যবিন্যাস জনপ্রিয় করা;
- ভিত্তিবীজ ও প্রত্যাগিত মানের বীজ উৎপাদন করে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা;
- তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/সম্প্রসারণকর্মীদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা এবং স্টাডি ট্যুর এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- তুলাচাষের উপর তুলাচাষিদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ, মোটিভেশনাল ট্যুর এবং এক্সচেঞ্জ ভিজিটের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, চাষি র্যালি ও এক্সচেঞ্জ ভিজিট প্রভৃতির মাধ্যমে তুলা চাষের আধুনিক প্রযুক্তি চাষিদের মাঝে সম্প্রসারণ করা;
- তুলাচাষ সম্প্রসারণের জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ভৌত অবকাঠামো ও লজিস্টিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা;
- সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে তুলা উৎপাদনকারী দেশ/ইনস্টিটিউশনের কটন এক্সপার্টদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা;
- তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আইসিটি কার্যক্রম উন্নয়ন করা;
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতবাড়িতে শিমুল তুলার চারা রোপণ।

২০২১-২২ অর্থবছরে সম্প্রসারিত তুলাচাষ প্রকল্প (ফেজ-১) এর উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

অবকাঠামোগত উন্নয়ন : খামারবাড়ি সড়কে তুলা ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উচ্চফলনশীল ও প্রতিকূলতা সহনশীলতা জাতের উন্নয়ন, আঁশের গুণগত মানের উন্নতি সাধন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপখাওয়ায়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর।

স্পেসিফিক উদ্দেশ্য

- তুলার (G. hirsutum, G. arboreum, G. herbaceum, G. barbadense etc.) জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
- উচ্চফলনশীল, স্বল্প মেয়াদি, খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল এবং মানসম্পন্ন আঁশ উৎপাদনকারী জাতের উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর।
- জলবায়ু পরিবর্তনশীল এলাকায় তুলাচাষ সম্প্রসারণের জন্য জলবায়ু অভিযোজনশীল তুলার জাত এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর।

২০২১-২২ অর্থবছরে তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- ৫৭০টি আদর্শ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে
- ৩২৫টি পার্টিসিপেটরি রিসার্চ ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে
- ১ ব্যাচ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে;



- ৬ ব্যাচ মাঠকর্মী/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে;
- ৩৭৮০ জন সাধারণ তুলা কৃষক এবং ১৮০ জন চুক্তিবদ্ধ কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার, শ্রীপুর, গাজীপুরে ১৬৫০ রানিং বর্গফুট বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে;
- তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামারে ২০০০ বর্গমিটার আরসিসি রোড নির্মাণ করা হয়েছে;
- তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামারে ৫০০ রানিং মিটার ড্রেনেজ সুবিধা নির্মাণ করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে ‘এনহানসিং ক্যাপাসিটি ইন কটন ভ্যারাইটিস ডেভেলপমেন্ট’ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- ১০ জন কর্মকর্তাকে তুরস্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- তুরস্ক হতে প্রাপ্ত উচ্চফলনশীল তুলার ১২টি জাতের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে;
- তুরস্কের গবেষক দল বাংলাদেশে এসে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা, বৈজ্ঞানিক সহকারী/মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন।

(ছ) পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট

কোড নং	ব্যয়ের বিস্তারিত খাত	বাজেট বরাদ্দ ২০২১-২২ (হাজার টাকায়)	ব্যয় ২০২১-২২ (হাজার টাকায়)	শতকরা অর্জন
১৪৩০৭০১	সিডিবি, প্রধান কার্যালয় (সং দঃ)	৫২৭৭৬	৪৯১৮২	৯৩.১৯
১৪৩০৭০২	সিডিবি, আঞ্চলিক অফিসসমূহ	৩৪৫০১	২৭৭৬০	৮০.৪৬
১৪৩০৭০৩	সিডিবি, জোনাল অফিসসমূহ	২৮৬৩৯৭	২৩১১৫৪	৮০.৭১
১৪৩০৭০৪	তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামারসমূহ	১২৪১০৫	১১১৩৬৮	৮৯.৭৪
	মোট-ব্যয়:	৪৯৭৭৭৯	৪১৯৪৬৪	৮৪.২৭

(জ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

তুলার আঁশের গুণগতমান বৃদ্ধি ও চাষীদের উচ্চমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্পিনিং মিল, টেক্সটাইল মিল, বীজ কোম্পানি ও প্রাইভেট জিনিং কেন্দ্রের মালিকদের সংগে মতবিনিময় সভা ও করণীয় দিক সম্পর্কে বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া তুলার উপজাত হিসেবে বেসরকারিভাবে ৮৪৩ মে. টন ভোজ্যতেল উৎপাদিত হয়েছে।

(ঝ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- ১। তুলার ‘সিডিবি তুলা ১৯’ নামে একটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ২। গবেষণার মাধ্যমে ২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ৩। ‘এনহানসিং ক্যাপাসিটি ইন কটন ভ্যারাইটিস ডেভেলপমেন্ট’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তুলা গবেষণা খামারে তুরস্কের ১২টি উচ্চফলনশীল জার্মপ্লাজমের পরীক্ষা চলছে। পরবর্তীতে এই জার্মপ্লাজমগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে তুলার নতুন জাত উদ্ভাবন সম্ভব হবে।
- ৪। বাংলাদেশে বিটি কটনের প্রবর্তনের Bt cotton এর মাল্টিলোকেশন ফিল্ড ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে। অতিশীঘ্র বাংলাদেশে বিটি কটন অবমুক্ত করা হবে।
- ৫। সম্প্রসারিত তুলাচাষ প্রকল্প (ফেজ-১) এর আওতায় খামারবাড়ি সড়কে তুলা ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- ৬। তুলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এবং IAEA (International Atomic Energy Agency) এর কারিগরি সহায়তায় মিউটেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে ‘সিডিবি তুলা এম-১’ জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ৭। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাসমূহ, বৃহত্তর রংপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় তামাকের চাষ হয়। পর্যায়ক্রমে এ সকল তামাকের জমিগুলো তুলা চাষের আওতায় আনা হচ্ছে;

৮। পার্বত্য অঞ্চলের ৩টি জেলায় পাহাড়ের ভ্যালি ও পাহাড়ের ঢালে পাহাড়ি তুলা ছাড়াও সমভূমি তুলার চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তুলা উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সাথে ‘পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প’ এর মাধ্যমে তুলাচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। উক্ত অঞ্চলে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধিসহ খাদ্য উৎপাদনকে ব্যাহত না করে তুলার সাথে অন্যান্য ফসলের আন্তঃচাষ করা হচ্ছে। এছাড়া স্বল্প মেয়াদি এবং নতুন সৃজিত বাগানে তুলা চাষ করা হচ্ছে।

৯। তুলা একটি খরা সহিষ্ণু ফসল। অন্যান্য ফসলের তুলনায় তুলা চাষে স্বল্প সেচ এর প্রয়োজন হয় বিধায় দেশের খরা প্রবণ বিশেষ করে বরেন্দ্র এলাকায় তুলা চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

১০। হাইব্রিড বীজ (সিডিবি হাইব্রিড -১) ২ টন উৎপাদন করা হয়েছে এবং উক্ত বীজ কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

(ট) উপসংহার

২০২১-২২ অর্থবছরে তুলা চাষ প্রযুক্তির উপর ৫৯৯০ জন তুলা কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। রাজস্ব এবং প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকের জমিতে ২১৭০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। তুলা চাষ হতে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; যা দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতিতে ক্রমবর্ধমান হারে অবদান রেখে যাচ্ছে। বাংলাদেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় তুলার বাজারজাতকরণ, স্বল্প সুদে (৪% হারে) তুলা চাষীদের ঋণ সুবিধা প্রদান এবং তুলা উন্নয়ন বোর্ডের পদ সৃজন/রিভিজিট এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে জনবল বৃদ্ধিসহ গবেষণা কার্যক্রম আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে প্রতি বছর ৫-৬ লক্ষ বেল তুলা উৎপাদন করা সম্ভব হবে।



তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম



বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ স্বাক্ষর



তুলা গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মশালা



তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম



পার্বত্য মেলায় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী কর্তৃক তুলা উন্নয়ন বোর্ডের স্টল পরিদর্শন



সাথী ফসল হিসেবে তুলার সাথে লালশাক চাষ



তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম



বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে কৃষকের বীজতুলা পরিবহন



আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালকের সাক্ষাৎকার





বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বরেন্দ্র ভবন
সেনানিবাস সড়ক
আমবাগান, রাজশাহী-৬০০০





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



(ক) ভূমিকা : প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, রূপকল্প (Vision), মিশন (Mission)

প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট

বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ১৫টি উপজেলাকে নিয়ে বিএডিসির অধীনে ‘বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি)’ গ্রহণ করা হয়েছিল। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ছিল সেচ কাজের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন, হাজা/মজা পুকুর ও খাল পুনঃখনন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এলাকায় সড়ক নির্মাণ ও পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ। ১৯৯২ সালের ১৫ জানুয়ারি রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার মোট ২৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে ‘বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)’ গঠিত হয় এবং ‘বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি)-২য় পর্যায়’ অনুমোদিত হয়। এ দু’টি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন, পরিবেশের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ষাটের দশকে স্থাপিত ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় অঞ্চলে ১২১৭টি অকেজো গভীর নলকূপ সচল করার জন্য ২০০৩ সালে বিএমডিএকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এক বছরের মধ্যে নলকূপগুলো সচল করা হয় এবং এসব এলাকা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত হয়। কর্তৃপক্ষের কাজের সফলতার ধারাবাহিকতায় নাটোর জেলাসহ বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলায় দীর্ঘ দিনের অকেজো ২৪১৫টি গভীর নলকূপ সচলকরণের মাধ্যমে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায় কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে।

লক্ষ্য

- ১) বরেন্দ্র অঞ্চলকে বাংলাদেশের শস্য ভাণ্ডারে রূপান্তর।
- ২) মরুময়তা রোধকল্পে ব্যাপক বনায়ন এবং সম্পূরক সেচের জন্য খাল ও দিঘী পুনঃখনন।
- ৩) গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ।
- ৪) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

উদ্দেশ্য

- ১) সেচ কার্যের উদ্দেশ্যে ভূ-উপরিষ্ক ও ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের উন্নয়ন এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- ২) কৃষি যান্ত্রিককরণ, বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং শস্যের বহুমুখীকরণ;
- ৩) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ;
- ৪) কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সীমিত আকারে সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- ৫) সেচযন্ত্র স্থাপন এবং লোকালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহকরণ;
- ৬) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন;
- ৭) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

রূপকল্প (Vision)

বরেন্দ্র এলাকার উন্নত কৃষি ও কৃষি পরিবেশ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সেচ অবকাঠামো উন্নয়নসহ সেচ এলাকা ও আবাদী জমি সম্প্রসারণ, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিপণন এবং পরিবেশ উন্নয়নে ফলদসহ অন্যান্য বৃক্ষরোপণ।



(খ) জনবল

ছক-১ : প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত জনবল, কর্মরত জনবল, শূন্য পদের তথ্য:

ক্র: নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড-১	-	১	-	# কর্তৃপক্ষে বর্তমানে কর্মরত মোট ৮১১ জন জনবল রয়েছে। ১ম শ্রেণী-১০৩, ২য় শ্রেণী-১৫৭, ৩য় শ্রেণী-৪৪৩ এবং ৪র্থ শ্রেণী-১০৮ জন কর্মরত আছে। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর যাবতীয় ব্যয় কর্তৃপক্ষের আয় হতে নির্বাহ হয়ে থাকে।
২	গ্রেড-২	-	-	-	
৩	গ্রেড-৩	-	৩	-	
৪	গ্রেড-৪	-	৭	-	
৫	গ্রেড-৫	-	২৪	-	
৬	গ্রেড-৬	-	১	-	
৭	গ্রেড-৭	-	-	-	
৮	গ্রেড-৮	-	-	-	
৯	গ্রেড-৯	-	৬৭	-	
১০	গ্রেড-১০	-	১৫৭	-	
১১	গ্রেড-১১	-	৬৯	-	
১২	গ্রেড-১২	-	৮৯	-	
১৩	গ্রেড-১৩	-	৩০	-	
১৪	গ্রেড-১৪	-	২৪৮	-	
১৫	গ্রেড-১৫	-	-	-	
১৬	গ্রেড-১৬	-	১	-	
১৭	গ্রেড-১৭	-	-	-	
১৮	গ্রেড-১৮	-	-	-	
১৯	গ্রেড-১৯	-	১১৪	-	
২০	গ্রেড-২০	-	-	-	
মোট=		-	৮১১		

অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি : কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি হয়নি।

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

ছক-২ : (ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র: নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড-১-৯	৬২	-	২২	-	৮৪	
২	গ্রেড-১০	৮	-	৩৫	-	৪৩	
৩	গ্রেড-১১-২০	৯	-	১২৫	-	১৩৪	
মোট =		৭৯	-	১৮২	-	২৬১	

ছক-২ : (খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র: নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড-১-৯	-	-	৩ (এমবিএ)	৩	
২	গ্রেড-১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড-১১-২০	-	-	১ (এমবিএ)	১	
মোট =		-	-	৪	৪	

ছক-২ : (গ) বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র: নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড-১-৯	-	-	-	-	
২	গ্রেড-১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড-১১-২০	-	-	-	-	
মোট =		-	-	-	-	

ছক-৩ : ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য : কর্তৃপক্ষের জন্য প্রযোজ্য নয়।

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ:

কার্যাবলি

কার্যাবলি	অগ্রগতি	
	২০২১-২২ অর্থবছর	জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমোপুঞ্জীভূত
খাস খাল/খাড়ি পুনঃখনন (কিমি:)	৮৯.০০	২১৫২.৮২
খাস পুকুর পুনঃখনন (টি)	২৪৩	৩৬০০
বিল পুনঃখনন (টি)	১	২
পানি সংরক্ষণ কাঠামো (ক্রসড্যাম) নির্মাণ (টি)	১	৭৪৮
নদীতে পল্টন স্থাপন (টি)	--	১১
খননকৃত পাতকুয়া সোলার সিস্টেম স্থাপন (টি)/সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন	৪৪ /১৭৬ কিলোওয়াট	৫৭৯/১৪২৬ কিলোওয়াট
সেচযন্ত্রে (খখচ) সোলার সিস্টেম স্থাপন (টি)/সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন	৬৩ /৯৪৫ কিলোওয়াট	২৩১/৩৩০০ কিলোওয়াট
নদী, খাল ও পুকুর পাড়ে এলএলপি স্থাপন (সোলার+বিদ্যুৎ) (টি)	১১০	৭১১
অচালু গভীর নলকূপ পুনর্বাসন (টি)	--	৪৩৪০
ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ (কিমি.)	১২৬.০০	১২৪৮০.৪০
ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন বর্ধিতকরণ (কিমি.)	১৮৬.৫৫	১৩৪৫.০০
ফিতাপাইপ সংগ্রহ (মিটার)		২৭৯৬০০
রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ (মিটার)		৪০৩৫
ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ (টি)	৯	২৬
লাইট কালভার্ট নির্মাণ (টি)		৮
ড্রেনেজ ক্যানেল ও ক্যাটেলক্রস কালভার্ট নির্মাণ (টি)	৩১	৫৯
বীজ উৎপাদন (প্রতি বছর) (মেট্রিক টন)	৬০০	৭০০০
পাকা সড়ক নির্মাণ (কি.মি.)	--	১১৪৪
বৃক্ষ রোপণ (লক্ষ টি) :		০
ফলদ, বনজ ও ঔষধী	১.৮২	২৬০.২১১
তাল বীজ	--	৩৭.৫৪
অপ্রচলিত ফলের চারা রোপণ (টি)	৯৩৬২৮	১৩৮৬২৮
অপ্রচলিত ফসলের বীজ ক্রয় (কেজি)	৫০০	৮০২
প্রদর্শনী খামার স্থাপন (টি)	২৬	২৬
কৃষক প্রশিক্ষণ (জন)	১২৭৫	১৫২৩৭২
গভীর নলকূপ স্থাপন (টি)	--	১১১৮৫
সেচযন্ত্রে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন (টি)	১৮	১৬২৬২

খাল, পুকুর ও অন্যান্য জলাধার পুনঃখনন

সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১টি পানি সংরক্ষণ কাঠামোসহ (ক্রেসড্যাম) ৮৯ কি.মি. খাল, ২৪৩টি পুকুর, ৩টি দীঘি ও ১টি বিল পুনঃখনন করে পার্শ্ববর্তী জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত প্রায় ১৫৫০ হেক্টর জমিতে সম্পূর্ণক সেচ প্রদান করে অতিরিক্ত প্রায় ৫৭৬০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়েছে।

এলএলপি স্থাপন

সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুনঃখননকৃত খাল, পুকুর, দীঘি ও বিল এবং নদীর পাড়ে ৪৭টি বিদ্যুৎ চালিত ও ৬৩টি সৌরশক্তিচালিত মোট ১১০টি এলএলপি স্থাপন করে অতিরিক্ত প্রায় ২৯০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ৬৩টি সৌরশক্তিচালিত এলএলপিতে প্রায় ০.৯৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

পাতকুয়া (Dugwell) খনন

৪৪টি পাতকুয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ধারণ করাসহ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ফানেল আকৃতির কাঠামো স্থাপন করে সেখানে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে এবং সৌরশক্তি দ্বারা সেগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয় করে স্বল্প সেচ লাগে এমন ফসল যেমন: আলু, পটল, মরিচ, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, পিয়াজ, রসুন, শসা, বেগুন, ছোলা, মসুর ইত্যাদি আবাদ এবং খাবার ও গৃহস্থালীর কাজে পানি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। ৪৪টি সৌরশক্তিচালিত পাতকুয়াতে প্রায় ১৭৬ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ ও বর্ধিতকরণ

খননকৃত পাতকুয়ায় ১৫.৮৫ কি.মি. এবং খাল, বিল, দীঘি, পুকুর ও নদীর পাড়ে স্থাপিত এলএলপিতে ১২৬ কি.মি. ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইন নির্মাণ ও ১৮৬.৫৫ কি.মি. ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইন সম্প্রসারণ করে সেচের পানির অপচয় রোধ, কৃষি জমির সাশ্রয়সহ সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে প্রায় অতিরিক্ত ৩৬৫০ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় এনে প্রায় ১৯৫০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা হয়েছে।

জলাবদ্ধ জমির পানি নিষ্কাশন নালা নির্মাণ

৩১টি পানি নিষ্কাশন নালা নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধ জমির পানি খালে প্রবেশ করিয়ে তা সেচকাজে ব্যবহারের উপযোগী করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও জলাবদ্ধ জমির পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে চাষাবাদের উপযোগী করে অধিক ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ফুটওভারব্রিজ ও ক্যাটেলক্রস কালভার্ট নির্মাণ

জমিতে কৃষকের উৎপাদিত ফসল, কৃষি যন্ত্রাংশ, অন্যান্য মালামালসহ হালকা যানবাহন ও গরু-ছাগল সহজে পারাপারের লক্ষ্যে বিভিন্ন খাল ও পানি নিষ্কাশন নালার উপর ৯টি ফুটওভার ব্রিজ ও ১০টি ক্যাটেলক্রস কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত ফসল সহজে ঘরে নেয়াসহ বাজারজাত করতে সক্ষম হয়েছে।

অপ্রচলিত ফলের চারা ও ফসলের বীজ সরবরাহ ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন

অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ৯৩৬২৮টি ফলের চারা রোপণ ও ৫০০ কেজি ফসলের বীজ সরবরাহ করে বরেন্দ্র এলাকার কৃষকদেরকে অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ফল ও ফসলের বানিজ্যিক চাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এর ফলে কৃষকের আয় বহুগুন বৃদ্ধি পাবে, ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সার্বিক পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া কৃষকদেরকে অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ফল ও ফসল চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে চিয়াসীড, মিষ্টিভুট্টা, জব, চীনাবাদাম ইত্যাদি মাঠ ফসলের ১১টি; আলুবাখারা, তেজপাতা ইত্যাদি মসলা জাতীয় ফসলের ৪টি, বেভারেজ জাতীয় ফসল কফি এর ১টি এবং হলুদ বারহী খেজুর, লংগান, পাসিমিন, এভোক্যাডো, তাইওয়ানী আম (গ্রীন ও রেড), ড্রাগন ইত্যাদি ফলের ১০টি মোট ২৬টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে।

সেচযন্ত্রের ব্যবহার

২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১৬১০৩টি সেচযন্ত্র (গভীর নলকূপ ১৫৪৯৬টি ও এলএলপি ৬০৭টি) সেচকাজে ব্যবহার করে রবি/বোরো, আমন ও আউশ মৌসুমে ৫.৩২৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রায় ৪১.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়েছে।



বীজ উৎপাদন

৬০০ মেট্রিক টন বিভিন্ন প্রজাতির ধান ও গম বীজ উৎপাদন করে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে। যা অধিক ফসল উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

বনায়ন

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রে ১.৮২ লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে, যা পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা আনয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কৃষক প্রশিক্ষণ

ফসলের বহুমুখীকরণ (Crop diversification), সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ফসল চাষাবাদ, সেচকাজে পাতকুয়ার পানি ব্যবহার পদ্ধতি, AWD পদ্ধতিতে চাষাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে ১২৭৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অফিস ভবন নির্মাণ

দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নাগরিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর ও পীরগঞ্জ উপজেলায় ২টি এবং দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলায় ১টি মোট ৩টি অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৬টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো :

১।	প্রকল্পের নাম : ভূউপরিষ্ক পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত; প্রাকল্পিত ব্যয় : ১৭৫৫৭.৫২ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : খাস মজা খাল পুন: খননের মাধ্যমে ভূউপরিষ্ক পানির জলাধার বৃদ্ধি, সংরক্ষণ, সেচ কাজে ব্যবহার, ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাসকরণ ও রিচার্জ বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ এবং ৪৭৭ হেক্টর জলাবদ্ধ জমির পানি নিষ্কাশনসহ ৭২৫৭ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের মাধ্যমে ৩০৮১৬ মে: টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন। ২০২১-২২ অর্থবছর : সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ২৮৮৬.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ২৮৪৭.২৮ লক্ষ টাকা (৯৮.৬৬%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।
২।	প্রকল্পের নাম : পুকুর পুন:খনন ও ভূ-উপরিষ্ক পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচে ব্যবহার প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত; প্রাকল্পিত ব্যয় : ১২৮১৮.৭৫ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : সরকারি খাস মজা পুকুর/দিঘী পুন:খনন করে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভূগর্ভস্থ পানির পুন:ভরণে সহায়তা ও বহুমুখী কাজে ব্যবহারোপযোগীকরণ এবং ৩০৫৮ হেক্টর জমির সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৮৩৪ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল ও ১০৮৮ মেট্রিক টন অতিরিক্ত মৎস্য উৎপাদন। ২০২১-২২ অর্থবছর : সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৩২০০.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ৩২০০.০০ লক্ষ টাকা (১০০%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।
৩।	প্রকল্পের নাম : ভূউপরিষ্ক পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদ : অক্টোবর ২০২৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত; প্রাকল্পিত ব্যয় : ২৫০৫৬.৬৩ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : খাল/বিল/পুকুর পুন: খননের মাধ্যমে ভূউপরিষ্ক পানি সংরক্ষণ করে ১০২৫০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান ও ৮৩৪০০.০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন।

	২০২১-২২ অর্থবছর : সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৩৬৯৮.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ৩৬৯৮.০০ লক্ষ টাকা (১০০%); ভৌত অগ্রগতি : ১১৬.৬৯%।
৪।	প্রকল্পের নাম : ভূউপরিষ্কৃ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদ : অক্টোবর ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৫১১৪.৭৯ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : ২০০ কি.মি. খাল ও ৬০টি জলাধার পুনঃখননের মাধ্যমে পানির আধার বৃদ্ধি, ভূউপরিষ্কৃ পানি সংরক্ষণ ও ২৩৩৪০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান ও ১.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন। ২০২১-২২ অর্থবছর : সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা (১০০%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।
৫।	প্রকল্পের নাম : বরেন্দ্র এলাকায় অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ফল ও ঔষধী ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭৩৩.৮২ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : বরেন্দ্র এলাকায় অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ফল ও ঔষধী ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে ৪১৫০০০টি অপ্রচলিত ফলের চারা ও ২০০০ কেজি অপ্রচলিত ফসলের বীজ বিনামূল্যে প্রকল্প এলাকায় সরবরাহ। ২০২১-২২ অর্থবছর : সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৩৩৫.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ৩৩৪.৬৮৪ লক্ষ টাকা (৯৯.৯১%); ভৌত অগ্রগতি : ১০৩.৯৬%
৬।	প্রকল্পের নাম : ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ সমীক্ষা প্রকল্প (বিএমডিএ অংশ); প্রকল্প মেয়াদ : অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪১.২২ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : ভূ-গর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ ও সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ। ২০২১-২২ অর্থবছর : সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ১৯.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ১৮.৬৪ লক্ষ টাকা (৯৮.১১%); ভৌত অগ্রগতি: ১০০%।

মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ১৫১.৩৮ কোটি টাকা, ব্যয় ১৫০.৯৮৬ কোটি টাকা (৯৯.৭৪%) এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%।

(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি : ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় কোন কর্মসূচি কর্তৃপক্ষে বাস্তবায়িত হয়নি।

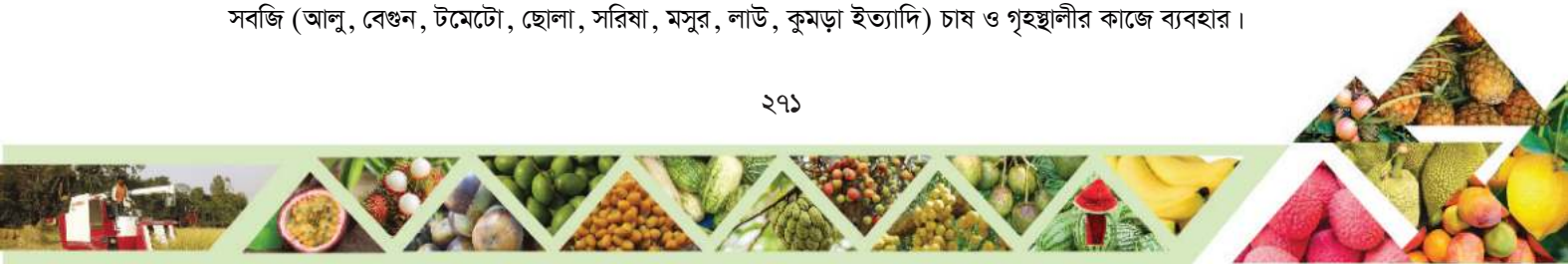
(ছ) পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট ব্যয় : কর্তৃপক্ষের নিজস্ব আয় হতে ব্যয় নির্বাহ হয়ে থাকে।

(জ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি : নেই।

(ঝ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিম্নরূপ :

- ১) ১টি পানি সংরক্ষণ কাঠামোসহ (ক্রসড্যাম) ৮৯ কিমি. খাল, ২৪৩টি পুকুর, ৩টি দীঘি ও ১টি বিল পুনঃখননপূর্বক অতিরিক্ত প্রায় ১৫৫০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান ও অতিরিক্ত প্রায় ৫.৩০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।
- ২) ৪৪টি পাতকুয়া খনন ও প্রায় ১৭৬ কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ দ্বারা পাম্প পরিচালনা করে পানি উত্তোলনপূর্বক প্রায় ৬৫ হেক্টর জমিতে সবজি (আলু, বেগুন, টমেটো, ছোলা, সরিষা, মসুর, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি) চাষ ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার।



- ৩) সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে পুনঃখননকৃত খাল, পুকুর ও নদীর পাড়ে বিদ্যুৎ চালিত ৪৭টি ও সৌরবিদ্যুৎ চালিত ৬৩টি মোট ১১০টি এলএলপি স্থাপন ও প্রায় ২৯০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান। ৬৩টি সৌরশক্তিচালিত এলএলপিতে প্রায় ০.৯৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা।
- ৪) খননকৃত খাল ও পানি নিষ্কাশন নালায় ৯টি ফুটওভার ব্রীজ ও ১০টি ক্যাটেলক্রেস কালভার্ট নির্মাণপূর্বক কৃষকের উৎপাদিত ফসল ঘরে নেয়াসহ বাজারজাতকরণ সহজতর হয়েছে।
- ৫) অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ৯৩৬২৮টি ফলের চারা রোপণ ও ৫০০ কেজি ফসলের বীজ সরবরাহপূর্বক কৃষকদেরকে অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ফল ও ফসলের বাণিজ্যিক চাষে উদ্বুদ্ধকরণ, বাৎসরিক আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ এবং সার্বিকপুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তায় সহায়তাকরণ।

(এ৩) উপসংহার

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ অতিব জরুরি। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে উক্ত কাজটি অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করে আসছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খাল, পুকুর, দীঘি ও বিল পুনঃখনন করে সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে বিধায় আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সেচকাজে ৩০ শতাংশ ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা ও ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করার পরিকল্পনা কৃষি মন্ত্রণালয়ের রয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা সফল করার লক্ষ্যে বিএমডিএ কর্তৃক সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য খননকৃত খাল, পুকুর, দীঘি ও বিল এবং নদীর পাড়ে এলএলপি স্থাপন করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরবর্তীতেও এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিএমডিএ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।



বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম



রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার খননকৃত খালপাড়ে স্থাপিত সৌরচালিত এলএলপি



রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলায় খননকৃত মরাতিস্তা খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ



বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম



নাটোর জেলার বরাইছাম উপজেলায় খননকৃত পচাবড়াল খালের পানির বহুবিধ ব্যবহার



নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলায় বনগ্রাম দীঘিতে স্থাপিত সোলার এলএলপি



বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম



রংপুর জেলায় পীরগাছা উপজেলায় নবনির্মিত জোন দপ্তর ভবন



পরিকল্পনা কমিশনের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়গণ কর্তৃক রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় খননকৃত শালমারা খাল পরিদর্শন





বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

বিশনন্দী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
www.birtan.gov.bd

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলাদেশের জনগণের পুষ্টির উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালে জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর ডাঃ ইব্রাহীম ফলিত পুষ্টি প্রকল্প গ্রহণ করেন। উক্ত প্রকল্প শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট'। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরবর্তী সময়ে এর নামকরণ করা হয়েছিল বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বোর্ড। ২০১২ সালে পুনরায় এর নাম বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রেখে বারটান আইন ২০১২ প্রণীত হয়। ২০১৬ সালে বারটান প্রবিধানমালা (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) অনুমোদিত হয়। ফলিত পুষ্টি বিষয়ক **Center of Excellence** হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জে ১০০ একর জমির উপরে প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ ০৭টি বিভাগীয় আঞ্চলিক কার্যালয় (বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নেত্রকোনা, নোয়াখালী, রংপুর) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ভিশন

জনগণের পুষ্টির উন্নয়ন।

মিশন

খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার/কর্মশালা বাস্তবায়ন এবং গণমাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের জনগণের পুষ্টির উন্নয়নে অবদান রাখা।

কার্যাবলী

- (ক) জনগণের পুষ্টির উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- (খ) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, কৃষক ও অন্যান্যদেরকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুষ্টি সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনকরণ;
- (গ) খাদ্যশস্যের সংগ্রহপূর্ব ও সংগ্রহোত্তর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা;
- (ঘ) স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য (Functional Food) ও ঔষধি গাছ (Medicinal Plant) বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা, উৎপাদন বৃদ্ধি, দৈনিক খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;
- (ঙ) খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান বিশ্লেষণ, নিরূপণ বা হালনাগাদকরণ ও প্রয়োজনীয় দৈনিক খাদ্য তালিকা প্রণয়ন বা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- (চ) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জেলা বা উপজেলা ভিত্তিক বা এথো-ইকোলজিক্যাল জোনভিত্তিক অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা নিরূপণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থার সাথে প্রাপ্ত তথ্য বিনিময়;
- (ছ) খাদ্যচক্রে (Food Chain) ব্যবহৃত রাসায়নিক ও আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে গবেষণা এবং ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;
- (জ) বিভিন্ন গণমাধ্যম ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারসহ কৃষি মেলা, বিশ্বখাদ্য দিবস, পুষ্টি সপ্তাহ, প্রাণিসম্পদ মেলা, মৎস্য মেলা, পরিবেশ দিবস ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;
- (ঝ) অধিক পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যসামগ্রী, জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- (ঞ) ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক দক্ষ মানবসম্পদ সৃজন;



- (ড) পুষ্টি অবস্থার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ, গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;
 (ঢ) ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সুপারিশ প্রদান এবং
 (ণ) সময়ে সময়ে সরকার প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব পালন;

জনবলের তথ্য

১.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	১৯০	৭৫	১১৫	
মোট	১৯০	৭৫	১১৫	বারটানের গবেষণাসহ অন্যান্য কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১৯১ [সিনিয়র হিসাবরক্ষক (পিআরএল) এর ০১টি পদ পদোন্নতি, অবসর, চাকুরীচ্যুতি ও মৃত্যুজনিত কারণে শূন্য হওয়ায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত] = ১৯০ (একশত নব্বই) টি পদ সৃজিত রয়েছে।

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
৪৬	২৮	৪১	০	১১৫

২. মানবসম্পদ উন্নয়ন

২.১ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা*	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
১১	১১

* প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে নাটাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আয়োজিত ১১টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে বারটান এর কর্মচারীগণ।

২.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২১-২০২২) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা

প্রশিক্ষণের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১৩	৭৩

২.২.১ আয়োজিত ইনহাউজ প্রশিক্ষণের তালিকা

ক্রমিক নং	তারিখ	বিষয়
০১	২৪-২৫ আগস্ট ২০২১ খ্রি.	ই-নথি বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ
০২	০৬ অক্টোবর, ২০২১ খ্রি.	অগ্নি নির্বাপন, উদ্ধার এবং সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
০৩	১০ অক্টোবর ২০২১ খ্রি.	জাতীয় তথ্য বাস্তবায়ন হালনাগাদ, জাতীয় তথ্য বাস্তবায়নের নতুন ফিচার অবহিতকরণ (অনলাইন প্রশিক্ষণ)
০৪	২৪-২৭ অক্টোবর ২০২১ খ্রি.	Research Methodology
০৫.	২৮ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি.	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
০৬	০৬-১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি.	সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অফিস ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা
০৭	২০ শে ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি.	‘সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি’
০৮	২২-২৩ মার্চ ২০২২ খ্রি.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর আলোকে অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর চ্যালেঞ্জ মোবাবেলায় এম আই এস ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি
০৯	১৮-২০ এপ্রিল ২০২২ খ্রি.	অফিস ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা
১০	২১ এপ্রিল ২০২২ খ্রি.	‘সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি’
১১	২২ এপ্রিল ২০২২ খ্রি.	দক্ষতা উন্নয়ন (উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি এবং পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা)
১২	০৮ জুন ২০২২ খ্রি.	‘সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও অভিযোগ প্রতিকার’
১৩	০৯ জুন ২০২২ খ্রি.	‘এপিএ ও তথ্য অধিকার’



পরিচালন (অনুময়ন) বাজেট সংক্রান্ত তথ্য

অর্থনৈতিক কোডওয়ারি অনুময়ন ব্যয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ৪৩ কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রতিষ্ঠানঃ ৪৩০৫ স্বয়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
পরিচালন ইউনিটঃ ৩২৫৯ বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)
(অংকসমূহ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	প্রাক্কলিত ব্যয়				মোট বাজেট বরাদ্দ/প্রাক্কলিত ব্যয় ২০২১-২২	মন্তব্য
		প্রথম কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার	চতুর্থ কোয়ার্টার		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কার্যালয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৫৪,০৭৫,০০০	৫৪,০৭৫,০০০	৪৩,৬৮৬,০০০	৫৬,৩৩৪,০০০	২০৮,১৭০,০০০	
	প্রকৃত ব্যয়	৩৯,০৮০,০০০	৪১,০৫০,২৬৯	৩৯,৬৬০,২৫৯	৩০,৬৫৪,৪৪২	১৫০,৪৪৪,৯৭১	
বারটান আঞ্চলিক কার্যালয়, নেত্রকোনা							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	১,৮৫৮,৮৯৩	২,৩৭৪,৮৩৩	২,১৪৮,৫২৯	২,৬৮৭,৩৩৩	৯,০৬৯,৫৮৭	
	প্রকৃত ব্যয়	১,৭৩১,০২২	২,৩১২,২৭৩	২,০৮৫,৩৪০	২,৬৮২,৭২২	৮,৮১১,৩৫৭	
বারটান আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	১,৮৪২,৭৪৬	২,৩৭৩,৯৯২	১,৭৫৪,২৬৮	৩,৩৫৫,৪৮০	৯,৩২২,৬৮৬	
	প্রকৃত ব্যয়	১,৭৪২,৪২৪	২,৩৯৫,৫৭১	১,৬৩৯,৭৭৫	৩,৪০৭,৩৩৬	৯,১৮৫,১০৬	

নৈতিক কোড	আইটেম	প্রাক্কলিত ব্যয়				মোট বাজেট বরাদ্দ/প্রাক্কলিত ব্যয় ২০২১-২২	মন্তব্য
		প্রথম কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার	চতুর্থ কোয়ার্টার		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বারটান আঞ্চলিক কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২,৪৮৮,২৩০	২,৫৫০,৬০০	২,৪০৫,১০০	৩,৩০৪,১২০	০৫০,৮৪৬,১০১	
	প্রকৃত ব্যয়	২,৪৫৭,৬৬৫	২,৪৬৪,৮৪৮	২,৩২৬,৯২৫	৩,২৪১,৬৪০	৪৯৪,৮৪৮,০১	
বারটান আঞ্চলিক কার্যালয়, সুনামগঞ্জ							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	১,৮৬৬,৪০১	১,৮৪৮,২৮৫	২,৫২২,৩৩৯	৩,৫৯৩,২৪৩	৮৭৪,৮২২,৯	
	প্রকৃত ব্যয়	১,৭৪৩,২৩৬	১,৮৪৮,৮৪৮	২,৪৫০,৫৭১	৩,৫৬৮,১০৬	০২২,৬০৮,৯	
বারটান আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২,৪০৫,৭৪৫	২,৫১,৯১২	২,৩০৩,৩৩৬	২,৯৫৬,৪০৫	৬০৮,৪৮৯,৯	
	প্রকৃত ব্যয়	১,৯৭৬,৪০২	২,৫৫০,৯০০	২,২৪৪,২৫০	২,৯০৪,৩০৫	৬৮৬,৮৬৮,৯	
বারটান আঞ্চলিক কার্যালয়, ঝিনাইদহ							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২,৮১৩,০৯৩	৬৯০,৪০০	২,১৪২,২৫০	৩,৬০৬,১৯৬	৯৯৮,১০৮,০১	
	প্রকৃত ব্যয়	২,৭৫০,৯০০	২,০৭০,১০৯	২,০৫০,৮৫০	২,৭০৬,১৯৬	৮৮৬,৮৬৮,৯	
বারটান আঞ্চলিক কার্যালয়, নোয়াখালী							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২,০৫১,০৮০	২,৩২০,৬৫০	২,৫৪৬,৩০০	৩,৬৮২,৩০১	১০,৬০০,৩৩১	
	প্রকৃত ব্যয়	২,০৪০,৭৫৯	২,২৮১,৫৪৯	২,৫১৫,১২৫	৩,৬২০,১৯৬	১০,৮৫৮,৬৩০	

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বারটানের মূল লক্ষ্য খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে বারটান দেশব্যাপী খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে বারটান। চলতি অর্থবছরে ১২৬৯৩ সংখ্যক ব্যক্তিকে খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ইউপি সদস্য, পুরোহিত, ইমাম, স্থানীয় সমাজ কর্মী, এনজিও প্রতিনিধি কৃষাণ-কৃষাণী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এসব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। বারটান প্রশিক্ষণের আওতা বিস্তৃত করে বস্তিবাসী, গার্মেন্টস কর্মী ও বিদেশগামী কৃষিকর্মীদের খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেছে। আপদকালীন (করোনা/অন্যান্য) সময়ে অপুষ্টিজনিত সমস্যার বিষয়ে ৩৯০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

চলতি অর্থবছরে বারটান জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা পরিচালিত ‘মিটিং দ্য আন্ডারনিউট্রিশন চ্যালেঞ্জ (MUCH) প্রকল্প’ এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির ১৪২৫ জন সদস্যকে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি কাঠামো ২০২১-২০৩০ কর্মপরিকল্পনার উপর প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

চলতি অর্থবছরে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে দেশজুড়ে ২৬টি গবেষণা চলমান রয়েছে, যা বারটান প্রধান কার্যালয়সহ ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

গণমাধ্যম বিশেষ করে বাংলাদেশ বেতারের কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান, বিভিন্ন বয়সে সুখম খাদ্য, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ, শিশুর সম্পূরক খাবার, রন্ধন প্রণালী, টাটকা শাকসবজি ও ফলের পুষ্টিগুণ এবং ব্যবহার, সয়াবিন ও ভুট্টার বহুমুখী ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ৩২টি বেতার কথিকা বাংলাদেশ বেতারে সম্প্রচার করা হয়েছে।

খাদ্যে রাসায়নিক ব্যবহারে মানবদেহে সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার, শাকসবজি ও ফলমূলের সংগ্রহভোর ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি এবং মানবদেহে রং ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার, খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টি, বয়ঃসন্ধিকালের পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা শীর্ষক ১২টি কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত সেমিনারে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে র্যালি ও মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়।

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি : বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে কোনো কর্মসূচি নেই।

অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি : প্রযোজ্য নহে।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য : প্রযোজ্য নহে।

উপসংহার

বাংলাদেশের সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে। ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণ শুধুমাত্র একক লক্ষ্য হিসেবে নয় বরং অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১ এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের পথে দেশের সব জনগণের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণ একটি বড় মাইলফলক। বারটান খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পীঠস্থান হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।



বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



বারটান প্রধান কার্যালয়ে এসডিজি বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন
কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম



সুনামগঞ্জে বন্যা আক্রান্তদের ফলিত পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করার পাশাপাশি তাদের মধ্যে
খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



বারটান প্রধান কার্যালয়ে নির্মিত গবেষণা পোল্ট্রি শেড



অভ্যন্তরীণ গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা



বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



প্রধান কার্যালয়ের গবেষণাগারে ব্যস্ত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ



বাংলাদেশ বেতার, সিলেট এর মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক বেতার কথিকা সম্প্রচার





বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

সদর দপ্তর, গাজীপুর





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



(ক) প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) আওতায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বীজের মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ১৯৭৪ সালের ২২ জানুয়ারি বীজ অনুমোদন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২২ নভেম্বর ১৯৮৬ তারিখে এর ‘বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী’ নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসলের (ধান, গম, পাট, আলু, আখ, মেস্তা ও কেনাফ) বীজের প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতীয় বীজনীতির আলোকে দেশে একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গড়ে তোলার নিমিত্তে এর প্রত্যয়ন সেবার আওতায় রয়েছে বীজ ফসলের জাত পরীক্ষাপূর্বক ছাড়করণ/নিবন্ধন, মাঠ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন, পরীক্ষাগারে ও কন্ট্রোল ফার্মে বীজের মান পরীক্ষণ, প্রত্যয়ন ট্যাগ ইস্যুকরণ, মার্কেট মনিটরিং এবং বীজ আইন ও বিধিমালা লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ। সংস্থাটির সকল কারিগরী কর্মকাণ্ড বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭, জাতীয় বীজ নীতি ১৯৯৩, বীজ আইন (সংশোধন) ১৯৯৭, বীজ আইন (সংশোধন) ২০০৫, বীজ আইন ২০১৮, বীজ বিধিমালা ২০২০ ও জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। সরকার কর্তৃক সংস্থার অনুমোদিত নতুন জনবল কাঠামো অনুযায়ী মোট পদের সংখ্যা ৬৩৩। তার মধ্যে বিসিএস কৃষি ক্যাডারভুক্ত পদের সংখ্যা ২৫১। বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী দেশের ৭টি বিভাগে ৭টি আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও বীজ পরীক্ষাগার এবং ৬৪টি জেলায় ৬৪টি জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভিশন

মানসম্পন্ন বীজের নিশ্চয়তা।

মিশন

উচ্চ গুণাগুণসম্পন্ন ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাতের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিতরণে উৎপাদনকারীদের প্রত্যয়ন সেবা প্রদান এবং মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে বীজের মান নিশ্চিতকরণ।

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী

১) যে কোন ঘোষিত জাত ও প্রজাতির বীজ প্রত্যয়ন;

২) নিবন্ধিত অন্যান্য জাতের বীজ প্রত্যয়ন;

৩) বীজ প্রত্যয়নের উদ্দেশ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও লেবেলিং এর পদ্ধতি নির্ধারণ এবং চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত বীজের জাত সঠিক কিনা এবং এই বিধিমালায় অধীন প্রত্যয়নের জন্য এতে অংকুরোদগমের হার, বিশুদ্ধতার হার আর্দ্রতার পরিমাণ ও বীজের মানের এরূপ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, তা নিশ্চিত করা;

৪) কোন জাতের বা প্রজাতির বীজ প্রত্যয়নের জন্য আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বপনকৃত বীজের উৎস বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হয়েছিল কিনা, এই বিধিমালা অনুসারে বীজ ক্রয়ে রেকর্ড আছে কিনা এবং ফি পরিশোধ হয়েছে কিনা তা যাচাই করা;

৫) স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation), বিজাত বাচাই (Rouging), যদি প্রয়োজন হয়, এবং সংশ্লিষ্ট জাতের বা প্রজাতির সুনির্দিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির (Factors) ন্যূনতম মান সর্বদা বজায় রাখাসহ বীজ মাঠে প্রত্যয়নের জন্য নির্ধারিত গ্রহণীয় মাত্রার অতিরিক্ত বীজ বাহিত রোগের উপস্থিতি যাতে না থাকে তা নিশ্চিত করতে মাঠ পরিদর্শন করা;

৬) অন্য জাতের বা প্রজাতির বীজের মিশ্রণ ঘটেছে কিনা তা দেখতে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করা;

৭) মাঠ পরিদর্শন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন, নমুনা বিশ্লেষণ এবং চিহ্নিতকরণ, লেবেলিং, সিলিংসহ প্রত্যয়নপত্র প্রদান সুচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা;



৮) বীজ ব্যবসায়ী কর্তৃক বাজারজাতকৃত বীজের ধারকের সাথে সংযুক্ত লেবেলে বর্ণিত বীজের মান তাতে বিধৃতরূপে সঠিক আছে কিনা তা বাজারজাত পরবর্তী নমুনা পরীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা তদারকি করা এবং মান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তার ফলাফল বীজ ব্যবসায়ীগণকে অবগত করা;

৯) ডিইউএস (DUS: Distinctness, Uniformity and Stability) পরীক্ষার অংশ হিসাবে জাতের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর কর্মকাণ্ড (Varietal description activities) পরিচালনা করা এবং সে সকল জাতের কার্যকারীতা পরীক্ষার (VCU: Value for Cultivation and Uses) জন্য সমন্বয় সাধন এবং বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা;

১০) বিভিন্ন ফসলের বীজের গুণের ন্যূনতম মান, সময় পূনর্বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা;

১১) প্রত্যাশিত বীজের উৎপাদনে উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বীজ ব্যবসায়ী ও প্রত্যাশিত বীজের তালিকা প্রকাশসহ শিক্ষামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা;

১২) প্রত্যাশিত বীজের উৎপাদনের জন্য যে বীজ বপণ করা হয়েছে তা এ বিধিমালার অধীন বপণযোগ্য ছিল কিনা যাচাই করতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা;

১৩) রোগ ও কীট-পতঙ্গের দ্বারা সহজে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা ও কম কার্যকারীতা (Poor Performance) এর জন্য বোর্ডকে জাত প্রত্যাহারের পরামর্শ প্রদান।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উইং ওয়ারী কার্যক্রম

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক এই এজেন্সীর প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে এ এজেন্সীতে মোট ৬৩৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে। তন্মধ্যে ২৫১টি পদ বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভুক্ত। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে ৩টি কারিগরী উইং রয়েছে-

ক) প্রশাসন ও অর্থ উইং

খ) মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং উইং

গ) সীড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ উইং

(ক) প্রশাসন ও অর্থ উইং

সংস্থার যাবতীয় প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালনা ও সম্পাদন করা এবং পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে সহায়তা প্রদান করা এই উইং এর দায়িত্ব। অতিরিক্ত পরিচালক এ উইং এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রশাসন এবং অর্থ ও হিসাব শাখাদ্বয়ের মাধ্যমে এই উইং এর কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে।

১) প্রশাসন শাখা

- সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, শ্রান্তি বিনোদন, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন।
- অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং যানবাহন ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন।
- এজেন্সীতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, অফিস প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- এজেন্সীর বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ও নিয়মিত প্রকাশনাসমূহ প্রকাশসহ লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
- কৃষি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার চাহিত রিপোর্টসমূহ প্রণয়ন ও প্রেরণ।
- এছাড়াও এজেন্সীর অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন।



২) অর্থ ও হিসাব শাখা

- সংস্থার বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন এবং অধীনস্থ অফিসসমূহে বাজেট বরাদ্দ প্রদান।
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিস এর চাহিদা মোতাবেক রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রেরণ।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতনসহ আনুষঙ্গিক বিল তৈরি ও সরকারি ট্রেজারি হতে উত্তোলন।
- বিধি মোতাবেক অর্থনৈতিক নিরীক্ষা কার্যাদি পরিচালনা।
- এজেন্সীর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহায়তা প্রদান।

(খ) মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং উইং

এ উইং মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, বীজের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা এবং মনিটরিং সেবা প্রদান করে আসছে। এজেন্সীর বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পরিদর্শন ও বীজ পরীক্ষণ এবং পরিকল্পনা ও মনিটরিং কার্যক্রম এর উইং মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। উইং প্রধান হিসেবে একজন অতিরিক্ত পরিচালক যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন। এ উইং এর তিনটি শাখা রয়েছে। যথা-

১) মাঠ প্রশাসন শাখা

সারাদেশে ৬৪ জন জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার কর্মকাণ্ড তদারকি ও মনিটরিং এর জন্য দেশের ৭টি অঞ্চলে ৭জন আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা রয়েছেন। উল্লেখযোগ্য মাঠ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:

- প্রজনন, ভিত্তি, প্রত্যাযিত শ্রেণির বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যয়ন প্রদান।
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার বীজ উৎপাদন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং এবং নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ।
- সরকারি মুদ্রণালয় হতে ট্যাগ মুদ্রণপূর্বক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে ট্যাগ সরবরাহ নিশ্চিত ও তদারকি করা।
- অনুমোদিত বীজ ডিলার কর্তৃক বিক্রিত বীজের মান সঠিক আছে কিনা যাচাই করার লক্ষ্যে দোকান পরিদর্শন, মার্কেট মনিটরিং ও নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে প্রেরণ।
- প্রজনন শ্রেণির বীজের জন্য সবুজ, ভিত্তি শ্রেণির বীজের জন্য সাদা ও প্রত্যাযিত শ্রেণির বীজের জন্য নীল ট্যাগ সরবরাহ ও সংযোজন করার কার্যক্রম তদারকি করা হয়।
- ফসলের InbreedGes Hybrid জাতের অঞ্চলভিত্তিক মাঠ মূল্যায়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।
- Truthfully Labeled Seed (TLS) বা মান ঘোষিত বীজের গুণগত মান যাচাই করা।
- এছাড়াও বীজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের নদীবন্দর, স্থলবন্দর ও বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে আগত বীজের নমুনা পরীক্ষাগারে প্রেরণ এবং ফলাফল সংশ্লিষ্ট রফতানি/আমদানিকারককে অবহিত করা হয়।

২) বীজ পরীক্ষা শাখা

এ শাখার অধীনে ১টি কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার, ৭টি বিভাগে আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার অধীনে ১টি করে মোট ৭টি আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার ও ২৫টি জেলায় জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসারের কার্যালয়ে স্থাপিত ২৫টি মিনি বীজ পরীক্ষাগার আছে। এসব পরীক্ষাগারে বীজের বিশুদ্ধতা, অংকুরোদগম ক্ষমতা, বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।



এছাড়াও এ শাখা কর্তৃক পরিচালিত বীজ পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:

- দেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন BRRI, BARI, BINA, BJRI হতে উৎপাদিত ধান, গম, পাট ও আলুর প্রজনন বীজ এবং বিএডিসি, বেসরকারি উৎপাদক ও এনজিও কর্তৃক উৎপাদিত ভিত্তি এবং প্রত্যাখ্যাত বীজের বীজমান পরীক্ষা করে ফলাফল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা।
- মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় সংগৃহীত সকল প্রকার ঘোষিত ও অঘোষিত ফসলের বীজের নমুনা সংগ্রহপূর্বক জাতীয় ও আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগারে বীজ মান পরীক্ষা করে ফলাফল সংশ্লিষ্ট ডিলার/উৎপাদনকারী এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইংকে অবহিত করা।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীন পরিচালিত প্রকল্পসমূহের আওতায় চাষী পর্যায়ে উৎপন্ন বিভিন্ন ফসলের বীজের মান যাচাই করে ফলাফল প্রেরণ।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর অধীনে সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন ফসলের বীজের নমুনা পরীক্ষা করে ফলাফল মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ করা।
- আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষা সংস্থা (International Seed Testing Association) Gi Referee Sample Testing কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা।

৩। পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শাখা

- ই-কৃষি সেবা ও আইসিটি কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় তদারকি করা।
- সংস্থার সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- মাঠ পর্যায়ে চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
- চলমান প্রকল্পসমূহের নিয়মিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা তদারকি করা।
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে কর্মরত সকল কর্মচারীর হালনাগাদ ডাটাবেজ তৈরিকরণ।
- অনলাইন রিপোর্টিং এর ব্যবস্থা চালুকরণ।

(গ) সীড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ উইং

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জোড়দারকরণ প্রকল্পের সহায়তায় ১৯৯৫ ইং সালে সংস্থায় জাত পরীক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে ১২ একর কন্ট্রোল ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিয়মিতভাবে জাত পরীক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, ২০০৯ সনে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং (DNA finger-printing) এর প্রাথমিক সুবিধাসহ একটি জাত পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়। এ উইং এর মূল উদ্দেশ্য হলো: নোটিফাইড ফসলের নতুন জাত ছাড়করণে সমন্বয় সাধন ও ছাড়কৃত বিভিন্ন জাতের কৌলিক বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন, ইত্যাদি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা। এ উইং এর প্রধান হিসেবে অতিরিক্ত পরিচালক কর্মরত রয়েছেন। এ উইং এর কার্যক্রম সীড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

১) সীড রেগুলেশন শাখা

- সংস্থার বিভিন্ন নীতিমালা ও আইন প্রণয়নসহ কৃষি মন্ত্রণালয় এর নির্দেশনা মোতাবেক নীতিমালা ও আইন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করা।
- সংস্থার আইনগত বিভিন্ন সমস্যা সংশ্লিষ্ট উইংকে পরামর্শ দ্বারা সহযোগিতা প্রদান।
- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতিমালা/আইনকানুন যুগোপযোগীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।



২) মান নিয়ন্ত্রণ শাখা

- নোটিফাইড ফসলের জাত ছাড়করণ কার্যক্রমের আওতায় উদ্ভাবিত ফসলের ডিইউএস (DUS) (Distinctness, Uniformity and Stability) টেস্ট সম্পাদন করা। বীজ বিধিমালা, ১৯৯৮ এর ধারা ৬ অনুসারে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর দায়িত্ব হিসেবে এই টেস্টের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।
- প্রতিষ্ঠিত জাতের সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যের একটি বর্ণনা (Descriptor) তৈরি করা হয়। এই টেস্টের মাধ্যমে Breeders Right প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফসলের জাত হনন (Varietal Piracy) থেকে রক্ষা পায়।
- প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল ও গ্রো-আউট টেস্ট (Pre-Post Control & Grow-out Test) : প্রজনন, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণির যে সব লট বীজ পরীক্ষায় অনুমোদিত মানের পাওয়া যায়, সে সব লটের পূর্বগৃহীত নমুনার একাংশ হতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ফসল উৎপাদন করে সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাগণ অফ টাইপ/ বিজাত সনাক্তকরণের মাধ্যমে জাতের কৌলিক বিশুদ্ধতা নিরূপন করেন। অতঃপর ফসলের উপযুক্ত পর্যায়ে মাঠ দিবস অনুষ্ঠান করে ত্রুটিপূর্ণ নমুনা প্লটের লটসমূহ হতে মাঠ পর্যায়ে উৎপাদিত বীজ ফসলের মাঠ প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তা এবং বীজ উৎপাদনকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণকে সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় এবং জমিগুলি নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অফটাইপ/বিজাত রোগিং এর পরামর্শ প্রদান করা হয়। এটি বীজ ফসলের জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- বিভিন্ন অঞ্চলে নোটিফাইড ফসলের উদ্ভাবিত নতুন ইনব্রিড ও হাইব্রিড জাতের মাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও মূল্যায়ন ফলাফল সংকলন করে প্রতিবেদন, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি সভায় ছাড়করণ ও নিবন্ধনের সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্তে উপস্থাপন করা।

(খ) জনবল

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে পূনর্গঠন ও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ হিসেবে অত্র সংস্থার জনবল কাঠামো পূনর্গঠন করে ২২৩ হতে ৬৩৩ এ উন্নীত করা হয়েছে এবং দেশের প্রতিটি বিভাগে আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও বীজ পরক্ষাগার এবং প্রতিটি জেলায় জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

ছক-১ : প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড ১	০	০	০	
২	গ্রেড ২	১	১	০	
৩	গ্রেড ৩	১০	৬+২=৮	২	১ জন অতিরিক্ত পরিচালক পদে পদায়ন হয় না
৪	গ্রেড ৪	০	০	০	
৫	গ্রেড ৫	৭৮	৫৮	২০	
৬	গ্রেড ৬	৪	৪	০	
৭	গ্রেড ৭	০	০	০	
৮	গ্রেড ৮	০	০	০	
৯	গ্রেড ৯	১৫৯	৩৫	১২৪	৭১ টি নমুনা সংগ্রহ পদ সৃজন হয়নি
১০	গ্রেড ১০	১	১	০	
১১	গ্রেড ১০	৩	৩	০	
১২	গ্রেড ১২	০	০	০	
১৩	গ্রেড ১৩	১১	১	১০	
১৪	গ্রেড ১৪	১২	৭	৫	
১৫	গ্রেড ১৫	০	০	০	
১৬	গ্রেড ১৬	১৭৮	৭১	১০৭	
১৭	গ্রেড ১৭	০	০	০	
১৮	গ্রেড ১৮	৩	০	৩	
১৯	গ্রেড ১৯	০	০	০	
২০	গ্রেড ২০	১৭৩	১০২	৭৪	

* ৩০ জুন ২০২২ তারিখের তথ্য

২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি বিষয়ক তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান				মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী (স্থায়ী পদে)	কর্মচারী(আউট সোর্সিং)	মোট	
০	১	১	০	০	০	-	-
-	১	১	-	-	-	-	-

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

ছক-২ : (ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র.নং.	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
১	গ্রেড ১-৯	১৫৬	০	১৭৩	৩৬	৩৬৫	
২	গ্রেড ১০	০	০	০	০	০	
৩	গ্রেড ১১-২০	২০	০	২৩৩	০	২৫৩	
মোট =		১৭৬ জন	০ জন	৪০৬ জন	৩৬ জন	৬১৮ জন	

ছক-২ : (খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে উচ্চশিক্ষার্থে কোন কর্মকর্তা গমন করেননি।
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
মোট =		-	-	-	-	

ছক-২ : (গ) বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	২০২১-২২ অর্থবছরে বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিটে বিদেশে কোন কর্মকর্তা গমন করেননি।
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
মোট =		-	-	-	-	

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
২৪টি	৯৯০ জন

ঘ) উল্লেখযোগ্য কর্মক্রম

১. জাত অবমুক্তকরণ/ নিবন্ধন

২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১১২টি নতুন উদ্ভাবিত সারির (ধানের ৮৩টি, গমের ১৬টি এবং পাটের ৪টি, কেনাফ ২টি, মেস্তা ২টি এবং আখের ৫টি) DUS test (Distinctness, Uniformity and Stability) সম্পাদন করা হয় এবং মোট ২৩টি সারির (ধানের ১৩টি, গমের ৬টি এবং আখের ৪টি) VCUtest (Value for Cultivation and Uses) সম্পাদন করা হয়। উল্লেখিত DUS ,VCU test এর সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ০৪টি জাত (ধানের ৪টি) NSB (National Seed Board) কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়।

বীজের গুণগত মানের নিশ্চয়তার জন্য প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল থ্রো-আউট টেস্ট পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ১৯৯৫টি (আমন ধানের ৬১০টি, বোরো ধানের ৫৭৮টি, আউশ ধানের ১৩২টি, গমের ২৪৪টি, আলুর ৩৬০টি এবং পাটের ৭১টি) বীজ লটের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে হাইব্রিড জাতের মোট ৭৫টি (আমন ২০টি, বোরো ৪৯টি এবং আউশ ৬টি) জাতের আঞ্চলিক ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ৬টি (আমন ১টি এবং বোরো ৫টি) হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধিত হয়েছে। (জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৬ তম সভা পর্যন্ত)।

২. বীজ প্রত্যয়ন

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক মোট প্রত্যয়িত বীজের পরিমাণ ২,১৩,৭৯২ মে. টন।

৩. বীজ পরীক্ষা

২০২১-২০২২ অর্থবছরে নোটিফাইড ফসলের বিভিন্ন জাতের সর্বমোট ৬,৯৬৩টি নমুনার বিশুদ্ধতা, আর্দ্রতা ও অংকুরোদগম পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪. প্রত্যয়ন ট্যাগ বিতরণ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ধান, গম, আলু ও পাট এই ৪টি নোটিফাইড ফসলের ৪৩,২৯৫টি প্রজনন, ৮২,৩৮৬টি প্রাক-ভিত্তি, ৮০,৯৯,৬৪০টি ভিত্তি ও ১,২৪,৪৪,৯৩৮টি প্রত্যয়িত সহ মোট ২,০৬,৭০,২৫৯টি ট্যাগ বিতরণ করা হয়েছে।

৫. বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রমের প্রতিবেদনঃ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাঠ প্রত্যয়নকৃত জমির পরিমাণ ৪৬,৯১৯ হেক্টর।

৬. মার্কেট মনিটরিং প্রতিবেদন

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক মার্কেট মনিটরিং এর মাধ্যমে মোট ৬,৭২০ টি নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা করা হয়েছে।

৭. আইসিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন

- সংস্থার সার্বিক বিষয় বিবেচনা কও প্রস্তাবিত কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ই-কৃষি সেবা ও আইসিটি কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় তদারকি করা।
- মাঠ পর্যায়ে চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
- চলমান প্রকল্পসমূহের নিয়মিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা তদারকি করা।
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে কর্মরত সকল কর্মচারীর হালনাগাদ ডাটাবেস তৈরীকরণ।
- অনলাইন রিপোর্টিং এর ব্যবস্থা চালুকরণ।



৮. প্রকাশনা

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ধান বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর বার্ষিক প্রতিবেদন, লিফলেট (বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম) এবং লিফলেট (কেন্দ্রীয় বীজ পরিক্ষাগারের পরিচিতি) প্রকাশ করা হয়েছে।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্প ও কর্মসূচির নাম	বর্তমান অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ব্যয় অগ্রগতির হার
১	২	৩	৪
১.	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোড়দারকরণ প্রকল্প	২৯.৫৯	২৮.৫১ (৯৬.৩৫%)

ছ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি: প্রযোজ্য নয়।

জ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য: প্রযোজ্য নয়।

ঝ) উপসংহার

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজের প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশে একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গড়ে তোলার নিমিত্তে এর প্রত্যয়ন সেবার আওতায় রয়েছে বীজ ফসলের জাত পরীক্ষাপূর্বক ছাড়করণ/নিবন্ধন, মাঠ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন, পরীক্ষাগারে ও কন্ট্রোল ফার্মে বীজের মান পরীক্ষণ, প্রত্যয়ন ট্যাগ ইস্যুকরণ, মার্কেট মনিটরিং এবং বীজ আইন ও বিধিমালা লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।



বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম



বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কুষ্টিয়া এর নবনির্মিত অফিস ভবন উদ্বোধন করেন জনাব মো: মাহবুব-উল-আলম হানিফ, মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য কুষ্টিয়া-০৩ ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ



মানসম্পন্ন বীজ প্রত্যয়নে এসসিএ এর ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো: মেসবাহুল ইসলাম, সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম



সিনিয়র সচিব জনাব মো: মেসবাহুল ইসলাম মহোদয় কর্তৃক কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার পরিদর্শন



নোটিফাইড ফসলের বীজ প্রত্যয়ন এবং মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব হাসানুজ্জামান কল্লোল, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম



বোরো বীজ ফসলের প্রে-পোস্ট কন্ট্রোল হো-আউট টেস্ট বিষয়ক মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক মহোদয় জনাব মো: আমিনুল ইসলাম



গম বীজ ফসলের প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল হো-আউট টেস্ট বিষয়ক মাঠ দিবসে জনপ্রতিনিধি
জনাব জাবেদ আলী জবে উপস্থিত ছিলেন



বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম



গম ফসলের মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণ



বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক মহোদয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের ধান ফসলের মাঠ পরিদর্শন



বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম



জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় 'অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম কর্মপরিবেশ উন্নয়ন'



গম বীজের প্রো-আউট টেস্টের তথ্য সংগ্রহ



বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম



কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারে বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা



বোরো ধানের মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে এসসিএ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের মাঠ পরিদর্শন





জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

গাজীপুর-১৭০১





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

www.nata.gov.bd

(ক) ভূমিকা

নাটা গঠনের প্রেক্ষাপট

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), কৃষি মন্ত্রণালয়ের একমাত্র প্রশিক্ষণ একাডেমি। নাটা গঠনের পূর্বে এ প্রতিষ্ঠানটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর আওতাধীন কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সার্ডি) নামে অভিহিত ছিল। Japan International Cooperation Agency (JICA) এর অর্থায়নে ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ সার্ডি (CERDI) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মানবসম্পদ উন্নয়নের নিমিত্ত ২০১৪ সালের জুন মাসে সার্ডি বিলুপ্ত হয়ে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর কৃষি মন্ত্রণালয়ের একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

রূপকল্প (Vision)

কৃষি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গঠনের উৎকর্ষ কেন্দ্র (Centre of excellence)।

অভিলক্ষ্য (Mission)

মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা-উন্নয়ন এবং প্রকাশনার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ উন্নয়ন। কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি সহায়ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া জোরদারকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সেবার মানোন্নয়ন। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগসূত্র গড়ে তোলা এবং জ্ঞানভিত্তিক নিবিড় কৃষি সেবা উন্নয়নের জন্য অবিরাম শিখন প্রক্রিয়ার চর্চা করা।

নাটার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic objectives)

১. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্য খাতে উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা; এবং
২. ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদি আধুনিকীকরণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

প্রধান কার্যাবলি (Functions)

১. কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন;
২. বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা প্রণয়ন ও তদানুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধন;
৩. কৃষি সেবায় দক্ষ জনবল গঠনের কার্যকর প্রয়াস হিসাবে কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ ইনডাকশন ট্রেনিং, ফাউন্ডেশন ট্রেনিং ও সিনিয়র স্টাফ কোর্সের আয়োজন;
৪. টেকসই কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্সের আয়োজন;
৫. প্রশিক্ষণকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা;
৬. আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে সেবার মান উন্নয়নের জন্য ডরমিটরি, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, ক্যাফেটেরিয়া, অডিটোরিয়ামের ভৌত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি;
৭. প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগসূত্র স্থাপন;
৮. পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অনুষদ সদস্যগণকে বিদেশে এবং দেশের অভ্যন্তরে খ্যাতনামা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;
৯. প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী ও কার্যকর করার জন্য প্রচলিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের আধুনিকায়ন ও উদ্ভাবনী কোর্সসমূহ অন্তর্ভুক্তকরণ এবং কোর্স কারিকুলাম উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল/মডিউল তৈরির ক্ষেত্রে কনসালটেন্সি সেবা প্রদান।
- ১০.



(খ) জনবল

ছক-১: প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য (৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	শ্রেণী	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	১ম	৪০	২৬	১৪	
২	২য়	১৪	৬	৮	
৩	৩য়	৫২	৩২	২০	
৪	৪র্থ	৭৮	৬৭	১১	
সর্বমোট		১৮৪	১৩১	৫৩	

ছক-২: নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
৫	-	৫	-	৩৬	৩৬	-

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		রাজস্ব	বৈদেশিক	ইন হাউজ (জন ঘণ্টা)	অন্যান্য	
১	গ্রেড ১-৯	৮৩২ জন	০ জন	৬০	-	১) ১৭ টি প্রতিষ্ঠানের ৮৩২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২) নাটার ২৬ জন কর্মকর্তা ও ১০৫ জন কর্মচারীকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
২	গ্রেড ১০	-	-	৫৫	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	৫৫	-	

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (Function)

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭ টি দপ্তর/সংস্থার মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে নাটা কর্তৃক ৭৫০ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ১৩৯৮ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ১৩৯৮ জনের মধ্যে নাটা এর নিজস্ব/অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে ২৬ ব্যাচে ৮৩২ জন এবং স্পর্সরড প্রশিক্ষণে ২১ ব্যাচে ৫৬৬ জন কর্মকর্তা রয়েছেন।
- ৮৩২ জনের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে ৩৮৯ জন এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৪৪৩ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর অর্থায়নে ২টি ব্যাচে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের ৭১ জন কর্মকর্তার ৬ (ছয়) মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর অর্থায়নে ১টি ব্যাচে আন্তর্জাতিক কলেজসমূহের ৪০ জন কর্মকর্তার ৪ (চার) মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে নাটায় ৩টি সেমিনার/ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে এবং এতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৮০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- ০২ টি নিউজ লেটার/নাটা বুলেটিন; ০১ টি ট্রেনিং ম্যানুয়াল ও ০১ টি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প: প্রযোজ্য নয়

(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি: প্রযোজ্য নয়

(ছ) পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট

অপারেশন ইউনিট, কর্মসূচি এবং প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	২০২১-২২ (লক্ষ টাকায়)	
		বাজেট	সংশোধিত বাজেট
১	২	৪	৫
১. ১৪৩০৮০১১৩৭৯৫৯ পরিচালন কার্যক্রম- জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)	১	১১৪০.০০	১১৩৯.০০
কর্মসূচি	০	০	০
মোট অনুন্নয়ন (১+২)		১১৪০.০০	১১৩৯.০০
২. উন্নয়ন প্রকল্প	০	০	০
মোট উন্নয়ন (৩)		১১৪০.০০	১১৩৯.০০
মোট অনুন্নয়ন+উন্নয়ন (১+২+৩)		১১৪০.০০	১১৩৯.০০

(জ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের ৭১ জন কর্মকর্তার এন-৭২ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর অর্থায়নে আত্মকৃত কলেজসমূহের ৪০ জন কর্মকর্তার এন-১৭৭ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সিভিল সার্ভিসের নবীন ও মেধাবী কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমিকে নির্বাচন করা একাডেমির সক্ষমতার প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আস্থার বহিঃপ্রকাশ।

(ঝ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ শিখনবান্ধব পরিবেশ, অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব, সুবিশাল ক্লাসরুম, লাইব্রেরি, উদ্ভিদ সংরক্ষণ যাদুঘর, ইন্টারনেট সুবিধা, আধুনিক আবাসন ব্যবস্থা, ওয়াক ওয়ে, বিশাল খেলার মাঠ, ক্যাফেটেরিয়াসহ সকল আবাসিক সুবিধা নাটায় বিদ্যমান। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশের সর্বত্র, কৃষক পাচ্ছে নতুন নতুন তথ্য, প্রযুক্তি, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলার কৃষি। এভাবেই সমৃদ্ধ হচ্ছে বাংলার কৃষক, বেগবান হচ্ছে বাংলার কৃষি, উন্নত হচ্ছে কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতি। ইতোমধ্যেই নাটা সফলভাবে প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের প্রশংসা পেয়েছে। সফল প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং উৎকর্ষ সাধনই বর্তমান সময়ে একাডেমির বড় চ্যালেঞ্জ। ভবিষ্যতে নাটা শক্তিশালীকরণের জন্য এসডিজি এর আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম বা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের আয়োজন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর চাহিদা অনুযায়ী বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর চাহিদা অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এ পরিকল্পনার অংশ। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একাডেমিকে আরো এগিয়ে নিতে নাটা কে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের কাজ চলমান। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ সকল লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে নাটা দক্ষিণ এশিয়ার একটি অনন্য এবং শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির কার্যক্রম



জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে কাজু বাদাম বৃক্ষরোপণ করছেন সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় মহোদয়



নাটায় ১৭৭-তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করছেন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), কৃষি মন্ত্রণালয় মহোদয়



জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির কার্যক্রম



এন ১৭৭-তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় মহোদয়



বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের এন-৭৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে
বক্তব্য রাখছেন নাটর মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মহোদয়



জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির কার্যক্রম



নাটায় ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন যুগ্ম সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় মহোদয়



রাজস্ব বাজেটের আওতায় নাটার প্রশিক্ষণের একাংশ





কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



ভূমিকা

কৃষি তথ্য সার্ভিস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। ১৯৬১ সনে আত্মপ্রকাশের পর থেকে নিরলসভাবে গণমাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যন্ত দ্রুত বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ১৯৮৫ সালে কৃষি তথ্য সার্ভিস বিভক্ত হয়ে এক তৃতীয়াংশ জনবল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে চলে যায়। ২০০৮ সালের আগে সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ ছয়টি আঞ্চলিক অফিস এবং ঠাকুরগাঁও ও কক্সবাজার লিয়াজোঁ অফিস ছিল। বর্তমানে বরিশাল, রংপুর, ঢাকা কুমিল্লা ও রাঙ্গামাটিতে পাঁচটি আঞ্চলিক অফিসসহ ১১টি আঞ্চলিক অফিস ও ০২টি লিয়াজোঁ অফিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি তথ্য সার্ভিসের মিডিয়াভিত্তিক কার্যক্রম সুচারুভাবে চলছে।

ভিশন (Vision)

আধুনিক কৃষি তথ্য সেবা সহজলভ্যকরণ।

মিশন (Mission)

প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও গণমাধ্যমের সহায়তায় কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের কাছে সহজলভ্য করে জনসচেতনতা সৃষ্টি।

উদ্দেশ্যসমূহ

- আধুনিক গণমাধ্যমের (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) সহায়তায় কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যায়ে কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে সহজলভ্য করা;
- আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত ও সহজে উপকারভোগীর কাছে পৌঁছে দেয়া;
- জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি বিষয়ক উন্নয়নমূলক/উদ্ধৃদ্ধকরণমূলক প্রচার প্রচারণা করা ও
- কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী, কৃষি মিডিয়াকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

কার্যাবলি

- কৃষি বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে কৃষিবিষয়ক আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক লেখা সংগ্রহ করে মাসিক ম্যাগাজিন ‘কৃষিকথা’য় প্রকাশ ও বিতরণ;
- মার্চ পর্যায় থেকে সংগৃহীত কৃষিবিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ করে মাসিক বুলেটিন ‘সম্প্রসারণ বার্তা’য় প্রকাশ ও বিতরণ;
- আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন লিফলেট, ফোল্ডার, বুকলেট ইত্যাদি প্রকাশ ও বিতরণ;
- কৃষিবিষয়ক ভিডিও, ফিল্ম-ফিলার, টকশো, ডকুমেন্টারি তৈরি ও সম্প্রচার;
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সিনেমা শো আয়োজনের মাধ্যমে কৃষিবিষয়ক ভিডিও চলচ্চিত্র প্রদর্শন;
- ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কৃষি তথ্য সেবা বিতরণ ও ই-সেবা প্রদান;
- কল সেন্টারের মাধ্যমে (১৬১২৩) তাৎক্ষণিকভাবে কৃষকদের কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রদান;
- কৃষিবিষয়ক নতুন নতুন তথ্য ও প্রযুক্তির ওপর মাল্টিমিডিয়া ই-বুক নির্মাণ ও বিতরণ;
- কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে ই-তথ্য সেবা পৌঁছে দেয়া;
- প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, মেলা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও সচেতনতা বৃদ্ধি;
- বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার ও কমিউনিটি রেডিওতে কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান নির্মাণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানসহ সরকার গৃহীত কৃষিভিত্তিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে গণমাধ্যমের সহায়তায় অবহিতকরণ।



জনবল

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
০১	গ্রেড-১	-	-	-	
০২	গ্রেড-২	-	-	-	
০৩	গ্রেড-৩	০১	০১	০	
০৪	গ্রেড-৪	২	২	০	
০৫	গ্রেড-৫	-	-	-	
০৬	গ্রেড-৬	৩	৩	০	
০৭	গ্রেড-৭	০৭	০৭	০	
০৮	গ্রেড-৮	-	-	-	
০৯	গ্রেড-৯	১০	১০	০	
১০	গ্রেড-১০	০৭	০৭	০	
১১	গ্রেড-১১	৩৬	৩৬	০	
১২	গ্রেড-১২	১৭	১৩	০৪	
১৩	গ্রেড-১৩	২	২	০	
১৪	গ্রেড-১৪	২৭	২৬	০১	
১৫	গ্রেড-১৫	০১	০১	০৮	
১৬	গ্রেড-১৬	৬৯	৬১	-	
১৭	গ্রেড-১৭	-	-	০	
১৮	গ্রেড-১৮	২	১	০১	
১৯	গ্রেড-১৯	১০	১০	০	
২০	গ্রেড-২০	৪৯	৩৭	১২	
মোট =		২৪৩	২১৭	২৬	

নিয়োগ/পদোন্নতি

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
০	০	০	০	০	০	

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	১-৯	১৩	-	১৫	-	২৮	
২	১০	৮	-	৭	-	১৫	
৩	১১-২০	০	-	৫৪০	-	৫৪০	
		২১	-	৫৬২	-	৫৮৩	



গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

১. প্রিন্ট মিডিয়ায় অর্জন

- ২০২১-২২ অর্থবছরে ঐতিহ্যবাহী মাসিক 'কৃষিকথা' পত্রিকার ৭.০৬ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। একই সময়ে মাসিক সম্প্রসারণ বার্তার ১৮ হাজার কপি প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।
- কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট ইত্যাদির প্রায় ৫.৭২ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

২. ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অর্জন

- ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর ১৯ টি ভিডিও ফিল্ম/ফিলার/ডকুমেন্টারি নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হয়েছে।
- এ সময়ে ৬৭০টি ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে আধুনিক কৃষি তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রচারের কাজ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানের ৩৬০টি পর্ব এবং 'বাংলার কৃষি' অনুষ্ঠানের প্রায় ৩৬২টি পর্ব সম্প্রচারের যাবতীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৩. আইসিটিতে অর্জন

- কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) : গ্রামীণ পর্যায়ে কৃষি তথ্য বিস্তারের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। কৃষক পরিচালিত এসব কেন্দ্রে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মডেম, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সারাদেশে স্থাপিত ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৫-২০ জন কৃষি বিষয়ক তথ্য সেবা পাচ্ছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ২৮ লাখ কৃষক-কৃষাণী এসব কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে তথ্য ও সেবা পেয়েছেন।
- কৃষি কল সেন্টার : কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩) থেকে প্রতি মিনিটে ২৫ পয়সা ব্যয়ে কৃষি/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কৃষকের উল্লেখিত বিষয়ে সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া হচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ২০০-২২০টি কলের সমাধান এখান থেকে প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ৪০৪৩৮ জন কে কৃষি তথ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- কমিউনিটি রেডিও : বরগুনা জেলার আমতলীতে একটি কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্থাপন করা হয়েছে, বর্তমানে প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে সম্প্রচার করা হচ্ছে। এ রেডিওর ৫০টি শ্রোতা ক্লাব রয়েছে এবং প্রায় ২ লক্ষ মানুষ অনুষ্ঠানগুলোর নিয়মিত শ্রোতা।

৪. বিবিধ

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে সেমিনার, মেলা (ফল মেলা, সবজি মেলা, বিশ্ব খাদ্য দিবস) র্যালি ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
০১	১১.৪	১০.৮২ (৯৮%)	১২

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

রোববার (১৯ জুন) ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) কনভেনশন হলে কৃষি তথ্য সার্ভিসের আয়োজনে 'বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তায় কৃষি ও গণমাধ্যম' বিষয়ক সেমিনারে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এমিরিটাস অধ্যাপক ও বাকুবির সাবেক উপাচার্য এম. এ. সান্তার মন্ডল। কৃষি সচিব মো. সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন চ্যানেল আইয়ের পরিচালক ও বার্তা প্রধান শাইখ সিরাজ, ঢাকা ট্রিবিউনের নির্বাহী সম্পাদক রিয়াজ আহমেদ, দৈনিক জনকণ্ঠের চিফ রিপোর্টার কাওসার রহমান, প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি গোলাম ইফতেখার মাহমুদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক ড. সুরজিত সাহা রায়।

উপসংহার

কৃষি তথ্য সার্ভিস উন্নয়ন অগ্রযাত্রার গৌরবোজ্জ্বল অংশীদার। সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে কৃষি তথ্য সার্ভিস এরই মধ্যে অর্জন করেছে বঙ্গবন্ধু কৃষি স্বর্ণপদক, জাতীয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী পদক এসব। সত্যিকারভাবে কৃষির উন্নয়নে কৃষি তথ্য সার্ভিস জন্মালগ্ন থেকে নিরলসভাবে গণমাধ্যমের প্রায় সবগুলো মাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য প্রযুক্তি গ্রামীণ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত দ্রুত বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কৃষি তথ্য সার্ভিস নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। বহুবিধ সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিস নিরলস কাজ করছে। কৃষির জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক, কৃষিতে সাফল্যের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হোক এ প্রত্যাশাই সবার। কৃষি সমৃদ্ধিতে আমরা সবাই গর্বিত অংশীদার।



কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম



কৃষি তথ্য সার্ভিসের পক্ষ থেকে কুমিল্লা অঞ্চলে সর্বচো কৃষিকথার গ্রাহক সংগ্রহ করায়
বিজয়ীর হাতে সম্মাননা স্মারক ও ফ্রেস্ট তুলে দেন পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস



সুশাসন সংহতকরণ, ই গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক ২ দিনের প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন
ড. হুমায়রা সুলতানা, যুগ্মসচিব (বাজেট ও মনিটরিং)



কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম



নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার রহিমেরকান্দী কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে ১৪ মার্চ ২০২২ আইসিটি উপকরণ বিতরণ করছেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের সম্মানিত পরিচালক কৃষিবিদ মো: শাহজাহান আলী বিশ্বাস।



কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মিত বরগুনার আমতলীতে কৃষি রেডিও ভবন



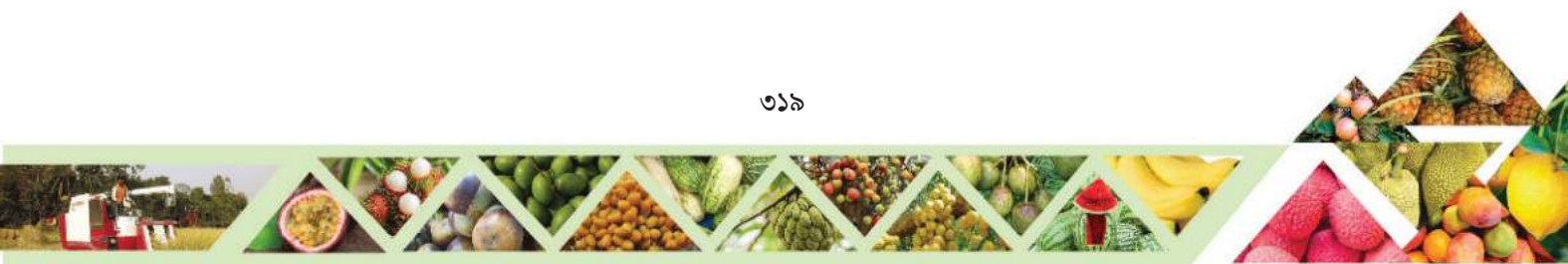
কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম



বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত বাংলার কৃষি অনুষ্ঠানের তথ্যচিত্র ধারণ



মাঠ পর্যায়ে কৃষি বিষয়ক সিনেমা প্রদর্শন





বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট

নশিপুর, দিনাজপুর-৫২০০





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট

নশিপুর, দিনাজপুর

www.bwmri.gov.bd

ভূমিকা

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে ত্বরান্বিত গম গবেষণা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে গম গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালে দিনাজপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে গম গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ খ্রি. তারিখে তৎকালীণ ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিনাজপুরে এক জনসভায় গম গবেষণা কেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট এ উন্নীতকরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জুলাই ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০৭ খ্রি. মেয়াদে ‘গম গবেষণা কেন্দ্রকে গম গবেষণা ইনস্টিটিউট এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বিজিং প্রকল্প’ বাস্তবায়িত হয়। ২০০৬ সালে গম ফসলের সাথে ভুট্টাকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিগত ০৮ জুন ২০১৪ খ্রি. তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ‘বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৬’ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয় এবং ৩১ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রী সভায় আইনটি চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। গত ১৩ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি. তারিখে ‘বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭’ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং ২২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি. গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে উক্ত আইন বলবৎ হয়েছে। এর প্রধান কার্যালয় দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার নশিপুরে অবস্থিত। একজন মহাপরিচালক প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা ও প্রশিক্ষণে গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২২ সালের স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

লক্ষ্য

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন।

উদ্দেশ্য

১. ফসলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সংকরায়ণ, মূল্যায়ন এবং জাত অবমুক্তিকরণ;
২. সাধারণ পরিবেশসহ তাপ, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও খরা সহনশীল গম ও ভুট্টার জাত উদ্ভাবন;
৩. উন্নত ও আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
৪. কৃষি যন্ত্রপাতি ও শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
৫. উদ্ভাবিত জাত, উৎপাদন প্রযুক্তি ইত্যাদির আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ;
৬. উদ্ভাবিত জাতসমূহের প্রজনন বীজ ও মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন;
৭. প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য প্রশিক্ষণ, উপযোগিতা পরীক্ষণ, কর্মশালা, মাঠ দিবস ইত্যাদির আয়োজনসহ বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা প্রকাশ;
৮. মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা;
৯. কৃষি বিষয়ক ই-তথ্য সেবা প্রদান;
১০. আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা সংযোগ স্থাপন।

রূপকল্প (Vision)

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

- গম ও ভুট্টার উচ্চফলনশীল জাত ও উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন;
- পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা, মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি, ভুট্টা ও ভুট্টাজাত দ্রব্যের শিল্পভিত্তিক বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তর করা।



ক) জনবল

ছক-১: ৩০ জুন ২০২২ তারিখে প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্র: নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড-২	১	০	১	মহাপরিচালক পদে চলতি দায়িত্বে একজন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কর্মরত আছেন।
২	গ্রেড-৩	২	০	২	পরিচালক পদে অতিরিক্ত দায়িত্বে একজন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কর্মরত আছেন।
৩	গ্রেড-৩	৭	৫	২	
৪	গ্রেড-৪	২০	৯	১১	
৫	গ্রেড-৫	১	১	০	
৬	গ্রেড-৬	৩২	২০	১২	
৭	গ্রেড-৯	৪৯	৩১	১৮	
৮	গ্রেড-১০	৫	২	৩	
৯	গ্রেড-১১	১	১	০	
১০	গ্রেড-১৩	৯	৬	৩	
১১	গ্রেড-১৪	৪৯	৪৩	৬	
১২	গ্রেড-১৫	২	২	০	
১৩	গ্রেড-১৬	৩০	১৭	১৩	
১৪	গ্রেড-১৭	১	১	০	
১৫	গ্রেড-১৮	৭	৬	১	
১৬	গ্রেড-২০	২০	১০	১০	
মোট =		২৩৬	১৫৪	৮২	

২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি বিষয়ক তথ্য

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮৫ জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়। এ সময় কেউ পদোন্নতি পাননি।

খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

ছক-২(ক): মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র: নং	গ্রেড নং	জনবল					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউজ	অন্যান্য	মোট	
	গ্রেড-১-৯	২৮৭	-	৯৬	-	৩৮৩	
	গ্রেড-১০	-	-	-	-	-	
	গ্রেড ১১-২০	১৪৫	-	৫৫	-	২০০	
	মোট =	৪৩২	-	১৫১	-	৫৮৩	

ছক-২(খ): মানব সম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র: নং	গ্রুপ নং	জনবল				মন্তব্য
		পিএইচডি	এমএস	অন্যান্য	মোট	
	গ্রুপ-১-৯	১	-	-	১	
	গ্রুপ-১০	-	-	-	-	
	গ্রুপ ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট =	১	-	-	১	

ছক-২(গ): বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র: নং	গ্রুপ নং	জনবল				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
	গ্রুপ-১-৯	৭	৫	-	১২	অনলাইন প্লাটফর্মে অংশগ্রহণ করেছেন।
	গ্রুপ-১০	-	-	-	-	
	গ্রুপ ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট =	৭	৫	-	১২	

গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- জাতসহ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা স্থাপন
- প্রজনন বীজ উৎপাদন
- জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনী স্থাপন
- মাঠ দিবস আয়োজন
- প্রশিক্ষণ
- প্রকাশনা

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০২১-২২ অর্থ-বছরে ডাব্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভুট্টা ২ নামে ভুট্টার ১টি জাত উদ্ভাবন করেছে। গমের ৫০৭৩টি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে। ‘গম-ভুট্টা-আমন ধান শস্য বিন্যাসে সংরক্ষণশীল চাষ পদ্ধতিতে ফসলের উৎপাদনশীলতা ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি’ সম্পর্কিত এবং অবমুক্ত ডাব্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভুট্টা ২ জাতের কলাকৌশল সম্পর্কিত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়া কৃষকসহ সকল অংশীজনদের কাছে দ্রুত এবং ওয়ান স্টপ পরিসেবা প্রদানের জন্য একটি হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। অফিস প্রাঙ্গণের বঙ্গবন্ধু কর্ণার সংস্কার করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩০৪৫ জন কৃষক/কৃষাণীদেরকে গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৮টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে ৩২৩২ জনকে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া ১৭টি মাঠ দিবসের মাধ্যমে ১২৫৭ জন কৃষককে গম ও ভুট্টার আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে ৪ টি প্রকাশনা এবং ১৭৯০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এ সময়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ৮টি জাত (বারি গম ৩০, বারি গম ৩২, বারি গম ৩৩, ডাব্লিউএমআরআই গম ১, ডাব্লিউএমআরআই গম ২, ডাব্লিউএমআরআই গম ৩, এবং বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৬, ও বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৭) এর উৎপাদন প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়েছে। গম ও ভুট্টার মোট ১০৩ মেট্রিক টন ব্রিডার ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ করা হয়েছে। এ সময়ে ১২ জন বিজ্ঞানী অনলাইন প্লাটফর্মে বিদেশে ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছেন। ২০২১-২২ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর সাথে ডাব্লিউএমআরআই এর গবেষণা উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর সম্পর্কিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রচার কাজে সহায়তার জন্য মোট ১৫০০০ কপি পোস্টার/বুকলেট/ফ্যাক্টশিট/লিফলেট/বিজ্ঞপ্তি মুদ্রণ করা হয়েছে। এ সময়ে ১২৫২৩৬ জন কৃষি বিষয়ে ই-তথ্য সেবা গ্রহণ করেছেন।

ঘ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

১. কর্মসূচির নাম : অপ্রচলিত প্রতিকূল এলাকায় আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে নতুন জাতের গম উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ
কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ (তিন বছর)
২. রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে গম ও ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ ও সম্প্রসারণ
মেয়াদ: ২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪ (তিন বছর)
৩. ফল আর্মিওয়ার্ম পোকা দ্বারা ভুট্টা ফসলের ক্ষতি রিড্রপণ এবং এর পরিবেশবান্ধব দমন ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন
মেয়াদ: ২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪ (তিন বছর)

ঙ) পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, গবেষণা, অবসরোত্তর ভাতা, মেরামত, উদ্ভাবন ইত্যাদি খাতে পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করার জন্য ২০২১-২২ অর্থ-বছরে মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ২০,৫৩,৬২,০০০/- (বিশ কোটি তিশান্ন লাখ বাষটি হাজার টাকা মাত্র) যার মধ্যে উক্ত সময়ে পরিচালন ব্যয় ১৯,০০৯৬৫৮৮/৯৩ (উনিশ কোটি ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশত আটাশি টাকা তিরানব্বই পয়সা মাত্র)।

চ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা ও প্রশিক্ষণে গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২২ সালের স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। ২৪ মার্চ ২০২২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক মহোদয়কে স্বাধীনতা পুরস্কারের সনদ প্রদান করেন। এছাড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০২০-২১ এ প্রথম স্থান অর্জন করে। মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক মহোদয়কে ২১ জুন ২০২২ সনদ প্রদান করেন।

ছ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

২০২১-২২ অর্থবছরে বিএডাব্লিউ ১৩৯০ বিএডাব্লিউ ১৩৯৭ বিএডাব্লিউ ১৩৯৯ নামক গমের ৩টি অগ্রবর্তী সারি নির্বাচিত হয়েছে এবং বিডাব্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভুট্টা ২ নামে ভুট্টার ১টি জাত অবমুক্ত হয়। গম-ভুট্টা-আমন ধান শস্য বিন্যাসে সংরক্ষণশীল চাষ পদ্ধতিতে ফসলের উৎপাদনশীলতা ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত এবং অবমুক্ত বিডাব্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভুট্টা ২ জাতের উৎপাদন কলাকৌশলসহ ২ টি প্রযুক্তি অনুমোদিত হয়েছে।

জ) উপসংহার

২০১৭ সালের ২২ নভেম্বর আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনকে সামনে নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত ৩৬টি গমের উচ্চ ফলনশীল জাত, ২০টি হাইব্রিড ভুট্টার জাত ও ৯টি কম্পোজিট ভুট্টার জাত উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা ও উন্নয়ন কাজের জন্য ২৩৬টি পদ সৃজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বোর্ড গঠিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২০ প্রণীত হয়েছে। সম্প্রতি ৮৫ জন নতুন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে।



বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর নিকট থেকে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনায় ২০২০-২১ এ প্রথম স্থান অর্জনের পুরস্কার গ্রহণ করছেন বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. গোলাম ফারুক



ভুট্টার নতুন জাত বিডার্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভুট্টা ২



বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



গমের প্রজনন বীজ উৎপাদন মাঠ (বারি গম ৩০)



ভুট্টার হাইব্রিড বীজ উৎপাদন (ডাব্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভুট্টা ১৭)



বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে নতুন জাতের গম উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ ও বীজ সংরক্ষণ শীর্ষক
মাঠ দিবসে অংশগ্রহণকারী কৃষক ও বিজ্ঞানীবৃন্দ



ভুট্টা ফসলে ফল আর্মিওয়ার্ম পোকাকার কৃষি পরিবেশগত দমন ব্যবস্থাপনা শীর্ষক মাঠ দিবসে অংশগ্রহণকারী কৃষক-কৃষাণী

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



ভুট্টার নতুন রোগ ফিউজারিয়াম স্টক রট এর দমন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক লিফলেট



বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে গণ মাধ্যম কর্মীদের সাথে মতবিনিময়



বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষকদের উদ্ভিদকর্ম কর্মশালায় বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এ আগমন



বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সেবা দান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

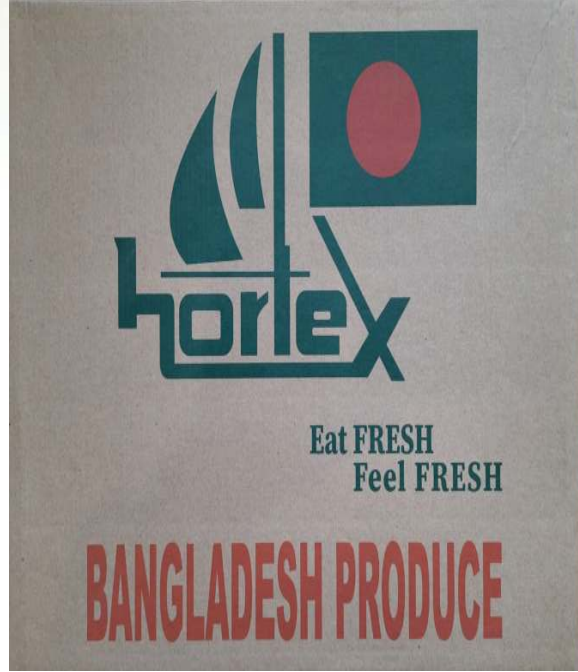


বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম



ওয়ান স্টপ পরিসেবা প্রদানের জন্য স্থাপিত হেল্প ডেস্ক





হর্টেক্স ফাউন্ডেশন

সেচ ভবন (৪র্থ তলা), ২২ মানিক মিয়া এভিনিউ

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

<https://hortex.portal.gov.bd>

<https://hortexbazarbd.com>





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



ভূমিকা

হর্টিকালচার এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন সংক্ষেপে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন উদ্যান ফসল উন্নয়ন এবং বৈদেশিক বাজারে রপ্তানি কার্যক্রম উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে ‘লাভের জন্য নয়’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কোম্পানি আইন ১৯১৩ এর ২৬ ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধিত হয়েছে। সাত সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ এবং ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট সাধারণ পর্ষদ দ্বারা অত্র ফাউন্ডেশন পরিচালিত হয়। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় পদাধিকার বলে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান।

রূপকল্প (Vision)

টেকসই ও সংগঠিত বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে বহির্বিদেশে ও দেশের অভ্যন্তরে কৃষিপণ্যের বাজার উন্নয়ন ও প্রসার করা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রযুক্তি ও উপদেষ্টা পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্যের বিপণন প্রসার ঘটিয়ে কৃষক ও উদ্যোক্তাগণের আয় বৃদ্ধি করে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।

জনবল

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের জন্য সৃষ্ট পদের সংখ্যা ৩৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুখ্য নির্বাহী হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সাত সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ এবং ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পর্ষদ নীতিনির্ধারণসহ সার্বিক বিষয় দেখভাল করে থাকে। সৃষ্ট ৩৯টি পদে রয়েছে ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, পরিচালক-২, যুগ্ম পরিচালক-২, পোস্ট হার্ভেস্ট এন্ড কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স স্পেশালিস্ট/এগ্রো প্রসেসিং স্পেশালিস্ট/ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট/ডমেস্টিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড স্পেশালিস্ট/ভ্যালুচেইন ট্রান্সপোর্টেশন এন্ড প্যাকেজিং স্পেশালিস্ট/উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)-৬, গ্যাপ এন্ড ট্রেসিবিলিটি অফিসার/এগ্রো প্রসেসিং অফিসার/ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট অফিসার/ডমেস্টিক, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড ই-কমার্স অফিসার/ভ্যালু চেইন ট্রান্সপোর্টেশন অফিসার/অফিস ম্যানেজার (প্রকিউরমেন্ট এন্ড লজিস্টিক্স)/অফিস ম্যানেজার (একাউন্টস এন্ড অডিট)-৭, পিএস টু এমডি-১, এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (লজিস্টিক্স এন্ড আইসিটি)/এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (একাউন্টস)/ এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (অনলাইন মার্কেটিং)-৪, গাড়িচালক-৮, অফিস সাপোর্ট/ম্যাসেঞ্জার/নিরাপত্তা প্রহরী-৬, পরিচ্ছন্নতা কর্মী-১।

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনে বর্তমানে ৩৯টি সৃষ্ট পদের বিপরীতে ১১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। এর মধ্যে ৫ জন কর্মকর্তা এবং অন্যরা কর্মচারী পর্যায়ে কর্মরত। এছাড়া এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় চার জন বিশেষজ্ঞ এবং ৩৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ৩০ উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত আছেন। ২৫ জন অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত ‘এক্সপোর্ট পোল’ চাহিদা অনুযায়ী হর্টেক্স ফাউন্ডেশনকে প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে কারিগরি সহায়তা করে থাকেন।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্যের আধুনিক সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অপচয় কমিয়ে আনা, মাননিয়ন্ত্রণ, মূল্য সংযোজন, প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ঢাকার কৃষকের বাজার/হর্টেক্স বাজার ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য হর্টেক্স ফাউন্ডেশন দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমসহ অনলাইন মার্কেটিং, কৃষকের বাজার সংযোগ ও রপ্তানি উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে জুন ২০২২ পর্যন্ত দক্ষতা উন্নয়নে ডিএইর ক্যাডার অফিসারদের ৬ ব্যাচ (১৪৭ জন) প্রশিক্ষণ; ডিএইর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ১০ ব্যাচ (৩০০ জন) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ; ৫ ব্যাচ (১৫০ জন) লোকাল বিজনেস ফ্যাসিলিটেটর (এলবিএফ) প্রশিক্ষণ; ৪৬৭ ব্যাচ (১৪০০০ জন) সিআইজি কৃষক প্রশিক্ষণ; ১৫৮ ব্যাচ (৪৭৪০ জন) প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের কৃষক প্রশিক্ষণ; ১০ ব্যাচ (৩০০ জন) কৃষি ব্যবসা উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ (Agricultural Innovation Fund, AIF-3); ৩০ ব্যাচ (৮৯৭ জন) ট্রেডার্স প্রশিক্ষণ এবং ১০ ব্যাচ (৩০০ জন) মহিলা উদ্যোক্তা তৈরিকরণে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।



উদ্দেশ্য

১. রপ্তানির জন্য তাজা শাকসবজি, ফলমূল ও আলু উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংরক্ষণ, মোড়কীকরণ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনায় চাহিদানুযায়ী কৃষক, রপ্তানিকারক, উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিগত ও উপদেষ্টা পরিষেবা প্রদান।
২. সংগনিরোধ (Quarantine) বালাই ব্যবস্থাপনায় কৃষক ও রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) চুক্তিমালার আলোকে রপ্তানি কার্যক্রমে কৃষিপণ্যের গুণগতমান রক্ষায় Sanitary and Phytosanitary (SPS) নীতিমালা অনুসরণে রপ্তানিকারক, উদ্যোক্তা ও কৃষকপর্যায়ে সহায়তা প্রদান। খাদ্য নিরাপত্তা ও ফুড সেইফটি বিধিমালাসমূহ সম্পর্কে উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের অবহিতকরণ (যেমন-বিভিন্ন ধরনের কীটনাশকের সর্বাধিক অবশিষ্ট সীমা, Maximum Residue Levels, MRL বিধিমালা)।
৩. আন্তর্জাতিক মান পূরণে প্রচলিত বাজার থেকে বাজারজাতকরণের (Market to Market) পরিবর্তে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করে সরাসরি খামার থেকে বাজারজাতকরণে (Farm to Market) কৃষক ও রপ্তানিকারকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও কারিগরি সহায়তা সেবা প্রদান। কৃষিপণ্যের বিপণনে কৃষক ও রপ্তানিকারকদের বাজার তথ্যসেবা প্রদান।
৪. কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও মূল্য সংযোজন কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা (Supply Chain and Value Chain Analysis)। উচ্চ গুণমান পূরণ করার জন্য কৃষিপণ্য পরিবহনে রপ্তানি/আমদানিকারকদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (Cool Chain) পরিবহন ব্যবস্থাপনায় বিশেষ সেবা প্রদান।
৫. কৃষিপণ্যের নতুন নতুন রপ্তানি বাজার সৃষ্টির জন্য রপ্তানিকারকদের ট্রায়াল শিপমেন্টে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান।
৬. কৃষকের সাথে রপ্তানিকারক ও বিদেশি ক্রেতার সাথে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের সরাসরি ব্যবসায়িক সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান।
৭. রপ্তানি উপযোগী কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণনের উপর বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা, প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, কর্মশালা, ফসলের প্রদর্শনী, মাঠ দিবসের আয়োজন করা। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সভা আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা। আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
৮. নিয়মিত উদ্যান ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি ও রপ্তানি বাজার সম্পর্কে টেকনিক্যাল বুলেটিন, নিউজলেটার, লিফলেট, বুকলেট, বার্ষিক ডায়েরি, ডাইরেক্টরি ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাঝে তা বিনামূল্যে বিতরণ করা।
৯. Technical Barrier to Trade (TBT), আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা, ক্রেতার বিভিন্ন শর্ত এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পরিবর্তিত নীতিমালা ও বিধি সম্পর্কে উদ্যোক্তা, উৎপাদক ও রপ্তানিকারকসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, বিভিন্ন গবেষণা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তথ্য/ডাটা দিয়ে সহযোগিতা করা।
১০. রপ্তানি বাজার ও পণ্য বহুমুখীকরণের জন্য নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহযোগিতা প্রদান।
১১. প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ও রপ্তানি বৃদ্ধি করা।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- হর্টেক্স ফাউন্ডেশন উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য বেসরকারিভাবে উদ্যোগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০১৪ সাল থেকে ১০০% রপ্তানিমুখী তাইওয়ান ফুড প্রসেসিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড টিনজাত আনারস, ঘৃতকুমারী, বেবিকর্ণ এবং শুকনো করলার চিপস পরিবেশবান্ধব প্যাকেটজাত করে চীন, তাইওয়ান, হংকং ও ভিয়েতনামে রপ্তানিতে সহায়তা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- হর্টেক্স ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে উৎপাদিত আলু থেকে পটেটো চিপস রপ্তানিতে বোম্বে সুইটস, ড্রাইড মিষ্টিআলু রপ্তানিতে জাপানী প্রতিষ্ঠান Maruhisa Pacific Co. Ltd. এবং ড্রাইড ম্যাংগো জাপানে রপ্তানিতে এনওয়েব এগ্রো ফুডের সাথে মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের লক্ষ্যে কাজ চলমান রয়েছে।



- হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে শেরপুর জেলার সদর উপজেলা এবং বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলা থেকে গুণগত মানসম্পন্ন টমেটো বিপণনের জন্য ভেগান এগ্রো লি: নামক একটি টমেটো পাল্ল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি লীড ফার্মার বাজার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬০ মে. টন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৪০ মে.টন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২৬ মে.টন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৩০ মে.টন, ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৫০ মে.টন এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৬ মে.টন নিরাপদ টমেটো ভেগান এগ্রো লি: কুষ্টিয়ায় সরবরাহ করা হয়েছে। হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ও স্কারার ফুড এন্ড বেভারেজ লি: এর মাঝে একটি সমঝোতা চুক্তির আওতায় ভেগান এগ্রো লি: তাদের উৎপাদিত টমেটো পাল্ল স্কারার ফুড এন্ড বেভারেজ লি:, প্রাণসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করছে। যা থেকে গুণগত মানসম্পন্ন টমেটো সস ও কেচাপ উৎপাদিত হচ্ছে এবং তা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি হচ্ছে।
- হর্টেক্স ফাউন্ডেশন এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮০ ব্যাচ সিআইজি কৃষক প্রশিক্ষণ; ১০ ব্যাচ মহিলা সিআইজি কৃষকদের খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ; ৩০ ব্যাচ প্রডিউসার অর্গানাইজেশন কৃষক প্রশিক্ষণ; ৭টি জাতীয় কর্মশালা; ৬০টি ব্যবসা পরিকল্পনা কর্মশালা; ৩০টি সিসিএমসি ও ৩০টি কালেকশন পয়েন্ট পরিচালনা; সবজির ১৫টি Sample এর গুণগতমান পরীক্ষা; একটি ভ্যালুচেইন এনালাইসিস, মার্কেট সার্ভে এবং পোস্ট হার্ভেস্ট লস এস্টিমেশন স্টাডি; কৃষকদের মিনি ট্রাক সরবরাহকরণে ১০টি AIF-3 Proposal তৈরি; ৪২৫০টি প্লাস্টিক ক্রেটস, ৩০০টি সার্টিং ম্যাট, ১৫টি যন্ত্রচালিত রিকশা ভ্যান ক্রয় ও কৃষকদের সরবরাহ এবং ৩২টি Smart Mobile Tablet ক্রয় ও উপজেলা পর্যায়ে এলবিএফদের মাঝে বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে ১০১৯২ মে. টন মানসম্পন্ন শাকসবজি, ফলমূল ও সুগন্ধিচাল কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র এবং কৃষিপণ্য সংগ্রহ কেন্দ্র (সিসিএমসি/সিপি) হতে বাজারজাত করা হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে সিসিএমসি হতে (শিবপুর, বেলাব, মিঠাপুকুর, মধুপুর, শ্রীমঙ্গল এবং চান্দিনা) বিভিন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে প্রায় ৩৪২ মে.টন সবজি, ফল ও আলু বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়েছে।
- এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় Producer Organization-Market Management Committee (PO-MMC), গোদাগাড়ী, রাজশাহী এর সাথে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান প্রাণ এবং ভেগান এগ্রো লি: এর ব্যবসায়িক সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে গুণগতমান সম্পন্ন ১০৫ মে.টন টমেটো ও ১৫০ মে. টন আম সরবরাহ কাজে সহযোগিতা দেয়া হয়েছে।
- কৃষিপণ্যের রপ্তানি উন্নয়নে আন্তর্জাতিক মানের প্যাকেজিং ব্যবস্থা তৈরির কার্যক্রম ২০২১-২২ অর্থবছরে শুরু করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মান ও Specification অনুযায়ী রপ্তানির জন্য ভার্জিন পাল্লের ০১, ০২ ও ০৫ কেজি ওজনের সবজি ও ফলের ৭০০০ কার্টুন তৈরি করা হয়েছে এবং কিছু রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ও PO-MMC কৃষক ও উদ্যোক্তাদের মাঝে সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সুগন্ধি চালের প্যাকেজিং উন্নয়নে ০২ এবং ০৫ কেজি ওজনের পরিবেশ বান্ধব কাপড়ের ২২৭০টি ব্যাগ তৈরি করে PO-MMC কৃষক ও উদ্যোক্তাদের সুগন্ধি চাল (ব্রিধান-৩৪) অনলাইন মার্কেটিং (<https://hortexbazarbd.com>) এ সহায়তা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম -ফেজ টু প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২২টি জেলার ৩০টি উপজেলায় ১৫,০০০ কৃষকের জন্য ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট ইন ক্রপ/হর্টিকালচার এবং মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ৬টি ফসলের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, ৩০টি উপজেলায় ৩০টি কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (বীরগঞ্জ, চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর, মিঠাপুকুর, পলাশবাড়ি, শিবগঞ্জ, বগুড়া সদর, নওগাঁ সদর, বড়াইগ্রাম, গোদাগাড়ী, কালীগঞ্জ, ঝিকরগাছা, যশোর সদর, নকলা, বাঘারপাড়া, ইসলামপুর, দেলদুয়ার, মধুপুর, মুন্সীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ সদর, কাপাসিয়া, শিবপুর, বেলাব, রায়পুরা, সাভার, দক্ষিণ সুরমা, শ্রীমঙ্গল, চান্দিনা, মিরসরাই, খাগড়াছড়ি সদর) এবং ৩০টি উপজেলায় ৩০টি কালেকশন পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকদের উন্নত সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ সহযোগিতা এবং বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন করে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, বাজার সংযোগ উন্নয়ন ও অনলাইন মার্কেটিং (<https://hortexbazarbd.com>) কার্যক্রম চলমান রয়েছে।



অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন এনএটিপি-২ প্রকল্পে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন বিভিন্ন উচ্চমূল্য ফসল বিশেষ করে ফল, সবজি ও সুগন্ধি চালের ভ্যালু চেইন ও বাজার সংযোগ উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। ২২টি জেলার ৩০টি নির্বাচিত উপজেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে যে সকল বিশেষ অর্জন সাধিত হয়েছে সেগুলো হলো :
- প্রতিটি উপজেলায় ২০টি সিআইজি কৃষকদেরকে সংগঠিত করে ৬০ সদস্যের সমন্বয়ে প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (পিও) এবং ২৯ সদস্যের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি (এমএমসি) গঠন করা হয়েছে।
- ৩০ (ত্রিশ)টি উপজেলার প্রতি উপজেলাতে একটি করে মোট ৩০টি কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (সিসিএমসি) ও ৩০টি কালেকশন পয়েন্ট (সিপি) স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রায় ৩৪,০২৩ মে.টন মানসম্মত নিরাপদ ফল, সবজি ও সুগন্ধি চাল বাজারজাতকরণ করা হয়েছে।
- উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার কারণে সিসিএমসিগুলোতে ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর ক্ষতি ৮-১০% হ্রাস পেয়েছে।
- পাঁচটি সিসিএমসি থেকে উন্নতমানের ২২৮০ টন ফল, সবজি ও আলু বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। এতে কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।
- ১৪,০০০ জন কৃষক এবং ৯০০ জন কৃষিপণ্য ব্যবসায়িকে ফসলের উন্নত সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, বাজার সংযোগ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রত্যেকটি পিও-এমএমসিকে যৌথভাবে ব্যবসা পরিচালনা করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ৬০টি ব্যবসা পরিকল্পনা কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। পিও-এমএমসির নিজস্ব অর্থায়নে কৃষিপণ্যের ব্যবসা পরিকল্পনা ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান আছে। ব্যবসা পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ক্ষুদ্র কৃষকরা উচ্চমূল্যের শহরের বাজারে কৃষিপণ্য লাভজনক দামে বিক্রি করছে। ৩০টি উপজেলার ৩০টি পিও-এমএমসি তাদের নিজস্ব অর্থায়নে ও ম্যাচিং গ্র্যান্ট AIF-3 এর অর্থায়নে মিনি ট্রাক ক্রয় করে কৃষিপণ্য শহরের উচ্চমূল্যের বাজারে বাজারজাতকরণের অগ্রগতি চলমান রয়েছে।
- ঝিকরগাছা (যশোর) ও শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) উপজেলায় পিও-এমএমসি তাদের নিজস্ব অর্থায়নে সিসিএমসি স্থাপন করে কৃষি ব্যবসা শুরু করেছে।
- কৃষকদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষিপণ্য উৎপাদন ও সিসিএমসি কেন্দ্রিক বিপণন ব্যবস্থা বর্তমান সরকারের 'কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ' করার সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম - ফেজ টু প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ৬টি (বেগুন, করলা, টমেটো, মিষ্টিকুমড়া, কলা, সুগন্ধি চাল) ও অন্যান্য ফসলের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং নির্দিষ্ট ৩০টি উপজেলায় সিআইজি কৃষক দ্বারা পরিচালিত ৩০টি কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (CCMC) এবং ৩০টি কৃষিপণ্য সংগ্রহ কেন্দ্র (CP) সমূহে শাকসবজি, ফলমূল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বাছাই ও গ্রেডিংকরণ, সার্টিং ম্যাট, পরিবহনের জন্য ক্রেটস, মাঠ হতে ফসল CCMC-তে আনয়নের জন্য যন্ত্রচালিত রিকশা ভ্যান ও AIF-3 Matching Grant এর মাধ্যমে PO-MMC কে মিনি ট্রাক সরবরাহ করা হয়েছে।

ঢাকার কৃষকের বাজার/হর্টেক্স বাজারে ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ ও মানসম্মত তাজা শাকসবজি, ফলমূল ও আলু প্রকল্পের ৩০টি উপজেলার ৩০টি সিসিএমসি এবং ৩০টি কৃষিপণ্য সংগ্রহ কেন্দ্র এর মাধ্যমে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৩৪,০২৩ মে.টন ও অনলাইন মার্কেটিং (<https://hortexbazarbd.com>) এর মাধ্যমে ৫৭ মে.টন বিভিন্ন নিরাপদ কৃষিপণ্য (যেমন- বেগুন, লাউ, চিচিঙ্গা, করলা, কাকরোল, কাঁচামরিচ, টমেটো, মিষ্টিকুমড়া, পটল, শসা, টেঁড়স, বরবটি, জালি কুমড়া, ধুন্দুল, কাঁচা পেঁপে, কাঁঠালের বিচি, কচু, কচুর লতি, ব্রোকলী, মুলা, ডাটাশাক, পুঁইশাক, লালশাক, ধনিয়াপাতা, বাটন মাশরুম, আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, পাকা পেঁপে, লটকন, আনারস, সিডলেসলেবু, জারালেবু, কলম্বোলেবু, কাগজিলেবু, ড্রাগন ফ্রুটস, মাল্টা, কলা, সুগন্ধি চাল, মধু, খেজুরের গুড়, সরিষার তেল, কাজু বাদাম, গ্রিন টি ইত্যাদি) বাজারজাত করে কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা সেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।



প্রতি মাসে প্রায় ৩,৫০০ জন কৃষক তাদের পণ্য সিসিএমসিতে নিয়ে আসে এবং প্রায় ৫০০ জন কৃষিপণ্য ব্যবসায়ী এসব পণ্য ক্রয় করে থাকে। সিসিএমসি এর মাধ্যমে কৃষকদের সাথে স্থানীয় উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বাজার সংযোগ তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে চাহিদাভিত্তিক ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৭ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত সিসিএমসি থেকে মোট ২২৮০ মে.টন নিরাপদ শাকসবজি, ফলমূল ও আলু মালয়েশিয়া, দুবাই, কাতার ও সৌদি আরবে রপ্তানি হয়েছে এবং মিঠাপুকুর, রংপুর সিসিএমসি থেকে এনএটিপি-২, হটেক্স ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ৪৩৭ মে. টন আলু মিয়ামী ট্রেডিং রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় রপ্তানি হয়েছে।

উপসংহার

প্রযুক্তি ও বিশেষায়িত পরামর্শমূলক সেবা প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতি ও কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে রপ্তানির জন্য উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্যসহ কৃষিব্যবসা উন্নততর ও বহুমুখীকরণই হলো হটেক্স ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য। এলক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কৃষক, PO-MMC উদ্যোক্তা এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানিকারকদের সাথে হটেক্স ফাউন্ডেশন ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। হটেক্স ফাউন্ডেশনের সীমিত সম্পদ ও জনবল কাজক্ষিত কৃষিপণ্যের রপ্তানির সাফল্য অর্জনে বড় ধরনের অন্তরায়। আর্থিক সচ্ছলতা পেলে হটেক্স ফাউন্ডেশন কৃষিপণ্য তথা উদ্যান ফসলের স্থানীয় ও রপ্তানি বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নসহ পণ্যের অপচয় হ্রাস করতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। নিরাপদ শাকসবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য ফসলভিত্তিক এলাকা নির্বাচন করে Crop Zoning করা এবং Contract Farming এর মাধ্যমে Traceability এর ব্যবস্থা রেখে কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। এছাড়া Agro Business Incubation Centre হিসেবে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণে ও রপ্তানির জন্য হটেক্স ফাউন্ডেশন ব্যাপকভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবে। এ লক্ষ্যে হটেক্স ফাউন্ডেশনকে আর্থিক ও কারিগরিভাবে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।



হটেক্স ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম



হটেক্স ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত আম বিষয়ে জাতীয় কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক, এমপি



হটেক্স ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম পরিচালনা পর্ষদের ১২৫তম সভায় দিক নির্দেশনা প্রদান করছেন



হটেক্স ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম



হটেক্স ফাউন্ডেশন কর্তৃক তৈরিকৃত কাটুনে গ্লোবপ্যাক ফুডস এন্ড বেভারেজ লি: এর মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে আম রপ্তানি



ঝিকরগাছা পিও-এমএমসির নিজস্ব খরচে প্রতিষ্ঠিত সিসিএমসি



হটেক্স ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম



সিসিএমসিতে সবজি ধৌতকরণ সুবিধা স্থাপন



সিসিএমসিতে সবজির সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনায় মহিলা কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়ন





কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ)

বিএআরসি ক্যাম্পাস, ফার্মগেট, ঢাকা

www.kgf.org.bd





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ)
কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে টেকসই সহায়তা প্রদানে নিবেদিত একটি অ-লাভজনক প্রতিষ্ঠান
www.kgf.org.bd

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি অ-লাভজনক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর অধীনে নিবন্ধীকৃত। ২০০৮ সাল থেকে এর কর্মকাণ্ড শুরু হয়। টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন, অভিযোজন, ভ্যালুচেইন উন্নয়ন, মার্কেট লিংকেজ স্থাপন, বিভিন্ন Cross Cutting Issues সহ কৃষিতে পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রভাব নির্ণয় ও অভিযোজন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন, Non-Crop এবং Off-farm কৃষি, কৃষিতে নারী ও যুব সমাজের ভূমিকা, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা-প্রস্তাবনা আহ্বান করে থাকে। দেশের বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং ক্ষেত্র বিশেষে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উদ্যোক্তাগণ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী একক বা যৌথভাবে গবেষণা প্রস্তাবনা জমা দিতে পারে। পরে এগুলো বিধিমাফিক যাচাই বাছাই পূর্বক অনুমোদন দেয়া হয়।

এই ফাউন্ডেশনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো খাদ্য-নিরাপত্তা অর্জন ও কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাষিদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা। মূলত ফান্ড-গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরাই তাদের প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুসারে গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন।

নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি-র নেতৃত্বে সাত সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেজিএফ পরিচালিত হয়। এছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রথিতযশা ১৫ জন সদস্য প্রয়োজনে নীতিগত সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। কেজিএফ এর প্রতিষ্ঠালগ্নে এর নিজস্ব কোনো ফান্ড ছিল না। এনএটিপি ফেজ-১ এর আর্থিক সহযোগিতায় এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে একটি কৃষি গবেষণা এডাওমেন্ট ট্রাস্টের (বিকেজিইটি) সৃষ্টি করা হয়। উক্ত ট্রাস্ট ৩৫০ কোটি টাকার ফান্ড দাঁড় করায়। ২০১৩ থেকে উক্ত ফান্ড-নির্ভর অর্জিত লভ্যাংশের মাধ্যমে কেজিএফ এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে আসছে।

কেজিএফ এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- বিজ্ঞানীদের মেধা যাচাই ও লালন
- মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা প্রদান
- জ্ঞান-উদ্ভাবন ও টেকসই কৃষি প্রযুক্তি অভিযোজন
- কৃষকের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও
- টেকসই অর্থ অনুদান কৌশল প্রণয়ন করা

বিকেজিইটির অর্থায়নে নিম্নলিখিত সাতটি (৭) প্রোগ্রামের আওতায় কেজিএফ এর বিভিন্ন গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। নিম্নে উক্ত কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো-

১. Competitive Grants Program (CGP) - স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি;
 - i. Applied/Adaptive Research Projects;
 - ii. Basic Research Projects (BRP);
২. Technology Piloting Program (TPP) - স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি;
৩. Commissioned Research Program (CRP) - মধ্যম-দীর্ঘ মেয়াদি
৪. Capacity Enhancement Program (CEP) - স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি;
৫. International Collaborative Program (ICP) - স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি
৬. Technology Commercialization Program (TCP) - মধ্যম-দীর্ঘ মেয়াদি; এবং
৭. Lump Sum Grants Program (থোক বরাদ্দ)- স্বল্প মেয়াদি



Competitive Grants Program (CGP)- স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি: কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে CGP এর আওতায় প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

- কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে ১ম কলের ১৪টি সমাপ্ত প্রকল্পের output/outcome সম্বলিত টেকনিক্যাল বুলেটিন ও প্রযুক্তি বার্তা প্রকাশিত হয়েছে।
- কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে ২য় কলের আওতায় ১৯টি প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হয়েছে এবং প্রকল্পগুলির প্রজেক্ট কমপ্লিশন রিপোর্ট (পিসিআর) এর ওপর রিভিউ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি প্রকল্পের output/outcome সম্বলিত টেকনিক্যাল বুলেটিন ও প্রযুক্তি বার্তা প্রকাশিত হয়েছে।
- কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে ৩য় কলের আওতায় ২৭টি প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হয়েছে। প্রকল্পগুলির প্রজেক্ট কমপ্লিশন রিপোর্ট (পিসিআর) এর ওপর রিভিউ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিটি প্রকল্পের output/outcome সম্বলিত টেকনিক্যাল বুলেটিন ও প্রযুক্তি বার্তা প্রকাশনার কাজ চলমান আছে।
- কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে অন্তর্বর্তীকালীন-১ এর ৩টি সিজিপি প্রকল্প চলমান রয়েছে;
- কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে সিজিপি এর অধীনে ৭টি মৌলিক গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে ৬টি সমাপ্ত হয়েছে এবং ১টি চলমান আছে।
- কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে ৪র্থ কলের আওতায় ১৮টি প্রকল্পের MoU স্বাক্ষর, অর্থ ছাড়করণসহ এবং প্রারম্ভিক কর্মশালা সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পগুলির কার্যক্রম সারা বাংলাদেশে চলমান আছে। অধিকাংশ প্রকল্পের প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর রিভিউ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে অন্তর্বর্তীকালীন-২ এর আওতায় ১৮টি প্রকল্পের MoU স্বাক্ষর, অর্থ ছাড়করণসহ প্রারম্ভিক কর্মশালা সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম সারা বাংলাদেশে চলমান আছে। অধিকাংশ প্রকল্পের প্রথম অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।
- ৫ম কল : ইতোমধ্যে ৩২২টি প্রকল্প প্রস্তাব জমা পড়েছে এবং যাচাই বাছাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সিজিপি প্রকল্পসমূহের উল্লেখযোগ্য সাফল্য



Post-harvest Management, Processing and Marketing of Jackfruits



Adaption, validation, multiplication and maintenance of *Lilium* genotypes in Bangladesh



লিলিয়ামের সুস্বাদু ফুলের মাঝে দাঁড়িয়েছেন বাংলাদেশের প্রথম লিলিয়াম গবেষক ড. সুলতানা হুসেইন।

লিলিয়ামের সুস্বাদু ফুলের মাঝে

ড. সুলতানা হুসেইন, বাংলাদেশের প্রথম লিলিয়াম গবেষক, তার গবেষণার ফলস্বরূপ বাংলাদেশে লিলিয়াম চাষের পথ প্রদর্শন করেছেন।

লিলিয়াম একটি সুস্বাদু ফুল যা বাংলাদেশে চাষ করা হয়। ড. সুলতানা হুসেইন লিলিয়াম গবেষণায় অগ্রণীম ভূমিকা পালন করেছেন।

লিলিয়াম চাষের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষকরা অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

লিলিয়াম চাষের জন্য ড. সুলতানা হুসেইন বিভিন্ন প্রকারের লিলিয়াম গাছের বীজ বিক্রি করেছেন।

লিলিয়াম চাষের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষকরা অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

লিলিয়াম চাষের জন্য ড. সুলতানা হুসেইন বিভিন্ন প্রকারের লিলিয়াম গাছের বীজ বিক্রি করেছেন।

লিলিয়াম চাষের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষকরা অর্থ উপার্জন করতে পারেন।



Increasing Crops and Soil Productivity through Climate Smart Conservation Technologies (CSCTs) in Drought-prone & Non-Traditional Areas of Bangladesh



Upscaling of Improved Water Management Practices for Sustainable Productivity in the Haor areas



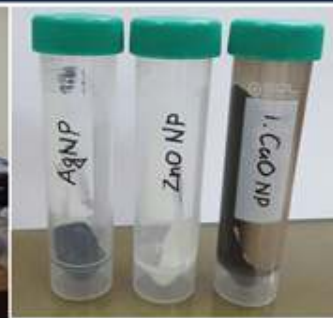
- To solve the irrigation water scarcity supplemental irrigation with groundwater is possible as Shallow Tubewell (STW) is installed successfully. There is also potential for utilization of river water in some places.

Wider adoption of water saving technologies are also important for coping with water scarcity

Sustainable management of blast, sheath blight and bacterial blight diseases of rice through Nano-particles (NPs)



JCM-7000 NeoScope™
Benchtop Scanning Electron
Microscope (SEM)



Green synthesis of
nanoparticles for rice
diseases management



Epidemiological investigation on **Zoonotic Tuberculosis** and campylobacteriosis associated with dairy farming practices in selected districts



গলদা চিংড়ি (*Macrobrachium rosenbergii*) এর বহুল পরিমাণ পোনা উৎপাদনের টেকসই পদ্ধতি উন্নয়ন ও পুকুরে মানসম্মত ব্রুড চিংড়ি উৎপাদন



- গলদা পোনা উৎপাদনে বর্তমান সমস্যাসমূহ নিরসন করে ব্যাপক হারে পোনা উৎপাদনের কৌশল টেকসইকরণ
- প্রাকৃতিক উৎসের মা-চিংড়ির নির্ভরশীলতা কমাতে পুকুরে মানসম্মত ব্রুড চিংড়ি উৎপাদন

Post-harvest loss reduction and value addition of Fresh Water Fish



Selection of **Crossbred Dairy Cattle** Using Phenotypic and Genomic Information for Efficient Productivity

Herdbook Recording for Crossbred Dairy Cattle Improvement Program
Department of Animal Breeding and Genetics
Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202

Name of the Breeding Service Provider: **BRAC Bull and Buck Station**

Bull ID: **236**

Bull Name (if any): **W/10004**

Genotype of the Bull: **B.P. S.P. (Sarda x Sahiwal)**

Location: **Mymensingh-2202**

Age (months): **45.00**

Bull's Picture




Genomic & Phenotypic selection of quality animals.

বাগদা চিরুড়ি (*Penaeus monodon*) এর AHPND (Acute hepatopancreatic necrosis disease) রোগের R1PCR & NGS পদ্ধতি ব্যবহার করে জেনোমিক তদন্তের মাধ্যমে একটি উপযুক্ত প্রতিরোধ পদ্ধতি উদ্ভাবনের গবেষণা প্রকল্প



- রোগের **virulence** ও **toxic genes** সনাক্ত করা এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য **immune genes** এর **expression** অনুযায়ী সম্ভাব্য ভ্যাকসিন সীড তৈরি
- খামার পর্যায়ে কার্যকর খামার ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন কৌশল উন্নয়ন করা

সিঁজিপি প্রকল্পসমূহের কিছু আলোকচিত্র (কৃষি যান্ত্রিকীকরণ)



Modified seeder



Potato planter



Commercial scale dryer



2. Technology Piloting Program (TPP)- স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি: সিজিপি প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত সফল প্রযুক্তিসমূহ টেকসই করার লক্ষ্যে প্রধান গবেষক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং বিস্তৃত এলাকাজুড়ে কৃষক যাতে ঐসব প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে, সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে কেজিএফ এর ১টি পাইলট প্রকল্প (শস্য) চলমান রয়েছে।

3. Commissioned Research Program (CRP)- মধ্যম-দীর্ঘ মেয়াদি : কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে সিআরপি এর আওতায় ৫টি প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে এসেছে :

i) CRP-I: Hill Agriculture: Harnessing the Potential of Hill Agriculture: Enhancing Crop Production through Sustainable Management of Natural Resources (পাহাড়ি কৃষি)

কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলাসমূহে প্রকল্পটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে। এই প্রকল্পে ৪টি প্রতিষ্ঠান যথা বিএআরআই (আরএআরএস, বান্দরবান, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; এইচএআরএস, খাগড়াছড়ি; এইচটিএআরএস, রামগড় এবং ওএফআরডি, বান্দরবান), সিডিবি (সদর দপ্তর এবং এইচএআরএস, বান্দরবান), এসএইউ (মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ এবং কীটতত্ত্ব বিভাগ) ও বিএসএমআরএইউ (কৃষিতত্ত্ব বিভাগ এবং মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ) অংশগ্রহণ করেছিল। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ৪টি কম্পোনেন্ট এ ভাগ করে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের ২টি বিষয় যথা পানি এবং ভূমি এর যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নের দ্বারা এ অঞ্চলের কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৫টি আরসিসি ড্যাম, ২টি 'আরদেন' ড্যাম, ১টি ডাইভারশন বক্স ও ১টি কালভার্ট-কাম-সাবমার্জিবল ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। জুম চাষের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি সফল প্রযুক্তি (সার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতি বছর জুম চাষ এবং জুম পরবর্তী ডালজাতীয় ফসল উৎপাদন) উদ্ভাবনে সফল হয়েছে। ডলো চুন প্রয়োগের মাধ্যমে (প্রতি তিন বছরে একবার) পাহাড়ের পাদদেশে সবজি উৎপাদন দ্বিগুণ করা সম্ভব হয়েছে। পাহাড়ে বারি কলা-৩, বারি মাল্টা-১, বারি ড্রাগন ফুট-১, রেড লেডি পেপে (হাইব্রিড) এবং বারি আম-৩, ৪, ৮ ও ১১ চাষ লাভজনক হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। সবজি ফসল হিসেবে বারি ঝারশিম-৩, বারি শিম-৬, বারি পানি কঁচু-২ ও ৬, বারি বরবটি-১, বারি লাউ-৪, বারি গ্রীষ্মকালীন হাইব্রিড টমেটো-৪ ও ৮ এবং বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি উৎপাদনে 'মডিফাইড খাগড়াছড়ি মডেল' প্রযুক্তিসমূহ লাভজনক হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। আম ও লিচু চাষের উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্তমান উৎপাদন ২-৩ গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া আম ও কলা চাষে ব্যাগিং পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পোকা আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষাপূর্বক আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। চারা উৎপাদনে নার্সারি কর্মীদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুস্থ ও সবল চারা সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে যা পরবর্তীতে কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়া ফলচাষী সমিতি গঠনের কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। তিনটি পার্বত্য জেলার ৪০০টি এলাকা থেকে ৪০০০টি মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে অত্র এলাকার মাটির প্রকৃতি ও নিউট্রিয়েন্ট এর উপর একটি পুস্তিকা ছাপানো হয়েছে যা পাহাড়ি এলাকার কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিরাট ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের সমন্বয়ে একটি প্রযুক্তি বইয়ের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে যা কেজিএফ থেকে প্রকাশিত হবে। প্রযুক্তি বইটি এবং ইতিমধ্যে প্রকাশিত প্রায় বিশটি প্রযুক্তি বার্তা পাহাড়ি কৃষির সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ii) CRP-II: Climate Change: Modeling Climate Change Impact on Agriculture and Developing Mitigation and Adaptation Strategies for Sustainable Agriculture Production in Bangladesh (কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিয়মানকরণ)

বাংলাদেশের বিভিন্ন শস্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়ে Climate Change Modeling এর মাধ্যমে Production prediction, resource optimization and sustained production এর জন্য করণীয় নির্ধারণ এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে এ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে বিশেষজ্ঞগণ/প্রকল্প মূল্যায়নকারীগণের পরামর্শের আলোকে দেশের স্বার্থে ও প্রকল্পের সাফল্য বিবেচনা করে ফসল-মাছ-পশুসম্পদ-আর্থসামাজিক বিষয়গুলোর সমন্বয়ে প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কাজ চলছে। এই প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের মাধ্যমে জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদান (Weather elements), বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন প্রক্রিয়া, মাটির গুণাগুণ, ফসলের ক্ষতিকারক পোকা-মাকড়, রোগ-বালাই ইত্যাদির দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয় তা জানার চেষ্টা চলেছিল। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এদেশের কৃষি বিজ্ঞানীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ১২০ জন বিজ্ঞানী/প্রফেশনালদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। BARI, BRRI, BSMRAU এর প্রায় ৪০ জন বিজ্ঞানী/গবেষকগণ এই প্রকল্পের সাথে জড়িত ছিলেন। প্রকল্পের গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে রচিত ৩০টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে দেশের স্বার্থে ফসল-মাছ-পশুসম্পদ-আর্থসামাজিক বিষয়গুলির সমন্বয়ে প্রকল্পের ২য় পর্যায় ১ ডিসেম্বর ২০২০ হতে তিন বছরের জন্য শুরু হয়েছে। এর ফলে কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের ঘাতের প্রভাব ও তা মোকাবিলার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পটির প্রথম অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক প্রতিবেদন এর উপর কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে এবং বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম প্রক্রিয়া চলমান আছে।

iii) CRP-III: Strengthening Sugarcane Research and Development in the Chattogram Hill Tracts (পাহাড়ে ইক্ষু গবেষণা এবং উন্নয়ন)

কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে এবং BSRI সার্বিক সহযোগিতায় প্রকল্পটি পার্বত্য তিন জেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী crossing shed এবং Fuzz তৈরির Structure শেষ হয়েছে, যার ফলে এখন থেকে আখের সংকরায়ন সংশ্লিষ্ট গবেষণা কার্যক্রম এদেশেই পরিচালনা করা সম্ভব। পূর্বে পার্বত্য এলাকা থেকে ফুল ফুটিয়ে (যা সমতল ভূমিতে সম্ভব ছিল না) সংকরায়নের কাজ BSRI, Ishwardi তে করতে হতো। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি Crossing Shed এবং Fuzz তৈরির Structure ব্যবহার করে ২৮টি Field cross এর মাধ্যমে ১৪৩ গ্রাম Fuzz উৎপাদন করা হয়েছে। আগের সংগৃহীত Fuzz হতে ৬৬০টি চারা উৎপাদন করা হয়েছে। Chewing type আখের জন্য BSRI, Akh-41, BSRI Akh-42, CO 208 এবং Chaina জাতগুলো পার্বত্য অঞ্চলে (চাষের উপযোগী হিসেবে) এ গবেষণার ফলাফলে প্রমাণিত এবং BSRI Akh-41, VMC 86-550, Q69 এবং Ranagoan জাতসমূহ আখের গুড় তৈরির জন্য ভালো বলে (গবেষণার ফলাফলে) প্রতিয়মান হচ্ছে। আখের আন্তঃফসল হিসেবে মুলা, আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, French bean এর চাষ পার্বত্য অঞ্চলে নতুন লাভজনক ফসল হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। আগের অন্যান্য ফসল হিসেবে উল্লেখিত ফসল চাষ করলে একজন কৃষক ৫-৭ লক্ষ টাকা প্রতি হেক্টরে Net Return পেয়ে থাকে। প্রকল্প হতে উৎপাদিত আখের গুড় স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে মেলায় খুবই সমাদৃত হয়েছে। আখের চাষ, গুড় উৎপাদন এবং আখের আন্তঃফসলের উপর সরকারিবেসরকারি কর্মকর্তা, মাঠ কর্মকর্তা, এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি মাঠ দিবসের (১২৬০ অংশগ্রহণকারী) মাধ্যমে প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রতিবেদনের উপর বিভিন্ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আখ চাষকেন্দ্রিক একটি Value chain গঠন করে এলাকার কৃষিভিত্তিক জীবন ও জীবিকা উন্নয়ন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে একই ধরনের কার্যক্রমের উপর আর একটি প্রকল্প শুরু হয়েছে।



iv) CRP-IV: Increasing Livestock Production in the Hills through Better Husbandry, Health Service and Improving Market Access through Value and Supply Chain Management (পাহাড়ি প্রাণিসম্পদ)

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিম্যাল সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয় (CVASU), পোল্ট্রি রিসার্চ ট্রেনিং সেন্টার (PRTC), বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠা (BLRI) ও বেসরকারি সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্টে ফাউন্ডেশন (IDF) এর সমন্বয়ে এই প্রকল্পটি পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১৭ হতে শুরু হয়েছে এবং সেপ্টেম্বর ২০২২ এ সমাপ্ত হবে। মূলত পাহাড়ি পরিবেশের জনশক্তি, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভূমি ও উৎপাদন উপকরণ ব্যবহার করে ঐ এলাকার জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। সমতল ভূমি থেকে ভিন্ন প্রকৃতির পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবনে এর ০৪টি উপজেলার ০৮টি ইউনিয়নে গবাদিপশু পাখির উৎপাদন সক্ষমতা, সেবা সহায়তার প্রাপ্যতা, রোগের প্রাদুর্ভাব, উৎপাদন উপকরণের প্রাপ্যতা, উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন ইত্যাদি বিষয়ে বর্তমান অবস্থা যাচাইপূর্বক বাস্তবতার ভিত্তিতে রোগ নিয়ন্ত্রণ, পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রাণির প্রজনন, পার্বত্যাঞ্চলে ভেড়া পালন, পাহাড়ি মুরগি পালন, Value Chain Development ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে পকল্পের মাধ্যমে ২০০০টি পরিবারের উপর একটি বেইজ লাইন জরিপ কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। বেইজ লাইন জরিপ এবং প্রত্যক্ষ পরিদর্শনের মাধ্যমে ২০৮ জন খামারিকে নির্বাচনপূর্বক ভেড়া পালনকারী ও মুরগি পালনকারী দলে ভাগ করা হয়েছে। ৬৪ জন ব্রিডার ভেড়া খামারিকে ভেড়ার ঘর তৈরি করে দেয়া হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে ১টি ভেড়া ও ৪টি ভেড়ী সরবরাহ দেয়া হয়েছে। ৩২ জন প্রোয়ার ভেড়া খামারির প্রত্যেককে ভেড়ার ঘর তৈরী করে দেয়া হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে ৫টি করে প্রোয়ার ভেড়া সরবরাহ করা হয়েছে। ২৪ জন ব্রিডার মুরগি খামারিকে ৯৬০ টি পাহাড়ি মুরগি সরবরাহ করা হয়েছে। ভেড়া ও মুরগির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন ও বেঁচে থাকার হার (Survivability) নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ভেড়া এবং মুরগির মাংসের গুণাগুণ পরীক্ষা করা হচ্ছে। আট (৮) জন প্রোয়ার পাহাড়ি মুরগি পালনকারী খামারিকে বাড়ন্ত মুরগির ঘর করে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে সর্বমোট ৩২০০ বাড়ন্ত মুরগি সরবরাহ দেয়া হয়েছে। গবেষণা এলাকায় ৪জন হ্যাচারী খামারিকে ৪টি ইনকিউবেটর প্রদান করা হয়েছে। ব্রিডার ভেড়া এবং ব্রিডার মোরগ-মুরগির জন্য মাথাপিছু হারে দানাদার খাদ্যের যোগান দেয়া হচ্ছে। ভেড়ার মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণের নিমিত্তে খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান এলাকায় ১টি করে মোট ২টি ছোট আকারের মাংস প্রক্রিয়াজাত এবং বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। পাহাড়ী অঞ্চলে ভেড়ার খাদ্য হিসেবে নেপিয়ান, পাকচং, পারা, ভুট্টা, কাউপি ও সজনা চাষ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঘাসের উপযোগিতা ও উৎপাদনশীলতা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং মুরগি পালন মডেলের প্রতিটি Segment এর অর্থনৈতিক বিষয়াবলী (Cost benefit) নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। রোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যে ১৬১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে ভেড়া ৭৩% ও ছাগল ৭৬% গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল কৃমিতে আক্রান্ত পাওয়া গেছে। কৃমির মধ্যে লিভার ফ্লুক, এক্সিস্টেমিয়া ও ট্রাইকোস্ট্রনজাইলয়েড জাতীয় কৃমির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২০ জন কমিউনিটি লাইভস্টক ওয়ার্কারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন রকম ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস রোগের প্রাদুর্ভাব এবং কৃমি মাত্রা কমানোর নিমিত্তে প্রকল্পভুক্ত ভেড়া ও মুরগির নিয়মিত টিকা দেয়া হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় তিন (৩) জন ছাত্র (১ জন পশু প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব, ১ জন প্রাণিপুষ্টি এবং ১জন প্রাণির রোগবোলাই এর উপর) পিএইচডি গবেষণা পরিচালনা করছে। প্রকল্প কার্যক্রমে খামারিদের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রকল্পে অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক।

v) CRP-V: Development of Upazilla Land Suitability Assessment and Crop Zoning Systems of Bangladesh (ভূমি ব্যবহার টেকসইকরণ এবং ফসলের অঞ্চল বিভাজন)

কৃষি ক্ষেত্রে সঠিক/যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ভূমি সম্পদের যৌক্তিক ও লাভজনক ব্যবহারের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল “ডেভেলপমেন্ট অব উপজেলা ল্যান্ড সুইটেবিলিটি এসেসম্যান্ট এন্ড ক্রপ জোনিং সিস্টেম অব বাংলাদেশ” শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মূল প্রতিপাদ্য প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থ ও যৌক্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বাধিক ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণ। এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকের সর্বাধিক আয় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থানভিত্তিক মাটি ও ভূমির উপযোগী ফসল ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ফসল বিন্যাস বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত কৃষক ও উপকারভোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট সরবরাহ করা।



ইতোমধ্যে, জিআইএস ভিত্তিক ফসল উপযোগিতা নিরূপণ ও ক্রপ জোনিং সফটওয়্যার প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সফটওয়্যার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত উপজেলাওয়াসী ভূমি ও মৃত্তিকা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত আউটপুট ম্যাপ পরীক্ষণ এবং উপযোগী ফসলের যথার্থতা যাচাই এর কাজ চলছে। এছাড়াও আবাদি ভূমির প্লটভিত্তিক উপযোগী ফসল ও ফসলবিন্যাস বিষয়ক তথ্য এবং মাটির উর্বরতা অনুযায়ী ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ কৃষক ও অন্যান্য উপকারভোগীর নিকট সরবরাহ করার লক্ষ্যে মোবাইল অ্যাপস তৈরী করা হয়েছে এবং তৈরীকৃত অ্যাপসটির validation কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। মোবাইল অ্যাপসটি যে কোন খামারী এটি গুগল প্লে স্টোর হতে ডাউনলোড করা যাবে। Mobile Appsটির আরও অধিকতর উন্নয়ন এবং Core GIS এর কাজ চলমান আছে। এছাড়াও আর্থসামাজিক তথ্য-উপাত্ত এন্ট্রি, সম্পাদনা, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণের জন্য একটি সফটওয়্যার এবং দৈনিক আবহাওয়ার তথ্য-উপাত্ত এন্ট্রি, সম্পাদনা, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণের জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। কৃষক ও অন্যান্য উপকারভোগী পর্যায়ে কৃষি সংশ্লিষ্ট সেবা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ এগ্রি-এডভাইজারি ওয়েব পোর্টাল নির্মাণ করা হয়েছে। স্যাটেলাইট রিমোট সেনসিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ভুট্টা ফসল এলাকা নিরূপণ ও মানচিত্র প্রস্তুত এবং ২০১০ সাল পরবর্তী ভূমির কৃষি ও অকৃষি ব্যবহারের তুলনামূলক পর্যালোচনা ও মানচিত্র প্রণয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পের ফসলভিত্তিক সারের মাত্রা নির্ধারণ অনুযায়ী ৪টি AEZ G BARI, BRRI, BINA and SRDI কর্তৃক প্রদর্শনী করা হয়েছে এবং ফলাফলে ফসলের ফলন বৃদ্ধি প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অভ্যন্তরীণ সভা, কনসালটেশন কর্মশালা, বিশেষজ্ঞ সভা এবং ৩টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ২টি কৃষি অঞ্চলে অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটি ১ম ফেজ ডিসেম্বর, ২০২১ সালে সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) সমন্বয়কারী হিসেবে 'ক্রপ জোনিং' প্রকল্পের ২য় ফেজ দেশের কৃষির উদ্ভাবন বৃদ্ধির স্বার্থে আরও ৩ বছর মেয়াদে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তে ১৯২টি উপজেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্পের ২য় ফেজ সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের হালনাগাদকৃত তথ্য-উপাত্ত এবং মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ মানচিত্র ক্রপ জোনিং প্রকল্পে সরবরাহ এবং ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিং (IWM) জিআইএস ভিত্তিক ক্রপ জোনিং ইনফরমেশন সিস্টেম সফটওয়্যার, 'খামারি' মোবাইল অ্যাপ এবং কৃষি পরামর্শক বাতায়ন নির্মাণ কার্যক্রমের সংগে জড়িত রয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট ফোকাল পয়েন্ট সংস্থা হিসেবে ক্রপ জোনিং কার্যক্রমের সংগে সম্পৃক্ত রয়েছে।

ক্রপ জোনিং প্রকল্পে মূলত উপজেলা নির্দেশিকার ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের হালনাগাদকৃত তথ্য-উপাত্ত এবং মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ মানচিত্র এবং দৈনিক আবহাওয়ার উপাত্ত ফসল উপযোগিতা নিরূপণ ও ক্রপ জোনিং এর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (নার্স)-সমূহের উদ্ভাবিত ফসল জাতের ফলনসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, কৃষি প্রযুক্তিগত তথ্য এ প্রকল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। উল্লেখিত তথ্য-উপাত্ত ইতিমধ্যে প্রস্তুতকৃত জিআইএস প্রযুক্তি নির্ভর অনলাইন ক্রপ জোনিং ইনফরমেশন সিস্টেম সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে ফসল উপযোগিতা নিরূপণ ও ক্রপ জোনিং করা প্রকল্পের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম। পাশাপাশি কৃষকসহ অন্যান্য উপকারভোগী পর্যায়ে স্থানভিত্তিক অধিক উপযোগী ফসল, লাভজনক ফসল বিন্যাস এবং ভূমির উর্বরত মার্কিন সার সুপারিশ ইত্যাদি তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে নির্মিত 'খামারি' মোবাইল অ্যাপ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্রপ জোনিং এর যথার্থতা যাচাই করাও প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। নিম্নে প্রকল্পের নির্ধারিত কার্যক্রম উল্লেখ করা হলো।

- উপজেলাভিত্তিক মাঠ পর্যায়ে মৃত্তিকা জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদকরণ, মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ;
- মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ মানচিত্র এবং উপজেলা ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রস্তুতকরণ এবং মুদ্রণ;
- উপজেলা ভূমি ও মৃত্তিকা সংক্রান্ত ভৌত এবং রাসায়নিক তথ্য-উপাত্ত পরীক্ষণ, সম্পাদনা, কোডিং এবং ডাটাবেজে সংরক্ষণ;
- ফসলের উৎপাদন অনুকূল ভূমি ও মৃত্তিকা, জলবায়ু বৈশিষ্ট্যের তথ্য সংকলন, লিমিটেশন রেটিং এবং কার্যপ্রণালী প্রণয়ন;
- ফসল জাত, ফলন ও উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংকলন;
- উপজেলাভিত্তিক আর্থসামাজিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সম্পাদনা এবং বিশ্লেষণ;
- আবহাওয়াগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সম্পাদনা ও বিশ্লেষণ;



- জিআইএস কার্যক্রম (উপজেলা মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ মানচিত্র স্ক্যানিং, জিওরেফারেন্সিং, প্রোজেকশন, ডিজিটাইজেশন, সম্পাদনা এবং প্রশাসনিক ম্যাপ হালনাগাদকরণ);
- রিমোট সেনসিং কার্যক্রম (উপজেলা মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ মানচিত্রের বিবিধ এলাকাসমূহ: বসতবাড়ি, জলাশয়, বন, নদী, ইত্যাদি চিহ্নিতকরণ ও হালনাগাদকরণ);
- SRTM DEM তথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি শ্রেণী ম্যাপ প্রস্তুতকরণ;
- উপজেলাওয়ারি ভূমি শ্রেণী ও মৃত্তিকা দল অনুযায়ী ভূমি ও মৃত্তিকা বৈশিষ্ট্যের ম্যাপ প্রস্তুতকরণ (ভূমির ঢাল, মৃত্তিকা বুনট, মৃত্তিকা দৃঢ়তা, মাটির প্রতিক্রিয়া, মাটিতে আহরণযোগ্য রসের অবস্থা, নিষ্কাশন অবস্থা, মাটির লবণাক্ততা, পানি অপসারণ অবস্থা);
- ক্রপ জোনিং ইনফরমেশন সিস্টেম (CZIS) সফটওয়্যার, 'খামারি' মোবাইল অ্যাপ এবং 'কৃষি পরামর্শক বাতায়ন' এর উন্নয়ন ও সুসংহতকরণ;
- মাটির পুষ্টি তথ্য ও ফসল বিন্যাসভিত্তিক সার সুপারিশ প্রণয়ন;
- 'খামারি' মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রদত্ত মাটির উর্বরতা মানভিত্তিক সার সুপারিশের কার্যকারিতা মাঠ পর্যায়ে যাচাই;
- উপজেলা পর্যায়ে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কৃষক ও ইনপুট ডিলারদের 'খামারি' মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- জিওস্পেশাল তথ্য-উপাত্ত, CZIS সফটওয়্যার, 'খামারি' মোবাইল অ্যাপ ও কৃষি পরামর্শক বাতায়ন; রক্ষণাবেক্ষণ/হালনাগাদকরণের জন্য বিএআরসির আইসিটি ইউনিটের জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ক্রপ জোনিং আউটপুট এর যথার্থতা ডেস্ক/মাঠ পর্যায়ে যাচাই;
- প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সভার আয়োজন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন প্রণয়ন।

8. Capacity Enhancement Program (CEP) (সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প)-স্বল্প-মধ্যমমেয়াদি : CEP এর অধীনে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলো চলমান রয়েছে

(i) Agricultural Research Management Information System (ARMIS)- (কৃষি গবেষণা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এআরএমআইএস) এর মাধ্যমে এনএআরএস এর সক্ষমতা বৃদ্ধি)

গবেষণায় দ্বৈততা পরিহার ও ভবিষ্যৎ গবেষণা কার্যক্রমে অতীত গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করে পরবর্তী গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় ফেজ সফলতার সাথে সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির গুরুত্ব বিবেচনা করে কেজিএফ এর নিজস্ব অর্থায়নে ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কেজিএফ কর্তৃক প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএআরসি এর সাথে কেজিএফ এর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়, এরই আলোকে প্রকল্পটি কেজিএফ কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য, মোট ২৩টি হাতেকলমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে, যাতে NARS ভুক্ত ইনস্টিটিউট ও ৬টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ১৯টি সংস্থার প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে ৫৬৫ জন মনোনীত বিজ্ঞানী/গবেষকদের (User & Focal Point) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ARMIS তথ্য ভাণ্ডারে মোট ৩২,০০০.০০টি গবেষণা প্রতিবেদন/তথ্য সন্নিবেশনের মাধ্যমে এ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে, যা জাতীয় ডাটা সেন্টারে সংরক্ষিত আছে।

Please visit: www.armis.barcapps.gov.bd



ii) Capacity Building for Conducting Adaptive Trials on Seaweed Cultivation- (সমুদ্র-শৈবাল চাষে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অভিযোজন)

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকার সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সামুদ্রিক শৈবাল নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সমন্বয়ে, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরাসরি তত্ত্বাবধানে “Capacity Building for Conducting Adaptive Trials on Seaweed Cultivation in Coastal Areas” শীর্ষক একটি প্রকল্প টেকনাফ ও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের বিভিন্ন স্থানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভবিষ্যতে সামুদ্রিক শৈবালের জনপ্রিয়করণে ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের এবং বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে আরো ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া অত্যন্ত জরুরি ও সময়োপযোগী হবে।

iii) Mitigation of Green House Gas (GHG) Emission- (গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন প্রশমন)

কেজিএফ এর অর্থায়নে প্রকল্পটি BRRI, Gazipur এবং BAU, Mymensingh কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল। প্রকল্প হতে সংগৃহীত প্রযুক্তি পানি ও সার শাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব যা Crop Modeling এ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পের গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে রচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জন করেছে।

iv) Skill Development Trainings for Scientists, Field Vets, Livestock Workers and Poultry/ Dairy Famers (দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ)

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে কমিউনিটি লাইভস্টক ওয়ার্কার (৪০ জন), দুগ্ধ খামারি (৮০ জন), পোল্ট্রি খামারি (৪০ জন), মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ভেটেরিনারি সার্জন (৯১ জন) সার্জারি বিষয়ে এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএলআরআই এর গবেষণাগারের বিজ্ঞানী (৮০ জন) মলিকুলার বায়োলজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাসহ ভারতের তামিলনাড়ু ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারি এবং রেডিওগ্রাফিক ইমেজিং বিষয়ের দুইজন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের অধীনে প্রশিক্ষণসমূহ সম্পন্ন হয়েছে।

v). Capacity Building of Some Field Level Extension Officers of DAE, DoF, DLS and Progressive Farmers of Bangladesh (প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ)

মান সম্পন্ন, নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ কৃষি পণ্য উৎপাদনে সকল পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তির কোন বিকল্প নাই। তাই আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে এবং কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ একাডেমী অব এগ্রিকালচার (BAAG) সরকারি কৃষি সম্প্রসারণ এজেন্সিগুলির দক্ষতা উন্নয়নের জন্য তিন বছর মেয়াদি (অক্টোবর ২০২১-সেপ্টেম্বর ২০২৪) একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, গবেষণা-সম্প্রসারণ লিংকেজ আরও বেশি শক্তিশালীকরণ। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০ ব্যাচ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) আয়োজন করা হবে যার মাধ্যমে মোট ১৫০০ জনকে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এর মধ্যে ১৩৫০ জন কৃষি কর্মকর্তার সাথে সাথে ১৫০ জন প্রগতিশীল চাষি ভাই/উদ্যোক্তাকেও প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ২৭ ব্যাচে ৮১০ জন, মৎস্য অধিদপ্তরের ১৩ ব্যাচে ৩৯০ জন এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১০ ব্যাচে ৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ পরবর্তীতে বিভাগীয় প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে কৃষকদের মাঝে কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ভূমিকা পালন করবেন।

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের ও বাংলাদেশ একাডেমী অব এগ্রিকালচার এর বিশেষজ্ঞদের যৌথ সভার মাধ্যমে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বারি, বিএফআরআই, বিএলআরআই) বিজ্ঞানীদের সাথে কর্মশালায় মতবিনিময়ের মাধ্যমে ২১টি প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয়, যা পরবর্তীতে সরকারি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/বিষয়ক (ডিএই, ডিওএফ, ডিএলএস); গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বারি, ব্রি, বিএফআরআই, বিএলআরআই, বিনা, BWMRI), বিএআরসি, কেজিএফ ও বাগ এর বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে ইম্পেশন কর্মশালার মাধ্যমে ১৭টি প্রশিক্ষণ মডিউল চূড়ান্ত করা হয়। প্রশিক্ষণ মডিউলগুলো হচ্ছে- মাল্টার আধুনিক চাষ পদ্ধতি, ড্রাগন ফলের আধুনিক চাষ পদ্ধতি, আমের মাছি পোকা ও ফল বাধে পড়া দমন ব্যবস্থাপনা, লেবুর ক্যান্সার রোগের দমন ব্যবস্থাপনা, নারিকেলের মাইট দমন ব্যবস্থাপনা; নিরাপদ সবজি উৎপাদন প্রযুক্তি, গ্রীষ্মকালীন টমেটো উৎপাদন প্রযুক্তি, হাইব্রিড ও এ্যারোমেটিক ধানের আধুনিক চাষ পদ্ধতি, গম ও ভুট্টার আধুনিক চাষ পদ্ধতি, বিনা



ধানের আধুনিক চাষ পদ্ধতি। তাছাড়া মৎস্য বিষয়ের মধ্যে আর্থিকভাবে অধিক লাভবান মাছ- কৈ, শিং, গুলসা, পাবদা ও গিফট তেলাপিয়ায় আধুনিক চাষ পদ্ধতি। প্রাণিসম্পদের উল্লেখযোগ্য রোগ ব্যবস্থাপনাসহ, প্রাণির সুখম খাবার, বাউ ব্রো চিকেন সমন্বয়েও একটি কম্পোজিট মডিউল “Dissemination of Livestock & Poultry Technologies” প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ মডিউলগুলো সমসাময়িক সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তা পক্সে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তিসহ নার্স প্রতিষ্ঠান ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি এ প্রকল্পের মূল বিষয়বস্তু। সারা দেশের বিষয় সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের কর্মকর্তাদেরকে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সাথে সম্পৃক্ত বিজ্ঞানী, বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, বিভাগীয় অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিসোর্স পারসন হিসাবে প্রশিক্ষণ ক্লাস পরিচালনা করবেন। বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার (BAAG) এ প্রকল্প সমন্বয় করবে ও ডিএই, ডিওএফ, ডিএলএস-সহ সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একান্ত সহযোগিতায় তা বাস্তবায়ন করবে। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার (বাগ) দেশের বরেন্য ও জ্যেষ্ঠ কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষি বিশেষজ্ঞ ও প্রফেশনালদের ঐতিহ্যবাহী রেজিস্টার্ড ফাউন্ডেশন যাদের কৃষি পলিসি সাপোর্ট, এ্যাকশন রিসার্চ পরিচালনা করা, আন্ত-প্রাতিষ্ঠানিক লিংকেজ স্থাপন, কৃষিতে নানামুখী অবদানের জন্য বিজ্ঞানী, কৃষি কর্মকর্তা ও কৃষকদের স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক ও সনদ প্রদানের মতো জনহিতকর কাজের ঐতিহ্য রয়েছে। ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বাগ এর বর্তমান ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি স্বাধীনতা পদকপাণ্ড বিজ্ঞানী ও সায়েন্টিস অ্যামিরিটাস ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা স্যার।

প্রকল্পে অদ্যাবদি (জুন, ২০২২) ৮ ব্যাচ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২৪০ জনকে অত্যন্ত সফলভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন)। উক্ত প্রশিক্ষণগুলো হচ্ছে- নিরাপদ সবজি উৎপাদন (ঢাকা অঞ্চলের ৩০ জন কর্মকর্তা); আমের মাছি পোঁকা ও ফল ঝরে পড়া দমন ব্যবস্থাপনা (রাজশাহী অঞ্চলের ৩০ জন কর্মকর্তা), হাইব্রিড ধানের আধুনিক চাষ পদ্ধতি (কুমিল্লা অঞ্চলের ৩০ জন কর্মকর্তা), গম ও ভুট্টার আধুনিক চাষ পদ্ধতি (দিনাজপুর অঞ্চলের ৩০ জন কর্মকর্তা), শিং মাছের আধুনিক চাষ পদ্ধতি (ময়মনসিংহ অঞ্চলের ২৭ জন কর্মকর্তা ও ৩ জন হ্যাচারিয়ান) এবং Dissemination of Livestock & Poultry Technologies (ঢাকা বিভাগের ৩০ জন কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ বিভাগের ৩০ জন কর্মকর্তা ও রংপুর বিভাগের ৩০ জন কর্মকর্তা)। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত অত্যন্ত সন্তোষজনক।

vi) Improving Research Qualities of ARIS through Review and Evaluation by An External Panel of Experts

কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর উদ্যোগে পরিচালিত সিইপি প্রকল্প “ইমপুভিং রিসার্চ কোয়ালিটিজ অব এআরআইস থ্রু রিভিউ এন্ড ইভালুয়েশন বাই এন এক্সটার্নাল প্যানেল অব এক্সপার্টস” এর প্রারম্ভিক কর্মশালা গত ২৮ ডিসেম্বর/২০২১ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পটি অক্টোবর ২০২১ সালে তিন বছরের জন্য শুরু হয়েছে।

বিএআরসি আইন ২০১২ এর উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্ত কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি ইনস্টিটিউট বহির্ভূত বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করা হয়েছে। এই প্যানেল গবেষণার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর প্রতিটি ইনস্টিটিউটের গৃহীত কার্যক্রম ও সম্পাদিত কার্যাবলী পুনঃনিরীক্ষণ করবে, প্রতিষ্ঠানসমূহের বিগত ৫ বছরের গবেষণা কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ মূল্যায়ন করবে এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত প্রযুক্তিসমূহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার ও উপকারভোগীদের দ্বারা যুক্তিসংগত ব্যবহার মাত্রা সনাক্ত করবে। প্যানেল জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অগ্রাধিকার (SDGs, Vision 2030, Vision 2014, Delta Plan ইত্যাদি) বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ এবং কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে কৌশলগত দিক নির্দেশনা পদান করবে। প্যানেল প্রতিষ্ঠানের ল্যাব, ইকুইপমেন্ট, ফিল্ড রিসার্চ, গ্রিন হাউজ, গ্রন্থাগার, নেট-হাউজ মূল্যায়ন এবং পাশাপাশি সদর দপ্তর এবং গবেষণা স্টেশনসমূহের অবকাঠামোগত লজিস্টিক এবং পরিবহন সহায়তা মূল্যায়ন করবে। এছাড়া গবেষণা অগ্রাধিকার, গবেষণা পোগ্রাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াসহ প্যানেল গবেষণা পরিকল্পনা প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করবে। এ প্যানেল সদর দপ্তর এবং গবেষণা স্টেশনসহ প্রতিষ্ঠানসমূহের মানবসম্পদ উন্নয়নে কর্মসূচি এবং পরিচালনা ব্যবস্থা মূল্যায়নসহ ম্যানডেটেড কার্যক্রম সম্পাদন করার দক্ষতা এবং বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা মূল্যায়ন করা এবং বিজ্ঞানী এবং বৈজ্ঞানিক কর্মীদের জন্য বাজেটসহ জনশক্তি এবং ক্যারিয়ার প্লান বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে। প্যানেল স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য তহবিলের প্রাপ্যতা, পর্যাশুতা ও কার্যকারিতা, দক্ষতা এবং টেকসইভাবে তহবিলের ব্যবহার মূল্যায়ন করবে।

এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। আর কৃষিকে নিরাপদ, টেকসই, লাভজনক করতে হলে কৃষি গবেষণার কোন বিকল্প নেই। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল গবেষণা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন প্রযুক্তি এবং কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নসহ বিজ্ঞানীদের গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।



সিইপি প্রকল্পসমূহের উল্লেখযোগ্য সাফল্য



Capacity building for some field level extension workers of DAE, DoF and DLS as well as some progressive farmers of some selected areas of Bangladesh



5. International Collaborative Program (ICP)-স্বল্প-মধ্যমমেয়াদিঃ ICP এর আওতায় কেজিএফ এবং ACIAR এর যৌথ অর্থায়নে নিম্নোল্লিখিত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে :

i) ICP-I: Cropping System Intensification in the Salt-Affected Coastal Zone of Bangladesh and India (ACIAR) (বাংলাদেশের লবণাক্ত প্লাবন উপকূলীয় অঞ্চলে শস্য ব্যবস্থা নিবিড়করণ) :

KGF and ACIAR এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ অংশে প্রকল্পটি ২০১৫- জুন ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ থেকে BARI, BRRI, KU, IWM, ACIAR, CSIRO, Australia প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১০ জন Ph.D Scholars খুলনার দাকোপ এবং বরগুনার আমতলীতে তাদের গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকল্পটির ২য় ফেজ চলমান।

ii) ICP-II: Incorporating Salt Tolerant Wheat and Pulses into Smallholder Farming System in Southern Bangladesh (দক্ষিণে বৈচিত্র্যপূর্ণ শস্যচাষ এর জন্য পুষ্টি ব্যবস্থাপনা): বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থায় লবণাক্ততা সহিষ্ণু গম ও ডালজাতীয় ফসলের প্রবর্তন।

KGF এবং ACIAR এর যৌথ অর্থায়নে দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের ধারা পবর্তনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ডালজাতীয় ও গম ফসলের উপর গবেষণা চলছে। এ প্রকল্পের সাথে গবেষণা কাজে University of Western Australia সংযুক্ত আছে। আশা করা যাচ্ছে যে, এ প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের পতিত জমিতে ডাল ফসলের সম্প্রসারণ হবে এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু ডাল ও গমের জাত উদ্ভাবিত হবে।

iii) ICP-III: Nutrient Management of Diversified Cropping in Bangladesh (NUMAN) (বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি পরিবারের চাষ ব্যবস্থায় লবণসহিষ্ণু গম ও ডালজাতীয় শস্য অন্তর্ভুক্তি, বাংলাদেশে বৈচিত্র্যপূর্ণ শস্য চাষের জন্য পুষ্টি ব্যবস্থাপনা) :

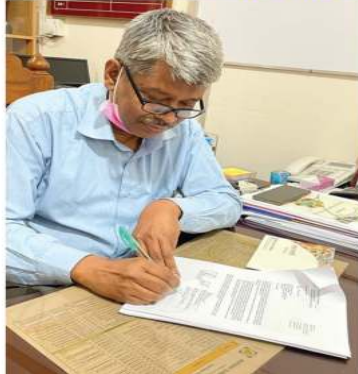
প্রকল্পটি KGF এবং অস্ট্রেলিয়ার ACIAR এর যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত ৩ বছর মেয়াদ (KGF part) একটি আন্তর্জাতিক সমন্বিত প্রকল্প। দেশের চারটি নার্স প্রতিষ্ঠান যেমন- BARC, BARI, BRRI and SRDI তিনটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন- BAU, Khulna University and PSTU এবং অস্ট্রেলিয়ার Murdoch University এর অংশগ্রহণে প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও প্রকল্পটিতে Murdoch University এবং বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এ্যাসোসিয়েশন Strategic partner হিসেবে সংযুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির KGF অংশ BARC কর্তৃক এবং ACIAR অংশ Murdoch University এর ঢাকাস্থ অফিস কর্তৃক সমন্বয় করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বর্তমানে চলমান।

iv) ICP-IV: Development of Short-duration Cold-tolerant Rice Varieties for Haor Areas of Bangladesh (হাওর অঞ্চলের স্বল্প জীবনকালের ঠাণ্ডাসহিষ্ণু উফশী ধানের জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন) : চলমান হাওর এলাকায় বোরো ধানের গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য কেজিএফ পাঁচ বছরমেয়াদি প্রকল্পটি KGF ও আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI)-এর যৌথ অর্থায়নে সপ্টেম্বর, ২০২০ এ MoU স্বাক্ষর করে। প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্বল্প জীবনকাল (১২০-১৪০ দিন), প্রজনন পর্যায়ে (reproductive stage) ঠাণ্ডাসহিষ্ণু ও উফশী (কাজ্জিত ফলন, ৬-৭ ট/ হে.) বোরো ধানের জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়নের মাধ্যমে হঠাৎ বন্যা ও শীতের প্রকোপ থেকে বোরো ধানের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ যাতে হাওর অঞ্চলের কৃষকগণের জীবিকার মান উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই প্রকল্পটি IRRI ও বাংলাদেশে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)- কর্তৃক যৌথভাবে নিকলি (কিশোরগঞ্জ), আজমেরিগঞ্জ, বানিয়াচং ও সদর (হবিগঞ্জ) এবং বিশম্ভরপুর, তাহিরপুর (সুনামগঞ্জ)-এর হাওর এলাকায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি হলো: ৩০টি ক্রস সৃষ্টি করা হয়েছে যার ২২টি সত্যিকারের হাইব্রিড হিসেবে নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া ১০,১৮৪টি বংশধর (progeny) দ্রুত প্রজনন প্রযুক্তির (rapid generation advance-RGA) মাধ্যমে অগ্রসরকরণ হয়েছে ব্রি প্রধান কার্যালয়, গাজীপুর এবং হাওর এলাকার ৩টি স্থানে মোট ৮২টি প্রজনন লাইন (breeding line)-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে যার মধ্যে ৮টির জীবনকাল ১৫১-১৫৬ দিন (ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান৫৬ এর সমতুল্য) ও ফলন ৭.০-৭.৯ ট/হে. পাওয়া গেছে। তছাড়া ৩টি বিদেশী জেনোটাইপ (genotype) ও ব্রি জিন ব্যাংক (germplasm bank) সংরক্ষিত ৩৭টি জেনোটাইপ চারা পর্যায়ে ঠাণ্ডাসহিষ্ণু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মোট ২৭০টি জেনোটাইপ, যার মধ্যে ২৫৪টি IRRI লাইন, ৬টি আন্তর্জাতিক চেক ও ১০টি বাংলাদেশী স্ট্যান্ডার্ড চেক অন্তর্ভুক্ত, হবিগঞ্জে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে এর মধ্যে ফলন ও অন্যান্য কাজ্জিত বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং পোকামাকড়-রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে ২৮টি প্রজনন লাইন ভবিষ্যতে অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকল্পটি চলমান ও মার্চ ২০২৫ সালে শেষ হবে।



v) গমের ব্লাস্ট রোগ সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন প্রকল্প : সম্প্রতি KGF-ACIAR-CIMMYT এর যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পটি শুরু হয়েছে এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

Cropping System Intensification in the Salt Affected Coastal Zones of Bangladesh and India: MoU for Phase II was signed on April 11, 2022



vi. Omics Food and Nutritional Security Platform Technologies to Enhance Crop Genetic Resources and Food Value Chains in Bangladesh (OFANS)

GIFS এবং কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এবং GIFS-BARC এর Coordination এর মাধ্যমে বর্তমানে প্রকল্পটির দু'টি Research থিম (১) Genomics and Phenomics for Plant Breeding এবং থিম (২) Postharvest Handling and Food Processing বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আইসিপি প্রকল্পসমূহের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

Nutrient Management for Diversified Cropping in Bangladesh (NUMAN)-ACIAR



Wheat in Dacope, Khulna



Sunflower experiment at Dacope, Khulna



CA experiment at Godagari Rajshahi



Long term trial on Wheat – Mungbean – T. Aman at Ishwardi, Pabna

Managing Wheat Blast in Bangladesh: Identification and introgression of Wheat blast resistant gene(s) into varietal development and rapid varietal dissemination



6. Technology Commercialization Project :

কেজিএফ এর পাইলট এবং বাণিজ্যিকীকরণ প্রকল্পের প্রথম উদ্যোগ হিসেবে Technology Commercialization Project “TCP-1: BAU-Bro chicken conservation and piloting their producer-group farming” টাইটেল সম্বলিত প্রকল্পটির প্রথম ৩ বছর বিনিয়োগ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সেই সাথে আয় ও পরবর্তী ৩ বছর পূর্ণ উদ্যোগে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটির আইনগত বিষয় বিবেচনা করে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে KGF কর্তৃক নিয়োগকৃত আইনজ্ঞ এর সহায়তায় একটি Tripartite Letter of Agreement/আইনভিত্তিক চুক্তি এবং একটি business model তৈরি করা হয়। কেজিএফ, উদ্ভাবকগণ এবং বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সিস্টেম (বাউরেস) এর মধ্যে উক্ত Tripartite Letter of Agreement গত ৩০ জুলাই ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত প্রকল্পটি পোল্ট্রি খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে বিদেশ নির্ভরতা কমাতে সক্ষম হবে আশা করা যায়।



7. থোক বরাদ্দ (Lump Sum Grant)

কৃষির সমসাময়িক উদ্ভূত বিষয়ের উপর স্বল্প বাজেটে স্বল্পমেয়াদি (ছয়-আট মাস) প্রকল্পের জন্য কেজিএফ হতে থোক বরাদ্দের জন্যে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে নিম্নের প্রকল্পগুলো কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে বাস্তবায়নধীন আছে:

1. LSG 1-C/21- নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের (চাল, আলু ও পেঁয়াজ) দাম বৃদ্ধির কারণ উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে গবেষণা
2. LSG 2-L/21- মাগুরা সদরের পরিবেশে সিসার অনুপ্রবেশের প্রভাবে পরিবেশ বিপর্যয়: সিসার অনুপ্রবেশের প্রভাব মূল্যায়ন এবং দ্রুত দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ
3. LSG 3-F/21- চ্যালেঞ্জ অব বায়োফ্লক টেকনোলজি ইন বাংলাদেশ এ্যাকুয়াকালচার এন এ্যাম্বিগুয়াস মিডিয়া হাইপ
4. LSG 4-F/21-মৌ-বাক্সে চাক মধু উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন
5. LSG 5-F/21- বাংলাদেশে অ-প্রধান দানাশস্যের বর্তমান অবস্থা এবং সম্ভাবনা
6. LSG 6-F/21-রুগোস স্পাইরালিং হোয়াইট ফ্লাই এর আক্রমণ : বাংলাদেশে ভৌগোলিক বিতরণ, হোস্ট প্লান্ট ডাইনামিক্স এবং তীব্রতার সমীক্ষা
7. LSG 7-C/21- লবণাক্ত অঞ্চলে লবণসহিষ্ণু সরিষা ও রাইসরিষার মিনি-কিট বিতরণ
8. LSG 8-RH/21- ব্রি রাইস মিউজিয়ামে প্রদর্শনের জন্য ধানভিত্তিক ঐতিহ্য সংগ্রহ
9. LSG 9-MH/২১ সেন্টমার্টিন দ্বীপের সৈকতে এবং সামুদ্রিক পরিবেশে প্লাস্টিক ও অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক আবর্জনা জনিত দূষণ মূল্যায়ন এবং দ্বীপের মাছের পাপ্যতা নিরূপণ
10. LSG 10-C/21- সম্ভাবনাময় লবণসহিষ্ণু গমের জাতের লবণাক্ত অঞ্চলে অভিযোজন ট্রায়াল
11. LSG 11-FE/21-"Agricultural Development for Fragile Ecosystem in Bangladesh: Challenges and Way Forward" বিষয়ে গবেষণাপূর্বক বই প্রকাশনা
12. LSG 12-C/21- ধানের ব্লাস্ট রোগ বিষয়ক গবেষণা

থোক বরাদ্দ প্রকল্পসমূহের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

সেন্টমার্টিন দ্বীপের সৈকতে এবং সামুদ্রিক পরিবেশে প্লাস্টিক ও অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক আবর্জনা জনিত দূষণ
মূল্যায়ন এবং দ্বীপের মাছে এর প্রাপ্যতা নিরূপণ



Collection of Rice-based Heritage for displaying in the BIRRI রাইস মিউজিয়াম



জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ সময়কালে কেজিএফ এর কর্মকাণ্ডসমূহের বরাদ্দকৃত ও অবমুক্তকৃত অর্থের বিবরণ

কেজিএফ এর কর্মসূচিসমূহ	প্রকল্পের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ (টাকা)	অবমুক্তকৃত অর্থ (টাকা)	শতকরা হার (%)
Competitive Grants Program (CGP)	51	17,95,82,600/=	14,82,81,000/=	83%
Basic Research Projects (BRP)	2	45,00,000/=	42,50,000/=	95%
Technology Piloting Program (TPP) & Technology Commercialization Program -1 (TCP)	1+1=2	2,66,08,000/=	1,12,05,000/=	42 %
Commission Research Program (CRP)	3	5,40,38,000/=	5,37,48,000/=	100%
Capacity Enhancement Program (CEP)	4	5,50,00,000/=	3,66,86,000/=	67%
International Collaboration Program (ICP)	4	5,50,00,000/=	3,41,37,000/=	62%
Operational Cost		10,52,71,400/=	8,38,77,000/=	80%
Total=		48,00,00,000/=	37,22,14,000/=	78%

উপরোল্লিখিত গবেষণা কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি কেজিএফ এর উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, ভূমিকা এবং অবদানসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) কর্তৃক আয়োজিত “কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন: সাম্প্রতিক অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা” শীর্ষক কর্মশালা কেজিএফ কর্তৃক আয়োজিত গত ১১ মে ২০২২ তারিখ বিএআরসি এর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত “কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন: সাম্প্রতিক অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা” শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো: সায়েদুল ইসলাম এবং উক্ত কর্মশালাটি সভাপতিত্ব করেন কেজিএফ বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার।



উক্ত কর্মশালায় বিজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুইজন, (১) ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি এবং (২) প্রফেসর ড. আবুসালেহ মাহফুজুল বারী, প্যাথলজি বিভাগ, ভেটেরিনারি সায়েন্স অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও উক্ত কর্মশালায় তাত্ক্ষণিক উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণপূর্বক সমালোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন তিনজন (১) প্রফেসর ড. জহুরুল করিম, সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বিএআরসি এর সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান, (২) ড. নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া, সাবেক মহাপরিচালক, বিআরআরআই এবং সাবেক কেজিএফ এর পরিচালক (রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট) এবং (৩) ড. মো: মতিউর রহমান, সাবেক মহাপরিচালক, বিএআরআই।

এছাড়াও কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরগণ, NARS Institute মহাপরিচালকগণ, বিজ্ঞানীগণ, কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিএআরসির এমডিগণ, ডিএই, ডিএলএস, মৎস্য অধিদপ্তর, বিনা, বিএসআরআই ও আন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ। আরো উপস্থিত ছিলেন কেজিএফ এর বোর্ড ও জেনারেল বডির সদস্যবৃন্দ। কেজিএফ এর Technical Advisory Committee (TAC) এর সদস্যবৃন্দ সহ কেজিএফ কর্মরত পরামর্শকসহ পরিচালকবৃন্দ, স্পেশালিস্টগণ ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

“কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন: সাম্প্রতিক অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা” শীর্ষক কর্মশালার স্বাগত বক্তব্য ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কেজিএফ এর নির্বাহী পরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস। ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস ২০০৭ সন ২০২২ সনের এপ্রিল পর্যন্ত কেজিএফ এর অতীত, বর্তমান ও চলমান কাজের কথা তুলে ধরেন। চলমান প্রকল্পগুলোর মধ্যে সিজিপি-৫৮, সিআরপি-৫, আইসিপি-৫, টিসিপি-১, পাইলট-৪টি এবং লামসাম গ্রান্ড প্রকল্পের-১২টি প্রকল্পের কার্যক্রম তুলে ধরেন। তন্মধ্যে কিছু কিছু সাফল্য প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন। কেজিএফ এর চলমান প্রকল্পের কাজের কথা বলতে গিয়ে ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশ্রয়ে সৃষ্ট ত্রুপজোনিং প্রকল্পের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। প্রকল্পটি ২য় ফেজে এপ্রিল ২০২২ মাসে আবার শুরু করা হয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় কেজিএফ এ কর্মরত টেকনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও বোর্ড সদস্যবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রকল্প যাচাই, বাজেট, ডেব্রি ও ফিল্ড মনিটরিং মূল্যায়ন এর ক্ষেত্রে কঠোর হতে নির্দেশনা দেন। মন্ত্রী মহোদয় গবেষণা খাতের অগ্রাধিকার ও প্রয়োজনীয়তা যাচাইসহ সম্প্রসারণের সাথে সমন্বয় করে কৃষক ও কৃষির উন্নয়নে কেজিএফকে কাজ করার পরামর্শ দেন।

জার্নাল প্রকাশনা

Journal of Agricultural Innovation and Development (ISSN : 1957-8078)



কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) সম্প্রতিকালে (২০২২) একটি বৈজ্ঞানিক জার্নাল (Journal of Agricultural Innovation and Development) শুরু করেছে যা একটি Open Access Peer Reviewed Bi-annual Journal। ইতোমধ্যে জার্নালটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ও দ্বিতীয় সংখ্যাটির প্রকাশনার কাজ চলমান রয়েছে।

রূপান্তরের কৃষি (কৃষি খামার ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান)

কেজিএফ ও চ্যানেল ২৪ (কৃষি খামার ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান রূপান্তরের কৃষি (সাপ্তাহিক)) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক/Memorandum of Understanding (MoU) বিগত ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি: তারিখ স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে কেজিএফ কর্তৃক সম্পাদিত কৃষি গবেষণালব্ধ ফলাফল, প্রযুক্তিসমূহ এবং অন্যান্য কার্যক্রম মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। কেজিএফ ও তার সকল সহযোগী সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কৃষি গবেষণালব্ধ শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের সফলতা সর্বস্তরের জনগণকে অবহিত করা। এখন পর্যন্ত মোট ৩৯টি পর্ব সম্প্রচারিত হয়েছে এবং দর্শকদের চাহিদার কারণে প্রত্যেকটি পর্ব একাধিকবার পুনঃপ্রচার করা হয়েছে।



এখানে উল্লেখ্য যে, কেজিএফ ও এটিএন বাংলা (কৃষি খামার ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান “সোনালী দিন”) এর মধ্যে ২০১৯-২০ সালের জন্য সমঝোতা স্মারক/Memorandum of Understanding (MoU) এর পরিপ্রেক্ষিতে কেজিএফ কর্তৃক সম্পাদিত কৃষি গবেষণালব্ধ ফলাফল, প্রযুক্তিসমূহ এবং অন্যান্য কার্যক্রম মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করা সম্ভবপর হয়। সে লক্ষ্যে কেজিএফ কর্তৃক নিবেদিত অনুষ্ঠানগুলো প্রতি শনিবার ATN Bangla ‘সোনালী দিন’ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্প্রচারিত সর্বমোট পর্ব ৫০টি যার মধ্যে ৩৬টি মাঠ প্রতিবেদন (অধিকাংশ কেজিএফ এর গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফল) এবং ১৪টি টকশো (সমসাময়িক কৃষি সংক্রান্ত বিষয়) অনুষ্ঠানগুলো প্রচারিত হয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, সভা ইত্যাদি :

- কেজিএফ পরিবর্তিত বৈরী পরিস্থিতিতে কেজিএফ এর গবেষণা কর্মধারা নির্ধারণবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে।
- কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) কর্তৃক আয়োজিত “কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন : সাম্প্রতিক অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা” শীর্ষক কর্মশালা ২০২১ ও ২০২২ আয়োজন করা হয়।
- কেজিএফ জুলাই ২০২১-জুন ২০২২ পর্যন্ত ৩য় কলের প্রকল্পসমূহের Project Completion Reports ও চলমান প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর আনুমানিক ২৫টি রিভিউ কর্মশালা আয়োজন করে।
- সময়োপযোগী বিষয়ের উপর সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ট্রেনিং আয়োজন করা হয়।
- আন্তর্জাতিক সভায় যোগদান
- কোভিড-১৯ এর কারণে আন্তর্জাতিক সভায় স্বশরীরে যোগদান সম্ভব না হলেও বেশ কিছু সভায় কেজিএফ এর নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য স্পেশালিস্টগণ ভার্চুয়ালি যোগদান করেছেন।

অন্যান্য কার্যক্রম :

- কেজিএফ এর নির্বাহী পরিচালকসহ কেজিএফ এর নিয়োগকৃত স্পেশালিস্ট ও বিশেষজ্ঞদল সারা বৎসরই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের চলমান প্রকল্পসমূহের মাঠ পরিদর্শন, মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।
- Independent Monitoring Team চলমান বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের উপর মাঠপরিদর্শন ও মূল্যায়নের জন্য কাজ করছেন।
- কাজের অগ্রগতি ও পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণের জন্যে প্রতি মাসে সকল কর্মকর্তাদের নিয়ে নির্বাহী পরিচালক নিয়মিত কো-অর্ডিনেশন সভা করে থাকেন।



কেজিএফ এর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অবদান ও সাফল্য



Independent Monitoring Team Meeting



বোর্ড সভা ২০২২

কেজিএফ এর ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম

- কেজিএফ এর চলমান প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট মনিটরিং টিম গঠন করা হয়।
- কেজিএফ এর বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি Technical Advisory Committee (TAC) পুনর্গঠন করা হয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

- ডেল্টা প্ল্যানে উল্লেখিত ৬টি হটস্পটে কৃষি গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণে সহায়তা করা।
- লাগসই প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গবেষণা-সম্প্রসারণ এজেন্সি-কৃষকের মধ্যে লিংকেজ জোরদারকরণে সহায়তা।
- অধিক সংখ্যক স্বল্প-বাজেটের (থোক-বরাদ্দ) প্রকল্প অর্থায়ন করা।
- এলাকাভিত্তিক সমস্যা সমাধানে প্রত্যন্ত এলাকার বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠানে মেধাবী গবেষকদের উৎসাহিত ও প্রকল্প সহায়তা প্রদান।
- মেধাবী নারী গবেষকদের উৎসাহিত ও প্রকল্প সহায়তা প্রদান।
- এমএস ও পিএইচডি ছাত্রছাত্রীদের গবেষণা কাজে অনুদানে সহায়তা করা।
- প্রতি বছর ৩ জন মেধাবী গবেষকদের পুরস্কার প্রদান।
- প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশের মেধাবী গবেষকদের গবেষণার সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করা।
- কেজিএফ এর নিজস্ব-কার্যালয় তৈরি করা
- কেজিএফ এর মূলধন (Seed Money) বাড়ানোর প্রচেষ্টা।



কেজিএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় কয়েকটি গবেষণা প্রকল্পের উদ্ভাবন সফলতা/অর্জন :

- বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অল্প সেচের মাধ্যমে ৪ ফসলের শস্য প্রবর্তনের চাষ পদ্ধতি
- জুম চাষের বিকল্প হিসাবে ধান-তুলা সাথী ফসলের উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রদ্বতি/প্রযুক্তি
- রোপা আমন-পতিত-বোরো শস্যক্রমে স্বল্পকালীন HYV BARI সরিষা ১৪/১৫ অন্তর্ভুক্তীকরণ ও উন্নত ব্যবস্থাপনা।
- মৌমাছির উন্নত চাষ, গুণগত মধু উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি।
- বাংলাদেশে নন-মিল এলাকায় আখ ও গুড় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রধান রোগবালাই ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি।
- দানাজাতীয় শস্য (ধান ও গম) শুকানোর জন্য Two Stage Dryer এর নকশা ও উন্নয়ন প্রযুক্তি।
- মোবাইল টাওয়ার নয়, নারিকেল কচি থাকা অবস্থায় গায়ে ফাটা দাগ ও খয়েরি রং ধারণ করে অকালে গাছ থেকে ঝরে পড়ার মূল কারণ এক ধরনের ক্ষুদ্রাকৃতির সাদা মাকড়সা। এদের দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে এই প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রসারের মাধ্যমে নারিকেল উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও কৃষি বাণিজ্য প্রসার।
- হাওরে খাঁচায় মাছ চাষ পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।
- দেশি মুরগির কৌলিক বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে অধিক ঘাসসহিষ্ণু কম খরচে পালনযোগ্য ব্রয়লার মুরগির জাত উদ্ভাবন। এই প্রযুক্তি পোলটি খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে বিদেশ নির্ভরতা কমাতে সক্ষম হবে।
- অধিক উৎপাদনশীল বাউ রসুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে আমদানি হ্রাস করা সম্ভব।
- দেশের আম উৎপাদনকারী প্রধান ১৪টি জেলায় আমের ফুল ও ফল ঝরা রোধে টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমিয়ে গুণগত মানসম্পন্ন আমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।
- গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি
- চাষি পর্যায়ে উন্নত পদ্ধতিতে আলু সংরক্ষণ প্রযুক্তি
- পার্বত্য এলাকার জন্য লাভজনক চাষ পদ্ধতি : এক সারি তুলা ও দুই সারি ধান কুলচাষ : রোগবালাই ও তার দমন ব্যবস্থাপনা
- লেবুজাতীয় ফসলের ক্যাংকার রোগ ও তার দমন ব্যবস্থাপনা
- সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধানের ফলন পার্থক্য সীমিতকরণ
- খরা উপদ্রুত এলাকায় ধান চাষের কলাকৌশল
- গবাদিপশুর ক্ষুরা রোগ ও পিপিআর রোগ এর প্রাদুর্ভাব নির্ণয় ও রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- দক্ষ খামারে সংকর জাতের বাছুর মৃত্যুর কারণ নির্ণয় এবং মৃত্যুহার কমানোর ব্যবস্থা
- খামারি পর্যায়ে ভেড়া উৎপাদনের সফল পদ্ধতি/প্রযুক্তিসমূহ
- মানুষ ও প্রাণীর বুসেলোসিস রোগের খামার পর্যায়ে মানুষ ও প্রাণীতে যক্ষ্মা ও ক্যামলিকুলার শনাক্তকরণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ করার প্রযুক্তি, ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার রোগের এপিডেমিউলোজিক্যাল অনুসন্ধান পদ্ধতি
- উন্নত পদ্ধতিতে শিং মাছের বাণিজ্যিক চাষ
- অনাবাদি ও এক ফসলি নিচুভূমি রূপান্তরের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে ফসল ও মাছ উৎপাদন
- ক্ষুদ্র ও মাঝারী লেয়ার খামারে জীবনিরাপত্তা পদ্ধতি



- উপকূলীয় লবণাক্ত জমিতে পশুখাদ্য হিসেবে পাকচোং ঘাস উৎপাদন
- রবি ফসল আবাদে বীজ বপনযন্ত্রের ব্যবহার
- বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কবুতরের রোগ নির্ণয় ও তার চিকিৎসা
- গাভীর পুনঃপুনঃ গর্ভধারণে ব্যর্থ হওয়া বন্ধ করা
- কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার ও সংগ্রহ পরবর্তী ক্ষতি কমানো।
- পাহাড়ি এলাকায় সম্প্রসারণ উপযোগী বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি
- ভেড়া উৎপাদন ও মাংস জনপ্রিয়করণ সংগ্রহ পরবর্তী ক্ষতি হ্রাস এবং স্বাদু পানির মাছের মূল্য সংযোজন
- বারোমাসি কাঁঠালের বিস্তার ও মূল্যায়ন
- আলু রোপণ ও তোলার জন্য স্বল্প খরচে ছোট যন্ত্রের উন্নয়ন ও গ্রহণ যোগ্যতা
- প্লাবন ভূমিতে ভাসমান কৃষি চাষ
- নীল অর্থনীতি হিসেবে সামুদ্রিক শৈবাল

উপরোক্ত প্রযুক্তিসহ উন্নত চাষাবাদ কলাকৌশল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে এবং বর্তমানে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন করা হচ্ছে। কেজিএফ যাত্রা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত অর্থাৎ ২০০৮-২০২১ সময়কালে কৃষকের চাহিদাভিত্তিক ও সময়োপযোগী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষি গবেষণা কর্মকাণ্ডে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে। গবেষণালব্ধ কৃষিবিষয়ক প্রযুক্তিসমূহ দেশের ফসল আবাদ, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। কেজিএফ গবেষণা প্রকল্পসমূহ হতে সাফল্যজনক গবেষণার ফলাফলগুলো মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণকর্মী এবং কৃষকের কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।





গণমাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়





‘ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।
তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান





আমদানি কমিয়ে ভোজ্যতেল উৎপাদনে জোর দিতে হবে



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একদেক সভায় সভাপতিত্ব করেন—পিআইটি

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥
ভোজ্যতেলের আমদানি কমিয়ে
উৎপাদনে জোর দেয়ার নির্দেশ
দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ
হাসিনা। এজন্য সয়াবিন,

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

সরিয়াসহ তেলজাতীয় শস্য
উৎপাদনে নজর দিতে বলেন
তিনি। ভোজ্যতেলের আমদানি
নির্ভরতা বাংলাদেশে কিছুতে
কমাতে পারে, সে বিষয়ে
গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ
করে তিনি বলেছেন, গবেষণার
জন্য অর্থের অভাব হবে না।
(৬ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

আমদানি কমিয়ে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক
পরিষদের নির্বাহী কমিটির
(একদেক) সভায় 'বাংলাদেশের
দক্ষিণ-পূর্বস্থলে বীজ বর্ধন খামার
স্থাপন' শীর্ষক একটি প্রকল্প
অনুমোদন দেয়ার সময় আলোচনা
প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশনা
দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন
পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান।
গণভবন থেকে ভিডিও
কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে
রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের
এনইসি সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ
বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন শেখ
হাসিনা।

বৈঠক পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে
পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, 'আমাদের
এখন তৈল বীজ ও বাদাম উৎপাদন
বাড়ানো উচিত। ভোজ্যতলে
আমদানি নির্ভরতা বেশি। এ
নির্ভরতা কিছুটা হলেও কমানো
উচিত। বর্তমানে যে পরিমাণ
আমদানি চাহিদা রয়েছে প্রয়োজনীয়
আমদানি অব্যাহত রাখতে হবে।'
পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী এ
জন্য গবেষণা করার কথা বলেছেন।

তিনি বলেছেন, গবেষণার জন্য
অর্থের অভাব হবে না।'

বৈঠকে রেল বিভাগের একটি প্রকল্প
অনুমোদন দেয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী
রেল বিভাগের নিয়োগের ক্ষেত্রে
রেলের বর্তমান কর্মচারীদের
পরিবারের সদস্যদের জন্য ৪০
থেকে ৫০ শতাংশ কোটা অব্যাহত
রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন বলে
জানান এম এ মান্নান। এ সময়
প্রধানমন্ত্রীর ওই নির্দেশনা আরও
স্পষ্ট করে প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল
আলম বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন
এটা একটা বিশেষায়িত ধরনের
কাজ। ওই পারিবারিক পরিবেশে
যারা বড় হয়েছে তারা ই এ কাজের
জন্য অগ্রাধিকার পাবে।'

এ সময় আবার মান্নান বলেন,
রেলের নিচু পর্যায়ে যারা কাজ
করেন তাদের সন্তানরা সেই কাজ
প্রতিনিয়ত পারিবারিক আবহ
থেকেই দেখে আসছেন। যেমন-
রেল কয়লা কিভাবে দেয়, রেলের
কোথায় কী পরিষ্কার করতে হয়-
এগুলো তাদের বাচ্চারা
পারিবারিকভাবেই শিখে নেয়। তাই
তাদের জন্য কোটা অব্যাহত রাখার
কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। রেল
বিভাগের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর
কর্মচারীদের সন্তানদের রেলে
অগ্রাধিকারভিত্তিতে চাকরির জন্য
৪০-৫০ শতাংশ কোটা রয়েছে।
তবে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে এ
সুযোগ বা কোটার প্রচলিত নেই
বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা
জানিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনামন্ত্রী
জানান, যেকোন সেতুর নিচ দিয়ে
স্বাভাবিক নৌ-চলাচল করার মতো
উঁচু করে সেতু তৈরির নির্দেশনাও
বৈঠকে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি
বলেন, 'এরকম একটি সেতুও যদি
পাওয়া যায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা
নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।'
সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনা
বিভাগের সচিব প্রদীপ রঞ্জন
চক্রবর্তী, আইএমইডি সচিব আবু
হেনা মোর্শেদ জামান, পরিকল্পনা
কমিশনের ভৌত অবকাঠামো
বিভাগের সদস্য মোঃ মামুন-আল-
রশিদ এবং কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী
প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য শরীফা
খানসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।



টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ও আধুনিক কৃষি

খাদ্য হলো মানুষের প্রথম ও প্রধান মৌলিক চাহিদা। খাদ্যের জন্য মানুষসহ সব প্রাণীকেই প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। সেখান থেকেই মানুষের মনে প্রথম কৃষি চিন্তার জন্ম হয়। পৃথিবীতে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার ওপর ভর করেই গড়ে উঠেছে সভ্যতা। সেই সভ্যতার

কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার কৃষির সরকার, কৃষকের সরকার। বর্তমান সরকার কৃষকের পাশে সব সময় ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কৃষিকে আধুনিক ও বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর করে একটি টেকসই ভিতের ওপর দাঁড় করাতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যেও এসেছে বহুমুখী পরিবর্তন। এই খাদ্য চাহিদাকে নিশ্চিত করতে যুগে যুগে মানুষেরা বহু রকমের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। এর জন্য মানুষ একে অন্যের সঙ্গে সংঘাতেও লিপ্ত হয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় খাদ্য চাহিদার

পাশাপাশি আরও বহু অনুশ্রম যোগ হয়েছে মানুষের জীবনব্যাপী। এর মধ্যে বহু অনুশ্রম বিশেষও হয়ে গেছে মানুষের জীবন থেকে। শিক্ষিত এলোনা বাঙ্গুর চাট্টিয়া অপরিবর্তিত রয়েছে এবং এ চাট্টিয়া নিন নিল বেড়েই চলেছে। কৃষি ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব চিন্তাই করা যায় না। সুসভ্যতাকাল থেকে এখন পর্যন্ত কৃষি কেন্দ্র করেই মানুষের সব কর্মকাণ্ড আন্বিত হয়েছে। কেন্দ্র প্রতিনিধি পৃথিবীতে বাড়ছে মানুষ; কিন্তু কর্মক্ষেত্রে চান্দবেয়া কৃষিজমির পরিমাণ। এ অবস্থায় সব মানুষের জন্য যথা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষিকে আনন্দিক কৃষিতে রূপান্তর করতে হবে। কৃষিপ্রস্তির উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও সম্ভারসমূহের কথা আদর্শের মনে রাখতে হবে। তা না হলে সব উন্নয়নই বাতাসে হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই কৃষি বাদ দিয়ে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কোনোভাবেই কল্পনা করা যায় না। বাংলাদেশের অর্থনীতি একটাই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপ্ত হচ্ছে কৃষি, যা এ দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনব্যাপী মনে উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি ব্যাচের অবদান ১৬ দশমিক ৪৪ শতাংশ। প্রমথস্তির

— এরপর ৯-এর পৃষ্ঠা

ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚାବଳୀ ପଦ

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

লেখক : মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় ও
সহকারীমন্ত্রীর সদস্য, বাংলাদেশ জাওয়ান লীগ



বনিকবাত্রা

এক লাখ টন আম রফতানির রোডম্যাপ প্রণয়নের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

আগস্ট ২৪, ২০২১



কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রহমান গতকাল বিএআরসি মিলনায়তনে ‘আম রফতানি বৃদ্ধির জন্য আমের উন্নত ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন। (পিআইটি)

দেশে বছরে ২৫ লাখ টন আম উৎপাদন হয়। অথচ রফতানি হয় মাত্র কয়েকশ টন আম। তাই আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে প্রতি বছর এক লাখ টন আম রফতানির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ও রোডম্যাপ প্রণয়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক।

গতকাল বিকালে রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে হটেল ফাউন্ডেশন আয়োজিত ‘আম রফতানি বৃদ্ধির জন্য আমের উন্নত ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন কৃষিমন্ত্রী।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মেসবাহুল ইসলাম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো. বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আসাদুল্লাহ এবং এনএটিপি-২ প্রকল্পের পরিচালক মো. মতিয়ার রহমান। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন সংস্থা প্রধান, আমচাষী, ব্যবসায়ী, শাকসবজি ও ফল রফতানিকারক প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে বছরে ২৫ লাখ টন আম উৎপাদন হয়। এজন্য বছরে এক লাখ টন আম রফতানির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। সেলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন, রোডম্যাপ প্রণয়ন ও আমের নতুন বাজার খুঁজে বের করতে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের দূতবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। আমের রফতানি বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক কর্মসূচি নেয়া হচ্ছে। রফতানি বাধাগুলো চিহ্নিত করে তা নিরসনে কাজ চলছে। এরই মধ্যে নিরাপদ আমের নিশ্চয়তা দিতে তিনটি ভ্যাকুয়াম হিট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপনের কাজ চলছে। উৎপাদন থেকে শিপমেন্ট পর্যন্ত আম নিরাপদ রাখতে উত্তম কৃষিচর্চা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট দেয়ার কাজ চলছে। ফলে চলতি বছর গত বছরের তুলনায় আম রফতানি পাঁচগুণ বেড়েছে। আগামীতে রফতানির পরিমাণ অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে।

কর্মশালায় জানানো হয়, দেশে প্রতি বছর আমের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু উৎপাদনের তুলনায় রফতানির পরিমাণ অনেক কম। ডিইএর হিসাবে ২০১৯-২০ সালে দেশে প্রায় ২৫ লাখ টন আম উৎপাদন হয়েছে; বিপরীতে আম রফতানি হয়েছে ২৮৩ টন। তবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের ফলে চলতি বছর ২০২০-২১ সালে ১ হাজার ৬২৩ টন আম রফতানি হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় পাঁচগুণেরও বেশি। দেশে উৎপাদিত আমের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে নষ্ট হয়। ক্ষীরশাপাতি আমের ক্ষেত্রে ৩৭ শতাংশ ও ফজলি আমের ২৯ শতাংশ নষ্ট/অপচয় হয়। এতে ক্ষতির পরিমাণ বছরে ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। আম রফতানির বিশাল সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য নতুন বাজার অনুসন্ধান, রফতানি চাহিদা অনুযায়ী উন্নত জাত নির্বাচন, ফাইটোস্যানিটারি পদ্ধতি ও আমদানিকারক দেশের উত্তম কৃষিচর্চা মেনে আম উৎপাদন, সার্টিফিকেশন, উন্নত প্যাকিং, উন্নত সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থা, রফতানি কার্যক্রমে দক্ষতা, সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ, বিমানবন্দরে সুষ্ঠু কার্গো ব্যবস্থাপনার ওপর কর্মশালায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

যুগান্তর



জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ৩৬তম এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে সোমবার সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক

এশিয়া ও প্যাসিফিক সম্মেলন কৃষিতে অবদান রাখবে — কৃষিমন্ত্রী

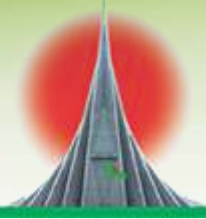
যুগান্তর প্রতিবেদন

কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলনের আয়োজন করতে যাচ্ছে। এশিয়া এবং প্যাসিফিকভুক্ত ৪৬টি দেশের কৃষিমন্ত্রী, কৃষি সচিব, এফএও'র মহাপরিচালক এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এ সম্মেলন বাংলাদেশের জন্য বিরল সম্মান হয়ে আনবে এবং বাংলাদেশের কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আজ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ৩৬তম এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন (এপিআরসি-৩৬) শুরু হচ্ছে। চার দিনব্যাপী এ সম্মেলনে ৪৩টি দেশ ও এসব দেশের শীর্ষ পর্যায়ের ৪২ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছেন। এছাড়া, সদস্য রাষ্ট্র, এফএও'র মহাপরিচালক, জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও ও সিভিল সোসাইটির প্রায় ৯০০ জন নিবন্ধন করেছেন, যা এপিআরসি সম্মেলনে অংশগ্রহণের সর্বোচ্চ রেকর্ড।

সোমবার সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এফএও'র ৩৬তম এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন আয়োজনের বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে কৃষিমন্ত্রী এ তথ্য জানান।

কৃষি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সম্মেলনের মূল অধিবেশন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কাস্ট্রি শোকেসিং বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) হবে। চার দিনব্যাপী সম্মেলনের প্রথম দুই দিন (৮-৯ মার্চ) সিনিয়র অফিসিয়াল-কৃষি সচিব ও উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের মিটিং এবং শেষ দুইদিন (১০-১১ মার্চ) মন্ত্রিপরিষদের তথা কৃষিমন্ত্রীদের মিটিং হবে। মন্ত্রিপরিষদের মিটিং বা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১০ মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি থাকবেন। মূল অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কাস্ট্রি শোকেসিং থাকবে। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ও বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে ১৭টি প্রদর্শনী স্টল থাকবে। ৯ মার্চ সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া, একইদিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এবং ১৩ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এফএও'র মহাপরিচালকের সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে।

উল্লেখ্য, এফএও একটি বিশেষায়িত সংস্থা; যা বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা নিরসনের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এফএও'র একটি আনুষ্ঠানিক ফোরাম হিসাবে প্রতি দুই বছর পর পর এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সদস্য দেশগুলোর কৃষিমন্ত্রী এবং অন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা খাদ্য ও কৃষির চ্যালেঞ্জ এবং সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন। প্রথম আঞ্চলিক সম্মেলন ১৯৫৩ সালে ভারতের বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।



সারে যে ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে তা বিশ্বে বিরল ॥ কৃষিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কৃষি ও কৃষকের অকৃত্রিম বন্ধু। স্বাধীনতার পরপরই তিনি দেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং কৃষি বিপ্লবের সূচনা করেন।

সেটিকে অনুসরণ করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কৃষকের কষ্ট লাঘব ও কৃষককে লাভবান করতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, কৃষিপণ্যের রফতানি বৃদ্ধি, (১৫ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

সারে যে ভর্তুকি

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)
বিশাল ভর্তুকিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করেছে। চলতি বছর শুধু সারের জন্য কৃষককে ২৮ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে- যা সারা বিশ্বের মধ্যে বিরল ঘটনা।

সোমবার বিকেলে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। 'টুঙ্গিপাড়া : হৃদয়ে পিতৃভূমি' শিরোনামে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ কৃষকলীগ। মন্ত্রী বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় আসলেই কৃষি উৎপাদন কমতে থাকে। উৎপাদনে নেতিবাচক প্রবন্ধি শুরু

হয়। তারা কৃষি উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান না করে ভর্তুকির পরিমাণ কমিয়ে দেয়। কৃষকের দুর্দশা ও কষ্ট শুরু হয়। বিএনপি সবসময় ভিক্ষাবৃত্তির মানসিকতা নিয়ে দেশ পরিচালনা করেছে। যে কারণে তারা ক্ষমতায় থাকাকালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চেষ্টা করেনি এবং তাদের আমলে দেশে সবসময়ই বিশাল খাদ্য ঘাটতি ছিল।

বাংলাদেশ কৃষকলীগের সভাপতি সমীর চন্দের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে সাবেক কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, আওয়ামী লীগের কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক ফরিদুন্নাহার লাইলী, কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক উম্মে কুলসুম স্মৃতি, সহসভাপতি আব্দুল ওয়াদুদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

আলোচনাসভার আগে কৃষিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এসময় সাবেক কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী ও বাংলাদেশ কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



আলোকিত বাংলাদেশ

১২ বছরে সবজি উৎপাদন বেড়েছে সাত গুণ

সুসংবাদ প্রতিদিন

alokito2013@gmail.com

● নিজস্ব প্রতিবেদক

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, সবজি রপ্তানি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উৎস হবে বাংলাদেশ। তিনি বলেন, দানাদার খাদ্যে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। এখন নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের নিশ্চিত করতে কাজ করছি। পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে শাকসবজি, ফলমূল উৎপাদনে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। ফলে গত ১২ বছরে সবজির উৎপাদন বেড়েছে সাত গুণ, আর বর্তমানে ১ কোটি ৯৭ লাখ টন সবজি উৎপাদন করে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। গতকাল সোমবার বিকালে রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) চত্বরে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত তিন দিনব্যাপী জাতীয় সবজি মেলা ২০২২ এর উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, সবজির বিপণনে কিছুটা সমস্যা রয়েছে। পরিবহন চাঁদাবাজি, মধ্যস্বত্বভোগীসহ অনেক সমস্যা রয়েছে। এ সমস্যা সমাধান করতে পারলে সবজির ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে। সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে সরকার কাজ করছে। আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সবাইকে কাজ করতে হবে যেন সবজির দাম মানুষের জন্য ক্ষমতার মধ্যে থাকে।

মন্ত্রী আরও বলেন, দেশে সবজি রপ্তানির সম্ভাবনা অনেক। রপ্তানি বাড়ালে আমরা কাজ করছি। অচিরেই সবজি রপ্তানি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উৎসে পরিণত হবে। এ সময় মেলায় অংশ নেওয়া বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন মন্ত্রী। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব হাসানুজ্জামান কব্রোল, বিএআরসি নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো. বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের

মহাপরিচালক বেনজির আলম, বিভিন্ন সংস্থা প্রধান এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরে মন্ত্রী কেআইবি অডিটোরিয়ামে 'পুষ্টি নিরাপত্তা ও কৃষি রূপান্তরে সবজির অবদান' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় মন্ত্রী বলেন, সামনে রোজা আসছে।



রাজধানীর ফার্মগেটে গতকাল সোমবার কেআইবি চত্বরে জাতীয় সবজি মেলা উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক

শাকসবজির দাম বৃদ্ধি পেতে আশঙ্কা রয়েছে। তবে আমি আশ্বস্ত করতে পারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে আমাদের সবজির যে উৎপাদন হয়েছে, তাতে রোজায় পণ্যের দাম বাড়বে না। কৃষি সচিব মো. সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বিএআরসি নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ অনুবিভাগ) মো. হাসানুজ্জামান কব্রোল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএইচ) মহাপরিচালক মো. বেনজির আলম বক্তব্য দেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের (সবজি বিভাগ) সিএসও ড. ফেরদৌস ইসলাম। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন কৃষি

সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ড. মো. আবদুল মুহিত ও কার্নেল ইক্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান ডক্টর মো. সাহেব আহমেদ। জানা যায়, কৃষি মন্ত্রণালয় যষ্ঠবারের মতো আয়োজন করেছে এই মেলা, যা আগামী ২ মার্চ পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে সবজি মেলা। তিন দিনব্যাপী জাতীয় সবজি মেলায় ৫২টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্টল অংশ নিচ্ছে।

মেলায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষ করা হলের রকমের সবজি দেখার পাশাপাশি এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন মেলায় আসা দর্শনার্থীরা। এ মেলার উদ্দেশ্য হলো দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার ও জাতের শাকসবজির সাথে সাধারণ মানুষের পরিচিতকরণ, ভবিষ্যৎ সবজি উৎপাদনে প্রেরণা প্রদান, সবজি উৎপাদনের আর্থনিক প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন প্রকার উৎপাদন প্রযুক্তি ও কল্যাণকরী প্রদর্শন, সবজি উৎপাদনে ও সম্প্রসারণে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বীজ ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারকদের কার্যক্রম ও সফলতা

তুলে ধরা, সবজি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, পুষ্টিমান ও গ্রহণের বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার পুস্তিকা, লিফলেট, পোস্টার, সিডি, ম্যাপাজিন, পত্রিকা প্রদর্শন ও বিতরণ, সবজির ওপর সেমিনার ও আলোচনা সভার মাধ্যমে সবজি চাষ ও বাজারজাতকরণের সমস্যা ও ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ডিএইচ তথ্য মতে, বিগত ১২ বছরে সবজি উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৭ গুণ। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার তথ্য মতে, সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয়, চীন প্রথম ও ভারত দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। কৃষি হচ্ছে আমাদের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক খাত, এ খাত থেকে জিডিপির ১৩.২৯ শতাংশ আসে। দেশে প্রায় ১০০টির মতো সবজি চাষ হয়ে থাকে।



পেঁয়াজের বাম্পার ফলনে চাষির মুখে হাসি

● জাফর রিয়াজ, আতলিয়া (ঢাকা)

কৃষক আব্দুল হামিদ জানান, গত বছর অন্য শাকসবজির চাষ করণেও এই বছর নিজের ক্ষেত থেকে তিনি ৬০০ মণ পেঁয়াজ পাঠান বলে আশা করছেন। আরেক কৃষক মো. আব্দুল হামিদ জানান, তিনি ৩০ শতাংশ জমিতে গত ডিসেম্বরে পেঁয়াজ চাষ করেছেন। বাম্পার ফলনের সাথে সাথে পেঁয়াজের বাজারদরও ভালো হওয়ায় এখন হলি ফুটকি কৃষকের মুখে। সাভারের লাল মার্গিচে ফালগে এই পেঁয়াজ বাজারে ২০ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, সাভার উপজেলার তেঁকুলগোড়া ইউনিয়নের যাদুঘর, শামপুর ও পূর্বঘাট গ্রামের কৃষক উপজেলা কৃষি অফিসের পরামর্শে বরি জরতের পেঁয়াজ চাষ করেন। এখানকার অবহাওয়া পেঁয়াজ চাষের উপযুক্ত হওয়ায় এ বছর ফলনও ভালো হয়েছে। পেঁয়াজ চাষ করে খানকাই হয়েছে এখানকার কৃষক। দিন দিন এ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে পেঁয়াজের চাষ বেড়েই চলেছে।

কৃষক আব্দুল হামিদ জানান, গত বছর অন্য শাকসবজির চাষ করণেও এই বছর নিজের ক্ষেত থেকে তিনি ৬০০ মণ পেঁয়াজ পাঠান বলে আশা করছেন। আরেক কৃষক মো. আব্দুল হামিদ জানান, তিনি ৩০ শতাংশ জমিতে গত ডিসেম্বরে পেঁয়াজ চাষ করেছেন। বাম্পার ফলনের সাথে সাথে পেঁয়াজের বাজারদরও ভালো হওয়ায় এখন হলি ফুটকি কৃষকের মুখে। সাভারের লাল মার্গিচে ফালগে এই পেঁয়াজ বাজারে ২০ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, সাভার উপজেলার তেঁকুলগোড়া ইউনিয়নের যাদুঘর, শামপুর ও পূর্বঘাট গ্রামের কৃষক উপজেলা কৃষি অফিসের পরামর্শে বরি জরতের পেঁয়াজ চাষ করেন। এখানকার অবহাওয়া পেঁয়াজ চাষের উপযুক্ত হওয়ায় এ বছর ফলনও ভালো হয়েছে। পেঁয়াজ চাষ করে খানকাই হয়েছে এখানকার কৃষক। দিন দিন এ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে পেঁয়াজের চাষ বেড়েই চলেছে।



A four-member delegation of University of Saskatchewan, Canada meets Prime Minister Sheikh Hasina at her official Ganabhaban residence in the capital on Sunday.
— PID PHOTO

PM for invention of climate-tolerant crops

Prime Minister Sheikh Hasina on Sunday suggested invention of climate-tolerance species of crops, food preservation, reduction in post-harvest loss, nutrition security and adaptation of modern technology by the agriculture scientists.

She made the suggestion when a Canadian delegation called on her at her official residence Ganabhaban here, PM's Assistant Press Secretary MM Emrul Kayas told BSS.

The four-member delegation was led by Stephen Visscher, CBE, Director for Strategic Partnership and Chief Operating Officer, Global Institute for Food Security (GIFS), University of Saskatchewan. The other members of the delegation were Dr Balajit Singh, Vice-President (Research) of University of Saskatchewan, Dr Andrew Sharpe, Bangabandhu Research Chair in Food Security, GIFS, University of Saskatchewan, Canada and Canadian High Commissioner in Dhaka Lilly Nicholls.

Sheikh Hasina said the relations between Bangladesh and Canada began dates back before the emergence of Bangladesh on 16 December 1971.

She recalled with gratitude that when the Awami League led by Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman won absolute majority in the general elections held on 7 December 1970, the then Trudeau Government in Canada urged the ruling government in Pakistan to hand over power peacefully to the elected representatives.

"Canadian Government continued its support towards Bangladesh during our War of Independence," she said, adding: "Canada was one of the first countries that recognized

Bangladesh immediately after the independence (14 February 1972)."

The Global Institute for Food Security (GIFS) of Canada's University of Saskatchewan (USask) opened its regional office in Dhaka last year in a bid to enhance cooperation in research among agriculture research institutes of Canada and Bangladesh. The delegation came here to visit it.

During the call on, Stephen Visscher said that they would provide all types of technical supports to the GIFS regional office located here.

Besides, Dr Balajit Singh said they will extend all out supports to them who will go to the University of Saskatchewan for higher studies.

Dr Andrew Sharpe said that he will guide the person who will go to University of Saskatchewan for higher studies.

The delegation also showed their interest to work on the multiple use of Bangladesh's jackfruit and plant genetics.

Agriculture Minister Dr Md Abdur Razzaque, Principal Secretary to the Prime Minister Dr Ahmad Kaikaus, Agriculture Secretary Md Sayedul Islam and Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) Executive Chairman Dr Shaikh Mohammad Bokhtiar, among others, were present.

Saskatchewan is known as the breadbasket in Canada where this University is located. It is one of the most prestigious universities both in terms of research and academic excellence.

BARC and GIFS, University of Saskatchewan have developed partnership in agricultural research and development by signing a Memorandum of Understanding on February 10, 2020.

Fallow land to be brought into cultivable areas: Razzaque



Agriculture Minister Md Abdur Razzaque visits the areas of Moong dal (Mug dal) cultivation at Badarpur and Karamatula in Patakhali on Monday.

land is not used for cultivation. But, there is a lot of scope to increase food production by farming various types of crops here.

"Already, our scientists have developed some varieties of rice, pulses, watermelon that can be cultivated in saline-prone areas," he added.

The minister made the remarks at a programme at Bakerganj upazila.

Ministerial, in this season for the first time around 100 hectares of fallow land in Bakerganj, a village of Bakerganj Upazila, is brought into Moong dal cultivation.

In the programme, the minister assured the farmers that the necessary steps will be taken to provide low-lift pump and power tiller for them.

Later, the minister visited the areas of Moong dal (Mug dal) cultivation at Badarpur and Karamatula in Patakhali.

রফতানিতে ১২ বছরের রেকর্ড ভাঙল পাট

অর্থনৈতিক রিপোর্টার : বেশ কিছুদিন ধরেই পাটের বাজার অস্থিতিশীল ছিল। কিন্তু ২০২০-২১ অর্থবছরে গত ১২ বছরের সব রেকর্ড ভেঙে সর্বোচ্চ ১১৬ দশমিক ১৪ কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে দেশের পাট ও পাটজাত পণ্য। মোট রফতানি ৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে চলতি বছরে।

যদিও এ বছর কৃষকদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল তারা পাটের দাম পাচ্ছে না। কিন্তু অবশেষে রপ্তানি বাজারে পাটের উর্ধ্বমুখী জন্য কৃষকরা খুশি। বাংলাদেশ থেকে এখন কেবল কাঁচাপাট নয়, এর পাশাপাশি পাটের সুতা, দড়ি, ব্যাগ ও থলে এবং হাতে বাছাই করা আঁশ রফতানি করা হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি রফতানি হয় পাটের সুতা ও দড়ি পণ্য। পাট দিয়ে তৈরি বৈচিত্র্যময় পণ্য রফতানিও বেড়েছে।

পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীন জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার গত বছর ২৮২টি বহুমুখী পাটপণ্যের তালিকা প্রণয়ন করে। এসব পণ্যের তালিকায় রয়েছে সব ধরনের ব্যাগ, বাল্কেট, মারী-পুরুষের জুতা-সেভেল, ম্যাটিস, জুয়েলারি, স্যুটিস, সোয়েটার, খেলনা, বিয়ের সামগ্রী, শাড়ি, জুট ডেনিম, শার্ট, পাঞ্জাবি, কোটি, পাট থেকে উৎপাদিত গার্মেন্টসসমগ্রী ইত্যাদি। বাংলাদেশ জুট গুডস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজেজিইএ) চেয়ারম্যান মো. শফিকুল ইসলাম সংবাদমাধ্যমকে বলেন, দেশে যে পরিমাণ পাট উৎপাদন হয়, তা পর্যাপ্ত; কিন্তু কিছু ব্যবসায়ী

পাট কিনে স্টক করার কারণে সংকট তৈরি হয়। গত বছর সংকট হয়নি, একদম কটায় কটায় হয়েছে; মানে যা চাহিদা ছিল, সে পরিমাণই জোগান এসেছে। তবে কেউ বেশি পরিমাণ পাট স্টক করলে সংকট দেখা দেবে। তিনি বলেন, বিদেশে বিগ ভলিউমে পাট রফতানি হয় কমার্শিয়াল আইটেম, যা হচ্ছে জুট ইয়ার্ন ও জুট ব্যাগ ইত্যাদি। দেশের বাজারেও এই পণ্যের ব্যবহার বেশি। মেজর



এই খাতের সঙ্গে এখন পাটের বাই-প্রডাক্টও রফতানি হচ্ছে। এই ডাইভারসিফাইড বা ভালু অ্যাডেড পণ্যও রপ্তানি বাড়তে ভূমিকা রাখছে। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিগত কয়েক বছর পাট চাষে খরচের তুলনায় দাম পাননি চাষিরা, যাতে পাটচাষ কমেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিরূপ আবহাওয়াও এর অন্যতম কারণ। তবে চাহিদা বেশি থাকায় এবার পাটের ভালো দাম পাচ্ছেন চাষিরা।

বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের প্রায় ১৩৫টি দেশে ২৮২টি পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়। বিগত বছরের তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে পাট ও পাটজাত পণ্যের রফতানি বেড়েছে ৩১ শতাংশ। যদিও তা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে শূন্য দশমিক ৪৭ শতাংশ কম।

ইপিবি'র তথ্যানুযায়ী, বিগত ১২ বছরে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি পাট ও পাটজাত পণ্য রফতানি হয়েছে চারবার। প্রথমবার ২০১০-১১ অর্থবছরে ১১১ দশমিক ৪৯ কোটি ডলার রফতানি আয় হয়। দ্বিতীয়বার ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১০৩ দশমিক ০৬ কোটি ডলার, তৃতীয়বার ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১০২ দশমিক ৫৫ কোটি ডলার ও সর্বশেষ ২০২০-২১ অর্থবছরে ১১৬ দশমিক ১৪ কোটি ডলার।

এদিকে অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রয়োজনীয় কাঁচাপাট সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং পাট ও পাটজাত পণ্য রফতানির দ্বারা বেগবান করার লক্ষ্যে কাঁচাপাটের বাজার পর্যবেক্ষণে রাখা হবে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী। তিনি বলেন, এ বছর পাট মৌসুম শুরু হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কাঁচাপাট বাজারে আসতে শুরু করেছে। এ মৌসুমে কাঁচাপাটের উৎপাদনও সম্ভবজনক। পাটচাষীরা ভালো পাটের ভালো দাম পাচ্ছেন। চলতি পাট মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, পাট চাষ নিশ্চিতকরণে বীজ সরবরাহ সঠিক রাখা হয়েছে। কোনো কারণে যেন কাঁচাপাটের দাম অসহনীয় না হয় সেজন্য সর্বদা কাঁচাপাটের বাজার পর্যবেক্ষণ করা হবে। মন্ত্রী বলেন, পাট ও পাটজাত পণ্যের রফতানি আয়ের দ্বারা অব্যাহত রাখার জন্য কাঁচাপাটের সরবরাহ নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এজন্য লাইসেন্সবিহীন অসাধু ব্যবসায়ীদের কাঁচাপাট ক্রয়-বিক্রয় ও মজুদ হতে বিরত রাখা; ভিজাপাট ক্রয়-বিক্রয় রোধ করা; বাজারে কাঁচাপাটের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাট অধিদফতরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।



- সহকারী প্রতি বছর নগদ মূল্যে বিশেষ থেকে প্রায় ২০ লাখ টি
নগদ প্রতি কিলো ২৯ থেকে ৩০ টাকা দরে আমদানি করে, যা
দেশের উৎপাদিত গমের প্রায় ৫০ শতাংশ। অগ্রচলিত এলাকায়
আগেই এ মূল্য নিশ্চিত করলে চুক্তিভিত্তিক অগ্রচলিত মাধ্যমে দেশে
গম চাষের এলাকা ও উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। দেশে গম
উৎপাদনকে টেকসই করতে প্ররিক চাষিদের প্রয়োজনীয় গম
তাদের নিজস্বের উপাদান উদ্ধৃত করতে হবে।

A decorative banner for the 'Obro' section. It features a central text 'Obro' in a stylized font. Below the text is a horizontal strip of images: a red tractor in a field, a bowl of fruit, a bunch of grapes, a bunch of bananas, a watermelon, and a bunch of apples. The banner is framed by green geometric shapes.

আমাদের অর্থনীতি

কৃষি খাতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব প্রযুক্তি ব্যবহারে দ্রুত এগোচ্ছে দেশ



মতিমুজ্জান মিল্ট : প্রিশিন ফার্মিং নিশ্চিতকরণ, কৃষিতে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার, রূপ মডেলিং, ব্যায়েটিক গবেষণা, সংগ্রাহকের ক্ষতি কমানো, মলিকুলার ব্রিডিং, নিরাপদ খাদ্য, চাহিদা নিরূপণ, মূল্য সংযোজন, লবণাক্ততা ও খরা জলময়তা ব্যবস্থাপনা, কৃষি বাণিজ্য, বীজ ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদিতে ৪র্থ শিল্পবিপ্লব প্রযুক্তি ব্যবহারের পথে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার ও প্রধান ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা ড. সুখিতা দাস জানান, প্রকৃতি নির্ভর কৃষির ক্ষয়ক্ষতি কমানো, আবহাওয়া ও রোগবলাইয়ের পূর্বাভাস, গুণগতমানের উন্নয়ন, ক্ষতিকারক কীটনাশক ও সারের ব্যবহার কমানো, সঠিক সময়ে কৃষককে সঠিক পরামর্শ দেওয়া এবং কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোসহ ভবিষ্যৎ কৃষি বিকাশের মানদণ্ড নিরূপণে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে দেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা।

বিজ্ঞানীদের গবেষণার প্রস্তুত উন্নতিতে বাংলাদেশের কৃষি বর্তমানে জীবিকা নির্ভর কৃষি থেকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হয়েছে। পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বহু লাগসই প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবন করেছে। যা দেশের সার্বিক কৃষি উৎপাদন বাড়ানোসহ দেশের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ করছে। পুষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর ধারাবাহিক গবেষণায় খানসহ বিভিন্ন ফলদ ও শাকসবজির সব মওসুমে পুষ্টিসমৃদ্ধ জাত বের হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে বর্তমানে সারা বছর বিভিন্ন শাকসবজি ও ফল-ফলাদির চাহ হচ্ছে। যা দেশের সার্বিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

কৃষি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে যে সব খাত সচল রেখেছে কৃষি তার মধ্যে অন্যতম। কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বাণিজ্যে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। খাদ্য, গম ও ভুট্টা বিশ্বের গড় উৎপাদনকে পেছনে ফেলে ক্রমেই এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। সবজি ও মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশের কাতারে। মোট দেশজ উৎপাদন তথা

জিডিপি'তে কৃষিখাতের অবদান ১৩.৪৭ শতাংশ। বর্তমানে বিশ্বে গড় উৎপাদনশীলতা ৫.৩ টন এবং বাংলাদেশে প্রায় ৪.১৫ টন।

কৃষিই বাংলাদেশের কৃষ্টির মূল ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। আর এ কারণে দেশের অর্থনীতিতে কৃষির অসামান্য অবদান ও সাফল্য সর্বজনস্বীকৃত এবং বর্তমানে বৈশ্বিক পরিমন্ডলেও সমাদৃত। তাছাড়া বর্তমান সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। যা কৃষি উন্নয়ন ও কৃষক কল্যাণকে সার্বিক বিবেচনায় নিয়ে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলছে। টেকসই কৃষি উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কৃষি ক্ষেত্রে সমরোপযোগী পদক্ষেপ এবং দিকনির্দেশনায় যোরপোশের বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে খাদ্যশস্য উৎপাদন আজ সর্বোচ্চ এবং বিশ্ব দরবারে রোল মডেল। টেকসই খাদ্য নিরাপত্তাও প্রায় নিশ্চিত। কৃষিতে বাংলাদেশের মত অল্প সময়ে এত উন্নয়ন বিশ্বের খুব কম দেশেই হয়েছে। বর্তমানে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বিশ্বে দ্রুত বর্ধনশীল আর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে রয়েছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে খাদ্য উৎপাদন অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত। বিশ্বে বর্তমানে দ্রুত খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম রয়েছে সবার উপরে। কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কৃষিবান্ধব সরকারের সমরোপযোগী পদক্ষেপ জনগণের দৈনন্দিন খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করেছে।

১৫ বছর মেয়াদি জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ২০০৮ সাল থেকে দেশব্যাপী খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকল্পটি শিশু ও নারীদের পুষ্টি নিশ্চিত করতে দেশের গম, ডাল, তৈলবীজ, শাকসবজি, ফলমূল ও দুধ মাংস উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সমন্বয়ে জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ হয়েছে। এ নীতিতে কৃষিকে আরও আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন প্রযুক্তি সংযোজন করা হয়েছে। এরপর পৃষ্ঠা ৭, সারি ১

কৃষি খাতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব প্রযুক্তি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি নীতিতে নতুন করে ন্যানো প্রযুক্তির মতো আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ নীতিতে কৃষি খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা, গবেষণা ও উন্নয়ন, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষিতে সমবায়, কৃষি বিপণন, বিশেষায়িত কৃষি যেমন- ছাদে কৃষি, হাইড্রোফোনিক, অ্যারোফোনিক, সংরক্ষণমূলক কৃষি, ভাসমান কৃষি, প্রিশিন কৃষি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, সংরক্ষণ, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীল টেকসই কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন কৃষি নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

ডেস্টা প্রায় ২১০০ হচ্ছে বাংলাদেশের শতবর্ষমেয়াদি একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা। সামনের দিনে দীর্ঘমেয়াদি প্রযুক্তিপত, কারিগরি ও আর্থসামাজিক দলিল হিসেবে এ পরিকল্পনা বিবেচিত হবে। পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশের ৮টি হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলকে ভিত্তি হিসেবে ধরে প্রতিটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির মাত্রা চিহ্নিত করা হয়েছে। যা কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ।

কালের কণ্ঠ

ফল ও সবজি রপ্তানি বাড়াতে পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদক >

ফল ও সবজি রপ্তানি বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভাবনা থাকলেও নানা প্রতিবন্ধকতায় পিছিয়ে পড়ছে এই খাত। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে ফল ও সবজি রপ্তানি বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ। এ জন্য প্রাথমিকভাবে সাতটি ফল ও সবজি চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে দুই ধরনের ফল হলো—আম ও লেবু। আর পাঁচ ধরনের সবজি হলো—দেশীয় শিম, বেগুন, শশা, পটোল ও করলা।

ফল ও সবজি রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে অন্তত ২০ ধরনের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে ১৬টি সুপারিশ ও পাওয়া গেছে।

গতকাল শনিবার উদ্যান ফসলের রপ্তানির প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রয়োগবিষয়ক কর্মশালায় এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই কর্মশালার আয়োজক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)। রাজধানীর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) অর্থায়নে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। বারির পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. মো. কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের পিপি সি উইংয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. রুহুল আমিন তালুকদার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বারির সবজি বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. ফেরদৌসী ইসলাম।

কর্মশালায় সবজি ও ফলের রপ্তানি কিভাবে বাড়ানো যায়, কোন কোন দেশে রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে, প্রতিবন্ধকতাগুলো কিভাবে

দূর করা যায়, কিভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায়, কোন কোন অঞ্চল থেকে এসব ফল ও সবজি সংগ্রহ করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। এরই মধ্যে পরিকল্পনায় আরো কী যোগ করা যায় এ বিষয়ে মতামত নিতে কাজ শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানটি। একই সঙ্গে এ জন্য ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ের

প্রাথমিকভাবে কাজ
হচ্ছে ৭ পণ্য নিয়ে

২০ ধরনের প্রতিবন্ধকতা
চিহ্নিত

প্রতিবন্ধকতা দূর করতে
১৬ সুপারিশ

আলাদা একটি প্রকল্প প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা করা হয়।

কর্মশালার মূল প্রবন্ধ বলা হয়, বাংলাদেশে বছরে প্রায় ১২.১ মিলিয়ন মেট্রিক টন ফল এবং ১৬.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন সবজি উৎপাদন হয়। দেশের চাহিদা মিটিয়ে এসব উৎপাদিত ফল ও সবজি মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা সম্ভব। কিন্তু উৎপাদিত সবজি ও ফলের সঠিক গুণগতমানের অভাব, নির্যাপদ উৎপাদনের অভাব, গুড অ্যাগ্রিকালচার প্র্যাকটিসের (জিএপি) অভাব, অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহার, চুক্তিভিত্তিক কৃষক না থাকা (কন্ট্রাক্ট ফার্মিং), অ্যাক্রেডিটেশন ল্যাবরেটরি না

থাকা, তদারকি ও মানসনদের দুঃপ্রাপ্যতা, রপ্তানির জন্য বিশেষ অঞ্চল না থাকাসহ ২০ ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এ ক্ষেত্রে। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা দূর করা ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের সুপারিশ করা হয়েছে। কর্মশালায় উদ্যান ফসলের রপ্তানির প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রয়োগবিষয়ক প্রকল্প প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন বারির আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র এবং হাটহাজারী, চট্টগ্রামের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মশিউর রহমান।

পরে প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে খাতসংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন আলোচক আরো কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, রপ্তানি করার জন্য উৎপাদিত ফল ও সবজিগুলোর মান ঠিক রাখতে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির বিষয়গুলো চিহ্নিত করার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়তে হবে। এ ছাড়া কৃষি কর্মকর্তাদের মাঠে তদারকি বাড়ানো, দূতাবাসগুলোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। পণ্য বিমানের পরিবর্তে জাহাজে পাঠানোর ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

পরিকল্পনা অনুসারে উন্নীত সবজিগুলো সংগ্রহ করা হবে নরসিংদী, কুমিল্লা ও টাঙ্গাইলের মধুপুর থেকে। এ ছাড়া লেবু সিলেট এবং আম রাজশাহী, টাঙ্গাইনবাবগঞ্জ ও সাতক্ষীরা থেকে সংগ্রহ করা হবে। তবে নরসিংদী থেকে লেবু ও মানিকগঞ্জ থেকে সবজি সংগ্রহের পরামর্শও দিয়েছেন অনেকে। এসব সবজি উৎপাদনের জন্য কৃষক নিদিষ্ট করে চুক্তিভিত্তিক চাষের পরিকল্পনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে নিদিষ্ট জেন তৈরিও পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সমকাল



কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক
শানিয়ার বান্দরবানের রুমা
উপজেলায়
কাজুবাদাম,
আমসহ বিভিন্ন
ফলবাগান
পরিদর্শনে
গিয়ে সেখানে
কফি গাছের
একটি চারা
রোপণ
করেন
■ সমকাল

পাহাড়ে কৃষিমন্ত্রী কাজুবাদাম কফিসহ অপ্রচলিত ফসল চাষ বাড়াতে হবে

■ সমকাল প্রতিবেদক
কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, দেশ খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার এখন কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ ও লাভজনক করতে নিরলস কাজ করছে। কৃষিকে লাভজনক করতে হলে কাজুবাদাম, কফি, গোলমরিচসহ অপ্রচলিত অর্থকরী ফসল চাষ বাড়াতে হবে। শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও এসবের বিশাল চাহিদা রয়েছে, দামও বেশি। সে জন্য এসব ফসলের চাষাবাদ ও প্রক্রিয়াজাত বাড়াতে হবে। পাহাড়ের বৃহৎ অঞ্চলজুড়ে এসব ফসল চাষের সম্ভাবনা অনেক। এ ছাড়া আনারস, আম, ড্রাগনসহ অন্যান্য ফল চাষের সম্ভাবনাও প্রচুর। আমরা কাজুবাদাম ও কফির উন্নত জাত এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও এসব ফসলের চাষ আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে কাজ করছি। এটি করতে পারলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটবে। পাহাড়ি এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মানের দর্শনীয় উন্নয়ন হবে। একই সঙ্গে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যাবে। গতকাল শানিয়ার বান্দরবানের রুমা উপজেলায় কাজুবাদাম, কফি, আমসহ অন্যান্য ফলবাগান পরিদর্শন শেষে এসব কথা বলেন কৃষিমন্ত্রী।
আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বর্তমানে দেশে অল্প পরিসরে কাজুবাদাম ও কফি উৎপাদন হচ্ছে। শুধু পাহাড়ি অঞ্চল নয়, সারাদেশের যেসব অঞ্চলে কাজুবাদাম ও কফির চাষাবাদের সম্ভাবনা রয়েছে; কিন্তু বর্তমানে চাষাবাদ হচ্ছে না পর্যায়ক্রমে এমন এলাকাও কাজুবাদাম ও কফি চাষের আওতায় আনা হবে। সেই লক্ষ্যে সম্প্রতি 'কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক ২১১ কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, এসব ফসলের চাষ জনপ্রিয় করতে কৃষক ও উদ্যোক্তাদের আমরা বিনামূল্যে উন্নত জাতের চারা, প্রযুক্তি ও পরামর্শসেবা দিচ্ছি। গত বছর কাজুবাদামের এক লাখ ৫৬ হাজার চারা বিনামূল্যে কৃষকদের দেওয়া হয়েছে। আর এ বছর তিন লাখ চারা দেওয়া হবে।
পরিদর্শনকালে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈখী, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মেসবাহুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব ওয়াহিদা আক্তার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আসাদুল্লাহ, বিএডিসির চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো. বখতিয়ার, বান্দরবানের জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরাজি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জোড়ের কাগজ



বারি কাঠী বদকদ্দোজা মিলনায়তনে গ্রাহ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শন করছেন (বাম থেকে) কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এফএও'র মহাপরিচালক ড. কিউ দোংহু এবং বারি মহাপরিচালক ড. দেবশীষ সরকার। বিজ্ঞান

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডিজির বারি পরিদর্শন

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)'র মহাপরিচালক ড. কিউ দোংহু গতকাল শনিবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেছেন। এসময় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এফএও'র সহকারী মহাপরিচালক জুং-জিন কিম, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম, এফএও'র বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি. সিম্পসন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞান

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সদর দপ্তরে অতিথিদের স্বাগত জানান বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবশীষ সরকার। এর পর জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মহাপরিচালক এবং কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

অতিথিরা বারি'র প্রধান কার্যালয়ের সামনে বারি উদ্ভাবিত তিনটি ফলের চারা রোপণ করেন। পরে অতিথিরা ইনস্টিটিউটের কাজী বদকদ্দোজা মিলনায়তন প্রাঙ্গণে আয়োজিত বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শন করেন।

এসময় এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসান, পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. তারিকুল ইসলাম, পরিচালক (উদ্যানভিত্তিক গবেষণা কেন্দ্র) ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী, (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. আব্দুল নতিফ আকন্দ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং) ড. মো. সাইফুল ইসলাম, পরিচালক (পরিচালনা ও মূল্যায়ন উইং) ড. মোছাম্মৎ সামছুন্নাহার, পরিচালক পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. মোহেলা আক্তার সহ বারি'র বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, উপর্তন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তারা।

খাদ্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান

পাট ও কাঁঠাল উৎপাদনে



ধান উৎপাদনে



আম উৎপাদনে



পেঁয়াজ উৎপাদনে



আলু উৎপাদনে



সবজি উৎপাদনে



পেয়ারা উৎপাদনে

